তিনটি বই একত্রে

ওয়েস্টার্ন

রোধ

সেয়ানে সেয়ানে

দুর্ভোগ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী





ওয়েস্টার্ন

[তিনটি বই একত্রে]

গোলাম মাওলা নঈম

রোধ

ছোট্ট শহর হোয়াইটস্টোনে ফিরে এসেছে বাক টার্নার।
ব্যাংক লুট করার পর আরও এক লাখ ডলার চাইছে সে। অথর্ব বুড়ো মার্শাল ডীন থর্টনের কিছুই করার নেই। সাহস করে এগিয়ে এল বোবা এক যুবক, আর ওর পাশে এসে দাঁড়াল অনিন্দ্য সুন্দরী এক মেয়ে।

সেয়ানে সেয়ানে

কিছু কিছু ঘটনা আছে যাতে কারও হাত থাকে না। যেমন, জেমস মরগানের বেলায় যা ঘটল। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মিসৌরী পৌঁছে, স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলো দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট একটা জীবন শুরু করতে চায় ও। কিন্তু আলফ্রেড টেনিসন বোধহয় তা চায় না। মরগানের পেছনে একগাদা লোক লেলিয়ে দিয়ে সে, দুর্গম প্রান্তরে ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে লোকগুলো। শেষ মুহূর্তে মুখোমুখি হলো ওরা, লড়াই শুরু হলো সেয়ানে সেয়ানে।

দুর্ভোগ

তাসের নিষ্পত্তি শেষ পর্যন্ত বুলেটে হয়েছে, এই প্রথম দেখেনি জিম শেভার্ন। কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে, যেহেতু নিজেই খেলছে, তাই যত দ্রুত সম্ভব সোডা স্প্রিং ছাড়তে পারাই সমীচীন মনে করল ও। কিন্তু আচমকা জানতে পারল সম্পূর্ণ অচেনা এক লোক সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছে ওকে। শর্ত একটাই- কোনও ক্রমেই হার মানা যাবে না শত্রুদের কাছে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

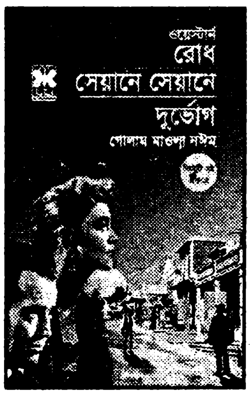
সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

[তিনটি বই একত্রে]

রোধ
সেয়ানে সেয়ানে
দুর্ভোগ

গোলাম মাওলা নঈম



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

আটষট্টি টাকা

ISBN 984-16-8288-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০৩৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

RODH
SHEYANEY SHEYANEY
DURBHOG
Three Western Novels
By: Golam Mawla Naeem


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCAN & EDIT
SUVOM
SUVOM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন

রওশন জামিল

বাথান-১+২ ৪৫/-
সন্ধান+ছায়াশত্রু ৪৯/-
প্রত্যয়+অতন্দ্রপ্রহরী ৪৭/-
ওয়ান্টেড+ভয় ৪৩/-
স্বর্ণতৃষা+কুহকিনী ৪১/-
রক্তের ডাক+টোপ ৪৯/-

রওশন জামিল/খোন্দকার আলী আশরাফ

লড়াই+রত্নগিরি ৬২/-

খোন্দকার আলী আশরাফ

কাঁটাতারেরে+ডাইনী ৫০/-

কাজি মাহবুব হোসেন

এরফান ভলিউম-১ ৫১/-
(আলেয়ার পিছে+আর কতদূর)
এরফান ভলিউম-২ ৪৪/-
(মৃত্যুর মুখে এরফান+অ্যারিজোনায় এরফান)
এরফান ভলিউম-৩ ৫১/-
(ডেথসিটি+আবার এরফান)
রক্তাক্তখামার+সেই এরফান ৫০/-
দাবানল ১+২ ৩৬/-
ভাগ্যচক্র ১+২ ৩৫/-
পাতকী+জ্বলন্ত পাহাড় ৪০/-
মানুষ শিকার+বাঁধন ৪০/-
এপিঠওপিঠ+লুটতরাজ ৪৫/-
রাইডার+অপমৃত্যু ৪৩/-
রক্তরাঙা ট্রেইল+ভয়াল শটগান ৪৪/-
ল্যাসোর ফাঁস+বুনো পশ্চিম ৪৪/-
নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী ২৯/-

শওকত হোসেন

ঘেরাও+নীল নকশা ৪৯/-
অস্থির সীমান্ত+উত্তপ্ত জনপদ ৪২/-
প্রতিপক্ষ+দখল ৪৩/-
প্রহরী+সংঘাত ৪৭/-
আক্রান্ত শহর+অবরোধ ৪৯/-
বৈরী বলয়+অপসারণ ৪৫/-
ত্রাহি+জালিয়াত ৫৮/-
দুশমন+রুদ্ররোষ ৫৫/-

আসাদুজ্জামান/বজলুর রহমান

দুর্বৃত্ত+বাজি ৫৭/-

কাজী শাহনূর হোসেন

স্বর্ণসন্ধানী-১ ২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২ ২৬/-
বদলা ২৬/-
কারসাজি ২৬/-
শয়তানের চক্র ২৬/-
লোভের ফাঁদে ২৬/-

ওয়েস্টার্ন

রোধ, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ

গোলাম মাওলা নঈম

মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-
তাহের শামসুদ্দীন	
শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-
কাজী মায়মুর হোসেন	
ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	
উৎখাত	২৭/-
লুটেরা	২৭/-
প্রত্যাবর্তন	২৮/-
শায়েস্তা	২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক	২৮/-
ধাওয়া	২৮/-
দুর্গম যাত্রা	২৮/-
প্রহসন	২৬/-
দূরের পথ	২৬/-
নিঠুর আলাস্কা	২৯/-
সমন-২	২৭/-
লুণ্ঠন	৩৬/-
মৃত্যু উপত্যকা	৩৩/-
উত্তপ্ত কারাগার	৩১/-
পরবাসী	৪২/-
অধিকার	৪০/-
শক্তপাল্লা	৪৯/-
শিকড়	৫৫/-
ত্রাতা	৩৩/-
স্বর্ণঈগল+ক্যালিবার ·৪৫	৫৮/-
দুর্জয় পশ্চিম+দোষী+বিরান প্রান্তর	৭৫/-
বধ্যভূমি+প্রবঞ্চক+বারুদ	৭৫/-
ইফতেখার আমিন	
প্রায়শ্চিত্ত	২৭/-
টিপু কিবরিয়া	
অশুভ চক্র	২৬/-
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ	
ভবঘুরে	২৬/-
খুনের দায়	৩০/-
যমদূত	২৮/-
মাসুদ আনোয়ার	
আশ্রয়	৩০/-
সংঘর্ষ	৩৩/-
লিপ্সা	৩৭/-
অপমান	৪২/-
অপচেষ্টা	৪৫/
দাঙ্গা	৪৯/-
গোলাম মাওলা নঈম	
শর্ত	৩২/-
অপঘাত	৩১/-
উত্তরসুরি	৩২/-
খুনে শহর	৩২/-
তালাশ	৩৬/-
ঘাতক	৩৭/-
ঘায়েল	৩২/-
আসামী	৩৭/-
অহঙ্কার	৩৪/-
নরকে	৩৪/-
শকুন	৩৫/-
দাপট	৪১/-
বিপত্তি	৪২/-
রক্ষা	৪৯/-
ছোবল	৫২/-
খেসারত	৫২/-
শাস্তি	৬৩/-
রোধ+সেয়ানে সেয়ানে+দুর্ভোগ	৬৮/-
সুস্ময় আচার্য সুমন	
অপবাদ	২৭/-
সায়েম সোলায়মান	
পরিবর্তন	৫৭/-

রোধ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

হোয়াইটস্টোন শহরটা ছোট, সব মিলিয়ে শ'খানেক লোকের বাস। মূল রাস্তার দু'পাশে ফুটপাথ ছাড়িয়ে যথেষ্ট দূরে সারি সারি বাড়ি আর দোকান-ঘর। রাস্তাটা দক্ষিণে গির্জাতক আর উত্তরে রঙজ্বলা একটা সাইনবোর্ড পর্যন্ত দীর্ঘ। পশ্চিমে ঢালু জমি মাইলখানেক তফাতে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। আর পুবে ফ্রগস রীভারের ওপারে দিগন্তজোড়া তৃণভূমি।

জেথ্রো ম্যাকলীন যখন হোয়াইটস্টোনে প্রবেশ করল তখন দুপুর। গ্রীষ্মের সূর্য সর্বত্র উত্তপ্ত হলকা ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রায় ফাঁকা মূল রাস্তা ধরে এগোল সে। বছর চার আগে একবার এসেছিল এখানে, একটা রাত কাটিয়ে সনোরার ট্রেইল ধরেছিল। শুরুতে এ শহরে একটা সেলুন কাম স্টোর, দুটো হোটেল আর একটা আস্তাবল ছিল কেবল। পশ্চিমে পাহাড়ের কোলে ছিল মাইনারদের আস্তানা। প্রকৃতির ভাণ্ডার ফুরিয়ে যেতে কেটে পড়েছে ভাগ্যান্বেষী লোকগুলো, আর ছোট্ট হোয়াইটস্টোন পরিণত হয়েছে ক্যাটল টাউনে। এর আশেপাশে এখন বেশ কটা বড়সড় বাথান।

কয়েক সারি দোকান পেরিয়ে বামে একটা আস্তাবল চোখে পড়ল। দূর থেকে পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল জেথ। জোয়ান একটা ছেলে বেরিয়ে এসে ভেতরে নিয়ে গেল ঘোড়াটাকে। পোর্চে একটা বেঞ্চি, তাতে বসে সিগারেট রোল করল ও। ধরিয়েছে এ-সময় ফিরে এল তরুণ হসল্যার। চোখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে দেখল ওকে, তারপর সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'দূর থেকে আসছ?'

নড করল জেথ। অনর্থক প্রশ্ন, ওর ঘোড়াটার ক্লান্ত শরীর দেখে বুঝে নিয়েছে ছেলেটা। কিন্তু এটাকে আলাপ শুরুর উপায় ভেবেছে।

'তোমার ঘোড়াটা দারুণ! বুনো ছিল একসময়, তাই না?'

বোঝা যাচ্ছে সুযোগ পেলে ছেলেটা কথা বলতেই থাকবে। উত্তর না দিয়ে রাস্তার ওপাশের বাড়িগুলোর দিকে নজর দিল জেথ। গলা ভেজানো দরকার। দু'শো মাইল পাড়ি দিয়েছে, শরীর জুড়ে কেবল ক্লান্তি।

ওর ঊরুতে বাঁধা হোলস্টার আর পিস্তলের দিকে তাকাল ছেলেটা, চোখে-মুখে নগ্ন আগ্রহ। 'তুমি কি মিলারের আউটফিটে যোগ দিতে এসেছ?'

মাথা নাড়ল সে।

'তাহলে নিশ্চয়ই ম্যাকলীনরা তোমাকে ভাড়া করেছে?'

এবারও না-সূচক জবাব জানাতে হলো।

'তাহলে...' হতাশ দেখাল ছেলেটাকে, চিন্তিত। 'একটা শো-ডাউন তো হবেই। জেরেমি মিলার এত সহজে ছেড়ে দেবে না। এজন্যে একগাদা লোকও আনিয়েছে সে, অথচ ম্যাকলীনদের লোকগুলো ঠিকমত পিস্তলও চালাতে পারে না।'

ছেলেটার হাতে দুটো রুপোর ঈগল ধরিয়ে দিল জেথ। বুটের তলায় পিষে ফেলল সিগারেটের বাকি অংশ, তারপর হেঁটে চলে এল ফুটপাথে। একটা বাকবোর্ড পেরিয়ে যেতে ধুলোয় ঢেকে গেল চারপাশ। উৎকট গন্ধ এসে নাকে লাগছে, সেই সাথে চোখে-মুখে এসে পড়ছে ধুলো। ব্যানডানা টেনে নাকের গোড়া পর্যন্ত তুলে দিল ও। তারপর সাইডওঅক ধরে হেঁটে সরে এল জায়গাটা থেকে। ধুলো সরে যেতে দক্ষিণে এগোল। হাতের বামে একটা বড়সড় দালান চোখে পড়ল—দু'পাশের বাড়িগুলোর চেয়ে আলাদা, শহরের গুটি কয়েক দালানের একটা। হোল্ডেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড। এর উল্টোদিকে হোয়াইটস্টোনের সবচেয়ে পুরানো সেলুন—লুইফ'স কর্নার। আগের মতই আছে—বাইরে থেকে অগোছাল ও অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু লুইফ বেক্সটারের আন্তরিক হাসি আর হুইস্কিই সেলুনটার বড় আকর্ষণ।

শূন্য রাস্তা পেরিয়ে সেলুনে ঢুকল জেথ। দুপুরের অলস সময় পার করছে জনা বারো লোক। বেশিরভাগই নিরীহ গোছের, কেবল কোণের তিনজন ছাড়া। এক নজর দেখেই বলে দেয়া যায় ঝামেলাবাজ।

বারের সামনে টুলের সারির একটায় বসে পড়ল ও। তিন পাঞ্চারকে পরিবেশন করে ফিরছিল লুইফ বেক্সটার, নতুন খদ্দেরের ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে। খুঁটিয়ে দেখল খানিক, তারপর হাসল। 'হাউডি, জেথ! ভেবেছিলাম মরে ভূত হয়ে গেছ!' নিখাদ কৌতুক তার চোখে। বারের ওপাশে গিয়ে তাক থেকে বোতল আর পরিষ্কার গ্লাস নামাল, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সেটা ঠেলে দিল। 'পাক্কা চারটে বছর! অথচ কথা ছিল বছর ঘোরার আগেই এদিকে আরেকবার ঢুঁ মারবে...অন্তত নিজের বাড়িতে তো ফিরবে!'

হুইস্কিতে চুমুক দিল ও। জানে সেরা জিনিসটাই দিয়েছে লুইফ। আড়চোখে তাকাল কোণের তিনজনের দিকে।

সেলুন-মালিক হাসল। 'ওরা আসার পর আমার বিক্রি বেড়েছে। খানিকটা ঝামেলা অবশ্য করেছে। একটু-আধটু সইতেই হয়, নইলে এটা সেলুন নাকি?'

লুইফের স্বভাবের সাথে মিলছে না, আপসের সুরে কথা বলছে সে। এমনটা ও কখনোই ছিল না, ভাবছে জেথ। অনেক আগে থেকে চেনে ওকে, সনোরায় পরস্পরের প্রতিবেশী ছিল ওরা। এখানে এ শহরের শুরুতে জেথ তাকে দেখেছে আপসহীন এক মাইনার হিসেবে, সঙ্গীরা কেটে পড়ার পর সেলুনের ব্যবসা শুরু করে সে। তখনও, কেবল ভাল লোকের জন্যেই উন্মুক্ত ছিল এ সেলুনটি। সারা তল্লাটে বেপরোয়া লোক হিসেবে ওকে জানত সবাই, পারতপক্ষে কেউ ঘাঁটাত না। তবু ঝামেলা যে হত না তা নয়, কিন্তু লুইফ অনায়াসে সামাল দিত সেগুলো। বয়সের ভারে দুর্বল? ভাবল ও, উঁহুঁ, চল্লিশ পেরোয়নি এখনও, ত্রিশ বছরের যুবকের মতই সুঠাম শরীর...মারিয়া? হবে হয়তো।

অভ্যস্ত হাতে কয়েকটা গ্লাস মুছছিল লুইফ। সবল হাতজোড়া দেখে বোঝা যায় অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে—ওর হাতের বুড়ো আঙুলে হ্যামার টানার দাগ নেই।

'ধরে ফেলেছ না?' তিক্ত হাসল সেলুন-মালিক, 'বয়স বেঈমানি করছিল,

আর ওদিকে মারিয়ার চাপ…মারিয়াকে তো চেনোই, যা জেদী! তাই সব ছেড়ে…'

পানীয় শেষ করল জেথ। নির্জলা হুইস্কি ক্লান্তি অনেকটাই তাড়িয়ে দিয়েছে। অস্বস্তিকর ভাবটা অবশ্য যায়নি, গোসল সেরে একটা লম্বা ঘুম দিলে কেটে যাবে।

'রোয়ানা তোমাকে খবর দিয়েছে নাকি?' চাপা স্বরে জানতে চাইল লুইফ, আড়চোখে একবার দেখল তিন ঝামেলাবাজকে। 'উঁহু, এমনিতে আসার লোক তুমি নও। তোমার পরিবার বসতি করল এখানে, তারপরও এলে না—অদ্ভুত মানুষ তুমি, জেথ!'

চুপ করে থাকল জেথ।

'কয়েকদিন থাকবে নাকি?'

শ্রাগ করল ও।

'একটুও বদলাওনি তুমি!' স্পষ্ট হতাশা লুইফের কণ্ঠে, 'যাক্গে, রাতে এসো, একসাথে সাপার করব।' জেথকে মানিবেল্টে হাত দিতে দেখে খেপে গেল এবার। 'খোদার কসম, ওকাজটা করলে তোমার মাথায় আস্ত একটা বোতল ভাঙব আমি!'

ইঙ্গিতে শুভেচ্ছা জানিয়ে বারের ওপর থেকে টুপি তুলে মাথায় চাপাল জেথ। বেরোবার আগে খেয়াল করল ঝামেলাবাজদের একজন উধাও হয়েছে।

সেলুন থেকে বেরিয়ে পোর্চে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জেথ্রো ম্যাকলীন। একটা সিগারেট রোল করল। দু'পাশে যদ্দূর চোখ যায় নিরীখ করল শহরটা—ঝিম মেরে আছে যেন। অথচ আজ পে-ডে, পাঞ্চারদের ভিড়ে সরগরম থাকার কথা।

দক্ষিণে, শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে গির্জার দেয়ালের কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে কেউ, কোন ভবঘুরে বোধহয়। লোকটার সামনে একটা কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। সারি সারি দোকান আর বাড়ির ওপর চোখ বুলাল সে, ম্যাকলীনদের ফ্লাওয়ার মিলের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল না। মিলটা হয়তো রাস্তার পশ্চিমে কিংবা গির্জা ছাড়িয়ে শহরের বাইরে।

দক্ষিণে মিনিট কয়েক হাঁটার পর ডানদিকে চোখে পড়ল দালানটা। একপাশে এক কামরার অফিস-ঘর, দরজার ওপর ছাদে সাইনবোর্ড ঝুলছে। নিশ্চিত হয়ে এগোল সেদিকে। কাচের দরজার ওপাশে আবছা আঁধার, বাইরে থেকে ভেতরের কিছু চোখে পড়ছে না। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জেথ, চোখ সয়ে আসার পর টের পেল সাজানো একটা কামরায় উপস্থিত হয়েছে। পরিচ্ছন্ন দেয়ালে কয়েকটা পেইন্টিং। দরজার উল্টোদিকের জানালায় দিগন্ত আর পর্বতশ্রেণীর ধূসর অবয়ব। তবে সবচেয়ে চমৎকৃত করার মত ব্যাপার হচ্ছে বিশাল আয়তাকার টেবিলের ওপাশে আরামদায়ক চেয়ারে আসীন এক মেয়ের উপস্থিতি।

রোয়ানাকে চিনতে একটু কষ্টই হলো।

অনেক কিছুই বদলেছে ওর, ভাবছে জেথ। পাঁচ বছর আগের নিখুঁত মুখটা আর নেই, রং ঝলসে গেলেও এখনও কমনীয়। বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখে কৈশোরের চপলতা নেই, আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পুরুষালি পোশাক, তবু যতটুকু দেখতে পাচ্ছে মেয়েলি দেহের পুরোটাই আকর্ষণীয়।

রোয়ানার দৃষ্টি আটকে রইল আগন্তুকের মুখে যদিও সে অনাহূত নয়। সেকেন্ড কয়েক, তারপর উজ্জ্বল হলো সুন্দর মুখটা। চেয়ার ছেড়ে সহাস্যে এগিয়ে এল। জেথ খেয়াল করল হাঁটার ধরনটাও পাল্টে গেছে, প্রত্যয় মেশানো।

'কেমন আছ, জেথ?'

নড করে 'ভাল' বোঝাতে চাইল জেথ, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'ভাল না। যেটা আমার কাজ নয় তাই করতে হচ্ছে।'

অস্বস্তি বোধ করল সে, একটা চেয়ারে বসে হ্যাটটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল।

জেথের অস্বস্তিটুকু আঁচ করতে পারল রোয়ানা, কারণটাও জানে। ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল। 'কিছু মনে কোরো না। অভিযোগ করিনি, এমনিতেই বলেছি।' ড্রয়ার খুলে কাগজ-কলম বের করে এগিয়ে দিল। 'সহজ হয়ে বসো, আমি তোমার অপরিচিত কেউ নই।'

কাগজ নিয়ে লিখল জেথ: বাবা কেমন আছে?

'ভাল, যতটুকু থাকা সম্ভব,' পড়ার ফাঁকে জানাল রোয়ানা, 'লাঞ্চ করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'কফি?'

সায় পেতে কামরার কোণে চলে গেল রোয়ানা, স্টোভে আগুন জ্বেলে কেতলি চড়াল। ড্রয়ার খুলে বের করল দুটো কাচের মগ। পানি ফোটার পর, কেতলিতে কফির গুঁড়ো ঢালার সময় ফিরে তাকাল। জেথ তখন দেখছিল ওকে। কিছুটা অস্বস্তি হলো রোয়ানার, মাথা নেড়ে মনোযোগ দিল মগে চিনি ঢালায়। 'তুমি আমাকে নতুন দেখছ না,' পরিবেশনের সময় স্পষ্টভাবে অনুযোগ করল।

না, লিখল জেথ, কিন্তু অনেক বদলেছ।

'কেমন কাটছে তোমার?'

শ্রাগ করল সে।

'তোমাকে আমার হিংসে হয়, জেথ!'

প্রশ্ন ফুটে উঠল ওর চোখে।

'তুমি খুব স্বাধীনচেতা, যেখানে ইচ্ছে চলে যাচ্ছ…কোন পিছুটান নেই। বাথান, মিল–এসব মানেই তো টাকা। অথচ এগুলো তোমাকে টানে না। তোমার সাহস…'

হাত তুলে রোয়ানাকে থামিয়ে দিল জেথ। কাগজে লিখল: এখানকার, তোমাদের কথা বলো।

'তুমি চলে যাওয়ার পর, শেষবার যখন এসেছিলে, চাচা ঠিক করল সনোরা ছেড়ে এখানেই বসতি করবে। লুইফ তো আগেই এসেছে, ওর পরামর্শে র‍্যাঞ্চটা কেনা হলো। একে তো পঙ্গু, তাছাড়া নতুন হিসেবে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না সে, তাই আমি এলাম। তার আগে অবশ্য তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, তুমি ওকে নিরাশ করেছ। এবার আমি ডেকেছি, তবে পরামর্শটা ওর। এবং তোমাকে আর যেতে দিচ্ছি না।' হাসছে রোয়ানা, দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ।

সমস্যার কথা বলো–কাগজে লিখল জেথ। ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছে, বরাবর এ চ্যালেঞ্জটাকে ভয় পেয়েছে সে এবং এজন্যেই এড়িয়ে চলা।

খানিকটা নিরাশ মনে হলো রোয়ানাকে, উঠে নিজের মগ কফিতে ভরে নিল। মৃদু চুমুক দিয়ে শুরু করল ফের, 'এ মিলের আয়ের অর্ধেকটাই আসে সেনাবাহিনীতে পাঠানো সাপ্লাই থেকে। প্রতি মাসে হাচিনসনে সাপ্লাই পাঠানো হয়, ওখান থেকে ট্রেনে করে একাডেমিতে। চুক্তির ব্যবসা, সময়মত না পাঠালে তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা।…এর আগে যা হয়নি, হাচিনসন যাওয়ার পথে লুট হয়েছে শেষ দুটো সাপ্লাই। জানার পর অবশ্য আবার পাঠানো হয়েছে–তারমানে দ্বিগুণ খরচ। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে দ্বিতীয়বারে আর লুট হয়নি। প্রথমবার পাহারা দেয়ার জন্যে লোক না থাকলেও গতমাসে তিনজনকে নিয়োগ করেছিলাম। লুট করার সময় কারও গায়ে একটা আঁচড়ও লাগায়নি ওরা।

'দু'বারের জায়গায় চারবার সাপ্লাই পাঠানোয় প্রায় বিশ হাজার ডলার লোকসান হয়েছে আমাদের। এ ক্ষতিটুকু জেনে-শুনে স্বীকার করে নেয়া কেবল চুক্তিটা টিকিয়ে রাখার জন্যে। একাডেমি শেষ একটা সুযোগ দিয়েছে–এবারের সাপ্লাইটা সময়মত না পৌঁছালে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হবে ওরা।' থেমে কফিতে চুমুক দিল রোয়ানা, চোখ জেথের ওপর। বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক কি ভাবছে সে।

তাহলে আমার কাজ হচ্ছে, ভাবছে জেথ, সাপ্লাইটা যাতে ঠিকমত পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা–প্রয়োজনে বন্দুকবাজি করে হলেও।

'এক অর্থে ব্যাপারটা ওরকমই,' রোয়ানা আঁচ করতে পারল জেথের ভাবনা কোন্ পথে এগোচ্ছে। 'আমি কেবল একটা সমস্যার কথা বলেছি, আরও আছে–সেগুলোও জানাব। তোমাকেই সব সামাল দিতে হবে, কারণ দু'দিন বাদে বাথান আর মিল তুমিই চালাবে। সব বুঝিয়ে দিতে পারলে আমার ছুটি।'

ওকে দোষ দেয়া যায় না, ভাবছে জেথ, এসব কাজ একটা মেয়ের জন্যে কষ্টকর বটে। সনোরার আরামদায়ক জীবন ছেড়ে এসেছে মেয়েটা, এতে ওর নিজের স্বার্থ খুব কমই। ফ্রেডারিক ম্যাকলীনের কাছে নিজের ছেলের চেয়ে অনাথা ভাইঝিই বেশি কাছের, কারণ বড় হওয়ার পর থেকে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বাপের কাছে থাকার চেষ্টা করেনি, রোয়ানাই ওর অভাবটা পূরণ করেছে।

রোয়ানার চোখে-মুখে চাপা হাসি দেখতে পাচ্ছে জেথ, ওর নাজুক অবস্থাটা উপভোগ করছে। বিরক্তি লাগল ওর, এরকম ফাঁপরে পড়বে জানলে আসতই না। ভুল হয়েছে, তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করার সময় ভাবল, এ মেয়েটির চিঠিতে বিপদের আভাস ছিল, গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয়নি। দশ দিন আগে প্রেসকটে চিঠিটা পেয়েই হোয়াইটস্টোনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল।

তোমাদের আশা পূরণ হচ্ছে না, লিখল জেথ, আমি থাকব না।

'আর কত দিন এভাবে সরে থাকবে, জেথ? এক সময় এসবের দায়িত্ব তোমাকে নিতেই হবে,' সহানুভূতি রোয়ানার কণ্ঠে। 'দেরি করলে কেবল ক্ষতিই।

বাথান বা মিল চালানো পুরুষদেরই কাজ। সবচেয়ে বড় কথা আমি কুলিয়ে উঠতে পারছি না। শুরুতে সবকিছু গুছিয়ে নিতে চাচা খুব পরিশ্রম করেছে, সামলে উঠতে পারেনি আর। আগে ওর কাছ থেকে পরামর্শ পেতাম, এখন তাও পাচ্ছি না। নিজের কামরা ছেড়ে খুব একটা বেরোয়ই না। তুমি ফিরে এসেছ এটা ওর জন্যে দারুণ খুশির খবর।'

জেথ দ্বিধান্বিত, আনমনে অগোছাল চুলে আঙুল চালাল। বিস্বাদ লাগায় বুটের তলায় পিষে ফেলল সিগারেটটা।

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চলো, বাথানে গিয়ে গোসল সেরে বিশ্রাম নেবে।'

উঠল না জেথ, ভাবছে।

'কফি দেব?'

সায় দিতে মগটা ভরে দিল রোয়ানা।

খানিক পর কাগজে লিখল জেথ: সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে তুমি কেটে পড়তে পারবে না। যা আছ তা-ই থাকবে, আমি কেবল সাহায্য করব তোমাকে।

'কত দিন?'

হাসল জেথ, ভবিষ্যতের কথা বোঝাতে চেয়েছে মেয়েটা। যদ্দিন না তোমার অধিকার পাচ্ছে কেউ, ফের লিখল জেথ, তার আগে যদি সরে পড়তে চাও তো আমিও কেটে পড়ব।

সহাস্যে এগিয়ে এল রোয়ানা। 'তুমি কিন্তু ফেঁসে গেলে...আমি আগে থেকে জানতাম। কেবল চেয়েছি—একবার তোমাকে পেলেই হলো...রাজি করাতে কষ্ট হবে না।'

বাক টার্নার সর্বাগ্রে, তার পেছনে সাত জন।

কলোরাডো ক্যানিয়নে কাটানো গত দুটো মাস মোটেও সুখকর ছিল না টার্নারের জন্যে। ছ্যাঁচোড় এক বাউন্টি হান্টার পিছু নিয়ে ঢুকে পড়েছিল ক্যানিয়নের গভীর পর্যন্ত, হাইড-আউটের একেবারে কাছাকাছি। বাধ্য হয়ে আঙুল বাঁকাতে হয়েছে তাকে। আর যাই হোক ওর চেয়ে বেশি তো আর কেউ কলোরাডো ক্যানিয়ন চেনে না।

বজ্জাত বাউন্টি হান্টার মারা যাওয়ার পর হাজির হয়েছিল তার বন্ধুরা। অবস্থা বেগতিক দেখে সবার চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়েছে সে। এরপর রেডরকে মিলিত হয়েছে অন্যদের সাথে। ওখানেই স্থির করে হোয়াইটস্টোনে আসবে। শেষ দাঁও মারার পর ছয় মাস পেরিয়ে গেছে, পকেটে রয়েছে কয়েকটা রুপোর ঈগল। রোজগারের পথ তো একটাই, সুতরাং...

বাক টার্নার লোভী তবে নিজেকে সংযত রাখতে জানে, সতর্কও। তাই এমন একটা সময় বেছে নিয়েছে যাতে কাজ হাসিল করতে কোন অসুবিধা না হয়।

দলের লোকগুলো ওকে যমের মত ভয় পায়, টার্নারের হিংস্রতা কারও অজানা নয়। একটা নীতিই পাঁচটি বছর ধরে রেখেছে সবাইকে—টার্নার সমবণ্টনে বিশ্বাসী। অপরাধ জগতে একমাত্র সে-ই দলের লোকদের সমান বখরা দেয়। আর এ কারণে সবাই ওর অনুগত এবং বিশ্বাসী। পাঁচ বছরে দলের সদস্য-সংখ্যার হের-

ফের হয়নি, একেবারে শুরুতে যারা ছিল তারাই রয়ে গেছে। আইনের হাতে ধরা পড়েনি কেউ, এর কারণ টার্নারের পরিকল্পনাগুলো নিখুঁত। নেতা হিসেবে নিজের কাজে সে সেরা।

বাক টার্নারের চওড়া মেক্সিকান হ্যাট তোবড়ানো। নোংরা ফ্লানেলের শার্ট, তার ওপর ভেস্ট চাপিয়েছে। ঝলসে গেছে ডেনিম প্যান্টের রং। কলোরাডো ক্যানিয়ন ত্যাগ করার পর আর ক্ষৌরি করা হয়নি মুখ। চাকচিক্য কেবল একটি জিনিসে–পিস্তলের বাঁটে। হলুদ ব্যানডানা গিঁট দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে। বুটজোড়া দুর্গম যাত্রার জন্যে যুৎসই। দলের সেরা ঘোড়াটা তার।

আটজনের দলটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রবেশ করল হোয়াইটস্টোনে। কোথায় মিলিত হতে হবে জানা আছে সবার। তস্কর-নেতা আশ্বাস দিয়েছে সহজে কাজটা সারা যাবে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের লেইভ পিটার্স নিয়ম মাফিক গোঁ ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু নেতার চড়া গলা তাকে নিরস্ত করেছে শেষতক। সবার আগে এখন সে-ই 'হোল্ডেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড'-এর সামনে পৌঁছাল, শহরে ঢোকার পর অবস্থা দর্শনে তার মধ্যেই উৎসাহ বেশি।

ব্যাংকের সামনে ওরা এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে যে ওদের আসল উদ্দেশ্য কেউই বুঝতে পারবে না। টার্নারের ঘোড়ার খুরের দাপটে ফুটপাথ থেকে সরে গেল একটা নেড়ি কুকুর। স্যাডল ছেড়ে ধূলিময় রাস্তায় নামল সে, হ্যাট খুলে অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাল। দুই তস্কর ইতোমধ্যে হাঁটতে শুরু করেছে লুইফ'স কর্নারের পানে, ঠিক তিন মিনিট পর বেরিয়ে আসবে। পুরো দলের আচরণে মনে হচ্ছে সপ্তাহান্তের ফুর্তি করতে শহরে এসেছে কোন আউটফিট, আর তাদের মালিক ব্যাংকে ঢুকছে টাকা তুলতে, বেরিয়ে এসে পাঞ্চারদের পাওনা মেটাবে। সবচেয়ে বড় সুবিধে আজ পে-ডে।

'স্লিম, পিট, বাইরে নজর রাখবে তোমরা। কার্লি, আমার সাথে এসো,' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল বাক টার্নার।

অলস ভঙ্গিতে স্যাডল ছাড়ল ওরা। পরিকল্পনা মাফিক টার্নার ছাড়া অন্যরা আপাতত নিরস্ত্র, স্যাডল বুটে একটা রাইফেলও নেই, তবে লুকানো অস্ত্র রয়েছে। তস্কর-নেতা চেয়েছে তার পরিকল্পনা নিখুঁত হোক–এ অবস্থায় দেখলে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না কেউ। অস্ত্র ছাড়া কি ডাকাতি হয়?

স্লিম ও পিটার্স ব্যাংকের সিঁড়িতে বসে গল্প শুরু করল। টার্নারের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কার্লি রাফ।

চারজন কর্মচারী যার যার ডেস্কে কাজ করছে। একপাশে কাচ-ঘেরা কামরাটা জুলিয়াস হোল্ডেনের। টার্নার সামনে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত কিছুই টের পেল না ব্যাংকার। তস্কর-নেতার উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাতে সিক্সগানের ভয়ঙ্কর নল চোখে পড়ল। অস্ত্রের পেছনের লোকটাকেও কম ভয়ঙ্কর মনে হলো না। ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগল, তারপর রাগে ফেটে পড়ল। কিন্তু মুখ খোলার আগেই হুমকি দিল টার্নার, 'বোকামি কোরো না, আমি তামাশা করছি না। বেচাল দেখলেই গুলি করব।'

'কি চাও?'

'এত সহজ ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না?' টার্নারের কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'ব্যাংকের মত জটিল ব্যবসা চালাও কি করে!' শীতল চাহনি তার চোখে, একটা ব্যাগ এগিয়ে দিল। 'স্রেফ খুলে সব টাকা ঢোকাও এটায়–শুধু নোট।'

মনে হলো প্রতিবাদ করবে জুলিয়াস হোল্ডেন, কিন্তু টার্নার হ্যামার টানতে ব্যর্থতায় ঝুলে পড়ল তার কাঁধ। কাঁপা হাতে পকেট থেকে চাবি বের করে সেফ খুলল, ভেতরে ভাঁজ করা নোটের বান্ডিল থলেয় ভরতে শুরু করল।

ঠিক এ-সময়ে বাইরে, সিগারেট ধরিয়ে সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করছে পিটার্স, 'এখান থেকে কত পাব ধারণা করতে পারছ, স্লিম?'

কঠিন চোখে তাকাল স্লিম বেকার। 'এত উতলা হচ্ছ কেন? সব কিছু আগে ভালয় ভালয় শেষ হোক।'

চুপসে গেল তরুণ, বিচিত্র শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'এক্কেবারে মরা শহর!' বাড়ি আর দোকানগুলোর ওপর ওর চোখ।

'সেলুনে গিয়ে একবার শুধু বলে এসো ব্যাংকে ডাকাতি হচ্ছে,' সহাস্যে বলল বেকার, 'তারপর দেখবে কেমন যাদু দেখায় এখানকার লোকেরা।'

'সব, একটা নোটও যেন পড়ে না থাকে,' ব্যাংকের ভেতরে, হোল্ডেনকে তাগাদা দিচ্ছে টার্নার, তার চুপসানো মুখ দেখে হাসল। 'তুমি একটা আস্ত গাধা! আমাকে দেরি করিয়ে দিতে গিয়ে মরতে চাও নাকি? তোমাকে গুলি করতে একটুও কাঁপবে না আমার হাত, বরং একটা সীসা অযথা খরচ হবে বলে দুঃখ পাব।'

'এর জন্যে পস্তাতে হবে!' জেদের সুরে ঘোষণা দিল ব্যাংকার। 'সব কটাকে গারদে ঢুকিয়ে ডাকাতি করার মজা টের পাওয়াব।'

'তামাশা করছ?' শীতল দৃষ্টি হানল বাক টার্নার, 'এ জিনিসটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা কোরো না!' সব নোট ইতোমধ্যে থলেয় ঢোকানো হয়ে গেছে, তস্কর-নেতা সেটা কেড়ে নিল। বাক টার্নারকে ধরা এত সহজ নয়। চেহারা তো দেখিয়ে গেলাম, তোমাদের বুড়ো মার্শালকে জানিয়ো। দেখব ধরতে পারে কি-না।...কারও যদি মরার খায়েশ হয়ে থাকে, তো বাধা দাও আমাকে!' বেরিয়ে যাওয়ার সময় পিস্তল নাচিয়ে ঘোষণা দিল সে।

টার্নার বেরিয়ে যাওয়ার পর ভেতরে রয়ে গেল কার্লি রাফ। কাচের দরজা গলে তাকাল সে, সবাই স্যাডলে চাপার পরও অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। যখন মনে হলো অন্যদের যথেষ্ট সময় দেয়া গেছে, শেষবারের মত নজর বুলাল ব্যাংকার আর স্টাফদের ওপর। সিক্সগান হাতে এরপর বেরিয়ে এল ফাঁকা রাস্তায়। দলটা সটকে পড়েছে।

ঘোড়াটা তৈরিই ছিল, ছুটে গিয়ে স্যাড়লে চাপল কার্লি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া দাবড়াল উত্তর দিকে।

পেছনে, পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে জুলিয়াস হোল্ডেন, ক্রমাগত গাল বকছে। স্টাফদের একজন একটা রাইফেল এনে গুলি করল ছুটন্ত কার্লি রাফকে, লাগাতে পারল না।

হোয়াইটস্টোন থেকে মাইল পাঁচ দক্ষিণে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হলো দলটা। 'এবার কোন্ দিকে, বাক?' জানতে চাইল স্লিম।

'পুমা'স ক্যানিয়নে রাত কাটাব আমরা।'

'কিন্তু ওটা তো কানা! ঢোকার মুখে যদি একজন লোকও বসে থাকে তো আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ব, হয় ধরা দিতে হবে নয়তো না খেয়ে মরতে হবে।'

'এ শহরের লোকগুলো সব ভীতুর ডিম! ওরা পাসি নিয়ে তাড়া করবে আমাদের!? মার্শাল বেটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় সারাদিন। এই যে কাজটা সেরে এলাম, গিয়ে দেখো টেরই পায়নি সে।'

গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা, সন্তুষ্ট হতে পারছে না স্লিম বেকার, কিন্তু তর্কও করল না সে।

দুই

ম্যাকলীনরা ডাকাতির খবরটা পেল বিকেলে শহরে ফিরে।

অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এসে উত্তরে এগোল রোয়ানা। ব্যাঙ্কের সামনে ভিড় করেছে শহরের তাবৎ লোকজন। ক্ষণিকের জন্যে থেমে সেদিকে একবার তাকাল ও, তারপর এগোল আবার। কয়েকটা বাড়ি পরেই মার্শালের অফিস। রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল রোয়ানা। জেথ অনুসরণ করল ওকে।

কামরাটার অবস্থা যাচ্ছেতাই। দরজার ঠিক উল্টোদিকে, দেয়ালের কাছে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। পাশে স্টোভ আর একটা ঢাকনাবিহীন কেতলি। এককোণে গানর্যাকে পুরানো আমলের দুটো শটগান এবং কয়েকটা রিপিটার। সারা ঘরের দেয়ালে সাঁটা ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো ধূলিমলিন। পেছনে সেল ও লিভিং রুম।

সবার আগে অবশ্য টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসা বুড়োর ওপর জেথের চোখ পড়ল। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে লোকটার বয়স। অবিন্যস্ত সাদা চুল। বিশাল গোঁফজোড়া অবহেলায় ঝুলে আছে ঠোঁটের পাশে। চর্বিবহুল গাল আর চিবুকে ছোট কাঁচা-পাকা দাড়ি। চাহনিতে স্পষ্ট জীবনযুদ্ধে পরাজিত নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। বয়সের ভারে একাধারে দুর্বল ও অসহায়। একসময় হয়তো শৌর্য-বীর্য ছিল, এখন নেই। লোকটি ডীন থর্টন, হোয়াইটস্টোনের আইনের মানুষ।

'কেমন আছ, রোয়ানা?' ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইল বুড়ো।

প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকাল রোয়ানা, একটা চেয়ার টেনে বসল।

উঠে স্টোভে পানি চড়াল মার্শাল। ফিরে এসে আয়েশ করে বসল, তারপর দুমড়ানো একটা সিগার ধরাল। ভুসভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে ফিরল জেথের দিকে।

'ও জেথ, জানাল রোয়ানা।

'ফেরারী ছেলেটা?' কৌতুক বুড়োর চোখে, নড করল জেথের উদ্দেশে। তোমার কথা শুনেছি। আমার ধারণা কি জানো, তুমি আমার চেয়েও বিটকেলে।'

মৃদু হাসল জেথ, মার্শালকে ভাল লেগেছে।

'ওরা আসছে, না?' রোয়ানার উদ্দেশে জানতে চাইল বুড়ো।

'নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'এই লোকগুলো আর শহরটাই আমাকে শেষ করে দিয়েছে!' বিরক্তি প্রকাশ করল থর্টন, 'এমন মরা শহর আর দেখিনি! চেয়ারে বসে থেকে থেকে সবকিছু হারিয়েছি আমি।'

পর পর তিনজন কামরায় প্রবেশ করল এ-সময়। প্রথম লোকটি থর্টনের মতই মোটাসোটা, সদ্য ক্ষৌরি করা মুখে ঘাম চিকচিক করছে। লোকটা ডগলাস গ্রীন, পরে জেনেছে জেথ, হোয়াইটস্টোনের বড় হোটেলটার মালিক।

আরেকজন বেশ লম্বা, ছ'ফুটের বেশিই হবে। গম্ভীর মুখে অভিজ্ঞতা আর প্রত্যয়ের ছাপ। গাঢ় নীল চোখে বুদ্ধিদীপ্তি। পরনে দামী কাপড়। সবল ডানহাতে একটা পাইপ। বোঝা কষ্টকর নয় যে আভিজাত্য তার হাতের মুঠোয়-নিজের গড়া। অপরিপাটি পোশাক আর তোবড়ানো হ্যাটে তাকে অবশ্য সাধারণ কোন বাথান-মালিক বা ব্যবসায়ীর মত মনে হতে পারে। সে উইলসন হলেন—জাজ।

অন্য লোকটি ব্যাঙ্কার জুলিয়াস হোল্ডেন। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী। সুঠামদেহী লোকটির সারা মুখে ঘন কালো দাড়ি। ক্লিষ্ট মুখ, ভাবটা এমন যেন এখানে, এ শহরে কিংবা খোদ দেশটাতে আগ্রহী হয়ে দেখার কিছু নেই। বাক টার্নার তাকে ভালই চোট দিয়েছে, ভাবল জেথ্রো ম্যাকলীন।

একে একে আসন দখল করল হোয়াইটস্টোনের তিন শীর্ষপুরুষ।

'নিশ্চয়ই শুনেছ হোল্ডেনের ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে?' জাজই শুরু করল, মার্শাল মাথা ঝাঁকাতে খেই ধরল। 'বেজন্মাগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। একটা পাসি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, ডীন।'

'আমার সাথে কে যাবে?'

'ওরকম লোকের অভাব আছে, না হয় কখনও?'

'যে কেউ চাইলেই পাসির সদস্য হতে পারে না। এজন্যে ধৈর্য, সহনশীলতা লাগে। এমন মানসিকতা থাকতে হয় যেন নরক পর্যন্ত ছুটতে পারে। ঝুঁকির কাজ, কারণ আউটল'রা কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। সত্যিকারে লড়াই করতে জানে এরকম লোকের সংখ্যা এ শহরে হাতে গোণা কয়েকজন। অন্যরা, আমার ধারণা...'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ,' অভিযোগ করল হোটেল-মালিক।

'মোটেও না,' সিগারে টান দিল মার্শাল। 'আমি কেবল ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে চাইছি। আনাড়ী লোক দিয়ে কাজ তো হবেই না পদে পদে ঝামেলা হবে কেবল। তারচেয়ে...আমাকে গোটা চারেক শক্ত-সমর্থ লোক দাও, আমি যাব।

'লোক জোগাড় করা কি আমাদের কাজ, ডীন? পাসির জন্যে একজন লোকও যদি পাওয়া না যায়, তোমাকে একাই যেতে হবে। কারণ তুমিই শহরের মার্শাল, এবং এখানে বসে বসে মদ গেলার জন্যে আমরা তোমাকে বেতন দেই না।'

থর্টনকে খানিকটা বিচলিত দেখাল, উত্তর দেয়ার সময় গলায় দৃঢ়তা থাকল না। 'এতগুলো বেপরোয়া লোকের মোকাবিলা করা একা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, আমিও পারব না। তারচেয়ে, আমার কাছে যথেষ্ট অস্ত্র আছে, তোমরা এলে...'

'আমরা তোমার ডেপুটি নাকি?'

'না, তা নও,' মেঝেয় সিগার ফেলে বুটের তলায় পিষল মার্শাল। 'আমার ডেপুটিরা কোথায়, জাজ? অনেকদিন থেকেই তোমাদের বলে আসছি দু'জন ডেপুটির জন্যে। কিন্তু তোমরা রাজি হওনি এ কারণে যে হোয়াইটস্টোনে এরকম কিছু ঘটেনি, ঘটবেও না এবং এটা কেবল বাড়তি খরচ।'

'এখন তো হলো। এবার তোমার দায়িত্ব পালন করো।'

ড্রয়ার থেকে ছোট একটা বোতল বের করে, ছিপি খুলে গলায় রঙিন পানীয় ঢালল থর্টন। বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে তার কপাল। 'গোল্লায় যাও কৃপণের দল! আমাকে কয়েকজন ডেপুটি দাও, নয়তো আমি উঠছি। হতচ্ছাড়া এ শহরটায় কাজ করে...'

'আমরা এখান থেকে না ওঠা পর্যন্ত কোথাও যাচ্ছ না তুমি, ডীন,' বাধা দিল জাজ, নির্দেশের মত শোনাল তার কথাগুলো। উঠতে যাচ্ছিল মার্শাল, জাজের তীক্ষ্ণ স্বরে নিরস্ত হলো।

সন্তুষ্টচিত্তে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল জাজ, তারপর স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল থর্টনকে। 'তোমার মনে রাখা উচিত কোথায় কে উপরওয়ালা। আমরাই তোমাকে বেতন দেই, ডীন, আর তুমি তা বোতল কিনে কিনে শেষ করছ।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল মার্শাল, বোঝা গেল না।

'শিগ্‌গির একটা পাসি গঠন করতে হবে,' খানিক বাদে বলল জাজ। 'নইলে অনেক দূরে চলে যাবে শয়তানগুলো। শত চেষ্টা করেও তখন আর ধরা যাবে না। একটা পাসি যদি আমরা তৈরি করিও, সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ পাসির লোক যেমন দরকার, এরা মোটেও সেরকম হবে না। এরা না জানে ট্র্যাকিং, না পারে ঠিকমত অস্ত্র চালাতে। খুব বেশি হলে কয়েক মাইল এগোতে পারবে, তারপর ফিরে আসবে।...একটু অন্যভাবে চেষ্টা করলে কিন্তু সবকিছু এভাবে ভেস্তে যাবে না–যদি আমরা মিলারের সাহায্য নিই। ওর লোকেরা ট্র্যাকিং বা অস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শী।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল রোয়ানা, জাজের দিকে ফিরল। 'হোয়াইটস্টোনের কোন ব্যাপারে জেরেমি মিলারের আসা উচিত নয়–অন্তত এভাবে,' চাপা ক্ষোভ আর জেদ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। 'সে এখন আর শহর কমিটির কেউ নয়, সবাই একমত হয়ে তাকে বাদ দিয়েছি আমরা এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে তাকে কখনোই কোন ব্যাপারে আর ডাকা হবে না।'

শীতল দৃষ্টিতে ওকে দেখছে জাজ উইলসন হলেন। 'আমাদের সামনে একটা সমস্যা। সেটার সমাধান করাই আসল কথা, কিভাবে হলো তা দেখা কেবল বোকামিই। তাছাড়া, রোয়ানা, মিলারের আউটফিটের সাথে বিরোধ তোমার নিজের সমস্যা, শহর কমিটি কেন তাতে পিছিয়ে যাবে?'

বিমূঢ় দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। জাজকে বোঝার চেষ্টা করছে, আনমনে মাথা

নাড়ল, হয়তো হতাশায়। তারপর ফিরল জেথের পানে।

দেয়ালে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেথ, আগ্রহ নিয়ে দেখছে এবং শুনছে। রোয়ানার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতে ওর মনে হলো মেয়েটা হয়তো পরামর্শ চাইছে। কিন্তু জেরেমি মিলারের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই ওর, এমনকি এর আগে নামও শোনেনি। রোয়ানাই এখানে ম্যাকলীনদের প্রতিনিধিত্ব করছে, ভাবছে জেথ, কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হলে সে-ই নেবে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার–জেরেমি মিলারের সহযোগিতা চাওয়ার সিদ্ধান্তটা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে জাজ এবং আর কেউ না হোক, রোয়ানা তা পছন্দ করতে পারছে না।

'এতগুলো টাকা!' ব্যাঙ্কারের কণ্ঠে আক্ষেপ। 'অন্তত এক লাখ। কারও ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণে টাকাগুলো খোয়া যেতে দেয়া যায় না।'

'মি. হোল্ডেন, শুধু তোমার নয়,' খানিকটা রুক্ষ শোনাল রোয়ানার গলা। 'মি. গ্রীন এবং আমারও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। লুট হওয়া টাকার বেশির ভাগই আমাদের দু'জনের। এছাড়া ছোট ছোট র‍্যাঞ্চার, ব্যবসায়ী আর হোমস্টিডারদের টাকাও আছে এতে।'

'এ টাকা তো আমাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'সেজন্যে তোমরা একটা অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারো না।'

'কি করে এটা অন্যায় হলো, তোমার পছন্দ হয়নি বলে?' সরোষে রোয়ানাকে আক্রমণ করল ডগলাস গ্রীন। 'তোমার পছন্দের যথার্থতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমাদের। কয়েকটা বুড়ো ভামের সাথে ঘুরে বেড়াও–ঘরকুনো স্যাম জারভিস আর মদখোর এই থর্টনটা হলো তোমার বন্ধু! অথচ মিলারের মত সুদর্শন যুবকের সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না, ওকে প্রতিবেশী হিসেবেও পছন্দ হয় না। এ কেমন পছন্দ?'

হোটেল-মালিকের মন্তব্যে আহত বোধ করল রোয়ানা, গম্ভীর মুখে দেখল তাকে। তারপর কঠোর হয়ে গেল মুখ–জেদ আর প্রত্যয় সেখানে। 'ঠিক আছে, জেরেমি মিলারকে ডাকো। আমার আপত্তি নেই। আমি পদত্যাগ করলাম। শহরের কোন ব্যাপারে ম্যাকলীনদের আর কোন অধিকার থাকল না।'

'বসো, রোয়ানা!' মেয়েটা ওঠার উপক্রম করতে জাজ প্রায় ধমকে উঠল, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, এছাড়া আমাদের কি-ই বা করার আছে। মিলারের লোকগুলো ছাড়া এ শহরে এমন কে আছে যে আউটল'দের সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে রোয়ানা। 'তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমি আর নেই এরমধ্যে। ম্যাকলীনদের ছাড়াও তোমাদের চলবে। জেরেমি মিলার তো আছেই!...একটা ব্যাপার না বলে পারছি না–আমার পিছু লেগেছে লোকটা, তাকে কোনমতেই ছাড়ব না আমি। ম্যাকলীনরা মরা এ শহরটাকে জ্যান্ত করেছে একসময়, তাদেরকে এখান থেকে হটানোর অধিকার নেই কারও। ওরা এখানেই থাকবে, কেউ যদি তাতে বাধা দিতে চায় তো সে বোকা আর দুর্ভাগা।'

'আমাদেরকে এসব বলছ কেন?' বিরক্তি প্রকাশ পেল জাজের কণ্ঠে। 'তোমার

দুশ্চিন্তার কারণটাও অহেতুক। হোয়াইটস্টোন থেকে কে তোমাদের সরাবে শুনি? মিলারের সাথে তোমার এমন কিছু হয়নি যে তোমাকে দেশছাড়া করতে চাইবে সে। পাশাপাশি দুটো বাথানে এরকম হয়েই থাকে।'

'কথাগুলো ওই কপট লোকটার জানা দরকার, এজন্যেই তোমাদের বললাম।' ঝটিতি ঘুরেই হাঁটতে শুরু করল রোয়ানা। পেছনে চারটে হতভম্ব মুখ, কেউ কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

জেথ খেয়াল করল জাজের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি–মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে অপমানিত বোধ করছে। 'আমি বুঝতে পারছি না মেয়েটা এভাবে...' হতাশায় কয়েকবার মাথা নাড়ল সে, কিন্তু শেষ করল না।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল রোয়ানা, জেথ বেরিয়ে আসতে হাঁটতে শুরু করল। মিল পর্যন্ত একটা কথাও বলল না।

ফেরার পথে দুটো ব্যাপার খেয়াল করেছে জেথ। কয়েকজনের উৎসাহী একটা দল ল'অফিসের বাইরে অপেক্ষা করছিল, পাসির সদস্য হয়ে ডাকাতদের তাড়া করতে চাইছে। সব ক'জন নিরীহ গোছের, এদেরকে সঙ্গে নিয়ে থর্টনের সাফল্যের সম্ভাবনা কম। বড়সড় আরেকটা দল ব্যাঙ্কের প্রবেশমুখে জটলা করেছে, জুলিয়াস হোল্ডেনের পাওনাদার এরা। ব্যাঙ্কারকে খুঁজছে লোকগুলো।

অফিসে ফিরে নিজের চেয়ারে অনেকক্ষণ ঠায় বসে থাকল রোয়ানা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল জেথ, তেষ্টা পাওয়ায় স্টোভে পানি চড়িয়ে দিল। সময় নিয়ে কফি তৈরি করল। তাজা কফির ঘ্রাণে সংবিৎ ফিরল রোয়ানার, লাজুকভাবে হাসল। 'ধন্যবাদ, জেথ। দয়া করে এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো, হালকাভাবে নিয়ো না।' কফিতে চুমুক দিয়ে শুরু করল ও, 'চাচা এখানে বসতি করেছিল শান্তিপূর্ণ জীবনের আশায়, ওর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। প্রথম দু'বছর চলে গেল বাথানটাকে দাঁড় করাতেই, এরপর মিলটা হলো। জেরেমি মিলার শুরু থেকে লেগে ছিল ওর পেছনে, মিল তৈরি হওয়ার সময় সরাসরি বাধা দেয় সে–চায়নি শহর বা তার কাছে মিলটা তৈরি হোক। এরপর থেকে হোয়াইটস্টোনে নতুন কিছু ঘটতে গেলে দু'জনকে দু'দিকে দেখা গেছে। আমি আসার পর সম্পর্কটা আরও খারাপ হয়েছে।

'মিল আর বাথান চালাতে এমনিতে হিমশিম খাচ্ছিলাম, তারওপর উটকো ঝামেলা হিসেবে মিলার–দিশেহারা বোধ করলাম। গত গ্রীষ্মে রাউন্ড আপের সময় বাধল সত্যিকার গণ্ডগোল। আমাদের কয়েকটা গরুর গায়ে নিজের মার্কা বসাল সে। চাক্ষুষ প্রমাণ নেই, কাজটা শেষ হওয়ার পর আমার ফোরম্যান ওখানে উপস্থিত হয় এবং চ্যালেঞ্জ করে ওর তিনজন কাউহ্যান্ডকে। বন্দুকযুদ্ধে ওদের একজন মারা পড়ল, আরেকজন আহত হলো। এর দু'দিন পরেই নিখোঁজ হয়ে গেল ফোরম্যান লোকটা। কোন প্রমাণ নেই তবু আমি নিশ্চিত যে এটা মিলারের নোংরা হাতের কাজ।

'এবার, সামনের রাউন্ড আপে ঝামেলা হবেই। শুরু থেকেই গরু হারাচ্ছিলাম আমরা–ঠিক রাউন্ড আপের সময়। আগে গোপনে হত কাজটা, কিন্তু এবার আর পরোয়া করবে না মিলার। কয়েকজন বন্দুকবাজ আনিয়েছে সে, সৎ উদ্দেশ্যে যে

নয় তা পরিষ্কার। সাপ্লাই লুট হওয়ার পেছনে যদি ওর হাত থাকে একটুও অবাক হব না আমি।

'এত ঝামেলা আর সমস্যার পর উপরি হিসেবে ব্যাঙ্কে ডাকাতির ব্যাপারটা যোগ হলো। ওখানে প্রচুর টাকা ছিল আমাদের। ক্ষতিটা কোনক্রমেই আর পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়, কারণ জুলিয়াস হোল্ডেন এক বছরের মধ্যেও টাকা শোধ দিতে পারবে না। এতটা সামর্থ্য ওর আর নেই। উল্টো সিটি ব্যাঙ্ক থেকে বিরাট অঙ্কের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাবে ও। একসময় যদি পরিশোধ করার সুযোগ হয়ও, ততদিনে ভরাডুবি হয়ে যাবে। এখন যে-টাকা আমাদের হাতে আছে তাতে বাথান ও মিল চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা এখানে টিকে থাকতে হলে দুর্বল হওয়া চলবে না।

'লুট হওয়া টাকাগুলো কেবল একটা উপায়ে পাওয়া সম্ভব–যদি আউটল'দের ধরা যায়। একটা পাসি হয়তো ডাকাতগুলোর পিছু নেবে, কিন্তু শহরের আশেপাশের এলাকার যে অবস্থা তাতে বিফল হয়েই ফিরতে হবে। জাজ মনে করে মিলারের সাহায্য নিয়ে আউটল'দের শায়েস্তা করা সম্ভব। কিন্তু সে এরমধ্যে আসবে কেন? এ ব্যাঙ্কে তার টাকা নেই, লাভ ছাড়া কে ঝুঁকি নেয়? হয়তো সাহায্য করবে ও, করলেও তাতে গূঢ় কোন উদ্দেশ্য থাকবেই। নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করার লোক জেরেমি মিলার নয়।' থামল রোয়ানা, অনবরত কথা বলায় হাঁপিয়ে উঠেছে। খেই ধরার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে কফি শেষ করল।

'আমি নিজের তাগিদে ডাকাতগুলোকে ধরতে চাই। পাসি বা মিলারের আশায় বসে না থেকে নিজে মাঠে নামতে চাইছি। অন্যের চেয়ে নিজের ওপর নির্ভর করা কি ভাল নয়? জেথ, বাথানের পাঞ্চারেরা শহরের লোকের মতই শান্তি প্রিয়, তাছাড়া র‍্যাঞ্চিং ছাড়া অন্য কোথাও ওদেরকে ব্যবহার করার অধিকার আমার নেই। ওরা যা পারবে না, তাই করতে পারবে তুমি। টাকাটা উদ্ধার করা কঠিন হবে, কিন্তু দেখে-শুনে এগোতে পারলে আমরা সফল হব।

'আমি দুঃখিত, জেথ। একটার পর একটা সমস্যার কথা বলে একদিনেই তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার পাশে একজন নির্ভরযোগ্য লোকের থাকা প্রয়োজন। জোর করব না, তবে এ-ও ঠিক যে এগুলো তোমার নিজেরই সমস্যা। বাথান ও মিলের মালিক তুমিই, আমি নই।'

রোয়ানা তাকিয়ে আছে, চোখজোড়ায় বিপুল প্রত্যাশা। জেথ টের পেল বাইরে থেকে যত শক্ত মনে হোক না কেন আসলে মেয়েটা তা নয়। দু'বছর ধরে বাথান ও মিল চালিয়ে এসেছে, একটা সমর্থ পুরুষের কাজ সামলেছে, শুধু এ কারণে ওকে আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয়ী মনে হয়েছিল। এখন আর তা মনে হচ্ছে না, ক্লান্ত-অসহায় দেখাচ্ছে। অবশ্য একেবারে ভেঙেও পড়েনি, এ মেয়ে সহজে হাল ছাড়বে না, ওর ধাতটা ভালই জানা আছে জেথের।

শক্ত কাজ, তায় একা, ভাবল জেথ্রো ম্যাকলীন। তাতে কি? পিছিয়ে যাওয়া ওর অপছন্দ।

'ওহ্, জেথ!' সম্মতি পেতে আনন্দে উজ্জ্বল হলো রোয়ানার চোখ-মুখ, দৃষ্টিতে

খুশি উপচে পড়ছে। 'কি করে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব...'

জেথ অনুভব করল সমস্যাগুলোকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে, নিজের করে ভাবছে রোয়ানা। একটা মেয়ে হয়ে এতদিন আমার দায়িত্ব সামলেছে, ভাবল জেথ, অথচ আমি দূরে থেকে কেবল এড়িয়ে গেছি। বোকামি হয়েছে এবং অনিন্দ্যসুন্দর এ মেয়েটাকে এত ঝামেলায়, কষ্টে ফেলা মোটেও উচিত হয়নি। এবার থেকে ঝামেলাবিহীন কাটবে ওর দিনগুলো, সিদ্ধান্ত নিল ও। দায়িত্ব নিতে ভয় পায় এমন লোকের ওপর যার এত আস্থা, এরকম সুবিধে পাওয়ার অধিকার সে রাখে বৈকি।

*

পুমা'স ক্যানিয়ন হোয়াইটস্টোন থেকে আড়াআড়ি ছয় মাইল দূরে, যেতে হলে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। অসংখ্য খাড়া পাহাড় আর গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকার সহাবস্থান এমন যে পেরোনো দুঃসাধ্য। বেশিরভাগই শক্ত পাথরে গড়া, চোখা চাঁই আর খাড়াইয়ে পূর্ণ। প্রাণের চিহ্ন নেই বলতে গেলে, কদাচিৎ দু'একটা ক্যাকটাস দেখা যায় শুধু।

সমতল একটা মেসায় উঠে আসার পর রাশ টানল বাক টার্নার। ধুলো উড়িয়ে তার পাশে থামল অন্যরা। স্যাডল বুটে দু'হাতের ভর রেখে ফেলে আসা পথের ওপর নজর বুলাল টার্নার, খানিক বাদে প্রসারিত হলো তার ঠোঁটের কোণ। যা ভেবেছে–ধাওয়া করে আসছে না কেউ।

'ওরা কি আসবে, বাক?' স্লিমের জিজ্ঞাসা।

'আজ আর নয়,' ঢালু প্রান্তর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল তস্কর-নেতা। মেসা থেকে উৎপন্ন বিশাল রুক্ষ ঢাল মাইলখানেক তফাতে ক্যাপেশাস ক্যানিয়নের পাশে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে ওটার লালচে-বাদামী দেয়াল চোখে পড়ছে। ডানে পুমা'স ক্যানিয়ন। যে ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা সেটা ঘুরপথের। দুটো কারণে এটা বেছে নিয়েছে টার্নার–ট্র্যাক পড়ার সম্ভাবনা কম এবং কোন পাসি যদি পিছু নেয়ও, দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দিয়ে শেষাবধি পৌঁছার ধৈর্য রাখতে পারবে না।

পুরো প্রান্তরে লাগাতার সবুজের চিহ্ন কেবল ট্যালন ভ্যালিতে। তার পাশে অনুর্বর ক্রীক, শুকনো খটখটে। তলার শক্ত মাটি রোদ্দুরে ফেটে চৌচির। এরপর ওল্ডম্যান মাউন্টেন। ওটার চূড়া তুষারাবৃত, দুধ-সাদা। এর উত্তরের ট্রেইল ধরে মাইল খানেক এগোলে পুমা'স ক্যানিয়নের পার্শ্ব-মুখ–প্রবেশ পথ চোখে পড়বে। টার্নার যে কেন এখানে আশ্রয় নিতে চাইছে বুঝতে পারছে না স্লিম বেকার। তবে এ নিয়ে সে খুব একটা চিন্তিতও নয়।

গিরিখাতের সম্মুখ প্রান্তরটি মোটামুটি সমতল হলেও ভেতরটা তারচেয়ে দুর্গম। সর্বত্র বিশাল বোল্ডার ও পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ত্রিশ গজের মত আসার পর ঢালু হতে শুরু করল ট্রেইলটা, তাতে বালি আর ছোট ছোট নুড়ি-পাথর। পাশে নিচু একটা জায়গায় বৃষ্টির পানি জমেছে।

ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠল চলার পথ। দশ মিনিটের মাথায় খাড়াইয়ে উঠে এল দলটা। কোনরকমে টিকে আছে কয়েকটা জশুয়া, বিবর্ণ হয়ে গেছে ওগুলোর পাতা। এমন পরিবেশে টিকতে পারে কেবল ক্যাকটাস।

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়,' ঘোড়া থামিয়ে ঘোষণা করল টার্নার, 'রাতে এখানেই থাকছি।' স্যাডল ছেড়ে কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ল প্রথমে, তারপর স্যাডল ব্যাগ হাতে গিয়ে বসল একটা পাথরের ওপর।

একটু পর রান্নার আয়োজনে বসল লেইভ পিটার্স। ক্যাকটি ঝোপের পাশে আগুনের কুণ্ডটাকে ঘিরে বসেছে তিনজন। কার্লি গেছে পেছনের শৈলশ্রেণীতে, এ-বেলা নজর রাখার দায়িত্ব তার। ডরম্যান ও পিট ঘোড়াগুলোর যত্ন সেরে এসে যোগ দিল অন্যদের সাথে। নিজেদের শেষ সম্বল নিয়ে পোকার খেলতে বসেছে ওরা। হাতে হুইস্কির বোতল নয়তো কফির মগ। লেইভ পিটার্স সবার জন্যে পাইকারি হারে সিগারেট রোল করে চলেছে, প্রতিটির জন্যে সে পাচ্ছে পঁচিশ সেন্ট। আজকের দিনটা চিন্তা করলে তা মোটেও বেশি নয়।

এখন পর্যন্ত খেলায় জিতছে টার্নার ও ডরম্যান। সাপারের পর অবশ্য পরিস্থিতি বদলে গেল। বাক টার্নার যখন টের পেল তার নিজের পকেট থেকে দুই ডলার গচ্চা গেছে, খেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। বোর্ডে পাঁচ ডলার ফেলে দানবটা জিতে নিলেও খুশি হতে পারল না। বিরক্তি চেপে উঠে পড়ল ও, দিনের শেষ সিগারেট ধরিয়ে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। শিয়রের পাশে রাখল টাকার থলেটা, নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

'টাকাগুলো ভাগ করবে কখন?' জানতে চাইল পিটার্স।

'সকালে।' নাখোশ হলেও তা চেপে রাখল টার্নার।

'কত আছে?'

'লাখের কিছু বেশি হবে।'

মুখের ওপর হ্যাট চাপানোর আগে স্লিমকে ডাকল টার্নার।

ঘুরে তাকাল দুর্বৃত্ত, খেলায় মন নেই।

'মাঝ রাত পর্যন্ত তোমার পালা, স্লিম,' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে নির্দেশ দিল টার্নার। 'কোন গাফিলতি চাই না। তোমার পর পিটকে জাগিয়ে দেবে, ভোর থেকে ডরম্যানের পালা।'

'ঠিক আছে, বাক,' হাসল স্লিম। সঙ্গীদের পানে তাকাল, আড়চোখে একবার দেখে নিল টাকার থলেটা। এক লাখ ডলারের চেয়ে ঝুঁকিটা মোটেই বেশি নয়, ভাবছে ও, বাক টার্নার যত ভয়ঙ্কর লোকই হোক—হারবে এবার।

মিনিট দশ পর আসর ভাঙল। অন্যরা যখন শোয়ার আয়োজন করছে রিপিটার হাতে শৈলশ্রেণীর দিকে এগোল স্লিম বেকার। কার্লি ছিল সেখানে, তাকে পাঠিয়ে দিয়ে বোল্ডারের পাশে বসে পড়ল। চারপাশে নজর বুলাল কিছুক্ষণ, মনোযোগ রাখতে পারছে না। নিজের অতীত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেকার। টার্নারের দলে যোগ দেয়ার আগে খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে ওর জীবন। তারও আগে তরুণ বয়সে, একেকটা দিন কি করে কাটবে এ নিয়ে ভাবতে হত। এখন, সবার মত যে বখরা পায় অপচয় না করলে এতদিনে তা লাখের কাছে গিয়ে ঠেকত। কিন্তু নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে সঞ্চয়ে বিশ্বাস নেই ওর। ওটা বোকা আর কৃপণদের কাজ।

অন্তত এক লাখ ডলার! ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না। নিউ ইয়র্কে গিয়ে

ব্যবসা শুরু করতে পারে কিংবা অন্য কোথাও যেখানে বাক টার্নারের শকুনে দৃষ্টি প্রসারিত হবে না। হ্যাঁ, ভাবছে স্লিম বেকার, কেবল একটা কাজই করতে হবে। বিধ্বস্ত পশ্চিমে থাকার প্রয়োজন তাহলে ফুরিয়ে যাবে, নোংরা কাপড়ের বদলে পরবে দামী কাপড়, বড় বড় অনুষ্ঠানে থাকবে তার অবাধ চলাফেরা। আশেপাশে ঘুরঘুর করবে সুন্দরীরা। প্রাসাদোপম বাড়িতে রাজার হালে দিন কাটবে। সত্যি রোমাঞ্চকর!

কঠোর হস্তে ভাবাবেগ দমন করল বেকার। বাক টার্নার বড্ড ভয়ঙ্কর মা·ষ! ধরা পড়লে পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াতে হবে। ভয়ে শুকিয়ে এল ওর গলা। তা পর মনে হলো—তাকে ধরতে পারলে তো? সকালে টার্নার যখন টের পাবে তত ক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে সে, আয়ত্তের বাইরে। বাক টার্নার কেন, তখন স্বয়ং শয়তানও ওর টিকিটি ছুঁতে পারবে না।

একঘণ্টা বাদে নিশ্চিন্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল বেকার। ঘুমন্ত টার্নারের পানে এগোল। এরই মধ্যে ঘেমে গোসল করে ফেলেছে। থলেটা যখন হাতে নিল আতঙ্কে পা ফেলতে পারল না। মনে হচ্ছে এখুনি জেগে উঠে গলা চেপে ধরবে তস্কর-নেতা, দৈত্যাকার হাতে ভবলীলা সাঙ্গ করার আগে ভর্ৎসনার সুরে বলবেঃ গাধা, কখন কিভাবে চুরি করতে হয় তাও জানো না!

থলেটা নিয়ে সরে এসেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না স্লিম। মনে হচ্ছে আড়াল থেকে সবকিছু লক্ষ করছে কেউ। একে একে সবার ঘুমন্ত মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখল ও। তারপর পিছিয়ে ঘোড়াগুলোর কাছে এসে সবচেয়ে তেজীটায় স্যাডল চাপাল। এটা তাকে একটানা অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

অনেকটা পথ ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল স্লিম, তারপর স্যাডলে চাপল। পুমা'স ক্যানিয়ন কানা বলে বেরোবার পথ একটাই। গিরিখাত থেকে বেরিয়ে আসার পর কিছুটা সুস্থির বোধ করলেও টার্নারের ভূত মাথা থেকে নামেনি এখনতক। থেমে ক্যান্টিন থেকে পানি পান করল দুর্বৃত্ত। কত সহজে শেষ হলো কাজটা, ভাবল সে, অযথাই ভয় পাচ্ছিল।

প্রথম গুলিটা সরাসরি তার কপালে ঢুকল, পরেরটা বুকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারা গেল তস্কর। থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা। ত্রিশ গজ দূরের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল স্লিমের আততায়ী। দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে চলে এল মৃতদেহের পাশে। স্যাডল ব্যাগ থেকে থলেটা বের করে নিশ্চিন্ত হলো সে। তৃতীয় গুলি ছুঁড়ে এবার ঘোড়াটার প্রাণ হরণ করল লোকটা। তারপর ঝোপের দিকে ফিরে চলল। লুকিয়ে রাখা ঘোড়ায় চেপে পরিতৃপ্তির সাথে একটা সিগার ধরাল। ঠিক যা যা ভেবেছে, তা-ই হয়েছে।

হোয়াইটস্টোনের লোকেরা বেশিরভাগই রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে, নয়তো সেলুনে বসে আড্ডা মারছে। পাসির ফেরার অপেক্ষায় আছে সবাই। বিকেলে ল'অফিসের সামনের রাস্তায় ছোটখাট একটা সভা হয়ে গেছে, পাসিতে যোগ দেয়ার জন্যে সাহসীদের আহ্বান করেছিল জাজ উইলসন হলেন। হাতে গোণা কয়েকজন এগিয়ে এসেছিল। ডীন থর্টন আনাড়ী লোকগুলোর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার

পরপরই শহর ছাড়ে দলটা।

সন্ধ্যার একটু আগে বাথানে ফিরে গেছে রোয়ানা। চেয়েছিল জেথও সাথে যাক, কিন্তু রাজি হয়নি জেথ। থর্টন কতটুকু করতে পারে জেনে যাওয়াই ওর শহরে থাকার কারণ।

দু'ঘণ্টা পর ব্যর্থ হয়ে ফিরল লোকগুলো। ল'অফিসের উল্টোদিকে ছোট্ট ক্যাফেতে বসে তখন সবে সাপার শেষ করেছে জেথ, সামনে ধূমায়িত কফির মগ। উৎসাহী লোকজন ছেঁকে ধরল পাসির ক্লান্ত মানুষগুলোকে, বিশেষ করে থর্টনকে। কিছু না বলে অফিসে ঢুকে দরজা আটকে দিল মার্শাল, তীব্র গাল বকল কেউ। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল জাজ, থর্টন দরজা খুলতে ডগলাস গ্রীনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সিগারেট রোল করল জেথ। এখানকার কয়েকটা ব্যাপার অস্পষ্ট লেগেছে ওর কাছে। রুক্ষ পশ্চিমের যে কোন শহর ঝামেলামুক্ত রাখতে হলে আইনের হাতকে শক্ত হতে হয়, অথচ এখানে আইনের অস্তিত্ব বলতে গেলে নেইই। ডেপুটি ছাড়া বুড়ো একজন মার্শালের পক্ষে আর কতটুকু করা সম্ভব?

যতটুকু বোঝা যাচ্ছে রোয়ানার সাথে শহর কমিটির অন্যান্যদের সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে। ওদের কাউকে সুস্থভাবে চিন্তা করতে দেখেনি জেথ, নিজেদের দ্বন্দ্ব নিয়েই বেশি ব্যস্ত। জেরেমি মিলারের প্রসঙ্গ আসায় রোয়ানা হঠাৎ এভাবে খেপে গেল কেন? ওর কথায় মনে হয়েছে মিলারের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এদের কারও, কিংবা সবারই। শহরে লোকটার কর্তৃত্ব ছিল একসময়, এখন না থাকলেও কমিটির সদস্যদের ওপর তার প্রভাব থাকতে পারে। হয়তো সে কারণে এদের কাউকেই পছন্দ করে না মেয়েটা। তেমন হলে অবশ্য ওকে দোষ দেয়া যায় না। শত্রুর বন্ধু শত্রুর মতই।

কফি শেষ করে ল'অফিসের ওপর আরেকবার নজর বুলাল জেথ। ভিড় লেগে আছে এখনও। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ও। হিচ রেইলে বাঁধা ছিল গ্রে-টা, স্যাডলে চেপে দক্ষিণে এগোল। শহরে থেকে আর লাভ নেই। বিশ্রাম দরকার। টানা ক'দিন ধরে ছোটার মধ্যে আছে। মিল পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই বাথানে যাওয়ার ট্রেইল পড়বে।

অন্ধকার রাস্তা। বেশিরভাগ বাড়িতে আলো নিভে গেছে। গির্জার কাছে চলে এসেছে ও, হঠাৎ করে ঘাড়ের পেছনে শিরশিরে অনুভূতি হলো। বিপদ!

কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল চারজন। এদের তিনজনকে দুপুরে লুইফের সেলুনে দেখেছে। 'আমাদের সাথে এসো,' অচেনা লোকটা, বিশালদেহী বলল, জেথের কানে সেটা আদেশের মত শোনাল। 'বেচাল দেখলেই গুলি করব। মনে রেখো আমরা চারজন।'

একটা সুযোগ এখনও নেয়া যায়, ভাবল জেথ, কিছু বোঝার আগে দু'জনকে পেড়ে ফেলা যাবে…অন্যরা? নাহ্, বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। তারচেয়ে এদের সাথে যাওয়াই ভাল, সিদ্ধান্ত নিল ও, পরে কোন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

জেরেমি মিলারের সাথে কি এদের কোন সম্পর্ক আছে?

গির্জার পাশে খোলা জায়গা। পেছনে কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের আবছা

অবয়ব। খোলা জায়গাটায় ঢুকে পড়ল ওরা। চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে জেথকে। ভবিষ্যৎ বা গন্তব্য নিয়ে ভাবছে না জেথ। চারজনে মিলে যখন 'গার্ড অভ অনার' দিচ্ছে তখন ব্যাপারটা গুরুতর।

মিনিট দশ পর থামল ওরা। জেথ ধারণা করল একটা স্টোরের পেছনে উপস্থিত হয়েছে। সামনের দরজা গলে মৃদু আলো এসে পড়েছে বাইরে।

'এবার সিংহাসন থেকে নামো, মি. ডাম্ব!' ব্যঙ্গ করল বিশালদেহী।

অন্যরা হেসে উঠতে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল জেথের । নিজেকে সামলে নিয়ে স্যাডল ছাড়ল। গ্রে-টার কেশরে হাত বুলাল, ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে ঘোড়াটা।

কোল্টের নল দিয়ে ওর পিঠে গুঁতো মারল একজন। ভেতরে ঢুকল জেথ। একটা স্টোর রুমে উপস্থিত হয়েছে। বিশাল কামরার অর্ধেকটা জুড়ে অনেকগুলো বাক্স সাজিয়ে রাখা। শেষ মাথায় কাঠের সিঁড়ি। ফের কোল্টের খোঁচা মেরে ওকে উপরে ওঠার ইঙ্গিত করল লোকটা।

দোতলায়, বারান্দায় উঠে এল জেথ। দরজার কাছে দেখতে পেল আরেকজনকে, হাতে শটগান। কামরাটার দরজায় স্বচ্ছ কাপড়ের পর্দা ভেদ করে ভেতরের আলো মেঝেতে এসে পড়েছে। ইতস্তত করার সুযোগ পেল না জেথ, বিশালদেহীর ধাক্কায় ভেতরে ঢুকতে হলো।

গোছানো কামরা। মাঝখানে বিশাল গোলাকার টেবিল, গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি করা হয়েছে। চারপাশে কয়েকটা চেয়ার। এক কোণে ছোট শেলফের ওপর কাগজপত্র। উল্টোদিকে, তাকে হুইস্কির ঝকঝকে বোতল আর সুদৃশ্য গ্লাস। জানালার পর্দাগুলো নামানো। ছাতের সাথে ঝোলানো লণ্ঠন সারা ঘরে মিষ্টি আলো বিলাচ্ছে। এছাড়াও কোণের ছোট একটা টেবিলে কয়েকটা মোম জ্বলছে।

এ ঘরের মালিক, অভিজাত সন্দেহ নেই, ভাবল জেথ। সে, দরজার উল্টোদিকে জানালায় অন্ধকার বা পাহাড়শ্রেণী দেখছে। আসলে কি তাই? ওর মনে হলো নিজের ভাবমূর্তি গড়তে চাইছে। অনুমতির তোয়াক্কা না করে হাতলহীন একটা চেয়ারে বসে পড়ল, এমনভাবে যাতে প্রয়োজনে অনায়াসে ড্র করা যায়।

ধীরে ঘুরল লোকটা। তাকে আর্ল বা সিনেটরের মত মনে হলো, চেহারা ও পরিচ্ছদে। কিন্তু জেথের কাছে একটা ধেড়ে শয়তান ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে অফার করল সে, মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল জেথ।

'তুমি নাকি শুনতে পাও? সন্দেহ নেই এটা একটা দারুণ ব্যাপার।' মুখ খুলল সে। সিগার ধরাল এবার, মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল সারা ঘর।

তাকিয়ে আছে জেথ, জানে খোশ-গল্প করার জন্যে ওকে ধরে আনা হয়নি।

'জেথ্রো ম্যাকলীন, বুড়ো ম্যাকলীনের একমাত্র বোবা ছেলে এবং সম্ভবত দুঃখী,' জিভ আর টাকরা সহযোগে 'চুক চুক' শব্দ করল লোকটা, করুণ দেখাচ্ছে মুখ। 'নিজের অক্ষমতার দুঃখে যে ঘরছাড়া হয়েছে। সনোরার লোকেরা তোমাকে নিয়ে মজা করত, কাজটা অমানবিক কিন্তু তারা তো আর কোমাঞ্চিদের মত তোমার অঙ্গহানি করেনি কিংবা তোমার মা-কে রক্ষিতা বানায়নি।

'মেজর ম্যাকলীন, তোমার বাবা, বড্ড একগুঁয়ে লোক,' আলাপী ঢঙে বলে চলেছে সে, সত্যিই যেন খোশ-গল্প করছে। 'ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে যখন দায়িত্ব পালন করছিল, বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি কোমাঞ্চিদের। পাল্টা আক্রমণ করল ওরা, তোমার মা আর তোমাকে তুলে নিয়ে গেল। আহ্‌হা, ছয়টা বছর কি নির্যাতনই না চালানো হয়েছে তোমার ওপর। মিসেস ম্যাকলীনের দুর্ভাগ্য কোমাঞ্চিদের সোহাগ সে বেশিদিন পায়নি, বছর পেরোনোর আগেই পটল তুলেছে। আর তুমি, অসীম ধৈর্য ধরে সইলে ওদের আদর। তারপর বেরিয়ে এলে কোমাঞ্চিদের গ্রাম ছেড়ে, পেছনে নিজের জিভটা ফেলে—মর্মান্তিক!'

কি বলা যায় লোকটাকে, ভাবছে জেথ—পিশাচ? না হলে কেউ এভাবে তামাশা করে?

'কোমাঞ্চিদের বদান্যতায় একটা পা হারিয়েছে তোমার বাবা, আর তুমি হারিয়েছ জিভ,' থেমে গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফের শুরু করল সে। 'সবাই মিলে ভর করেছ অবলা ছুঁড়িটার ওপর। কি করতে পারবে ও? পশ্চিমে দুর্বলের জায়গা নেই, আমার সাথে টক্কর দেয়ার দুঃসাহস তোমাদের মোটেও মানায় না।'

শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন জ্বলছে, অনুভব করল জেথ। লোকটার টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে। এ-ও জানে সেটা ঠিক হবে না, অযথা বিপদ ডেকে এনে কি লাভ। তার হাতের কাছে নিশ্চয়ই অস্ত্র আছে, আর বাইরে দু'একজন তো আছেই। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল ও। প্রতিজ্ঞা করল প্রথম সুযোগেই মনের আয়েশ মিটিয়ে পেটাবে লোকটাকে। এমনভাবে মারবে যাতে অন্তত কয়েকটা দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়।

সম্ভবত এ লোকই জেরেমি মিলার, ধারণা করল জেথ। ধূর্ত, কুশলী এবং কপট। শত্রু হিসেবে এরা শক্তপাল্লা।

'ছুঁড়িটা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে! ক'দিন আগেও বেড়ালের মত সরে থাকত, এত সাহস পেল কি করে?' হাসল সে, জেথের চোখে চোখ রাখল। 'তুমি, তাই না? কিন্তু এতটা ভরসা করা কি ঠিক হয়েছে যেখানে আমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল দেখতে পছন্দ করি? মি. ম্যাকলীন, ফিরে আসা কি তোমার ঠিক হয়েছে? দু'দিন পর ট্রেইলে পড়ে থাকবে তোমার লাশ, শকুন খুবলে খাবে ম্যাকলীনদের "ভরসা"কে। বুড়ো কি এ আঘাত সইতে পারবে?'

পকেট থেকে তামাক ও কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল জেথ, সময় নিয়ে ধীরে আয়েশ করে ধরাল। মুখের চেহারার অভিব্যক্তি শান্ত, বিকারহীন, মিলারের হুমকিতে যেন ওর কিছু আসে যায় না।

'প্রস্তুত থেকো, ম্যাকলীন, তোমার এ সাহস ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমি!' রাগে শক্ত হয়ে গেছে লোকটার মুখ, চোখে ঘৃণা। খানিক আগের আয়েশী ভাবটা উধাও হয়েছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। 'আবার যখন দেখা হবে, তুমি বেঁচে থাকবে না, ম্যাকলীন!'

টেবিলের ওপর কাঠের একটা ছাইদানি ছিল, ওটা টেনে নিয়ে ছাই ঝাড়ল জেথ। ক্ষীণ হাসি লেগে আছে ওর ঠোঁটে, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মৃদু মাথা ঝাঁকাল। তারপর তাকাল মিলারের দিকে, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। ভঙ্গিটা এমন যেন জানতে

চাইছে লোকটার আর কিছু বলার আছে কিনা।

'মনে কোরো না তোমাদের খুব পরোয়া করি আমি,' শীতল শোনাল জেরেমি মিলারের গলা। 'ইচ্ছে করলেই দু'দিনের মধ্যে তাড়াতে পারি। কি আছে তোমাদের, ওই জমিটা ছাড়া? ওটাই চাই আমার! শেষ সুযোগ দিচ্ছি, সময় থাকতে কেটে পড়ো, নইলে প্রাণসহ সব হারাবে।' থেমে নিভে যাওয়া সিগার ধরাল, কিছুটা শান্ত দেখাচ্ছে এখন তাকে। 'পঁচিশ হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি, এর এক পয়সাও বেশি না।'

টেবিলে কাগজ-কলম ছিল, টেনে নিয়ে লিখল জেথঃ কোন গরু চোরের কাছে ম্যাকলীনরা জমি বিক্রি করবে না।

জেরেমি মিলার যেন ফেটে পড়বে, রাগে লাল হয়ে গেছে ফর্সা মুখ। ঝটিতি হাত বাড়াল ড্রয়ারের দিকে। তৈরিই ছিল জেথ, জানত এরকম কিছু হতে পারে। মিলার ড্রয়ার থেকে হাত বের করার আগেই সিক্সগানের নলে তাকে নিশানা করল। চুপসে গেছে সে, কিছুটা বিস্মিতও। ধীরে খালি হাত বের করে আনল।

'এর জবাব তুমি পাবে, ম্যাকলীন। তোমাদের কেউই পার পাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল জেথ। সহসা টের পেল পেছনে দরজার পর্দা সরে গেছে। প্রায় সাথে সাথে শটগান কক্ করার শব্দ হলো। ইত্যবসরে সহজেই গুলি করতে পারত মিলারকে, কিন্তু নিরস্ত্র সে। মুহূর্তের ব্যবধানে, ওর মনোযোগ সরে গিয়েছিল, পেছন থেকে গুলি করল কেউ। বদ্ধ ঘরে বোমা ফাটল যেন, ছাতের লণ্ঠন নিভে গিয়ে আছড়ে পড়ল টেবিলের ওপর। মোমের ম্লান আলোয় দেখা গেল না মিলারকে, টেবিলের ওপাশে বসে পড়েছে।

পরিস্থিতি বিচার করল জেথ–লণ্ঠনটা পড়েছে পিস্তলের গুলিতে, তারমানে শটগানঅলা ছাড়াও আরেকজন আছে। নাহ্, কোন সুযোগ নেই। ধীরে সিক্সগানটা হাত থেকে ছেড়ে দিল ও, গাল দিল নিজেকে। প্রথম সুযোগেই মিলারকে গুলি করা উচিত ছিল।

উঠে দাঁড়িয়েছে জেরেমি মিলার, মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত। হাতে একটা কোল্ট শোভা পাচ্ছে। 'দুঃখিত, মি. ডাম্ব! দেখতেই পাচ্ছ পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে নেই। কোন ঝামেলা চাই না আমি। বোকামি কোরো না, তোমাকে গুলি করতে আমার হাত একটুও কাঁপবে না।'

হাসল জেথ, মিলার ঠিকই বলেছে–তার পক্ষে সবই সম্ভব।

'ওরা তোমাকে পৌঁছে দেবে, ম্যাকলীন। আর, শেষবারের মত বলছি, আমার সাথে লাগতে আসবে না। ওই জমিটা বেচে দিয়ে কেটে পড়াই ভাল হবে তোমাদের জন্যে। এক টুকরো জমি আর কয়েকটা গরুর দাম কি প্রাণের চেয়ে বেশি? আমি আরও দুটো দিন দেখব, তারপর খেলা শুরু হবে।' হাসল মিলার, চোখ দুটো দেখে জেথের মনে হলো লোকটা উন্মাদ বা তার কাছাকাছি।

বেরিয়ে এল জেথ। পেছনে শটগানঅলা মাজল চেপে ধরেছে ওর শিরদাঁড়ার ওপর। অন্য লোকটা ভেতরে রয়ে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসতে দেখতে পেল ওদের। নিমেষে ওকে ঘিরে ফেলল লোকগুলো।

প্রথম আঘাতটা এল পেছন থেকে, কিছু টের পাওয়ার আগেই। প্রচণ্ড ঘুসিতে

মনে হলো মেরুদণ্ড বোধহয় গুঁড়িয়ে গেছে, টলে উঠল শরীর। আঘাতের চোটে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে জেথ। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল নাক বরাবর ছুটে আসছে একটা মুঠি, সরতে গিয়েও ব্যর্থ হলো। ঘুসিটা ওর নাক থেঁতলে দিল, যন্ত্রণায় দিশেহারা বোধ করছে। টের পেল নাক থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। সামলে নেয়ার সুযোগ পেল না জেথ, পেটে মোক্ষম একটা ঘুসি পড়ায় চাপা আর্তনাদ করে উঠল। মনে হলো ফুসফুস খালি হয়ে গেছে, বাতাসের জন্যে হাঁস-ফাঁস শুরু করলেও পরের ঘুসিটা কোন রকমে এড়াতে পারল। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সামনের লোকটা। সুযোগটা ছাড়ল না জেথ, আঘাত করল। তেমন যুৎসই না হলেও নাক ফেটে গেল লোকটার, নাক চেপে ধরে বসে পড়ল সে। সময় ব্যয় না করে এবার পা চালাল জেথ। ছিটকে গিয়ে মেঝের ওপর পড়ল লোকটা।

আরেকটা আঘাত করার তীব্র ইচ্ছে ছিল, পারল না পেছনের লোকটার জন্যে। শটগানের মাজল দিয়ে ওর কাঁধে আঘাত করল সে, জেথের কাছে মনে হলো অবশ হয়ে গেছে শরীরের ডান পাশ। চারপাশ থেকে এবার একের পর এক ঘুসি আসতে লাগল, কোন বাধাই দিতে পারল না জেথ।

আঁধার হয়ে আসছে সব। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ার পরও মারতে থাকল ওরা, কিন্তু মাথায় আঘাত করছে না। জেথ অনুভব করল খুব বেশি হলে আর কয়েকটা মিনিট টিকতে পারবে। অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে সারা শরীর, মাংসপেশীগুলো বোধহয় সব থেঁতলে গেছে।

একসময় টের পেল আর মারছে না। টেনে হিঁচড়ে ওকে বাইরে এনে ফেলল দু'জন। শেষ আঘাতটা করল কানের পাশে, জ্ঞান হারাল জেথ।

মুখে খসখসে একটা অনুভূতি চেতনা ফিরিয়ে আনল জেথ্রো ম্যাকলীনের। চোখ খুলে দেখতে পেল ওর জ্ঞান ফেরাতে এভাবেই চেষ্টা করছে গ্রে-টা। উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় সরে গেল ঘোড়াটা। পড়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করল ও।

মাথার ওপর মেঘে ঢাকা আকাশ, খণ্ড খণ্ড মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিচ্ছে। জেথ ধারণা করল মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ফুরফুরে বাতাস প্রশান্তি এনে দিল শরীরে। বিন্দুমাত্র সাড়া নেই কোথাও। নড়তে যেতে সব কিছু মনে পড়ে গেল ওর। জীবনে এরচেয়ে বেশি মার খেয়েছে কিনা মনে করতে পারল না। কৈশোরে, কোমাঞ্চি গ্রামে আটকে থাকার সময়, ওর জিভ কেটে নিয়েছিল কোমাঞ্চিরা। তাদের হাতে মার খাওয়ার সময়ও এতটা অসহায় বোধ করেনি, যতটা আজ অনুভব করেছে।

বেশ কসরত করার পর স্যাডলে চাপল জেথ। শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। জনশূন্য রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ার ইচ্ছে বহু কষ্টে সামলে রেখেছে, নরম একটা বিছানার জন্যে মন হাহাকার করছে। নিজ থেকে ফিরতি পথে এগোচ্ছে গ্রে-টা, ঘোড়ার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। আসলে স্যাডলে বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে। এক সময় খেয়াল করল মূল রাস্তায় চলে এসেছে।

শরীরে শক্তি পাচ্ছে না জেথ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওর মনে হলো পাঁজরের একটা হাড়ও বোধহয় আস্ত নেই। হুড়মুড় করে স্যাডল থেকে পড়ে গেল রাস্তার

ওপর। একরাশ ধুলো এসে লাগল মুখে।

ফের স্যাডলে চাপতে গিয়ে দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান হারাল জেথ।

তিন

কারও হাঁটার শব্দে ধীরে চোখ মেলল জেথ। কোথায় আছে জানে না, কিন্তু আরামদায়ক একটা বিছানায় যে শুয়ে আছে এটা বুঝতে পারছে। মাথার ওপর চুনকাম করা ছাত, মিলছে না—খোলা আকাশ থাকার কথা, ভাবল সে। মনে পড়ল: একটা স্টোরে নিয়ে গিয়ে ওকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে চারজন। প্রায় মাঝরাতে একটা আশ্রয় খুঁজতে মূল রাস্তায় চলে এসেছিল, সম্ভবত ডগলাস গ্রীনের গ্রীন'স প্যালেসই ওর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পৌঁছুতে পারেনি।

পাশ ফিরতে উদ্বিগ্ন একটা মুখ চোখে পড়ল—রোয়ানা। চোখাচোখি হতে হাসল, তারপর শিয়রে বসে ওর কপালে হাত রাখল। জেথের মনে হলো গতরাতের ঘটনা জানতে চাইবে মেয়েটা, তা না করে কামরার একপাশে চলে গেল। ফিরে এল খাবার নিয়ে। পিঠের নিচে দুটো বালিশ গুঁজে দিয়ে আধ-শোয়া করে বসাল ওকে। দেহভঙ্গি বদলানর সময় শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হলেও ভাল লাগছে এখন।

যত্ন নিয়ে ওকে ভরপেট খাওয়াল রোয়ানা। কয়েকটা বড়ি খাইয়ে ছোট একটা গামলায় গরম পানি, তুলো এবং নরম এক টুকরো কাপড় নিয়ে এল এরপর। 'তোমার ভাগ্য ভাল,' ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করার সময় বলল মেয়েটা। 'শরীরের কোন হাড় ভাঙেনি। কয়েক জায়গায় অবশ্য মাংসপেশী থেঁতলে গেছে। তবু সেরে উঠতে অল্প কটা দিন লাগবে।...ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি হামলা করবে ওরা। আমি জানি কে আছে এসবের পেছনে...খুব শিগ্‌গিরই পাওনা বুঝে পাবে সে।' প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় দেখাল ওর চোখ-মুখ।

অপরাধবোধে ভুগছে রোয়ানা, শুধু শুধুই। ওর নিজের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল, ভাবল জেথ। সহানুভূতি আর পরিচর্যার জন্যে রোয়ানার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করছে।

'গ্রীন'স প্যালেসের দোতলার একটা কামরায় আছ তুমি। রাতে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তোমাকে এখানে নিয়ে আসে দুই মাতাল ভবঘুরে। সকালে এসে জেনেছি আমি। খবর পেয়ে চাচা এসেছিল, তোমার এ দুরবস্থার জন্যে একচোট বকেছে আমাকে।' উঠে গিয়ে জানালার পর্দা টেনে দিল রোয়ানা যাতে বাইরের আলো এসে জেথের চোখে না পড়ে। 'এবার বিকেল পর্যন্ত টানা ঘুমোবে, ডাক্তার পিকার্ড আসবে তখন।' নির্দেশের মত শোনাল, যদিও বলছে সহাস্যে।

দুর্বল শরীরে টানা ঘুমাল জেথ। জেগে দেখল কামরার একমাত্র টেবিলটা খাটের পাশে সরিয়ে আনা হয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার দূর হয়নি পুরোপুরি। বুকের ওপর দু'হাত বেঁধে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে রোয়ানা।

চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। ক্লিষ্ট হেসে খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিল। আগের মত উঠে বসতে সাহায্য করল। মাথায় খানিক যন্ত্রণা ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও অসুবিধা হলো না জেথের, অনেকটা সুস্থ লাগছে। খাবার বিস্বাদ লাগলেও পেট পুরে খেল। যত দ্রুত সম্ভব বিছানা ছাড়ার ইচ্ছে ওর, সেজন্যে সবার আগে হারানো শক্তি ফিরে পেতে হবে।

নিয়ম মাফিক ওষুধও গিলতে হলো। শেষে কফির পেয়ালা হাতে ধরিয়ে দিল রোয়ানা। নিজেও নিয়েছে। পানীয় শেষ করে শুয়ে পড়ল জেথ। ঘরের অখণ্ড নীরবতাটুকু ভাল লাগছে।

পাতলা একটা কম্বল ওর গায়ের ওপর চাপিয়ে দিল রোয়ানা। 'ঠিক দশটায় জাগাব, তার আগে যেন ঘুম না ভাঙে।'

চোখ বোজার পর মুখে কোমল হাতের ছোঁয়া পেল জেথ। গরম পানিতে ভেজা তুলো দিয়ে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করছে রোয়ানা, পুরানো ব্যান্ডেজ খুলে নিয়েছে তার আগে। অজানা একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল জেথের শরীরে। চোখ খুলে দেখতে পেল ঝুঁকে কাজ করছে মেয়েটা, পুরোমাত্রায় মনোযোগী। সারাদিন এখানেই ছিল ও, ভাবছে জেথ, হয়তো রাতেও থাকবে। ওর আগলে রাখার মানসিকতা কেবল জেথের অক্ষমতাকেই মনে করিয়ে দেয়।

খুব বেশি মদ্যপানের কারণে গাঢ় হয়েছে ঘুম। জেগে, চোখ খোলার পর নির্মল আকাশ দেখতে পেল বাক টার্নার। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারছে মুখে। সে-ই প্রথম জেগেছে। গতকাল এভাবে মদ গেলা উচিত হয়নি, মাথা ভারী-ভারী বোধ হওয়ায় ভাবল তস্কর-নেতা, অবশ্য কারণও ছিল—কালকের দিনটা ছিল সাফল্যের। চকিতে থলের কথা মনে হতে শিয়রের পাশে তাকাল—নেই ওটা! টার্নার যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

সেকেন্ড কয়েক স্থির বসে থাকল ও, তারপর উল্টেপাল্টে দেখল নিজের বেডরোল। ঘুমের ঘোরে হয়তো বেখেয়ালে সরিয়ে রেখে থাকবে কোথাও, এ আশঙ্কায় তাকাল চারপাশে—নেই। এবার সঙ্গীদের দিকে মনোযোগ দিল টার্নার, অকাতরে ঘুমাচ্ছে সবাই। 'ডরম্যান, পিট···ওঠো। থলেটা চুরি গেছে!'

জেগে ওঠার পর একে একে সবার মুখ খুঁটিয়ে দেখল টার্নার। কারও প্রতিক্রিয়ায় খুঁত নেই। এবার উন্মাদে পরিণত হলো সে। অন্যদের বেডরোল এমনভাবে পরখ করতে শুরু করল, হতাশায় রাগে-দুঃখে, জ্বালিয়ে দেবে যেন। নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে ওরা, ভয়ে চুপ করে আছে। এ মুহূর্তে টার্নার যমদূতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ব্যর্থ হয়ে মাটিতে বসে পড়ল দুর্বৃত্ত-নেতা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। টার্নার কখনও কল্পনাও করতে পারেনি তার সাথে বেঈমানি করবে কেউ—বেশি বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে এটাই মনে ধরল দুর্বৃত্তদের। স্লিম বেকারের অনুপস্থিতি সবার আগে টের পেল কার্লি রাফ। সরোষে নেতাকে জানাল।

'বেজন্মা! ওর প্রতিটা হাড় গুঁড়ো করে ফেলব, বাজার্ডকে দিয়ে খাওয়াব ওর মাংস!' অনুপস্থিত তস্করের ওপর গিয়ে পড়ল টার্নারের সমস্ত রাগ। 'পিটিয়ে পাই

পাই পয়সার শোধ তুলব!' প্রচণ্ড আক্রোশে কাঁপছে ওর গলা। চোখগুলো এমনিতে বড়, রাত্রিযাপন ও অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে সেগুলো আরও বড় দেখাচ্ছে এখন। নিজেকে সামলে ঘোড়ার দিকে এগোল টার্নার। 'আরে, কুত্তাটা দেখছি আমার ঘোড়াটা নিয়ে গেছে!'

শেষমেশ কালো একটা রোয়ানে চাপল টার্নার। এত জোরে স্পার কষাল যে ঘোড়াটা হকচকিয়ে গেল প্রথমে, তারপর লাফিয়ে ছুটল। পিছু নিয়েছে অন্যরা। স্লিম বেকারের প্রতি সহানুভূতি আছে এমন কেউ নেই এখানে, বরং বেকারের ওপর ওদের আক্রোশ নেতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

গিরিখাত থেকে বেরিয়ে ট্রেইলের ওপর চোখ পড়তে চুপসে গেল সবাই। স্যাডল ছেড়ে ট্র্যাক খুঁজল টার্নার, জানে লাভ নেই তবু মৃত স্লিমের দেহ ও স্যাডল ব্যাগে তল্লাশি চালাল। এক নজর দেখে বলে দেয়া যায় অ্যাম্বুশ করা হয়েছে। কিন্তু কে জানবে টাকা চুরি করে গভীর রাতে এখানে আসবে স্লিম?

'শহরে যাব, ওখানকার কেউ স্লিমকে খুন করে টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়েছে,' শান্ত দেখাচ্ছে টার্নারকে, চোখে ধূর্ত চাহনি। 'শহরের লোক ছাড়া এ ট্রেইলে আসবে না কেউ। লোকটাকে ধরে টাকা ফেরত আনতে হবে। বেচাল হলে জ্বালিয়ে ছারখার করে ফেলব সব।'

'বাক, হয়তো একটা পাসি এসেছিল। রাতে অবরোধ করে বসে ছিল ক্যানিয়নের মুখে। স্লিম বেরিয়ে আসতে গুলি করেছে, পরের ব্যাপারটা খুব সহজ।' নিজের মতামত জানাল কার্লি।

'যদি তাই হয়, আমাদের ধরার সুযোগ হাতছাড়া করল কেন? কেউ যাতে সহজে অনুসরণ না করতে পারে আমরা সেভাবেই এসেছি। সন্ধ্যার পর পিটার্স নিজে পাসিটাকে ফেরত যেতে দেখেছে।...ছড়িয়ে পড়ো সবাই, ট্র্যাক পেতে সময় লাগবে না, কারণ রাতের বেলা ঠিকমত ট্র্যাক লুকাতে পারেনি লোকটা।'

ঘণ্টা দুই পর আলাদা হয়ে হোয়াইটস্টোনে প্রবেশ করল ওরা। লেইভ পিটার্সকে নিয়ে ব্যাংকের দিকে এগোল টার্নার। কার্লি আর মরগান ডিনামাইট কিনতে জেনারেল স্টোরে যাবে প্রথমে, তারপর গ্রীন'স প্যালেস ও কাছাকাছি বাড়িগুলোর ওপর নজর রাখবে। অন্য তিনজন–পিট, হ্যাগেন ও ড্যান, উত্তর দিকটা সামলাবে।

একটা ক্যাফে চোখে পড়তে টার্নারের মনে পড়ল সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি এখনও। ঘোড়ার গতিমুখ বদলে সেদিকে এগোল সে। স্যাডল ছেড়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল প্রথমে, তারপর হিচিং রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ভেতরে ঢুকল।

ভরপেট খেয়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল টার্নার। চোখ কুঁচকে রাস্তা আর বাড়িগুলোর ওপর নজর বুলাল। একেবারে উত্তরে রয়েছে হ্যাগেন, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করছে। ত্রিশ গজ সামনে ডাক্তার পিকার্ডের বাড়ির গলিমুখে, আস্তাবলের সামনে আছে মরগান। ওদের দেখে কিছু আঁচ করার উপায় নেই। পিট হারামজাদাটা গেল কোথায়? মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগে গ্রীন'স প্যালেস থেকে বেরোল সে। কতক্ষণ ধরে গিলেছে বেটা?

কিছু না বলে ফ্লাওয়ার মিলের দিকে সরে গেল লেইভ পিটার্স। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল, হাঁটুজোড়া গুটিয়ে এনেছে বুকের কাছে। মনে হচ্ছে অসতর্ক কোন ভবঘুরে। কিন্তু দলের মধ্যে ও-ই দক্ষ ট্র্যাকার, পিস্তলে চালু হাত।

পোর্চ থেকে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল টার্নার। একে একে সঙ্কেত এল–তৈরি সবাই। 'শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো সবাই,' চেঁচাল তস্কর-নেতা, জানে ওর কথায় পাত্তা দেবে না কেউ, শুনলেও ভাববে মাতাল কোন ভবঘুরের প্রলাপ। কিন্তু শহরবাসীকে আকৃষ্ট করার উপায় ওর ভাল করে জানা আছে। 'গতকাল ডাকাতি হয়েছিল তোমাদের ব্যাংকে, টাকা নিয়ে পুমা'স ক্যানিয়নে গেছে ডাকাতেরা,' আলাপী ঢঙে বলে চলেছে টার্নার। 'রাতে, এখানকার কেউ, ডাকাতদের একজনকে মেরে টাকা নিয়ে সটকে পড়েছে। টাকা আর ওই লোকটাকে চাই আমি। নইলে ধ্বংস করে দেব শহরটা···একটা বাড়িও আস্ত রাখব না। দুপুর পর্যন্ত সময় দিলাম।' পৈশাচিক হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। রাস্তায় যারা ছিল, দাঁড়িয়ে কথা শুনছে। বেশিরভাগ বাড়ির জানালা খোলা, ফুটপাথ আর বাড়ির আঙিনায় অসংখ্য কৌতূহলী মুখ।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে অনর্থক সিলিন্ডার খালি করল টার্নার–ব্যাংকের উল্টোদিকের বাড়ির জানালার কাচ ভাঙল, আস্তাবলের সামনে দাঁড়ানো দুই পাঞ্চারের পাশে মাটিতে ধুলো উড়াল। দুটো গুলি ব্যাংকের সাইনবোর্ড ফুটো করল। এটা শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ। পিস্তলে টোটা ভরার সময় টার্নার দেখল ব্যাংকের সামনের সাইডওঅকে এসে দাঁড়িয়েছে জুলিয়াস হোল্ডেন আর ডগলাস গ্রীন।

'টাকাগুলো কে নিয়েছে জানো তুমি?' হোটেল-মালিকের প্রশ্ন।

'না।'

'তাহলে আমরা জানব কিভাবে?'

'ওসব বুঝি না আমি। লোকটাকে যদি খুঁজে না পাও নিজেরা ভাগাভাগি করে টাকা জোগাড় করো। পরিষ্কার?'

'ধাপ্পা মারার আর জায়গা পাওনি?' চড়া সুরে বলল ব্যাংকার, রাগে গলা কাঁপছে। 'গতকাল ব্যাংক লুট করার পর ফিরে এসেছ আবার, মরার ভয় নেই, না? গির্জার পেছনের কটনউডে অনেকদিন ঝোলানো হয় না কাউকে, সব কটাকে ধরে···'

'থামো, আহাম্মক!' সরোষে ব্যাংকারকে থামিয়ে দিল টার্নার। 'ধরতে এসে দেখো না, কুকুরের মত কি করে গুলি করে মেরে ফেলি! সবার আগে তোমার কপাল ফুটো করব।'

হকচকিয়ে গেল জুলিয়াস হোল্ডেন। মুখে কথা সরছে না।

'ভয়ে টাকা দিয়ে দেব এরকম যদি ভেবে থাকো, তোমাকে তাহলে আস্ত বেকুব বলব আমি।' পাশ থেকে নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

ঘুরে সেদিকে তাকাল দুর্বৃত্ত। ক্ষীণ হাসল জাজকে দেখে, তারপর আঙুল দিয়ে হ্যাটের কিনারা উঁচিয়ে মৃদু নড করল। 'আমি তা মনে করি না। এ শহর রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের, কি করলে ভাল হয় তোমরাই বেশি জানো। মনে রেখো,

থাক টার্নারের কথার নড়চড় হয় না। দুপুরের পর একটু একটু করে ধস নামবে শহরটার। অসহায় লোকজনের চাপে বাধ্য হয়ে একসময় আমার দাবি মেনে নিতেই হবে।'

'উঁহু, মোটেও তা নয়। তেমন হলে বরং তোমাকে চাবুকপেটা করবে ওরা, তারপর ঝুলিয়ে দেবে কোথাও।'

'হুমকি দিচ্ছ, জাজ? শুনে রাখো, তিন ঘণ্টা পর আসল খেলা শুরু হবে। ভাল চাইলে সময় থাকতে খুঁজে বের করো লোকটাকে, নয়তো টাকা জোগাড় করো।'

*

'উপায় কেবল একটাই,' দৃঢ় স্বরে জানাল রোয়ানা ম্যাকলীন। 'ওদের তাড়িয়ে দিতে হবে, নয়তো নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। হোয়াইটস্টোন একটা সাদামাঠা শহর আর এর অধিবাসীরা শান্তিকামী হতে পারে, কিন্তু টার্নার ভুল করেছে এটা তাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

জরুরী সভাটা জুলিয়াস হোল্ডেনের কামরায় বসেছে। জাজের ব্যক্তিগত অনুরোধে যোগ দিয়েছে রোয়ানা, যদিও জানে কোন লাভ হবে না। ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে এরা, এবং আতঙ্কিত মানুষ কিছু করার সাহস পায় না।

বিশাল ডেস্কের এপাশে, ব্যাংকারের মুখোমুখি বসেছে জাজ ও গ্রীন'স প্যালেস মালিক। জুলিয়াস হোল্ডেন আগে থেকে বিধ্বস্ত, গ্রীন হতাশা বোধ করছে। শুধু জাজকে কিছুটা সুস্থির লাগছে।

'আমার বিশ্বাস টার্নার ভাঁওতা দিচ্ছে,' খেই ধরল রোয়ানা। 'টাকা হারানোর ব্যাপারটা আসলে কিছু নয়। বাড়তি লাভের আশায় এখানে এসেছে সে। এবং সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে ঝুঁকিটা নিচ্ছে। পরোক্ষভাবে আমরাই তাকে সুযোগ করে দিয়েছি। গত দুটো বছরে হোয়াইটস্টোনে এমন অবস্থা চলেছে যে একটা আনাড়ি লোক এসে শহর দখল করার হুমকি দিলে তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত সাহস কারও ছিল না। আইনের হাত যথেষ্ট দুর্বল বলে এটা হয়েছে। আমি আগেও বলেছি, তোমরা কখনও গুরুত্ব দাওনি।'

'এতদিন কোন ঝামেলা হয়নি।' মনে করিয়ে দিল ডগলাস গ্রীন।

'তা হয়নি। কিন্তু তোমরা ভেবেছ কখনও হবেও না। যাকগে, আসল কথায় আসি··· আউটল'-রা হামলা করার আগেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারি আমরা। টার্নার জানে এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ খেপে যেতে পারে, তাই সম্ভাব্য চোরাগোপ্তা হামলা ঠেকাতে দলের সবাইকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখবে—আসলে তাই করেছে সে। তোমরা একা তার সাথে কথা বলেছ। ওর দলের লোকগুলোকে শহরবাসীদের থেকে আলাদা করা তেমন কঠিন হবে না, ওদের অবস্থান জেনে পাল্টা আঘাত হানা যেতে পারে। কিছু সময় হয়তো লাগবে, কিন্তু এরমধ্যে গুছিয়ে নিতে পারব আমরা।'

'ঝুঁকি বেশি, তাছাড়া এতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'কোন পরিকল্পনাই তোমাদের মনে ধরছে না। তোমরা বরং টাকার ব্যবস্থা করো।'

'এক লাখ গচ্ছা যাওয়ার পর আবার!' জুলিয়াস হোল্ডেন যেন কেঁদে ফেলবে।

'কিন্তু এত টাকা আসবে কোত্থেকে?'

'যদি দিতে হয়,' সবাইকে একনজর দেখে রোয়ানার ওপর স্থির হলো গ্রীনের দৃষ্টি। 'ধরো, আমরা টার্নারকে যদি টাকা দিতে বাধ্য হই, তাহলে সবাই মিলে দিতে হবে। তুমি কত দিতে পারবে, রোয়ানা?'

'ওরকম ইচ্ছে আমার নেই। আমি বরং লুট হওয়া টাকাগুলো ফেরত আনতে চাই।'

'বসে আছ কেন? যাও না, ডিক টেবরের সেলুনে আছে টার্নার।'

ডগলাস গ্রীনের কটাক্ষ গায়ে মাখল না রোয়ানা। 'মি. হোল্ডেন, তুমি মোটেও দায়মুক্ত নও। আমরা কেউই নিজেদের দাবি ছাড়ব না। ছোট ছোট র‍্যাঞ্চার আর ব্যবসায়ীরা কোন অজুহাত মানবে না। সিটি ব্যাংক থেকে ঋণ পাবে তুমি, ইচ্ছে করলে তখন সবার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এত সময় তুমি পাবে না। আমরা আশা করব নিজ উদ্যোগে আউটল'দের ধরার চেষ্টা করবে তুমি। সফল না হলেও এটুকু অন্তত সবাই জানুক যে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। তেমন হলে পুরো ব্যাপারটাকে আমরা সহজভাবে নিতেও পারি।'

'তুমি একটা লোভী মেয়ে!' টেবিল চাপড়ে মন্তব্য করল ব্যাংকার, কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'এত টাকা খোয়ানোর পরও বলতে গেলে তোমার কোন ক্ষতিই হয়নি। মিল, বাথান থেকে যে আয় হয় তাতে শহরের তাবৎ লোককে বছরকে বছর খাওয়াতে পারো তুমি।'

অপ্রস্তুত বোধ করছে রোয়ানা। ব্যাংকারের সাথে কখনোই ওর শত্রুতা ছিল না, সদ্ভাবও ছিল না। তবু এ ধরনের মন্তব্য ওর কাছে অপ্রত্যাশিত। 'তুমি বোধহয় আমাকে অপদস্থ করতে চাইছ,' সামলে নিয়ে বলল ও, 'কারণটা বুঝতে পারছি না। মনে রেখো, দু'মাসের মধ্যে আমার পুরো টাকা ফেরত চাই, শনিবার সকালে...'

'আমার পাওনাও ওই সময়ের মধ্যে দেবে,' রোয়ানাকে থামিয়ে দিয়ে জানাল হোটেল-মালিক।

'কি শুরু করেছ তোমরা!' প্রায় ধমকের সুরে বলল জাজ। 'এখানে একটা সমস্যার সমাধান করতে এসেছি আমরা, অথচ তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করেছ।' মৃদু ভর্ৎসনা তার গলায়, থেমে কেশে গলা পরিষ্কার করে ফের শুরু করল। 'রোয়ানা ঠিকই বলেছে। জুলিয়াস, তোমার উচিত টার্নারের পেছনে লোক লাগানো। আমি অবশ্য পাওনাদার নই, পরামর্শটা তবু একতরফা মনে হতে পারে।...থর্টন অক্ষম মানুষ আমাদের উচিত ছিল ওর জায়গায় শক্ত একজন লোক নিয়োগ করা। টার্নারকে ঠেকাতে হলে এখন নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। শহর ও শহরবাসীদের রক্ষা করার জন্যে এ কমিটি, সুতরাং আমাদের দায়িত্বই বেশি।'

'রাইফেল হাতে নিয়ে আমাকে সঙ সাজতে বলছ?'

'সমস্যা বাড়াচ্ছ শুধু,' বিরক্তি চেপে রাখল না জাজ। 'শনিবার সকালে কাউহ্যান্ডদের বেতন দিতে পারবে তুমি? বেতন না পেলে তোমার ওপর চড়াও হবে ওরা।' থেমে সহানুভূতির চোখে তাকাল ব্যাংকারের পানে। 'মাথা গরম হয়ে

আছে তোমার। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভেবে দেখো।' কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল। 'টার্নার বোধহয় এসে পড়েছে। এখন আমাদের কাজ হবে যে করে হোক ওর কাছ থেকে সময় আদায় করা।'

'হারামজাদাটা কেন যে ফিরে এল!' আর্তনাদের মত শোনাল জুলিয়াস হোল্ডেনের আক্ষেপটুকু। দুম করে ডেস্কে কিল বসাল সে, খেয়াল করল কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে সবাই। 'সব কটা হারামী, স্বার্থপর! আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছে কারও নেই। ঝামেলাটা শেষ হোক, দেখে নেব এরপর।'

বলা বাহুল্য কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়া তিনজনই শুনেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হলো তাদের। ব্যাংকারের প্রতি করুণা অনুভব করল জাজ, রোয়ানা তার অসহায়ত্বে মৃদু পুলকিত হলো, এবং হোটেল-মালিক, স্বার্থপর বলায় অপমানিত বোধ করল।

ডিক টেবরের সেলুনের সামনে খোশ-মেজাজে দাঁড়িয়ে আছে বাক টার্নার। হাতে হুইস্কির বোতল। শীতল দৃষ্টিতে দেখল মাঝ রাস্তায় দাঁড়ানো জাজ আর হোটেল-মালিককে। একটু পেছনে উদ্ভ্রান্ত ব্যাংকার। একপাশে সরে থাকা রোয়ানা ম্যাকলীনের ওপর আটকে থাকল ওর দৃষ্টি—মেয়ে বটে একখানা! লালসা ফুটে উঠল দুর্বৃত্তের চোখে। মেয়েটা ভয়ঙ্কর, এর পরপরই ভাবল টার্নার, লাইলাক বা চারমিয়নের মত সুন্দর হলেও র‍্যাটলের মত বিপজ্জনক।

আর...জজ লোকটা বুদ্ধিমান।

'লোকটাকে পেয়েছ?' জানতে চাইল টার্নার।

'ভাঁওতা দেয়ার চেষ্টা কোরো না আর,' দৃঢ় স্বরে বলল জাজ, 'শহরের কেউ তোমার টাকা আনেনি। কোথায় কখন টাকা থাকবে সেটা কে জানত? ঘটনাটা যদি সত্যিও হয়, লোকটা এ শহরেরই তা নিশ্চিত হচ্ছ কি করে? শোনো, টার্নার, কোন কিছু দাবি করার যোগ্যতা কি তোমার আছে? না, নেই। ব্যাংকে ডাকাতি করেও খায়েশ মেটেনি, এখন এসেছ নতুন ফন্দি এঁটে। সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, টাকাগুলো ফেরত দাও, নইলে পিছু নেব। একেবারে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করব।'

'তোমরা বুড়োখোকারা পিছু নেবে?' হেসে উঠল টার্নার।

'টাকা হলে এদেশে লোক পাওয়া যায়।'

'ঠিক আছে, জাজ, লোক ভাড়া করো। চাইলে সারা কাউন্টিতে ওয়ান্টেড পোস্টারও ছাড়তে পারো।' উদার কণ্ঠে ঘোষণা করল টার্নার, চোখগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। হুইস্কির বোতলে চুমুক দিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল ওটা, নিমেষে ওর হাতে উঠে এল একটা কোল্ট। গুলি করতে শূন্যে ফেটে চৌচির হয়ে গেল বোতলটা। কাচের ছোট ছোট কণা ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। উপস্থিত দর্শকদের চোখের পলক পড়ল না ক্ষণিকের জন্যে। টার্নারকে ড্র করতে দেখেনি বললে চলে, গুলির শব্দ শুনেছে কেবল। 'কটা গুলি করেছি বলতে পারবে?' হেসে জানতে চাইল টার্নার, গলায় সন্তুষ্টি।

'দুটো,' দ্রুত জানাল গ্রীন।

'চারটা...বিশ্বাস হয় না?' কোল্টের সিলিন্ডার খুলে দেখাল দুর্বৃত্ত, মাত্র একটা শেল পড়ল মাটিতে, সিলিন্ডার ঘোরানোর পরও আর পড়ল না। নিজেকে ভয়ঙ্কর

লোক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা তার সফল হয়েছে, লোকজনের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারল টার্নার।

'তিনটা গুলি রেখেছ তুমি,' হোটেল-মালিক মানতে নারাজ।

'আস্ত আহাম্মক দেখছি! সিক্সগানে কেউ তিনটে গুলি রাখে না-কি?' গানবেল্ট থেকে পাঁচটা বুলেট বের করে সিলিন্ডারে পুরল টার্নার, তারপর হোলস্টারে ফেরত পাঠাল কোল্ট। 'পাঁচটা রাখে,' খেই ধরল সে, 'আর, সিক্সগান কখনও খালি রাখে না। জাজ, লোক ভাড়া করবে, তাই না? এমন লোক বেছে নিয়ো যাতে আমার চেয়েও টাফ হয়, নইলে ব্যর্থ হবে।'

'বোতল কি মানুষের দিকে গুলি ছোঁড়ে, টার্নার?' রোয়ানা ম্যাকলীনের প্রশ্ন।

মেয়েটির দিকে ঘুরল দুর্বৃত্ত। 'মানতেই হচ্ছে বেশ স্মার্ট তুমি, এই গাধাগুলোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখো মাথায়। ওয়েল, মিস্ ম্যাকলীন, টাকাটা কোথায়?' রুক্ষ শোনাচ্ছে তার গলা, খানিক আগের আয়েশী ভাবটা নেই। 'শহর কমিটির সদস্য হিসেবে তোমার দায়িত্ব কম নয়।'

'সস্তা একটা গল্প শুনিয়ে আসলে কি চাইছ তুমি?'

বাক টার্নার হাসল, বেঁকে গেছে ঠোঁটের কোণ। ধীরে আমুদে কণ্ঠে বলল, 'মাত্র এক লক্ষ ডলার, ম্যাম এবং তা না পাওয়া পর্যন্ত আস্তে আস্তে এ শহরটা ধ্বংস করার আনন্দ। তিন ঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম, তোমরা কিছুই করোনি। এবার আমার পালা। দেখো প্রথম ধাক্কাটা সহ্য হয় কি-না, বিশেষত তোমার, ম্যা'ম।'

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। কেঁপে উঠল শহরের মাটি–দক্ষিণ প্রান্তে বাড়ি আর দোকানের ওপর অসংখ্য কাঠের টুকরো দেখা গেল, আতসবাজির মত উড়ে গিয়ে দূরে আছড়ে পড়ছে। পরপর আরও তিনবার বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল সারা শহর। ঘন ধুলোর মেঘ জমেছে গির্জার কাছে। কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না কেউ। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে সবাই, সচকিত হলো টার্নারের উল্লসিত ঘোষণায়।

'রোয়ানা ম্যাকলীন, তোমার ফ্লাওয়ার মিলটা শেষ!'

সেকেন্ড কয়েক সেদিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর ধীরে ফিরল তস্করের পানে। কঠিন দেখাচ্ছে মুখটা, চোখে শীতল চাহনি। দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল টার্নারকে, মৃদু স্বরে বললেও জেদ, প্রতিজ্ঞা বা রাগ কোনটাই চাপা থাকল না। 'এর জন্যে তোমাকে মাসুল গুনতে হবে, টার্নার! জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলে এইমাত্র।'

বাক টার্নার হাসল, এ ধরনের পরিস্থিতির জন্ম নেবে, আগে থেকেই জানত। তার দল এসবকে পরোয়া করে না। এরচেয়ে অনেক কঠিন বিপদও মোকাবিলা করেছে। 'অবশ্যই, ম্যা'ম,' সহাস্যে বলল টার্নার, একবার নজর বুলাল সবার ওপর। 'যে কোন সময়ে, আমি তৈরি থাকব। বাড়তি আরেকটা জিনিসের জন্যেও।' ক্ষণিকের জন্যে লালসা ফুটে উঠল ধূর্ত চোখজোড়ায়। জাজ উইলসন হলেনের দিকে ফিরল এবার। 'কাল সকালে আসব আবার। ততক্ষণে লোকটাকে খুঁজে বের কোরো, নয়তো টাকার জোগাড় রেখো। কি করে জোগাবে সেটা

তোমাদের ব্যাপার। একে একে শহরের প্রত্যেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদ্দিন না আমার দাবি মেটানো হয়।'

চার

হোয়াইটস্টোনের পরিস্থিতি মোটেও সুবিধের নয়। সময় গড়ানোর সাথে সাথে লোকজনের মধ্যে উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। কেবল মহিলা আর শিশুরা ঘর ছেড়ে বেরোয়নি–প্রতিটি লোক রাস্তা, স্টোর নয়তো সেলুনে ভিড় করেছে। তবে যার যার বাড়ির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে যাতে প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয় নেয়া যায়। সাহস করে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে দু'একজন, যার বেশিরভাগই পুরানো, মরচে ধরা। হয়তো একসময় গানম্যান বা অস্ত্রে পারদর্শী ছিল এরা, কিন্তু শান্তিপূর্ণ জীবনে এতদিন ছুঁয়েও দেখেনি।

আবারও আলোচনায় বসেছে শহর কমিটির সদস্যরা, রোয়ানা ম্যাকলীনকে ছাড়াই। এবারও কোন স্থির সিদ্ধান্ত তো নেয়া হইনি বরং তাদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যাংকারের মানসিক অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, নাওয়া-খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

বিকেলে, সদস্যরা জানতে পারল খানিক আগে শহরে এসেছে বাক টার্নার, সদলে পান করতে গেছে ডিক টেবরের সেলুনে। জাজ সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব করতে নাক কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল ডগলাস গ্রীন, ভেস্টের ভেতরের পকেট থেকে হুইস্কির বোতল বের করে এক চুমুক পান করে এগিয়ে দিল জাজের দিকে। 'রোদ তো কম পড়ছে না, মনে হচ্ছে তোমারও তেষ্টা পেয়েছে। চেখে দেখো, উইলি। তেষ্টা মেটানোর জন্যে এরচেয়ে ভাল কিছু হতচ্ছাড়া এ শহরে তুমি পাবে না। আর জুলিয়াস, তোমাকে মানতেই হবে গরমের সময় সিগারের চেয়ে এ জিনিসটাই বেশি কাজের।'

কোন মন্তব্য না করে বেরিয়ে গেল ব্যাংকার। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের মাঝে। গ্রীনের অফিস রূম ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। লবিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকজন পথ ছেড়ে দিল ওদের। পোর্চে এসে দাঁড়াতে রোদের প্রখর আঁচ ছেঁকে ধরতে ফের নাক সিঁটকে ঋতুকে গাল দিল হোটেল-মালিক।

ফাঁকা রাস্তার ওপর চোখ বুলাল জাজ উইলসন হলেন, একটু আগেও প্রচুর লোক ছিল। একেবারে দক্ষিণে গির্জার কাছে ছোটখাট একটা ভিড় দেখা যাচ্ছে কেবল।

ডিক টেবরের সেলুনটা ডাক্তার পিকার্ডের হাসপাতালের দুই বাড়ি পরে। সেদিকে যাচ্ছিল হোল্ডেন, কিন্তু হঠাৎ করে পাশের গলি থেকে টার্নারকে সদলে বেরোতে দেখে থমকে দাঁড়াল। দ্রুত এগোল জাজ, পেছনে গ্রীন প্রায় ছুটে চলেছে।

বিশ কদম দূরে থাকতে থামল টার্নারের কালো রোয়ানটা। দ্রুত ছড়িয়ে

পড়েছে অন্যরা। 'লোকটা কোথায়?' জাজের উদ্দেশে জানতে চাইল টার্নার, মুখে হাসি। শহরের ঝিমানো পরিস্থিতি উপভোগ করছে।

'জানি না।'

'টাকা?'

'জাহান্নামে যাও!'

টার্নারের হাসি প্রসারিত হলো। 'ঠিক আছে, জাজ। মিল ধ্বংস করার পরও যখন তোমাদের টনক নড়েনি, এবার আমার পালা। ছেলেরা,' দরাজ গলায় অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'কাজ শুরু করে দাও।' চকিতে কোল্টটা চলে এসেছে তার হাতে। 'কেউ নড়াচড়া করলেই কপাল ফুটো করব!'

গ্রীন'স প্যালেসের সামনে চলে গেছে পিটার ডুয়েল ও ড্যানি মরিসন, স্যাডল থেকে দুটো বড়সড় বস্তা নামাল। ওগুলোর ভেতর থেকে বের করল ছেঁড়া কাপড় আর কেরোসিনের কৌটা। হোটেলের ভেতরের লোকগুলো, কি হতে যাচ্ছে আঁচ করতে পেরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিবিষ্ট মনে কাপড়ে তেল মেখে খোলা জানালা দিয়ে হোটেলের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলছে তস্কর দু'জন। একটু পর আগুন লাগাল ওরা। ততক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে লবি, আর বাইরে বোবা হয়ে আছে দর্শকেরা– এদের মাঝে সবচেয়ে চটপটে যে লোকটি, জাজ, সে-ও।

সবার আগে সচল হলো ডগলাস গ্রীন। রাগে ফেটে পড়ল হোটেল-মালিক। 'বাস্টার্ড! কোন্ অধিকারে আমার হোটেল পুড়িয়ে দিচ্ছ?' প্রচণ্ড আক্রোশে স্বাভাবিক বোধটুকু উবে গেছে, তাই ভয়ঙ্কর ভুলটা করে বসল। সাধারণত নিরস্ত্রই থাকে গ্রীন, কিন্তু কোমরে একটা পিস্তল ঝুলিয়েছে আজ। হোলস্টারে হাত বাড়ানোর সময় এটুকুও খেয়াল করল না, টার্নার তারচেয়ে একে তো দ্রুত তার ওপর খোলা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা তো আছেই।

দুর্বোধ্য হাসি খেলে গেল টার্নারের ঠোঁটে, গ্রীন পিস্তল বের করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। দশ গজ দূরের টার্গেটি, সহজ নিশানা। ছুটে আসছিল হোটেল-মালিক, গুলির ধাক্কায় প্রথমে স্থির হয়ে গেল দেহটা, তারপর ধীরে গড়িয়ে পড়ল। কপালের ফুটো থেকে রক্ত উপচে পড়ছে।

পিস্তলে টোটা ভরার সময় চারপাশে তীব্র গুঞ্জন টের পেল টার্নার। উন্মাদনা গ্রাস করেছে কয়েকজনকে, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসছে। কার্লি ও হ্যাগেন অনায়াসে সাফল্যজনক শূটিং প্র্যাকটিস করল তাদের ওপর। দলটার সাথে গুঞ্জনও থেমে গেছে। শহরের উত্তর প্রান্তে জেরেমি মিলারের জেনারেল স্টোরটি বিধ্বস্ত হলো এসময়। অসহায় মানুষগুলোর জন্যে ওটা দিনের দ্বিতীয় চমক।

কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ করেই রাস্তায় দেখা গেল স্টোর মালিককে। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। ধীরে এগোচ্ছে টার্নারের পানে। 'এতবড় দুঃসাহস তোমার হলো কি করে? যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছ, ভেবেছ আমরা কিছু করতে পারব না?'

'টাকা দিতে পারবে, মিলার, এক লাখ?'

'ওটাই তোমার জীবনের শেষ চাওয়া।'

'তাই নাকি?' টার্নারের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল। ঝটিতি সিক্সগান উঁচিয়ে

ধরল। 'ওখানেই দাঁড়াও! নিজেকে যতটা চালাক ভেবেছ, ততটা তুমি নও, মিলার। তোমার চেলাদের বেরিয়ে আসতে বলো, নয়তো তোমার পেট ফুটো করব।'

অসহায় দেখাল জেরেমি মিলারকে। হালকা ইশারা করতে গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল চারজন। সশস্ত্র।

'শোনো, মিলার, আমি সামনাসামনি লড়তে পছন্দ করি। মনে হচ্ছে এর উল্টোটা তোমার পছন্দ। তুমি একটা কাপুরুষ!' বলে গুলি করল সে, একই সাথে পিট আর ডরম্যানও গুলি করেছে। জেরেমি মিলারের চারজন লোকই ঢলে পড়ল। 'বোকার মত কাজ করেছ,' খেই ধরল দুর্বৃত্ত-নেতা। 'তাই খেসারত দিতে হলো। মিলার, কোন নিরস্ত্র লোককে গুলি করতে আমার বাধে, তাই এযাত্রায় বেঁচে গেলে তুমি। এ-ও ঠিক এটাই ছিল তোমার শেষ সুযোগ।'

'এত সহজে সব শেষ হয়ে যেতে পারে না। মনে করেছ ভুলে যাব, বা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব? তোমাকে নিজ হাতে খুন করব আমি।'

টার্নার হাসল, দৃষ্টিতে অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে। 'আমি জানি তুমি তা পারবে–পেছন থেকে।' পিস্তলে টোটা পুরে হোলস্টারে ফেরত পাঠাল। হোটেলের দিকে তাকিয়ে দেখল ড্যানের সাথে পিটার্স যোগ দিয়েছে এখন। কেরোসিনের শেষ কৌটাটা হোটেলের ভেতর উজাড় করার পর দেখা গেল একতলাতেই ভাল করে আগুন ধরেনি এখনও, তবে দেরিও নেই আর। ইতোমধ্যে দোতলার একটা অংশে ছড়িয়ে পড়েছে।

হোটেলের সামনে জ্বলন্ত হিচিং রেইলটা দেখে পুলকিত হলো টার্নার। এ ফাঁকে ঘোড়াগুলোর কেরামতি পরীক্ষা হয়ে যাক, ভাবল সে। দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা দিতে ড্যান, কার্লি এবং পিটার্স এগিয়ে এল, স্যাডলে চেপে টার্নারের পেছনে সারি করে দাঁড়াল। দ্রুত ঘোড়া ছোটাল তস্কর-নেতা, কাউহ্যান্ডরা গরু দাবড়ানোর সময় যেভাবে চিৎকার করে, চেঁচাচ্ছে সেভাবে। ছুটে এসে জ্বলন্ত রেইলটা টপকাল টার্নার, সোৎসাহে হাততালি দিল ওর সঙ্গীরা। এবার একে একে অন্যরাও নিজেদের ঘোড়ার কেরামতি দেখাল। একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে টার্নার, অনুচরদের উৎসাহ জোগাচ্ছে।

রেইলটা অনড় থাকা পর্যন্ত খেলাটা চালিয়ে গেল ওরা। অসহায় দৃষ্টিতে দেখছে শহরবাসী। তস্করদের চারজন ফুর্তি করলেও অন্যরা পুরোমাত্রায় সতর্ক।

যাত্রার উদ্যোগ নিল টার্নার। হঠাৎ দেখতে পেল রোয়ানা ম্যাকলীনকে, শহরে ঢুকেছে এইমাত্র। 'মিস করলে, ম্যা'ম', সহাস্যে বলল সে, 'সব মজা অবশ্য শেষ হয়ে যায়নি। কথা দিচ্ছি খুব বেশি দেরি করব না, কাল সকালেই দেখতে পাবে এরচেয়ে মজার দৃশ্য।' হ্যাটের ব্রিমে আঙুল ছুঁইয়ে নড করল টার্নার। স্পার দাবাতে লাফিয়ে এগোল ঘোড়াটা।

দুর্বৃত্তেরা চলে যেতে হোটেলের দিকে ছুটল লোকজন। কেউ গেল ডগলাস গ্রীনের কাছে, লাশটা ধরাধরি করে এনে রাখল সাইডওঅকের ওপর। উৎসাহী অনেকে চলে গেছে আশেপাশের বাড়িগুলোতে, বালতি বা অন্য কোন পাত্র ভরে পানি এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

গ্রীন'স প্যালেসের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল রোয়ানা। চারপাশের লোকজনের মধ্যে খুঁজল পরিচিত মুখটা, হয়তো কোনভাবে বেরিয়ে থাকবে–নেই। চকিতে ওর দৃষ্টি চলে গেল দোতলায় সবচেয়ে দক্ষিণের কামরার ওপর, দরজাটা বন্ধ। 'হায় খোদা,' জ্বলন্ত হোটেলের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল রোয়ানা, 'ও যে ঘুমিয়ে আছে!'

জেথ্রো ম্যাকলীন নিশ্চিত গুলির শব্দে ঘুম ভেঙেছে ওর।

হৈ হল্লা কানে আসছে। জোর কদমে ঘোড়া দাবড়ানোর শব্দ ধীরে সরে যাচ্ছে দক্ষিণে। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে এখানে, কিন্তু বুঝতে পারছে না ও। বিছানায় উঠে বসল, সুস্থ লাগছে নিজেকে। দু'দিনে হাঁটার মত শক্তি অর্জন করেছে। বুটজোড়া পায়ে গলিয়ে দরজার দিকে এগোল জেথ। হঠাৎ করে টের পেল অসহ্য গরম লাগছে, গ্রীষ্মের ভরদুপুরেও এত গরম লাগে না।

দরজা খুলে বাইরে তাকাতে থ হয়ে গেল জেথ। বারান্দার ওপাশে আগুন জ্বলছে। ওর কামরা একপ্রান্তে বলে এখনও আগুন ছড়িয়ে পড়েনি, তবে খুব বেশি দেরিও নেই। আতঙ্কে হিম হয়ে যেতে চাইছে শরীর। বারান্দা ধরে সিঁড়িতে যাওয়া যাবে না, বিকল্প কোন পথও নেই। শুধু একটাই উপায়–বারান্দা থেকে লাফ দেয়া। কিন্তু একে তো দালানটা বেশ উঁচু তার ওপর দুর্বল শরীরে তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এত বড় হোটেলে কি করে আগুন লাগল ওর মাথায় ঢুকছে না।

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল জেথ। ধোঁয়া আর পোড়া কাঠের কটু গন্ধে ভারী হয়ে গেছে ঘরের বাতাস। বারান্দার ওপাশে হুড়মুড় করে পড়ল কিছু একটা। লোকজনের চিৎকার কানে আসতে আশান্বিত হলো জেথ। সামনের রাস্তায় কেউ না কেউ আছেই, ভাবল ও, ওরা হয়তো সাহায্য করতে পারবে, একটা মই বা নিদেনপক্ষে এক তাড়া রশি দিয়ে।

দৌড়ে বারান্দায় চলে এল জেথ। নিচে অনেক লোকের মাঝে দেখতে পেল রোয়ানাকে। চোখাচোখি হতে উদ্বিগ্ন মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

'লাফ দিয়ো না, জেথ,' দ্রুত বলল মেয়েটা, 'একটা মিনিট অপেক্ষা করো। আসছি আমি।' আস্তাবলের দিকে ছুটল, একটু পরই একগোছা দড়ি হাতে ফিরে এল।

ততক্ষণে আগুন বেশ কাছিয়ে এসেছে।

সাইডওঅক থেকে দড়িটা ছোঁড়ার আয়োজন করল রোয়ানা। জেথের আশঙ্কা হলো শেষ পর্যন্ত ওটা বোধহয় ওর হাতে এসে পৌঁছুবে না, একটা মেয়ে কতটুকু আর দক্ষ হবে অন্তত এরকম উত্তেজনার সময়ে? কিন্তু প্যাঁচানো দড়িটা যখন বারান্দায় এসে পড়ল মনে মনে হাজারটা ধন্যবাদ জানাল মেয়েটাকে।

'হোটেলের পেছনে একটা অ্যাসপেন আছে,' জানাল রোয়ানা, 'জানালা ভেঙে ওটা দিয়ে নামার চেষ্টা করো।'

অস্বীকার করার উপায় নেই সহজে ঝামেলা সামাল দেয়ার গুণ মেয়েটার আছে। ওর জায়গায় জেথ নিজে হলে এ ব্যাপারটা মাথায় আসত কি-না জেথের

নিজেরই সন্দেহ আছে। অথচ যেভাবে দড়ি আনল এবং পরামর্শ দিল যেন সবকিছু আগে থেকে জানত।

দরজায় আগুন ধরে গেছে। বারান্দার ও-পাশটা সশব্দে ধসে পড়ল এসময়। সমস্বরে আঁতকে উঠল নিচের লোকেরা। বারান্দা থেকে ওকে লাফ দেয়ার পরামর্শ দিল একজন। কিন্তু সে-সম্ভাবনা আগেই নাকচ করে দিয়েছে জেথ। পুরো দালানের কাঠামো নড়ে উঠল হঠাৎ, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও, দেয়াল ধরে কোনরকমে সামলে নিল। ভেজানো দরজার পাল্লায় লাথি হাঁকাল, জ্বলন্ত পাল্লা সরে যেতে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পেছনের দেয়ালে আগুন, তবে কাঠের মেঝেতে লাগেনি এখনও। বিছানার ওপর ছিল রাইফেলটা, ওটা নিয়ে জানালার কাছে চলে এল। কুঁদো চালিয়ে ভেঙে ফেলল কাঠের গরাদ। দশহাত দূরে দেখতে পেল অ্যাসপেনের মাথা। প্রথমবারে সফল হতে হবে, ভাবছে জেথ, নইলে...

অপরিসর জায়গায় দড়ি ঘোরানোর সুযোগ নেই, তবু সমস্ত মনোযোগ এক করে ছুঁড়ে দিল। বড়সড় বৃত্ত এঁকে অ্যাসপেনের একটা শাখায় গিয়ে পড়ল, দ্রুত টেনে ছোট করে ফেলল ফাঁসটা। তারপর জানালার চৌকাঠে এসে বসল। ওর ভয় হচ্ছে এখুনি বুঝি ধসে পড়বে দালানটা।

প্রায় বিশ ফুট উপরে আছে ফাঁসটা। ওটার এমন এক জায়গায় ধরল, ঝুলে থাকলেও শরীর যাতে মাটি থেকে উঁচুতে থাকে। দোল খাওয়ার মত শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর। নিচে, শক্ত মাটিতে নামার পরক্ষণে ধসে পড়ল হোটেলের কাঠামো। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আগুন লাগেনি। মাত্র কয়েকটা সেকেন্ডের হের-ফেরে বেঁচে গেল! সুস্থির হওয়ার পর সামনে দেখতে পেল রোয়ানাকে, ছুটে আসছে। কাছে এসে থামল, হাঁপাচ্ছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

হেসে মেয়েটাকে আশ্বস্ত করল জেথ।

'ওহ্, কি আতঙ্কেই না ছিলাম! তোমার কিছু হলে বুড়ো আমাকে আস্ত রাখত না। কয়েকবার বলেছে বাথানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, আমি রাজি হইনি।'

এ মেয়েটি বার বার তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছে কিংবা প্রয়োজনে সহযোগিতার পুরো হাতটা প্রসারিত করে দিচ্ছে, ভাবছে জেথ। ঠিক করেছিল ওকে আগলে রাখবে অথচ রোয়ানাই ওর চারপাশে প্রতিরক্ষার একটা দেয়াল তৈরি করেছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল রোয়ানা, ওর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিল জেথ। চোখ তুলে জেথকে দেখল ও, বুঝে নিল ঋণের বোঝা কতটুকু, কিন্তু স্বীকার করল না। 'স্রেফ ভুলে যাও, জেথ। এটা এমন কিছু নয়। তোমার জায়গায় আমি হলে মনে রাখতাম না।'

হাতটা ছেড়ে দিল জেথ।

'চলো, একটা সেলুনে গিয়ে বসি। ধকলটা কাটাতে তোমার ড্রিঙ্ক দরকার। হাঁটতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল জেথ। গলি ধরে চলে এল মূল রাস্তায়।

'উত্তরে ডিলান উডম্যানের সেলুনে চলো,' প্রস্তাব এল। 'ওদিকে ভিড় কম।'

ডিলান উডম্যানের সেলুনটি শহরের একেবারে উত্তর প্রান্তে। জেরেমি মিলারের স্টোর, কোর্ট হাউস, ডাক্তার পিকার্ডের বাড়িরও পরে ভূমি বণ্টন অফিস। এরপর একটা হোটেল ছাড়িয়ে আবাসিক এলাকার শুরুতে বড়সড় সেলুনটা। এ মুহূর্তে একেবারে নির্জন, ওরা ছাড়া আর মাত্র দু'জন খদ্দের। হোয়াইটস্টোনের বেশিরভাগ লোক এখন গ্রীন'স প্যালেসের কাছে।

'কয়েকটা ব্যাপার ঘটে গেছে এ দু'দিনে, জেথ। বাক টার্নার, ব্যাংকে ডাকাতি করেছিল যে লোকটা,' দুই পেগ হুইস্কির ফরমাশ দিয়ে বলতে শুরু করল রোয়ানা। 'ফিরে এসেছে আবার। টালবাহানা করে এক লাখ ডলার আদায় করতে চাইছে। নইলে ধ্বংস করে দেবে পুরো শহরটা। গতকাল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের মিল। আজ হোটেল পুড়িয়েছে, মিলারের স্টোর ধ্বংস করেছে। কাল আবার আসবে সে এবং যথারীতি ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে।'

কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না জেথ। বাক টার্নারের সাহস আছে, ডাকাতি করার পরও নতুন দাবি নিয়ে এসেছে, প্রাণের মায়া নেই নাকি? এ শহরের লোকগুলো গরুর ঘাস কাটছে?

'তুমি হয়তো ভাবছ কি করে এসব করেছে সে,' ক্লিষ্ট হাসল রোয়ানা। 'এখানকার বেশিরভাগ লোকই শান্তিপ্রিয়, ঝামেলা এড়াতে পছন্দ করে। অস্ত্র চালাবে কি, অনেকে স্যাডলেই চড়ে না অনেকদিন। আশেপাশের বাথানের পাঞ্চাররা হয়তো অস্ত্র চালাতে জানে, কিন্তু এগিয়ে আসবে না। শহরের সাধারণ লোকের মত ওদেরও কোন ক্ষতি হয়নি, তো সেধে ঝামেলায় জড়াবে কেন? এগিয়ে এলেও দুর্ধর্ষ একটা দলের বিরুদ্ধে কি-ইবা করতে পারবে। জেরেমি মিলার দলবল নিয়ে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। সব মিলিয়ে অন্তত সাতজন মারা পড়েছে।' থেমে চুমুক দিল হুইস্কির গ্লাসে, অভ্যস্ত নয় বলে মুখ-চোখ কুঁচকে গেল। অত্যধিক মানসিক চাপে আছে বলে পান করতে চেয়েছে। 'এখন কেবল একটা পথই আছে। আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকা লোকগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে পারলে আউটল'দের মোকাবিলা করা সম্ভব।'

নীরবতা। হুইস্কি শেষ করতে খানিকটা চাঙা বোধ করল জেথ।

'নিজেকে খুব অসহায় লাগছে, জেথ। পরের সাপ্লাইটা পাঠাব কিভাবে? মিলের কোন কিছু যে আবার ব্যবহার করব সে উপায় ওরা রাখেনি। কাছে গিয়ে সবকিছু দেখার পর কিভাবে যে নিজেকে সামলেছি, জানি না।' থামল রোয়ানা, পুরোপুরি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। দ্রুত গ্লাস খালি করল, মদের প্রভাবে খানিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মুখটা। ফের খেই ধরল। 'ভাগ্য বরাবর আমাদের বিরুদ্ধে থাকছে, পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কোন সুযোগই পাচ্ছি না। কয়টা দিক সামলাব? তবু আমি হারতে রাজি নই।...ম্যাকলীনরা কখনও হাল ছাড়ে না, আর আমি তো তাদেরই একজন, তাই না?' প্রতিজ্ঞায় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখজোড়া। 'বাক টার্নার...উচিত শিক্ষা পাবে সে।'

হাতের শূন্য গ্লাসের পানে তাকিয়ে থেকে সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল রোয়ানা, সামলে নিয়েছে নিজেকে, খানিক আগের আবেগ আর নেই। 'এখন

বিশ্রামই তোমার জন্যে সবচেয়ে বড় ওষুধ,' প্রসঙ্গ বদলাল, 'গ্রীন'স প্যালেস ছাড়া ভাল হোটেল এখানে আর নেই। কোন হোটেলের চেয়ে বাথানেই বেশি আরাম বোধ করবে। তাছাড়া, টার্নারকে তাড়া করার আগে কিছু আলোচনাও করা দরকার। বাথানে যাবে?'

নড করল জেথ।

সেলুন থেকে বেরিয়ে সাইডওঅক ধরে এগোল ওরা। হোয়াইটস্টোন যেন মৃতের শহর। সেলুনে হৈ-হল্লা নেই, সন্ধ্যা হওয়ার পরও বেশিরভাগ বাড়িতে আলো জ্বলেনি। তবে অন্যান্য দিনের চেয়ে রাস্তায় লোক বেশি, মহিলা ও শিশুরাও আছে। প্রায় সবার পরনেই কালো পোশাক। একটুপর মৃতদের সৎকার করা হবে।

ওয়ালেস বেনেট, এখানে আসার পর যে-আস্তাবলে গ্রে-টার যত্ন নিতে দিয়েছিল জেথ সেটার মালিক, রাস্তায় পেয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়েছিল দু'দিন আগে। বেনেটের কাছ থেকে ঘোড়াটা ছাড়িয়ে এনে গোরস্থানের দিকে এগোল। ফিউনেরাল শেষে বাথানের পথ ধরল। একটা মাসট্যাঙে চেপেছে রোয়ানা।

শহর ছাড়িয়ে ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা। রাত নেমেছে প্রেইরির বুকে, জ্যোৎস্নার আলোয় চারপাশ সয়লাব, ফুরফুরে বাতাস বইছে। মাথা থেকে হ্যাট খুলে স্যাডল বুটে রাখল রোয়ানা, নেড়েচেড়ে লম্বা কালো চুলের জট ছাড়াল। মূড নেই তবু জেথের চোখ পড়ে গেল ওর ওপর। বাতাসে উড়ছে রেশমী চুল, আর মায়াবী আলোয় রহস্যময়, সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে।

'ভেবে দেখলাম,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল রোয়ানা। 'বেশ কিছু টাকা রোজগার করতে পারো তুমি। সবটাই বাড়তি পাওনা।'

বুঝতে পারছে না জেথ, তাকাল রোয়ানার দিকে।

'আগে বাথানে পৌঁছে নিই, তারপর বলব সবকিছু।'

না বললেও জেথ বুঝতে পারছে এজন্যে ঝুঁকি নিতে হবে। পরিশ্রম আর ঝুঁকি ছাড়া পশ্চিমে একসঙ্গে অনেক টাকা রোজগার করা যায় না।

পাঁচ

বাক টার্নার পরদিন সকালে এল না।

হোয়াইটস্টোনে এটাই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ ভাবছে টার্নার ভয় পেয়েছে, নয়তো তস্করদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। অন্য একটা দল ভাবছে ইচ্ছে করেই আসেনি সে, অল্প সময়ের একটা সুযোগ দিয়েছে কেবল।

সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর শহরে এসেছে জেথ। সেলুনে গিয়ে গলা ভেজাল প্রথমে, স্টোর থেকে প্রচুর বুলেট, একটা হেনরী আর একটা পুরানো কোল্ট কিনল এরপর।

ডিলান উডম্যানের সেলুনের সামনে অবস্থান নিয়েছে শহর পরিচালনা

কমিটির সদস্যরা। ছোটখাট একটা ভিড় ঘিরে আছে তাদের। এ মুহূর্তে সবার কি করণীয়, তা ব্যাখ্যা করছে জাজ। লোকগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে, জেথের কাছে মনে হলো হোয়াইটস্টোনের এ সঙ্কটে এদের অনেকেই এগিয়ে আসবে। দুর্ধর্ষ একটা দলের বিরুদ্ধে লড়তে হলে যে ধরনের লোক দরকার এরা কেউই তেমন নয়। বেশিরভাগই নিরীহ গোছের বুড়িয়ে যাওয়া, ব্যবসা করে পেট চালায়। দু'একজন ভবঘুরেও আছে। কাছে যাওয়ার পর দর্শক-শ্রোতার সারিতে ডীন থর্টনকে দেখতে পেল ও, বুকে টিনের তারাটা নেই।

ভিড় ঠেলে জাজের দিকে এগোল জেথ। বক্তৃতার ওই পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করছিল সে। ওকে এগোতে দেখে, থেমে হাসল। সামনে গিয়ে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল জেথ।

কিছুটা বিস্মিত মনে হলো তাকে, কিছুক্ষণ দেখল ওকে, তারপর চোখ নামাল হাতের কাগজে। 'পাগল হয়েছ তুমি! সামান্য কাজের জন্যে এত টাকা?' এবার পুরোপুরি বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে, খানিকটা বিরক্তও।

সামান্য কাজ? জাজের বা শহর কমিটির কাছে হতে পারে, কিন্তু ওর কাছে মোটেও তা নয়, ভাবছে জেথ–ওয়াইল্ড বিল হিককককে দ্রুয়ে হারানোর মত কঠিন। এই যে এখানে এতগুলো লোক আছে, কেউ কেউ হুজুগে কোমরে পিস্তলও ঝুলিয়েছে, এদের কেউ তো এমন প্রস্তাব নিয়ে আসেনি! তাহলে এটা কি করে সামান্য কাজ হলো?

জেথের ভবঘুরে জীবনে ঝুঁকিই একমাত্র বৈচিত্র্য। বাক টার্নারকে ধরতে পারলে বেশ কিছু টাকা পাবে, যদি শহর কমিটি ওর সাথে চুক্তিতে আসে। সত্যি কথা বলতে গেলে পাঁচ হাজার কেন পাঁচশো ডলারও কখনও একসাথে রোজগার করেনি জেথ। টাকার চেয়ে কঠিন এ-কাজটা সারার জেদই ওর বেশি। টার্নার ওকে রোস্ট বানাতে চেয়েছিল, ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি ওর। তস্করদের ধরতে গেলে যেটুকু ঝুঁকি নিতে হবে টাকাটা তার তুলনায় কোনভাবেই বেশি নয়। মারা পড়তে পারে ও। আর এরা হারাবে টাকা। পাঁচ হাজার বা এক লাখ, যে কোন একটার আশা ত্যাগ করতে হবে। ওরা রাজি না হলেও কিছু আসে-যায় না, বাক টার্নারকে এমনিতেও ধাওয়া করতে হবে–ম্যাকলীনদের নিজেদের স্বার্থেই। শহর কমিটির সাথে চুক্তিটা তাই জেথের কাছে বাড়তি পাওনা।

জাজের ওপর নজর বুলাল জেথ, পাঁচ হাজার ডলার যেন অপাত্রে দান করা হবে এমন মুখভঙ্গি। খানিকটা নিরাশই হলো ও, গতরাতে রোয়ানা বলেছিল রাজি না হয়ে এদের উপায় নেই। শ্রাগ করে ফিরতি পথ ধরল জেথ।

'শুধুই বড়াই, আর কিছু নয়!' জুলিয়াস হোল্ডেনের শ্লেষপূর্ণ গলা শোনা গেল। 'বোবা এ বীরপুরুষ টার্নারের সামনে পড়লে নির্ঘাত প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে।'

হাসির হিড়িক পড়ল সাথে সাথে।

ব্যাংকারের ওপর রাগ হলো জেথের। রোয়ানাকে যেমন, ওকেও তেমনি অপদস্থ করতে চাইছে। ম্যাকলীনরা তার কি ক্ষতি করেছে? ঝটিতি ঘুরে দেখল ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, একেবারে সহজ নিশানা। জেথের ডানহাতে

কোল্ট উঠে এসেছে। মাত্র একটা গুলি করল। হোল্ডেনের সদ্য ধরানো সিগার দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক টুকরো পড়ল ফুটপাথে, অন্য টুকরো আটকে থাকল দু'ঠোঁটের মাঝখানে।

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছ! আমি…আমি তোমাকে…' শেষ করতে পারল না ব্যাংকার। তার চোখে নিখাদ আতঙ্ক, রাগে চেঁচাতে সিগারের টুকরো পড়ে গেল ঠোঁট থেকে।

হোল্ডেনের চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল জেথ। সেরকম ইচ্ছে থাকলে বুলেটটা বুকে বেঁধাত। হোল্ডেনও শেষে বোধহয় তা উপলব্ধি করতে পেরে চুপ মেরে গেল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব নিয়ে কোল্টে টোটা ভরল জেথ, অথচ ব্যাংকারের প্রতিক্রিয়া দেখে ভেতরে ভেতরে মজা পাচ্ছে। দারুণ ভীতু লোক, এবং সময়ে সময়ে বেপরোয়া। আড়চোখে লক্ষ করল জাজকে, কিছু একটা ভাবছে সে।

'পারলে ও-ই পারবে, মার্শালের তারাটা ওকেই দাও, জাজ,' বলল একজন।

দু'জন সমর্থন করল তাকে।

'ঠিক আছে, ম্যাকলীন,' জাজের আপসী গলা। 'তোমার কথাই থাকল। এখন থেকেই কাজে নেমে পড়ো। আমরা চাই এ শহরের আর একটা লোকও যেন মারা না পড়ে কিংবা কোন দোকান বা বাড়ির যাতে ক্ষতি না হয়। এসব সামলানোর পরেও টার্নারকে ধরবে তুমি এবং লুটের টাকা উদ্ধার করবে। আর হ্যাঁ, কাজ শেষে পাবে তোমার পাওনা।'

ভাল গ্যাড়াকলে পড়েছে, ভাবল জেথ। একটু আগেও মনে হয়েছিল দু'একজনের সাহায্য পাবে, এখন আর সে-সম্ভাবনা রইল না। লোকগুলোর ওপর খানিকটা বিতৃষ্ণা অনুভব করছে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে এরা। অনেকেই ধরে নিয়েছে অসম্ভব এ কাজটি ওর দ্বারা সম্ভব হবে না, এদের একজন স্বয়ং জাজ।

তস্কররা হোয়াইটস্টোনে কয়েকবার এসেছে, ওদের ঘোড়াগুলো দেখে মনে হয়নি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। তারমানে কাছাকাছি কোথাও ওদের হাইড আউট। এটা অবশ্য রোয়ানার ধারণা। হোয়াইটস্টোনের আশেপাশে প্রতিটি পর্বতশ্রেণী, গিরিখাত আর উপত্যকা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে মেয়েটা, এঁকে দেখিয়েছে। ওর মতে লুকানোর উপযুক্ত জায়গা পুমা'স ক্যানিয়ন অথবা তার কাছাকাছি কোন জায়গা যেটা ট্যালন ভ্যালি বা ক্যাপেশাস ক্যানিয়নও হতে পারে। টার্নার নিশ্চয়ই উপযুক্ত স্থানটি বেছে নিয়েছে।

ডাকাতির পর দুর্বৃত্তরা ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দিকে এবং শেষে কোথাও গিয়ে মিলিত হয়েছে, এটাই স্বাভাবিক। জেথ ঠিক করেছে উত্তরের ট্রেইল ধরে পুমা'স ক্যানিয়নের কাছে যাবে প্রথমে। নতুন কেনা হেনরীটার পরীক্ষাও নেয়া যাবে কোন এক ফাঁকে। স্যাডলে চেপে উত্তরে এগোল ও। কিছু লোক চিৎকার করে আর টুপি নেড়ে ওকে উৎসাহ দিচ্ছে। একটু আগের বিরক্তি আর রাগ চলে গেল ওর।

শহর ছাড়িয়ে এসে দেখতে পেল বিবর্ণ ট্রেইলটা। ডানে থালার ন্যায় প্রসারিত

মাঠে সবুজ ঘাস, তবে র‍্যাঞ্চিংয়ের জন্যে উপযুক্ত নয়। ঘাসের বৃদ্ধি এত কম যে গরু একবার খেয়ে গেলে দুই সপ্তাহেও ফের খাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠবে না। তেমন ঘন হয়েও জন্মায়নি। এপাশে বিশাল ঢালু জমি অনেক দূরে উঁচু পর্বতের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে, বালি আর কাঁকরপূর্ণ, রয়েছে অসংখ্য খুদে খুদে বোল্ডার, গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা কিছু সাইক্যামোর ঝোপ।

ট্রেইলটা পশ্চিমে নাক বরাবর চলে গিয়ে দিগন্তের ও-মাথায় বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। সেখানে ঘন সবুজের অ্যাসপেনের বন। পেছনে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে চোঙাকার জারকান পিক্স, এখানকার সবচয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। ট্রেইলে মাত্র একজন ঘোড়সওয়ারের ট্র্যাক, সম্ভবত দু'দিন আগের। অস্পষ্ট তবু এগিয়ে যাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই ওর। দুর্বৃত্তদের সাথে শুরুতে একটা লড়াই হোক এবং তাতে ওদের দু'একজন হতাহত হোক, এটাই চাইছে। এরপর টার্নার দলবল নিয়ে শহরে এলে মোকাবিলা করবে। কাজটা কঠিন, ওর ইচ্ছে মাফিক সবকিছু ঘটবে না এটাই স্বাভাবিক। সবকিছু আসলে নির্ভর করছে টার্নারের মর্জির ওপর। এমন হতে পারে তস্করদের হাইড আউট খুঁজে পাবে না জেথ, উল্টো ওকে দেখে একটা সীসা কপালে সেঁধিয়ে দেবে শুধু।

তবু আশাবাদী জেথ, যে সন্দেহ মনে ধুকপুক করছে তা খতিয়ে দেখতে চায়।

ইতোমধ্যে অনেকখানি চলে এসেছে। এদিকটা বেশ খোলামেলা। বাম দিকের ঢালে উঠে এল। লম্বাটে রুক্ষ এক টুকরো জায়গা, অদূরে পর্বতের বিশাল কাঠামো। কাছাকাছি অনেকগুলো ঝোপ। ঘোড়াটাকে তারই একটার আড়ালে রেখে স্যাডল ছাড়ল হেনরীর হাতে। বক্স এলডারের একটা ডালে নিশানা করে অনুশীলন করল কিছুক্ষণ, তারপর অসন্তুষ্ট হয়ে কোল্ট নিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে কসরত করল। জেরেমি মিলার ওর পিস্তল ছিনিয়ে নিয়েছিল, বদলে তার কান কেটে নেবে, ঠিক করল জেথ।

সূর্য ধীরে তেতে উঠছে, ঘামছে ও। ঘোড়ার কাছে এসে পানি পান করল। তারপর স্যাডলে চেপে ইচ্ছেমত এগোতে দিল গ্রে-টাকে।

'এই জেথ, দাঁড়াও!' পেছন থেকে চেঁচাল কেউ।

থেমে, পেছনে তাকাল জেথ। ছুটে আসছে এক অশ্বারোহী, কে হতে পারে? গলাটা মেয়েলি। রোয়ানাই বোধ হয়। কিন্তু মিলের কাছে থাকার কথা মেয়েটার, গতরাতে তাই বলেছিল। হয়তো শহরে আবারও কিছু ঘটেছে, কিংবা জরুরী কোন তথ্য জানাতে এসেছে।

ওর পরনে রাইডিং পোশাক–লেভাইসের প্যান্ট, তারওপর চ্যাপ্স, ফ্লানেলের শার্ট, ভেস্ট আর ব্যানডানা। লম্বা চুলগুলোকে ঢাকতে পারেনি কাউবয় হ্যাট। মোটেও পুরুষের মত লাগছে না, ভাবল জেথ, বরং নারীত্বের লক্ষণগুলো ফুটে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলে।

'তোমার সাথে যাব,' সহাস্যে ঘোষণা দিল রোয়ানা।

ওর স্যাডল বুটে একটা লী এনফিল্ড। অবাক হলো জেথ, আসলে সপ্রতিভ এ

মেয়েটিকে এভাবে কখনও কল্পনা করেনি। এর কারণ রোয়ানা বরাবর এ ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে এবং ও আদ্যোপান্ত পুবের মেয়ে—জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে সেখানেই। মাত্র তিনটে বছরে পশ্চিম ওকে বদলে দিয়েছে।

জেথের অনুসন্ধানী দৃষ্টি আঁচ করতে পারল রোয়ানা। 'এদিকটা ভাল করে চিনি,' অস্বস্তিতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল। 'ঝামেলা করব না বরং তোমাকে সাহায্য করতে পারব। রাইফেল দেখে অবাক হয়েছ, না? আর সবার মত হুজুগে পড়ে নিইনি, ভালই চালাতে পারি। যদি বলো তোমার সাথে ডুয়েল লড়তে পারি।' চোখে চোখ রেখে হাসল ও, কৌতুক ফুটে উঠেছে কালো চোখে। 'সেটা অবশ্য আমার জন্যে মোটেও ভাল হবে না। তোমার কিছু হলে বুড়ো আমাকে খুন করবে।'

শ্রাগ করে ঘোড়া ছোটাল জেথ। রোয়ানা পিছু নিল।

কিছুদূর আসার পর দু'পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর চোখে পড়ল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক গরু চরছে। জমিতে বেড়া বা কাটাতার নেই, ট্রেইলের এ-পাশের জমিও সম্ভবত একই মালিকের। খানিক দূরে বিশাল এক জশুয়ার নিচে একটা কেবিন। পেছনে হাঁটু অবধি লম্বা ঘাস, আর সামনে কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কয়েকটা খোপ, গবাদি পশু রাখার জন্যে। পাশে দুটো দৈত্যাকার ওঅটর ট্রাফ।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল রোয়ানা। 'এটা ট্রিপল ক্রস, স্যাম জারভিসের বাথান। খুব শিগ্‌গির ধনী হতে যাচ্ছে বুড়ো। ক'দিন আগে ওর জমিতে তেল পাওয়া গেছে। সার্ভেয়াররা ঘোষণা করার পর থেকে ব্যাপারটা নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে সবখানে।'

ইদানীং সোনার মত তেলও মানুষকে আলোড়িত করছে। এরপর হয়তো আলোড়িত করবে কয়লা, রত্ন বা অন্য কোন খনিজ পদার্থ। প্রকৃতিতে এসব পাওয়া না গেলেই ভাল হত—মানুষে মানুষে অযথা শত্রুতা বা রেষারেষি হত না।

বিশালদেহী এক বুড়ো বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, হাতে রিপিটার। লম্বা দাড়ি বুক ছাড়িয়ে পেট অবধি পৌঁছেছে। ভাবলেশহীন মুখ, কিন্তু শীতল চোখে রাজ্যের সন্দেহ। পাকা গাঁথুনির শরীর, ময়লা কাপড় ভেদ করে সদর্পে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করছে পেশীগুলো। সত্তর হবে বয়স, কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের বদৌলতে শরীরের ভাঙন আটকে রেখেছে।

'সুপ্রভাত, রোয়ানা। এসো কফি আছে।' ঘুরে কেবিনে ঢুকে পড়ল বুড়ো।

স্যাডল ছেড়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। গোছানো কেবিন—একপাশে খাটিয়া, মাঝে টেবিল আর দুটো চেয়ার। দেয়ালে কয়েকটা বাফেলো ও ক্যুগারের করোটি। জেথ ধারণা করল অদ্ভুত এ বুড়োর সাথে রোয়ানার সম্পর্ক ভালই, যদিও লোকটাকে সুবিধের মনে হয়নি ওর কাছে। ওদের পরিচয়ের সময়েও ভাবলেশহীন থাকল সে, তবে দৃষ্টি থেকে সন্দেহের ছায়া বিদায় নিয়েছে। যাকে তাকে নিশ্চয়ই শত্রু ভাবছে না?

'কোথায় যাচ্ছ?' শুকনো খটখটে গলা ট্রিপল ক্রস মালিকের।

'পুমা'স ক্যানিয়নের ওদিকটায়।'

'ওদিকে আবার কি দরকার পড়ল? বাথান আর মিল ছেড়ে তুমি তো নড়োই না।'

'তুমি আসলেই কুঁড়ের বাদশা, স্যাম! শহরের কোন খবরই দেখি রাখছ না। শনিবার বিকেলে ডাকাতি হয়েছে ব্যাংকে। এক লাখ লুট করার পর বাক টার্নার ওদিকেই সরে পড়েছে, মানে আমার ধারণা আর কি…' পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল রোয়ানা।

শুনতে শুনতে চিন্তিত হয়ে পড়ল স্যাম জারভিস। মলিন দেখাচ্ছে মুখ। 'ওখানে হোল্ডেন আর তোমার টাকাই বেশি ছিল, তাই না?' তিক্ত কণ্ঠে বলল বুড়ো। 'পরোক্ষভাবে আমারও ক্ষতি হয়ে গেল। তোমরা কেউই জমিটা কিনতে পারবে না। নগদ টাকা তো হারিয়েছই, উপরন্তু যার যার সম্পত্তি–যেগুলো মর্টগেজ রেখে সিটি ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে। বাকি রইল উইলি আর ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানি। অবশ্য মিলারও অংশ নিতে পারে, স্টোর ধ্বংস হওয়ার পর আদৌ যদি কুলিয়ে উঠতে পারে। সাফ কথা, আমি আশানুরূপ দাম পাব না। হোল্ডেন সবচেয়ে বেশি অফার দিয়েছিল, তারপর তুমি, তাই না?' উল্টোদিকের দরজা দিয়ে ভেতরের কামরায় চলে গেল জারভিস, ফিরে এল মিনিট খানেক পর। কফি আর ঘরে তৈরি বিস্কুট পরিবেশন করল।

'হোল্ডেন জমি কিনতে পারবে,' সম্ভাবনা বাতলে দিল রোয়ানা। 'ব্যাংক মর্টগেজ রেখে ঋণ পাবে সে। তাছাড়া আমার ধারণা সব টাকা লুট হয়নি। সে নিজেই বলেছে এক লাখের কিছু বেশি।'

'আরেকজন বাড়ল,' নিস্পৃহ কণ্ঠে মন্তব্য করল জারভিস।

পুমা'স ক্যানিয়ন এখান থেকে মাইল চারের কিছু বেশি, ভাবছে জেথ। তস্করদের একজন টাকা চুরি করেছিল এবং মারা গেছে খুবই ভাগ্যবান একজন অজ্ঞাত লোকের হাতে, যাকে কিনা ধরতে চাইছে বাক টার্নার। সে লোক কি ধারে-কাছেই থাকে? কি করে জানল ওই সময়ে ওখানে উপস্থিত হবে দুর্বৃত্ত, একেবারে টাকাসহ? লোকটি কি জারভিস? হতে পারে, না-ও হতে পারে। তবে এটা ঠিক বুড়োর আচরণ কেমন অস্বাভাবিক। দেখে যে কেউ বিরূপ ধারণা পোষণ করতে পারে।

জেথ আসলে সন্দেহের ওপর নির্ভর করছে। ওর ধারণা দুর্বৃত্ত চোরটির কথা আগে থেকে জানত খুনি, ওঁৎ পেতে ছিল। হতে পারে দৈবাৎ যোগাযোগ কিন্তু তাহলে কতগুলো প্রশ্ন থেকে যায়–কিভাবে সে জানল টাকাসহ পালাচ্ছে তস্কর কখন? যদি আগে থেকে না-ই জানত তবে স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে এতগুলো টাক পেয়ে যাওয়া–নাহ্, কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তাছাড়া দুর্বৃত্তকে কেন খুন করবে সে, টাকার কথা নিশ্চয়ই নিজ থেকে বলেনি লোকটা। সবচেয়ে বড় কথা বাক টার্নার সত্যি বলছে কি-না। জেথ আশা করছে জায়গাটা খুঁজে পেলে, ওখানে হয়তো এমন কোন চিহ্ন বা সূত্র পাওয়া যাবে যাতে পুরো ব্যাপারটা কিছুটা হলেও খোলসা হবে।

ট্রিপল ক্রস ছেড়ে ফের রওনা দিল ওরা।

কিছুদূর এগিয়ে দক্ষিণে মোড় নিল ট্রেইল। প্রচুর গরুর খুরের দাগের মধ্যে

আসল ট্র্যাক খুঁজে বের করতে বেশ কষ্ট হলো, মাইল খানেক আসার পর অবশ্য আর অসুবিধা হলো না। জেথ নিশ্চিত যে-ট্র্যাক ধরে এগোচ্ছে, ওটা ট্রেস করেই শহর থেকে এসেছে। চলার পথে অ্যাম্বুশ করার মত জায়গা দেখতে পেলে এড়িয়ে যাচ্ছে নয়তো সতর্ক থাকছে। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়। ডাকাতির পর ছড়িয়ে পড়েছিল দলটা, তারপর মিলিত হয়েছে কোথাও, এসব ক্ষেত্রে তাই হয়। যদি পুমা'স বা ক্যাপেশাস ক্যানিয়ন হয়ে থাকে, পৌঁছুতে বিকেল হয়ে যাওয়ার কথা। ক্যাম্প করতে সময় লেগেছে, সন্ধ্যায় ফুর্তি করা খুব স্বাভাবিক। রাতে এমন একজন পাহারায় ছিল বা পাহারায় না থাকলেও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যে এতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারেনি। যে করে হোক টাকা নিয়ে সটকে পড়ে সে, সম্ভবত মাঝরাতে। হাইড আউট থেকে বেরোনোর সময় কিংবা এর পর আক্রান্ত হয় লোকটা। যোগাযোগটা কোনক্রমেই কাকতালীয় হতে পারে না। খুনী নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিল, জানত কোন্ পথে কখন আসবে দুর্বৃত্ত।

সবকিছুই জেথের অনুমান আর খানিকটা যুক্তির সমন্বয় কেবল। এর পেছনে নির্দিষ্ট কোন সূত্র নেই, তবে ওর স্থির বিশ্বাস ঠিক এটাই ঘটেছে। টার্নারও শহরে গিয়ে ভাঁওতা মারছে না। এতগুলো টাকা পাওয়ার পরও ঝুঁকি নেয়া অস্বাভাবিক। জেথ তার জায়গায় হলে ভুলেও শহরমুখো হত না। যত ভয়ই দেখাক না কেন সাধারণ মানুষ একবার খেপে গেলে রক্ষা নেই, ভাল করে জানে টার্নার। যার নামে এক ডজন হুলিয়া আছে, তার পক্ষে আরেকটা ওয়ান্টেড পোস্টার বাড়ানো কোন ব্যাপার না হলেও, সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার ঝুঁকি কেউই নেয় না। পশ্চিমের মানুষ হুজুগে ও বেপরোয়া, একবার খেপে গিয়ে পিছু নিলে গায়ের চামড়া আস্ত থাকবে না। হোয়াইটস্টোনে এখনও তা ঘটেনি এজন্যে যে টার্নার বেছে বেছে প্রতিষ্ঠিত কিছু লোকের ক্ষতি করেছে যাদের প্রতি সাধারণ হোয়াইটস্টোনবাসীর সহানুভূতি খুব কমই আছে।

ঘাতক লোকটা টার্নার নিজে হতে পারে, বা দলের অন্য কেউ। সে নিজে হয়ে থাকলে বাড়তি লাভের আশায় শহরে হামলা করবে না। এতটা বোকা সে নয়। এক ডজন হুলিয়া থাকার পরও যে বেঁচে থাকে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। টার্নার যদি ঘাতক হত, টাকা নিয়ে সটকে পড়ত। অন্য কেউ করেছে কাজটা। রাতের বেলা ট্র্যাক লুকানো কঠিন কাজ, সুতরাং তা থাকবেই। জেথ ঠিক এ কারণে আশাবাদী, দু'একটা সূত্র পেয়েও যেতে পারে। অন্তত সন্দেহটা যদি নিরসন হয় তো মন্দ কি, ভাবল ও।

পুমা'স ক্যানিয়নের মুখে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন দেহটা। চারপাশে প্রচুর ট্র্যাক দেখতে পেল জেথ। খুঁটিয়ে দেখল সব। দু'জনের বুটের ছাপ মৃতের কাছে এসে ডানদিকে ফিরে গেছে। এদের একজন সম্ভবত শহুরে মানুষ, ধারণা করল জেথ, যে বলতে গেলে ঘোড়ায় চড়েই না। দু'পায়ের পাতার দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এ লোকের ট্র্যাকের প্রতি আগ্রহবোধ করল ও।

ত্রিশ গজ এগোতে আধ ঘণ্টার মত লেগে গেল। উঁচু ঢালের ওপর ঝোপের আড়ালে ট্র্যাক চলে এসেছে। একটা নাল লাগানো ঘোড়ার ছাপ পাওয়া গেল সেখানে। লোকটা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল। সিগারের কয়েকটা অর্ধাংশ

পড়ে আছে। সব লোক সিগার খায় না এবং কেবল প্রভাবশালীরাই বার বার এভাবে অর্ধাংশের বেশি ফেলে দিতে পারে। তারমানে যে সে লোক নয়, পুলক অনুভব করছে জেথ, অভিজাত কোন লোক খুন করেছে দুর্বৃত্তকে—কোন সুযোগ না দিয়েই, কারণ মৃতের হোলস্টার আর সিক্সগান পরখ করেছে ও, গুলি ছোঁড়া দূরে থাক অস্ত্রটা হোলস্টার থেকে বের করতে পারেনি হতভাগ্য লোকটা।

দুর্বৃত্তের ট্র্যাক ধরে পুমা'স ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল জেথ। ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করেনি টার্নার, চারদিন আগের ট্র্যাকগুলোও স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। ক্যাম্প পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছে গেল। মিনিট দশ পর ফিরতি পথ ধরল। ভাবছে, কানা একটা ক্যানিয়নে কেন আশ্রয় নিয়েছিল টার্নার? অবরোধের আশঙ্কা তার মাথায় আসেনি? আরেকটা ব্যাপার, ওই একটা রাতই কাটিয়েছে এখানে। কেউ তাদের তাড়া করেনি বা পিছুও নেয়নি। তাহলে সরে পড়ল কেন? শুধু শনিবার রাতটা এখানে থাকার কি আলাদা কোন গুরুত্ব আছে?

জেথের সন্দেহ, গূঢ় কোন কারণে কানা এই ক্যানিয়নে শনিবার রাতটা কাটিয়েছে বাক টার্নার।

বেরিয়ে এসে ঘাতক লোকটার ট্র্যাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেথ। নিজের অনুমানের পক্ষে সূত্র পাওয়ায় দারুণ উৎসাহ বোধ করছে। মৃতদেহের কাছ থেকে ঝোপের কাছে ফিরে ঘোড়ায় চেপে পুবে এগিয়েছে লোকটা। জায়গাটা দুর্গম, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটা তথ্য জেনেছে ও—ঘোড়াটার রঙ কালো, কাঁটা গাছে লোম লেগেছিল; ওটা বুনো আর চঞ্চল স্বভাবের, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ইচ্ছেমত ঘাস মাড়িয়েছে; ঘোড়াটা লম্বা ও উঁচু, সামনে-পেছনে পায়ের দূরত্ব সাধারণ ঘোড়ার চেয়ে বেশি, লম্বা ঘোড়া উচ্চতায়ও বেশি হয়ে থাকে। কয়েকদিনের পুরানো ট্র্যাক। জায়গাটা রুক্ষ বলে অস্পষ্ট, নরম মাটিতে পড়লে হয়তো বোঝা যেত। ওর ধারণা শেষ পর্যন্ত হয়তো নিরাশ হতে হবে না।

গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। প্রচণ্ড তাপে চাঁদি ফেটে যাওয়ার জোগাড়। ঘেমে গেছে জেথ, শরীরের সাথে শার্ট লেপ্টে আছে। একটা মেসায় উঠে আসার পর মেসকিট ঝোপের আড়ালে ছায়া দেখতে পেয়ে থামল। দারুণ ক্লান্তি লাগছে ওর। ছায়ায় বসে মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে দিতে খানিকটা হালকা লাগল। ব্যানডানার গিঁট আলগা করে কপাল, ঘাড় আর মুখ মুছল।

ঘোড়া দুটোর লাগাম হাতে অনুসরণ করছিল রোয়ানা। স্যাডল ব্যাগ থেকে খাবার বের করে পাশে বসল। 'খেয়ে নাও,' প্যাকেট খুলে এগিয়ে দিল। 'ট্র্যাকিংয়ের ছাই-পাঁশ কিছুই বুঝি না আমি। এতক্ষণ ধরে যা জেনেছ, খেয়ে জানাবে আমাকে। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

জেথ কথা বলতে পারে না, মেয়েটা বোধহয় তা ভুলে গেছে, ভাবল ও।

মিনিট দশ বিশ্রাম নিয়ে ফের কাজে নামল। মেসার ঢাল বেয়ে নেমে গেছে লোকটা। কাজটা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেল এবার। প্রচুর ঘাস এদিকে, তেমন কোন চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। কিছু ঘাস দলে গেলেও আড়াই দিনে ফের সোজা হয়ে গেছে। চটকানো মাটি আর ঈষৎ নুয়ে পড়া ঘাস দেখে তার

সাথে অনুমান ও সম্ভাবনা মিলিয়ে এগোনো ছাড়া উপায় নেই।

ঘণ্টাখানেক বাদে বেশ কিছু দূরে একটা অ্যাসপেনের নিচে এসে ক্লান্ত দেহে বসে পড়ল জেথ। চারদিক কেমন নীরব, শূন্য মনে হলো। শুভ্র মেঘ থমকে আছে আকাশে, নড়ছে না গাছের একটা পাতাও। গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। নাহ্, জেরেমি মিলারের স্টোরে মারের ধকলটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও, ভাবল জেথ।

পানির ক্যান্টিন এগিয়ে ধরল রোয়ানা। 'জেথ, আমি দুঃখিত,' আন্তরিক শোনাল ওর কণ্ঠ। 'মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই যে তুমি কথা বলতে পারো না। তোমার আর সবকিছু এত স্বাভাবিক যে...'

হেসে ওকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল জেথ। সহসা সামনে দু'টুকরো কাগজ পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ও। কিছু ছাই পড়ে আছে ওগুলোর সাথে। পুলকিত হলো জেথ, এত পরিশ্রম বৃথা যায়নি। পেন্সিল সাথে ছিল, বের করে কাগজ দুটোয় লিখে রোয়ানাকে জানাল সবকিছু।

ডাকাতি করার জন্যে শহরেরই এক লোক ভাড়া করেছে বাক টার্নারকে। রাতে এক দুর্বৃত্ত চুরি করল টাকাগুলো। পুমা'স ক্যানিয়নের বাইরে অপেক্ষা করছিল শহরের সেই লোক অথবা তারই নিযুক্ত কেউ, যদিও তার নিজের থাকার সম্ভাবনা বেশি। দুর্বৃত্তকে খুন করে টাকা হাতিয়ে নেয় সে। পরদিন থেকে শহরে আক্রমণ করল টার্নারের দল, সবই পূর্ব পরিকল্পিত। ক্ষতি হলো রোয়ানা ম্যাকলীন, ডগলাস গ্রীন, জুলিয়াস হোল্ডেন আর জেরেমি মিলারের। পুরো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের আর্থিকভাবে দুর্বল করা নয় বরং লোকটা পানির দামে ট্রিপল ক্রস কিনতে চাইছে। এখানকার বেশিরভাগ ক্রেতাকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে সে, বন্ধকী রেখে যাতে ব্যাংক ঋণ পেতে না পারে সেজন্যে কয়েকজনের সম্পত্তিও ধ্বংস করেছে।

'ওহ্ গড!' বিস্ফারিত হয়ে গেছে রোয়ানার চোখ। 'পুরোটাই সত্যি মনে হচ্ছে, মিলে যাচ্ছে সব! জেথ, তেমন লোক...' ভাবছে ও। 'ধনী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী...ডাকাতি বা টার্নারের দ্বারা ক্ষতি হয়নি বরং বাড়তি এক লাখ ডলার এখন তার হাতে, এমন একজন যে হোল্ডেনের ব্যাংকে টাকা রাখেনি...পেয়েছি!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ, অস্ফুট স্বরে বলল, 'তেমন লোক একজনই...জাজ উইলসন হলেন!'

ছয়

'তুমি যা ধারণা করেছ, হয়তো সত্যি তাই ঘটেছে। কিন্তু প্রমাণ করবে কিভাবে?' চিন্তিত দেখাল রোয়ানাকে।

পরিষ্কার কোন পরিকল্পনা জেথের নেই। আপাতত কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। বাক টার্নারকে বাগে পেলে অবশ্য পেছনের লোকটার মুখোশ খুলে

দিতে পারবে। কিন্তু ওটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। স্যাম জারভিসের কথা মনে পড়তে কাগজে লিখল: ট্রিপল ক্রসের নিলাম কবে?

'আগামীকাল হওয়ার কথা ছিল। এখন নিশ্চয়ই পিছাবে।' ক্যান্টিন থেকে পানি পান করল রোয়ানা, মুখে ছিটাল এরপর। হ্যাট খুলে ছেড়ে দিল অবিন্যস্ত চুল। 'জেথ, তুমিও কিন্তু কম বুদ্ধিমান নও,' মুগ্ধতা ওর কণ্ঠে। 'কয়েকদিন আগের চিহ্ন দেখে এতকিছু আঁচ করা সহজ ব্যাপার নয়।' জেথের চোখে স্থির হলো ওর দৃষ্টি, কি যেন ভাবল। 'আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত সফল হবে তুমি, সেটা অবশ্য বেশ কঠিন হবে।'

কাগজের টুকরো আর পেন্সিল পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল জেথ। দুর্বৃত্তরা কি ধারেকাছেই আছে, ভাবছে ও, হয়তো দেখেছে ওদের। যদি দেখে থাকে, হামলার আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বাক টার্নার এতক্ষণে বুঝতে না পারলেও আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টের পেয়ে যাবে তার জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জেথ। এখানে না হলেও শহরে অন্তত দেখা হবে, অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে ও।

ফিরতি পথ ধরল ওরা।

শহরে পৌঁছে লুইফ বেক্সটারের সেলুনের দিকে এগোল। চমৎকার বিকেল, পরিষ্কার আকাশ। মৃদু বাতাস বইছে। কৌতূহল নিয়ে ওদের দেখছে শহরের লোকেরা। মাঝ রাস্তায় জাজকে দেখে ঘোড়ার রাশ টানল জেথ।

'টার্নারের খোঁজ পেলে?' জানতে চাইল উইলসন হলেন।

মাথা নাড়ল জেথ।

'পাঁচ হাজার ডলারের আশা কি এখনও আছে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাজকে দেখছে জেথ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তাচ্ছিল্যের সাথে কথাগুলো বলেছে কি-না।

'নিজের টাকা তুমি কোথায় রাখো, জাজ?' জানতে চাইল রোয়ানা।

'হাচিনসনের ব্যাংকে,' হাসল সে। 'এ-তো সবাই জানে।'

'ডাকাতিতে তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। তুমি সত্যি ভাগ্যবান।'

একটা সিগার ধরিয়ে রোয়ানার কথাগুলোর তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে সে। 'নিলামে দর হাঁকাবে?'

'ওটা কেনার মত টাকা আমার আছে।'

ধন্যবাদ দিয়ে ঘোড়ার রাশ ঢিলে করল রোয়ানা। জাজ সামনে থেকে সরে যেতে এগোল। সেলুনে এসে বসল ওরা। জেথের জন্যে হুইস্কি আর নিজের জন্যে জুসের ফরমাশ দিল। 'কিছু বুঝতে পারলে?' লুইফ পানীয় দিয়ে যেতে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল। 'ওর সবকিছু একেবারে স্বাভাবিক।'

মাথা নাড়ল জেথ।

'চলো, তোমার জন্যে কাপড় কিনব,' জুস শেষ করে উঠে দাঁড়াল রোয়ানা। 'সব তো পুড়ে গেছে।'

কাগজ-পেন্সিল বের করে লিখল জেথ: কোন কিছু জানতে চেয়ো না। কিছুক্ষণ থাকব এখানে। সন্ধ্যার পর কাপড় কিনব। এ সুযোগে মিলের কাছে যাও,

সারাদিনে মেরামতের কাজ তদারক করতে পারোনি।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রোয়ানা, চোখে ভয়। 'তুমি ওদের আশা করছ, তাই না? জেথ, তুমি একা!'

হেসে ওকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল জেথ।

কি যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর শ্রাগ করে বেরিয়ে গেল।

টার্নার আসবে, এটা একরকম নিশ্চিতই। জেথ বাক টার্নার হলে একটা কাজই করত এখন—জেথ্রো ম্যাকলীনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিত।

সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল ও। ধরিয়েছে, এ সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল লুইফ। 'তোমাকে আরেকবার দেব নাকি?'

নিষেধ করতে চলে গেল সে।

নিজের অবস্থানটা দেখল জেথ। সেলুনের এককোণে বসে আছে, দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে। এখানে ঢোকার পর ওকে খুঁজবে টার্নার, ডানে তাকালে দেখতে পাবে...প্রচুর সময়। ঢুকেই গুলি করতে পারে এমন সুযোগ দেয়ার ইচ্ছে ওর নেই।

বাক টার্নারের কাজ আপাতত একটাই—বোবা ওই ছোকরাকে খুন করা। ছেলেটা অবশ্য খুব স্মার্ট, পিস্তলেও বোধহয় চালু। কিন্তু তিনজনকে একা সামলাতে পারবে না। কার্লি, মরগান আর পিটকে মনোনীত করেছে এ-কাজে। যোগ্য লোক।

দুপুর পর্যন্ত দিনটা সে কাটিয়েছে হোয়াইটস্টোন থেকে মাইল খানেক দূরে এক উপত্যকায়। ঘুরে-ফিরে নজর রেখেছে শহরের ওপর। জানত জেথ্রো ম্যাকলীন পুমা'স ক্যানিয়নের দিকে আসবে, তাই ক্যাপেশাস ক্যানিয়নে রাত কাটানোর পর সরে এসেছে দলবল নিয়ে। কেবল ডরম্যান ছাড়া। ম্যাকলীনের ওপর নজর রাখার জন্যে রয়ে গেছে সে, এবং সুযোগ পেলে নিকেশ করে ফেলবে। ডরম্যান তা পারেনি, খুব বেশি সতর্ক বোবা ছেলেটা, ট্র্যাকিংয়ের সময়েও চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

তিনজনকে মনোনীত করার পরও খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছে না টার্নার। ভরসার কথা—জেথ্রো ম্যাকলীন একা। তাকে সাহায্য করার মত হোয়াইটস্টোনে নেই কেউ, অন্তত এখন। এখানকার ঘটনা কাউন্টির বাইরে জানাজানি হলে ইউ এস মার্শাল বা শেরিফ চলে আসতে পারে, বলা যায় না অবস্থা গুরুতর আঁচ করতে পারলে এক ডজন আর্মিও চলে আসতে পারে। সেরকম কিছু হওয়ার আগেই কেটে পড়তে চায় টার্নার। এই প্রথম একটু ভিন্ন ধরনের কাজে জড়িত হয়েছে ও—বেশি মুনাফার আশায়। চেহারা দেখানোর ঝুঁকি নিতে হয়েছে তাই।

নিজের মাথায় পাথর ভাঙার ইচ্ছে ওর নেই, তাই সকালে শহরে আসেনি। শহরে ঢোকার পর সহিংসতা এড়ানো তার নিজের পক্ষেও কষ্টকর। কিন্তু উপর্যুপরি হামলায় হিতে বিপরীত হতে পারে। ভয়-আতঙ্কের বদলে তখন নিরীহ লোকগুলোর মধ্যে জন্ম নেবে সাহস, প্রতিহিংসা। উন্মত্ত লোকেরা তখন ওকে খুঁজে বেড়াবে, খুঁজবে ভয়ঙ্কর টেক্সাস রেঞ্জাররা বা বাউন্টি হান্টাররা। তেমন হলে ধরা পড়তে বাধ্য। শহর কমিটি এরমধ্যে ভাড়া করে ফেলেছে বোবা

ছেলেটাকে, আর সে-ই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোকরার বয়স কম হলে কি হবে যা তেজ! ট্র্যাকিংয়ে যাদু জানে। স্লিম বেকারসহ সবার ট্র্যাক ঠিক ঠিক খুঁজে পেয়েছে। অথচ তার জায়গায় টার্নার নিজে হলে আড়াই দিনের পুরানো ট্র্যাক খুঁজে পেত কি-না ওর নিজেরই সন্দেহ আছে। শুধু ভয়ঙ্কর সেজন্যেই নয়, শহরের পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্যেও ছেলেটাকে খুন করা দরকার। ভয়-আতঙ্ক-সাহস এগুলো খুব দ্রুত ছড়ায়। আজকের রাতটা পেরোলে জেথ্রো ম্যাকলীন যে অন্তত কয়েকজন সঙ্গী পাবে তা হলফ করে বলে দিতে পারে সে। সেরকম হলে পরিকল্পনা তো ভেস্তে যাবেই শেষতক পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে পিঠটান দিতে হতে পারে।

পুমা'স ক্যানিয়ন থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত দেহে সেলুনে ঢোকাই স্বাভাবিক, ভাবছে টার্নার, ধরে নেয়া যায় ব্যাংকের উল্টোদিকের লুইফ'স কর্নারে আছে ছোকরা। খুব সম্ভব এখন দ্বিতীয় পেগ পান করছে।

টার্নার যা ভেবেছিল, দলটাকে দেখে সিঁটিয়ে গেল শহরের লোকজন। প্রত্যেকটা আস্ত গাধা! আনমনে হাসল ও, সকালে আসেনি বলে ধরে নিয়েছে আর আসবে না। একেকটা মুখ পাংশুর মত, বাচ্চারা চিৎকার করছে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে রাস্তায়। কেউ বাড়ির ভেতর ঢুকছে, কেউ আবার বেরিয়ে আসছে। চুটিয়ে তা দেখে মজা লুটছে টার্নার।

রাস্তার এক পাশে, ব্যাংক থেকে চল্লিশ গজ দূরে একটা বাকবোর্ড ফেলে সবচেয়ে কাছের বাড়িটার উদ্দেশে ছুটল এক দম্পতি। সিক্সগান বের করে তাদের দু'জনকেই ভূপাতিত করল টার্নার। এতে সহজ হয়ে গেল ওদের কাজ। নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা, একটা কুকুর বা মোরগ পর্যন্ত নেই। বাড়ির জানালাগুলোয় আতঙ্কিত, কৌতূহলী মুখ। বাড়িগুলোয় আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার লোভ বহুকষ্টে সামলে রাখল ও, নাহলে ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ্য হত!

নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরো সজাগ দুর্বৃত্তেরা। সবার হাতে কক্ করা রাইফেল। চোখ বাড়ির জানালা বা ছাদ কিংবা গলিতে। খানিক আগে ছাদের ওপর এক বুড়োকে রাইফেল হাতে দেখে গুলি করে ফেলে দিয়েছে পিটার্স। রাস্তায় পড়ে আছে বুড়োর প্রাণহীন দেহ।

'কার্লি, ডরম্যান, পিট,' ফাঁকা রাস্তার ওপর নজর বুলিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে নির্দেশ দিল টার্নার। 'সেলুনে ঢুকে দেখামাত্র গুলি করবে ছোকরাকে, কোন সুযোগ দেবে না।'

এগোল নির্দিষ্ট তিনজন। সেলুনের সামনে হিচিং রেইলে বাঁধল ঘোড়ার লাগাম। তারপর শেষবারের মত ঠিক করে নিল গানবেল্ট আর হোলস্টার। সবার আগে কার্লিই পোর্চে উঠে এল, পেছনে পাশাপাশি অন্য দু'জন। মিটিমিটি হাসি খেলা করছে কার্লির ঠোঁটে, বোবা ছেলেটাকে মোকাবিলা করতে সে একাই যথেষ্ট। টম্বস্টোনে একবার তিনজনকে একসাথে মোকাবিলা করেছিল ও, তাদের মধ্যে কেবল একজন গুলি করার সুযোগ পেয়েছিল। ম্যাকলীন কি ওর চেয়েও ফাস্ট হবে? তাছাড়া লড়াই তো হবে একতরফা। দেখামাত্র ড্র করবে ও, অন্যরাও ওর নির্দেশ মত পিস্তল বের করবে। তারপর সহজতম কুপোকাত!

বাইরে থেকে সেলুনের ভেতরকার গুমোট ভাব আঁচ করতে পারল কার্লি। ভেতরে যারা আছে, অবস্থা বেগতিক দেখে সরে গেছে একপাশে। কার্লির আশঙ্কা হলো কেউ হয়তো বোবাটাকে সাহায্য করতে পারে। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই, পিট ও ডরম্যান তাদের সামলাবে।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ডান পাশে বারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেথ্রো ম্যাকলীন, পা ফাঁক করে। সতর্ক। হেলান দিয়ে থাকায় দ্রুত ড্র করতে পারবে না সে, জানে কার্লি। টের পেল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডরম্যান আর পিট।

'এবার বয়েজ!' হুঙ্কার ছেড়ে কোমরে হাত বাড়াল কার্লি রাফ।

সাত

নিরীহ লোকজন যাতে ক্রস ফায়ারে না পড়ে তাই শেষ মুহূর্তে মত বদলে বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জেথ। অল্প কয়েকজন খদ্দের ছিল, তিন দুর্বৃত্ত সেলুনে ঢোকার আগেই সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে।

প্রথম লোকটা, সেলুনে ঢুকেই সরাসরি তাকাল জেথের দিকে। চোখে বেপরোয়া চাহনি সতর্ক করল ওকে। বাক টার্নারের নির্দেশ মত, কোন সুযোগ দেবে না–এটাই স্বাভাবিক। ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হাতে কে দাঁড়িয়ে আছে? তাছাড়া ওরা সেটার পরোয়াও বোধহয় করে না।

অপেক্ষা করছে জেথ। কার্লি হুঙ্কার ছাড়তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। সমস্ত মনোযোগ তস্করদের, বিশেষ করে কার্লির ওপর কেননা এখানে শক্তপাল্লা সে-ই। তারপর কমবয়সী ছেলেটা, তার অস্থির চাহনি মানে বিপদ সঙ্কেত।

জেথ অনুভব করল কোল্টটা হাতে উঠে এসেছে। হোলস্টার থেকে বের করার মুহূর্তে হ্যামার টেনে নিয়েছে। বেশিরভাগ লোক এটা জানে না, এতে দ্রুত পিস্তল বের করেই গুলি করা যায়। সবাই অবশ্য বের করার পর হ্যামার টানে, নয়তো ডুয়েলের আগে হ্যামার টেনে রাখে। সময়ের হেরফের খুব বেশি না, কিন্তু এটাই জেথের কাছে স্বচ্ছন্দের, সময়ও কম লাগে। ডুয়েলের সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশও অতি মূল্যবান।

কার্লি রাফের বাম বুকে ছোট্ট একটা ফুটোর সৃষ্টি হলো, গুলির ধাক্কায় ব্যাটউইং দরজার ওপর ছিটকে পড়ল সে। হোলস্টার থেকে বের করেছে জোড়া পিস্তল। শুধু ডানহাতের সিক্সশ্যুটার তুলে নিশানা করার চেষ্টা করল। তার চওড়া কপালের জন্যে দ্বিতীয় বুলেটটা বরাদ্দ করল জেথ। মেঝেয় আছড়ে পড়ল বিশাল দেহ, পিস্তলধরা হাতগুলো ধীরে দেহের পাশে জায়গা করে নিল, তারপর শিথিল

হয়ে গেল মুঠি।

একটা টেবিল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেয়ার সময় জেথ খেয়াল করল সক্রিয় হয়ে উঠেছে অন্যরা। ওর প্রশস্ত কাঁধের ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে পড়ল টেবিলটা, জেথ তার আড়ালে। আধশোয়া অবস্থায়, পড়তে পড়তে গুলি করেছে তরুণকে, হাঁটুর নিচে যাতে হাড় ভেঙে যায়। হোঁচট খাওয়ার মত সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ছেলেটা, ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ। সামলে নিয়ে নিশানা করল সে। আরেকটা বুলেট তার উরুতে বেঁধাল জেথ। ধীরে হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ে গেল, প্রার্থনায় বসেছে যেন কোন প্রীস্ট। সিক্সগান পড়ে রয়েছে পাশে, ধরার চেষ্টা করেও পারল না।

তৃতীয়জন, বন্ধুদের পতনে যদিও হতচকিত ঠিক সময়েই ড্র করেছে। ওর পাঠানো গুলিটা জেথের আধ হাত দূর দিয়ে গিয়ে বারে বিঁধল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল কপাল, ফের নিশানা করার চেষ্টা করল। তার হাতের কব্জিতে গুলি করল জেথ। পিস্তল ফেলে দিয়ে অন্যহাতে কব্জি চেপে ধরল সে। চোখে-মুখে নিখাদ আতঙ্ক। জখম থেকে চুইয়ে পড়া রক্তের ওপর বসে পড়ল।

পিস্তলে টোটা ভরে উঠে দাঁড়াল জেথ। ডরম্যানের পেছনে এসে ঘাড়ের কাছে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল। লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

'খোদার কসম, এরচেয়ে দ্রুত কাউকে ড্র করতে দেখিনি আমি!' সবিস্ময়ে চেঁচাল লুইফ বেক্সটার। 'ওরা যা ভাবেনি ঠিক তাই ঘটেছে।'

গুঞ্জন উঠল—এখন যা, যাকে নিয়ে হওয়া উচিত।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করল জেথ। বাইরে বোধহয় টার্নার দলবল নিয়ে ওঁৎ পেতে আছে, ভাবল ও। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। কাজ শেষে তিন দুর্বৃত্তকে ফিরতে না দেখে ঘটনা আঁচ করে ফেলবে সে। ওকে না পেয়ে আক্রোশে দোকান বা বাড়িগুলোয় আগুন জ্বালিয়ে দেয়া বিচিত্র কিছু নয়।

খোলা পিস্তল হাতে মেঝেতে শুয়ে পড়ল জেথ। ব্যাটউইং দরজার নিচ দিয়ে দ্রুত পোর্চে বেরিয়ে এল। ক্ষীণ আশা ফাঁকি দিতে পেরেছে দুর্বৃত্তদের, প্রতিপক্ষ হয়তো ভাববে বীরত্ব ফলাতে দরজায় এসে দাঁড়াবে ও।

ব্যাংকের কাছে আছে একজন। দেরি সইছে না, গুলি করে সেলুনের কাচ ভাঙছে, জেথ যে বেরিয়ে এসেছে তা-ও টের পায়নি। কোল্টের আওতায় আছে সে, দেরি না করে গুলি করল ও। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে লোকটা আর ওর গুলি ব্যাংকের দেয়ালে চল্টা তুলেছে। ধ্যাত্তেরি! গুলি করল কে? ভাবছে জেথ। সেলুনের দিকে ফিরে ছিল দুর্বৃত্ত, তার বাম বুকে বিঁধেছে গুলিটা। তারমানে ডানদিকে কোথাও আছে অদৃশ্য স্নাইপার। রাস্তা ধরে দক্ষিণে তাকাল জেথ। কয়েকশো গজ দূরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে লড়াইটা দেখছে পনেরো-বিশজনের একটা দল। ওদের কারও হাতে অস্ত্র নেই, তাছাড়া এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ করাও কঠিন। সেলুন আর আস্তাবলের সামনে বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলো ছটফট করছে। রাস্তার পশ্চিম পাশে একটা বাকবোর্ড পড়ে আছে। জেথ ধারণা করল ওটার পেছনে আছে লোকটা।

সুর তুলে কানের পাশ দিয়ে একটা সীসা চলে যেতে হুঁশ হলো ওর। বোকামি

করে ফেলেছে। চকিতে ডানদিকে গড়িয়ে দিল শরীর, পোর্চ থেকে শক্ত মাটিতে এসে পড়ল। এবারকার অবস্থানটা দারুণ, মাথা নিচু করে পড়ে থাকলেই হলো। ব্যাংকের ওদিক থেকে দেখা যাবে না ওকে। কিন্তু এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার ইচ্ছে নেই ওর, দু'তিনটা গুলি ছুটে যাওয়ার পর মাথা তুলে দেখল। রাইফেলের একটা ব্যারেল বেরিয়ে আসছিল আড়াল থেকে, গুলি করল। কিছু দূরে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ল রাইফেলটা, এমন এক জায়গায়–আনতে গেলে ঝুঁকি নিতে হবে।

চোখ সরাল না জেথ। একটু একটু করে সময় এগোচ্ছে। আড়চোখে তাকাল দক্ষিণে, বাকবোর্ডের পেছনে কোন নড়াচড়া নেই। শহরটা একেবারে শান্ত। উত্তরে ভূমি বণ্টন অফিসের কাছে ভিড় করেছে কিছু লোক। রেঞ্জের বাইরে, তস্করেরা খেপে গিয়ে নিরীহদের ওপর গুলি করলেও লাগাতে পারবে না।

হঠাৎ করে ছোঁ মারল বলিষ্ঠ একটা হাত। ওর দেরি হলেও বাকবোর্ডের পেছন থেকে রাইফেল গর্জে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল জেথ, বিঁধেছে গুলিটা, ওরটাও। তৎক্ষণাৎ আড়ালে চলে গেল হাতটা, কাজ উদ্ধার করতে পারেনি।

অখণ্ড নীরবতার মধ্যে কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল এবার, ভয়ে অবশ্য এগিয়ে আসছে না কেউ। দূরে ধেয়ে যাওয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, এর পরপরই ব্যাংকের দরজায় দেখা গেল জুলিয়াস হোল্ডেনের প্রসন্ন মুখ। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখছে জেথ। 'ওরা চলে গেছে,' পরিতৃপ্তির সাথে ঘোষণা করল সে।

উঠে দাঁড়াল জেথ। কোন সীসা ছুটে এল না। পিস্তলে টোটা পুরছে, আর ভাবছে তস্করদের নিয়ে। সুবিধা করতে না পেরে পালালেও আবার ফিরে আসতে পারে। এখন পর্যন্ত লড়াইয়ের ফলাফল সন্তোষজনক–দু'জন করে আহত ও মৃত। এবার খেপে যাবে টার্নার, সুযোগ পেলেই হামলা করবে। তবে এটা ঠিক দারুণ একটা শিক্ষা পেয়েছে সে আজ, তাই পরের বার হামলা করবে ভেবে-চিন্তে। কোন কারণেই শহর ছাড়া যাবে না, সিদ্ধান্ত নিল জেথ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে নারী-পুরুষের দল, হুল্লোড় করছে।

বাকবোর্ডের দিকে এগোল জেথ। মাত্র পাঁচ কদম এগোতে টের পেল উরুর ওপর থেকে উড়ে গিয়ে রাস্তার ধুলোয় পড়ল ওর হোলস্টার, কোল্টটা তখনও হাতে। থেমে ওটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সোজা কপালে গুলি করেনি, তারমানে পরিচিত এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। লোকটা কে?

ঘুরে, এমনভাবে বাকবোর্ডের পেছনে চলে এল যাতে টের না পায় লোকটি। পৌঁছানোর পর ঝটিতি ঘুরল সে, হাতে রাইফেল।

রোয়ানা!

জেথ বিস্মিত, কিছুটা অপ্রস্তুতও। আর যে-ই হোক ওকে আশা করেনি। তারপর বিরক্তি লাগল। দুনিয়ার সব তামাশা কেবল আমার সাথে, তিক্ত মনে ভাবল জেথ। কৈশোরে, এমনকি এখনও ওর অক্ষমতা নিয়ে অনেকেই তামাশা করেছে এবং করছে। এই একটা জিনিস দারুণভাবে ঘৃণা করে ও।

রোয়ানার কাঁধ ধরে চাপ দিল জেথ, ইঙ্গিত করল উরুর দিকে।
'উহ্, লাগছে!' ব্যথায় কুঁচকে উঠল মেয়েটার মুখ।
জেথ ছাড়ল না। জবাব চাই-ই ওর।
'মজা করার লোভ সামলাতে পারিনি।'
রোয়ানার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকা হোলস্টারের দিকে এগোল জেথ। একটা জিনিস অস্বীকার করার উপায় নেই, ভাবছে, মেয়েটার হাতের টিপ সত্যি দারুণ। হোলস্টার যথাস্থানে বাঁধার পর রাগ পড়ে গেল।
সামনে এসে দাঁড়াল রোয়ানা। মলিন দেখাচ্ছে মুখ। 'মাফ চাইছি, জেথ!' ম্লান স্বরে বলছে। 'তুমি রাগ করেছ? আমি ভাবতে পারিনি...আসলে এ মুহূর্তে হোয়াইটস্টোনের সবচেয়ে সাহসী লোকটিকে পরখ করে দেখার লোভ হলো। তাছাড়া তোমার উদ্বেগটুকু দেখতেও আমার ভাল লেগেছে।'
হেসে ফেলল জেথ। ওর তো ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে, ভাবল, সম্ভবত শহরবাসীদের পক্ষ থেকেও।
মেঘ কেটে গেল, হাসল রোয়ানা। 'চলো, সেলুনে যাই। অরেঞ্জ জুসে হবে না, হুইস্কি দরকার। বাক টার্নারকে হটিয়ে দিয়েছি আমরা, সে-উপলক্ষেও তো পান করা উচিত, না-কি?' ফের হাসল ও, মুগ্ধ হয়ে রোয়ানাকে দেখছে জেথ। তাকিয়ে থাকল, ভাবছে এত সুন্দর করে হাসে মেয়েটা!
বুকের গভীরে একটা কষ্ট খোঁচা মারল। মেয়েটাকে পাওয়ার লোভ হয় প্রায়ই, ভবঘুরে জীবন ছেড়ে ছুটে আসতে ইচ্ছে করে জেথের। কিন্তু বাদ সাধে ওর মুখের খালি অংশটা। রোয়ানার পাশে সে বড়ই বেমানান। বোবা এক ভবঘুরে রোয়ানার মত সুন্দরী মেয়েকে কখনোই সুখী করতে পারবে না।
'কি হলো, চলো!' তাড়া দিল রোয়ানা। জেথের মুগ্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।
'সবাই এসো,' হাঁক ছাড়ল লুইফ বেক্সটার, পোর্চে বেরিয়ে এসেছে। 'সবার জন্যে এক রাউন্ড করে ফ্রী! সাহসী ম্যাকলীনদের সুস্বাস্থ্য কামনায়!'

*

তিন দিন পেরিয়ে গেছে।
কার্লি রাফ আর অন্য লোকটাকে বুটহিলে কবর দেয়া হয়েছে। পিট ও ডরম্যানকে পাঠানো হয়েছে ডাক্তার পিকার্ডের ছোট্ট হাসপাতালে। এ ক'দিনে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, জেথের অন্তত তা-ই ধারণা। পিটের পায়ে প্লাস্টার, ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে আরও কয়েক সপ্তাহ লাগবে। উরুর জখমটা গভীর, প্রায় হাড় পর্যন্ত। বুলেটটা ভেতরে রয়ে গিয়েছিল, দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করে ওটা বের করেছে পিকার্ড।
পিটকে না হোক, ডরম্যানকে সেলে ঢোকানো দরকার। দুর্বৃত্তের ক্ষতটা মারাত্মক কিছু নয়, দু'দিন বাদে একটা দাগ থাকবে কেবল। এ অবস্থায় ঝুঁকি নেয়া যায় না। কে বলতে পারবে টার্নার ওদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে না? জেলের চেয়ে হাসপাতাল থেকে ওদের বের করে নেয়া অনেক সহজ।
কয়েকবার ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে জেথ, কেউই মুখ খোলেনি। এবার অবশ্য একটু কৌশল খাটাতে হয়েছে, তাতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কেবল ওদের তথ্যের আশায় বসে থাকেনি জেথ। টার্নারকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল, এখান থেকে নাক বরাবর পুবে চলে গিয়েছিল সে। প্রথমে সমতল ট্রেইল আর তৃণভূমি থাকলেও শেষতক ক্রমশ রুক্ষ দুর্গম হয়ে উঠেছিল। তবু থামেনি জেথ, এমনকি একটা পাথুরে জমিতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ট্র্যাক না পেয়েও আন্দাজের ওপর এগিয়েছে এবং শেষে বেশ কিছু দূরে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে। মাইল দশ পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ওরা, এরপর আর এগোয়নি জেথ। কাকে ট্রেস করবে? সন্দেহ করেছিল হয়তো সামনে অভ্যর্থনার আয়োজন করে রেখেছে টার্নার, তাছাড়া মনে হচ্ছিল হাল ছেড়ে দিয়েছে লোকটা।

জেথ তা বিশ্বাস করে না। জানে ঘুরে-ফিরে এখানেই আসবে টার্নার। হোয়াইটস্টোনে এ পর্যন্ত যা-কিছু ঘটেছে তার সবই পূর্ব পরিকল্পিত, এ ষড়যন্ত্রে টার্নারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পাওনা বুঝে নেবেই সে।

সবকিছুর পেছনে যে লোক, পিট ও ডরম্যান বোধহয় তার পরিচয় জানে না, ভাবল ও। লোকটা সাবধানী ও চতুর, নিজের পরিচয় যদ্দূর সম্ভব আড়াল করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তাকে মুলোর লোভ দেখাতে চাইছে জেথ। তাই ঘোষণা করেছে এক সপ্তাহের মধ্যে মবের হাতে তুলে দেবে পিট আর ডরম্যানকে। শহরে দারুণ আলোড়ন তুলেছে ব্যাপারটা। বাঁচতে চাইলে এখন আর মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে পারবে না দুই দুর্বৃত্ত। পেছনের লোকটা নিশ্চিত হচ্ছে কি করে যে ওরা কিছুই জানে না? একটা চাল হয়তো দেবে সে, আর তা ধরে এগোতে চায় জেথ।

ডীন থর্টনের সাথে আলোচনা সেরে মার্শাল অফিস থেকে বেরিয়ে এল জেথ। আবার বহাল হয়েছে বুড়ো। সেলের তালা খুলে অপেক্ষা করছে সে।

হাসপাতালে চলে এল ও।

'হাউডি, জেথ,' হাসল পিকার্ড। 'আসামী নিতে এসেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'আরও ক'দিন পর নাও।'

ইঙ্গিতে স্লিঙে ঝোলানো হাত দেখাল জেথ, বোঝাতে চাইছে ডরম্যানকে নিতে এসেছে। কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় ভঙ্গি করল ডাক্তার। পেছনের কামরায় চলে এল জেথ। ফাঁকা!

নিজেকে অসহায় মনে হলো ওর, কি করবে বুঝতে পারছে না। সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল পুরো কামরা। বিছানার চাদর নেই, জানালার গরাদ ভাঙা···আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। প্রচণ্ড রাগ হলো পিকার্ডের ওপর, ডরম্যানকে চোখে চোখে রাখার জন্যে পাশের কামরায় থাকতে চেয়েছিল জেথ, ডাক্তার রাজি হয়নি। তার স্থির বিশ্বাস ছিল ডরম্যান পালাবে না, চেষ্টা করলে সে-তো আছেই।

অথচ খুব সহজে পালিয়েছে ডরম্যান, এবং খানিক আগে। সকালে নাশতা দেয়ার পর বোধহয় আর এ-কামরায় আসেনি পিকার্ড। দারুণ বোকামি হয়েছে, লোকটাকে প্রথম থেকে সেলে রাখা উচিত ছিল।

হঠাৎ উল্টো একটা সম্ভাবনা খেলে গেল জেথের মাথায়···

জানালার কাছে চলে এল ও। ছেঁড়া চাদর পাকিয়ে চৌকাঠের সাথে গিঁট দিয়েছে ডরম্যান। নিচে, পরিষ্কার মাটিতে কোন ছাপ নেই। থাকবে এমন কোন কথাও নেই। কিন্তু বাঁধনটা কেমন যেন অস্বাভাবিক–একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের ভার সইতে হলে আরও মজবুত করে এবং একটা শক্ত অবলম্বনে বাঁধা উচিত ছিল। কাঠের গরাদ যদি ডরম্যানের হাতের আঘাতে ভেঙে যেতে পারে তবে পুরানো চৌকাঠটি কি করে ওর আড়াইমণী শরীরের ভার সয়? তারমানে এটা একটা ভাঁওতা…আশেপাশে আছে সে।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল জেথ, হাতে কোল্ট উঠে এসেছে। পিটের কামরায় চোখ পড়তে দরজায় দেখতে পেল ডরম্যানকে। ধরা পড়ায় বরফের মত জমে গেছে। হাতে একটা লোহার রড, কোত্থেকে পেয়েছে আল্লা মালুম। সে ভেবেছে জানালার ভাঙা গরাদ আর পাকানো চাদর দেখে ছুটে নিচে চলে যাবে জেথ, এবং সম্ভবত পিকার্ডও। এ ফাঁকে সটকে পড়বে, অথবা আক্রমণ করবে। হাহ্, এত সোজা! মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে, লোকটার কণ্ঠনালীতে নিশানা করল।

পাংশুর মত সাদা দেখাচ্ছে ডরম্যানের মুখ, তাকিয়ে আছে কিন্তু দৃষ্টিতে হতাশা বা ব্যর্থতার অভিব্যক্তি নেই। ধীরে ছেড়ে দিল রডটা, গড়িয়ে কামরার একপাশে চলে গেল। জেথ দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলে তা পালন করল। পিঠে কোল্টের মাজল চেপে ধরে তার পুরো দেহে তল্লাশি চালাল জেথ।

'বোবা কুত্তা!' ঘুরে থুথু ছিটাল ডরম্যান।

লোকটার ফোলা গালে কোল্টের নল দিয়ে আঘাত করল জেথ। ব্যথায় কুঁচকে উঠল তস্করের মুখ, রক্তপাত শুরু হলো সাথে সাথেই। বাম হাতে গাল চেপে ধরল সে। একদলা থুথু ফেলল মেঝেতে, দুটো দাঁতও পড়ল। ঠেলে তাকে পিকার্ডের কামরায় নিয়ে এল জেথ।

'তুমি ওকে মারছ কেন?' চোখ কপালে উঠেছে ডাক্তারের।

পাত্তা দিল না জেথ। ডরম্যানের পাঁজরে কোল্টের নল চেপে ধরে এগোতে বাধ্য করল। হাসপাতাল থেকে বেরোতে কয়েকজন ঘিরে ধরল ওদের। একের পর এক প্রশ্ন করছে, পরামর্শও দিচ্ছে ঝামেলা চুকিয়ে দিতে। চুপ করে আছে ডরম্যান, কপালে ঘাম, চোখে আতঙ্ক। লোকজনের হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছে।

অফিসে এসে তাকে সেলে ঢোকাল জেথ।

জেথ ভাবছে পিট আর ডরম্যানের সাথে আরেকবার আলাপ করবে। লিখে জানাতে হবে প্রশ্নগুলো, ওরা পড়তে জানলেই হলো। পিটকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। ফাঁসির ভয়ে এমনিতে আধ-মরা হয়ে আছে ছেলেটা, কে-ইবা কটনউডে ঝুলতে চায়! মুখ খুলবে বোধহয়। ডরম্যানের চেয়ে ওকে বাঁকানো সহজ হবে।

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসেছে ওরা কি বলতে পারে তা ভেবে প্রশ্ন লিখছে।

স্টোভে কেতলি চাপিয়েছে থর্টন। সস্তা দুমড়ানো একটা সিগার ধরিয়ে

ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়ল। 'এরকম রাখ-ঢাকের মানে কি?' স্পষ্ট বিরক্তি মার্শালের কণ্ঠে। 'মার্শাল হয়ে গেলেই পারো! এ মুহূর্তে হোয়াইটস্টোনের হিরো তুমি, প্রস্তাব করলে নির্দ্বিধায় মেনে নেবে ওরা। অথচ উল্টো কিনা আমার ব্যাপারে সুপারিশ করেছ, কেন?'

বুড়োকে পাত্তা দিল না জেথ।

'বেশি ডাঁট দেখিয়ো না, ছোকরা। আমি কাউকে কেয়ার করি না।' আরও কিছু বলতে চেয়েছিল সে, দরজায় নক্ হওয়ার শব্দে থেমে গেল। ঘুরে তাকাল, রোয়ানাকে দেখে হাসি ফুটল গম্ভীর মুখে। শুভেচ্ছা বিনিময় করে উঠে স্টোভের কাছে চলে গেল।

'ডরম্যান ঝামেলা করেছে?' জানতে চাইল রোয়ানা।

মাথা ঝাঁকাল জেথ।

'লোকটা এখন কোথায়?'

'সেলে।' জানাল থর্টন।

ঝুঁকে লেখাগুলো পড়ল রোয়ানা। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।' মার্শালের এগিয়ে দেয়া কফির মগ তুলে নিয়ে চুমুক দিল। জেথ সায় দিতে ধন্যবাদ জানাল।

একটু পর পিকার্ডের হাসপাতালে চলে এল দু'জনে।

'আবার এসেছ! এবার কি ওটাকেও নিয়ে যাবে?' জেথকে দেখে খেপে গেল ডাক্তার, ঝাঁঝাল স্বরে বিদ্রূপ করল। রোগীর গায়ে হাত তোলায় খেপে গেছে। 'তোমাকে ওর কাছে যেতে দেব না আমি। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলো আর কি!'

রোয়ানা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'তুমি কি জানো ডরম্যান পালাচ্ছিল, ডক্? নিজ দায়িত্বে ওদের রাখতে চেয়েছ তুমি। ডরম্যান পালাতে পারলে শহরের লোকদের কি বোঝাতে? লোকটা রড পেল কোত্থেকে?'

'সে পালালে আমার দোষ হবে কেন?'

'অবশ্যই তোমার দোষ হবে। শহরের লোকেরা সেটাই মনে করবে। জেথ পাশের কামরায় থাকতে চেয়েছিল, তুমি রাজি হওনি কেন?'

'একটা লোক সারাক্ষণ কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে ঘুরবে আমার হাসপাতালে, এটা সহ্য করার মত?'

'ডরম্যান পালানোর সময় যদি তুমি সামনে পড়ে যেতে, অক্ষত থাকতে? দশটা খুন করেছে সে, ডক্। হোয়াইটস্টোনের ব্যাংকে ডাকাতি করেছে, কিছু নিরীহ মানুষের মৃত্যুর পেছনে এ লোকটারও হাত আছে।' শান্ত দেখাচ্ছে রোয়ানাকে, যদিও পিকার্ডের আনাড়িপনায় কিছুটা বিরক্ত।

চিন্তা করছে ডাক্তার, যুক্তিতে ধরেছে।

'মাত্র দশ মিনিট, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এর বেশি নয়।'

পিটের কামরায় ঢুকল ওরা। চোখ বুজে শুয়ে ছিল ছেলেটা, চোখ মেলে তাকাল। ছাদ থেকে দড়ি বেঁধে প্লাস্টার মোড়া ডান পা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য

পায়ে ব্যান্ডেজ। চোখাচোখি হতে দেয়ালের দিকে মুখ সরিয়ে নিল সে।

'শোনো, পিট, এ শহরে তোমার প্রতি সহানুভূতি আছে এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না,' মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে শুরু করল রোয়ানা। 'বরং তোমাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুশিই হবে ওরা। তোমাদের ছিনিয়ে নেয়ার চিন্তা করছে অনেকেই, শহরের দক্ষিণে বড় কটনউডে ঝুলিয়ে দেবে। আমরা সেটা ঠেকিয়ে আদালতে তোমাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে পারি, যদি তোমরা সহযোগিতা করো। আমার কথা শুনছ তো? আরেকবার কিন্তু বলব না।'

দ্বন্দ্বে ভুগছে ছেলেটা, ওর মুখ দেখে জেথের তাই মনে হলো। উন্মত্ত লোকজনের হাতে পড়লে কটনউডে ঝুলতে হবে, নয়তো আদালতের সাজা-সেটা ফাঁসি বা জেল হতে পারে। ফাঁসি হলেও কয়েকটা দিন তো বেশি বাঁচবে।

ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে রোয়ানার দিকে ফিরল পিট। 'কি জানতে চাও, ম্যা'ম? আমি অবশ্য বেশি কিছু জানি না।'

'এখানকার কেউ ভাড়া করেছে তোমাদের। কে সে?'

'আমরা সত্যি জানি না। মাস খানেক আগে হাচিনসনে টার্নারের সাথে দেখা করে লোকটা, ঘণ্টা দুই আলাপ করেছে ওরা। টার্নার একাই ছিল। আমরা গেলে নির্ঘাত খুন করত।'

'টাকাগুলো ভাগ হয়েছে তোমাদের মধ্যে?'

'কোথেকে! রাতে স্লিম চুরি করে ভেগে গেল, ওকে খুন করে এখানকার কেউ হাতিয়ে নিয়েছে পুরো টাকা।'

'গুনে দেখেছিলে কত ছিল?'

'থলে থেকে বেরই করা হয়নি। টার্নার বলেছিল এক লাখের বেশি হবে।'

'সে জানল কিভাবে?'

'আন্দাজ করেছিল বোধহয়। এ লাইনে তো সে নতুন নয়।'

মৃদু হেসে জেথের দিকে ফিরল রোয়ানা, ওর প্রশ্ন শেষ। সদ্য লেখা একটা চিরকুট এগিয়ে দিল জেথ। 'শহর আক্রমণ করার বুদ্ধিটা কার?' পড়ে ফের জানতে চাইল ও।

'টার্নারের।'

'ও কোথায় থাকতে পারে, জানো কিছু?'

মাথা নাড়ল পিট। 'ওর মতিগতি বোঝা ভার। কখন কোথায় থাকবে আগে থেকে বলা যায় না।'

'টার্নার তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করবে?'

উত্তর দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল ছেলেটা। 'আমাদের দলটা কখনও হোঁচট খায়নি, এই প্রথম কয়েকজন মারা পড়ল। এটা নিয়ে টার্নারের জেদ থাকতে পারে। তবে এটাও ঠিক যথেষ্ট সাবধানী সে, ফের এখানে আসার ঝুঁকি ও নেবে বলে মনে হয় না। কারণ ও ভাল করে জানে আমরা তেমন কিছু জানি না বা যা জানি তাতে ওর বিপদ নতুন করে আর বাড়বে না। আমি নিশ্চিত গা ঢাকা দেবে ও।'

'ওর হাইড আউট কোথায়?'

'সারা বছর ট্রেইলে কাটিয়ে দেয় ও, হাঁপিয়ে উঠলে কলোরাডো ক্যানিয়নে চলে যায়।'

পিটকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে রেখে বেরিয়ে এল ওরা।

'আমার মনে হচ্ছে ও সত্যি কথা বলেছে,' ফেরার সময় বলল রোয়ানা। 'যাচাই করার জন্যে ডরম্যানকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। কিন্তু ওই লোকটা মুখ খুলবে না বোধহয়। যা হোক, আমার মনে হয় ছেলেটার একটা সুযোগ পাওয়া উচিত।'

পিটের কাছ থেকে নতুন কিছুই জানা গেল না, ভাবছে জেথ, তবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাক টার্নারের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়, কেবল সে-ই সবকিছুর সমাধান দিতে পারে। পেছনের লোকটার মুখোশ খুলে দিতে হলে যে করে হোক ধরতে হবে টার্নারকে। কিন্তু দুর্বৃত্তনেতা কোথায় আছে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর।

আট

হোয়াইটস্টোনে এ ক'দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জন্যে অভিযুক্ত আসামী এখন দু'জন–পিট আর ডরম্যান। জেথের মতে তা বেড়ে চার হওয়া উচিত, বাকিরা বাক টার্নার আর পেছনের লোকটা।

ধুরন্ধর এ লোকটির পরিচয় জানে জেথ, কিন্তু নিশ্ছিদ্র কোন প্রমাণ ওর হাতে নেই। একমাত্র বাক টার্নারই তাকে সনাক্ত করতে পারে। অবস্থা এমন আগামীকালই ট্রিপল ক্রসের নিলাম, পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিলামে অংশগ্রহণ করার মত তিনটা পক্ষ রয়ে গেছে এখনও। পেছনের লোকটা বোধহয় সরাসরি বাথানটা কিনবে না, ভাবছে জেথ। পরোক্ষভাবে লোকটা যদি ট্রিপল ক্রস কেনে, নতুন কোন ক্রেতা আর না এলে, তার কাভার একটাই···ওহ্ গড, পেট্রোল কোম্পানিটা! ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতে এখনতক আসেনি কেউ। এলে নজর রাখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল জেথ।

একটা খসড়া পরিকল্পনা দাঁড় করিয়েছে ও। নিলামের আগে আর কিছু না ঘটলে আগামীকাল নিলামের সময় সে অনুযায়ী করবে সবকিছু। তবে সদ্য আবিষ্কৃত সূত্রটি নিঃসন্দেহে চমৎকার, তেল কোম্পানির প্রতিনিধিকে চেপে ধরলে অনেক কিছু জানা যাবে।

রোয়ানাসহ ল' অফিস থেকে বেরিয়ে এল জেথ। ভারী এক সকাল। নীল আকাশে পুঞ্জীভূত শুভ্র মেঘ, ফুরফুরে বাতাস আর সূর্যের আলসেমি–সব মিলিয়ে চমৎকার। হাচিনসন থেকে হোয়াইটস্টোনে স্টেজ চলাচল করে, জানা দরকার আজ কোন স্টেজ আসবে কি-না। সেটা জানতে বেরিয়েছে ওরা, উত্তরে শহরের শেষ মাথায় স্টেজ কোম্পানির অফিস।

যাওয়ার পথে, জেরেমি মিলারের স্টোরের সামনে থমকে দাঁড়াল জেথ। নতুন

বিশাল একটা দালান তুলে ফেলেছে এরইমধ্যে। বোঝা যাচ্ছে লোকটা প্রচুর টাকার মালিক, রোয়ানার কথায়ও তাই মনে হয়েছিল ওর। হঠাৎ মনে হলো স্টোর ধ্বংস হওয়ার পরও ট্রিপল ক্রস কেনার ক্ষমতা রাখে মিলার। শালা বজ্জাত! মনে মনে তীব্র গাল বকল জেথ। একগাদা লোক লেলিয়ে দিয়েছিল ওর পেছনে, যারা অসহায় অবস্থায় ওকে পিটিয়ে আধমরা করে রাস্তায় ফেলে গেছে। শরীর জ্বলে উঠল ওর, দিশেহারা বোধ করছে।

'এখানে দাঁড়িয়েছ কেন?' ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল রোয়ানা। 'জেথ, স্টেজ কোম্পানির অফিসে যাচ্ছিলাম আমরা। ওখানে চলো, প্লীজ!'

হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে পরখ করছে জেথ, দরকার ছিল না, তবু। ভেতরের উত্তেজনা সামলে রেখেছে। জেরেমি মিলারকে দেখতে পেয়েছে স্টোরের ভেতর। ঠাণ্ডা মাথায় এগোতে হবে, ভাবল ও, শোধ-বোধটুকু আজ এখুনি চুকিয়ে ফেলবে।

জোর করে ওকে টেনে সরিয়ে আনতে চাইছে রোয়ানা। অস্থির দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। ওদিকে জেথের সমস্ত মনোযোগ স্টোরের ভেতর, মিলার না পালিয়ে যায়!

'পাগলামি কোরো না, জেথ,' কর্তৃত্বের সুরে বলছে রোয়ানা, কণ্ঠে শ্লেষ। 'মরার সাধ হয়েছে না-কি? সেদিন টার্নার চারজনকে শেষ করেছে বলে ভেবো না মিলারের লোক নেই আর। আমার ধারণা ভেতরে গিয়ে অন্তত এক গণ্ডা ভয়ঙ্কর লোকের সামনে পড়বে তুমি। ওরা তোমাকে কোন সুযোগ দেবে না।'

জেথের রক্তে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। প্রতিপক্ষের ভয়ঙ্করত্ব বা সংখ্যা ওকে ঠেকাতে পারবে না। দাড়িঅলা লোকটাকে হাতের নাগালে পেতে উদ্গ্রীব হয়ে আছে ও।

'জেথ, দয়া করে আমার কথা শোনো!' মনোযোগ আকর্ষণ করতে ওর হাত ধরে ঝাঁকাল রোয়ানা। 'লোকটাকে পরেও একা পাবে।'

জেরেমি মিলার ওকে বলেছিল এরপর আবার যখন দেখা হবে খাটিয়ায় শুয়ে থাকবে জেথ। হয়তো তাই হবে এখন, ভাবছে ও, কাছে যাওয়ার আগেই তার লোকেরা ওকে পেড়ে ফেলবে। কিন্তু নিজেকে নিরস্ত করার উপায় ওর জানা নেই। রোয়ানা কি বুঝতে পারছে না ওর সারা শরীর জুড়ে কেবল ঘৃণা, কোমাঞ্চিদের প্রতি যেটা অনুভব করত? বিদ্বেষ, অবহেলা বা অবজ্ঞার তিক্ততা নয়—কেবলই ঘৃণা। ঠিক এ জিনিসটাই ওকে প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছিল একদিন, র‍্যাটল সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল জেথ, পেছনে চারটা লাশ ফেলে কোমাঞ্চিদের গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল।

জেথ জানে আজও ব্যর্থ হবে না।

কাপুরুষ, শুধু সেজন্যে মিলারের প্রতি এত ঘৃণা অনুভব করছে না, এর আসল কারণ লোকটা ওর সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করেছে। রোয়ানার তো খুশি হওয়া উচিত, ভাবছে জেথ, শত্রুকে ধরাশায়ী করতে যাচ্ছে ও। অথচ মেয়েটা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে!

'তুমি বাড়াবড়ি করছ, জেথ!'

রোয়ানাকে ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিল জেথ। হেঁটে রাস্তার ও-পাশে চলে এল। একটা সিগারেট রোল করার ফাঁকে স্টোরের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। কাঠ দিয়ে তাক তৈরি করছে ছুতোর, সাথে এক তরুণ সহকারী। পেছনের যে কামরায় মিলারকে দেখতে পেয়েছে জেথ, তার দরজার এ-পাশে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে, সশস্ত্র। ভাবটা এমন যেন ছুতোরের কাজের তদারক করছে। রোয়ানার কথাই বোধহয় ঠিক, ভাবল ও, প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি।

আধ-খাওয়া সিগারেট বুটের তলায় পিষে স্টোরের ভেতর ঢুকে পড়ল জেথ। সশস্ত্র দু'জন দেখছে ওকে, ছুতোর আর তার সহকারী নিজেদের কাজে ব্যস্ত। ডানদিকের লোকটা ত্রিশ পেরিয়েছে, সমর্থ শরীর, সুদর্শন। অন্যজন পঁচিশ পেরোয়নি এখনও, রুক্ষ চেহারা। চোখে বেপরোয়া চাহনি।

ঢোকার মুখে পথ আটকাল ছেলেটা। 'মি. মিলারের সাথে কাজ আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জেথ।

'মি. মিলার তোমার কথা জানে?'

এবার নাড়তে হলো।

'তাহলে যাওয়া যাবে না। যেভাবে এসেছ ঠিক ঠিক চলে যাও।'

আরেক পা এগোল জেথ। আসলে ফাঁদ ওটা।

ঝটিতি ওর শার্টের সামনের দিকটা আঁকড়ে ধরে পেছনে ধাক্কা দিতে চাইল ছেলেটা, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মুগুরের মত তার পেটে হাত চালাল জেথ। 'হুঁক্‌ক্' শব্দ করে ঝুঁকে পড়ল সে, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ায় হাঁ হয়ে গেছে মুখ। ঘাড়ে রদ্দা মারতে আলগোছে ঢলে পড়ল দেহটা, ঠিক ময়দার বস্তার মত।

অন্য লোকটা ওর নাক লক্ষ্য করে ঘুসি চালিয়েছে টের পেয়ে মাথা নিচু করল জেথ। বাতাস কেটে চলে গেল হাতটা, ফেরত যাওয়ার আগে ধরে ফেলল ও। ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে এল লোকটা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করল জেথ। গায়ের জোরে হাতে আর গলায় ধাক্কা দিল একই সঙ্গে, ছিটকে গিয়ে দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ল সে। চটপট নাকে দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ও। গোপন অঙ্গে পা চালাতে ককিয়ে উঠে দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরল লোকটা। হাতের ওপর দিয়ে সজোরে হাঁটু চালাল জেথ। শেষ আঘাতটা করল কানের পাশে।

দরজা থেকে সরে এল জেথ, হাতে কোল্ট চলে এসেছে। দড়াম করে খুলে গেল ভেতরের দরজা, খোলা পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল একজন। বামে ঘোরার পর দেখতে পেল ওকে, এবং গুলি করল। তার আগেই গুলি করেছে জেথ। বুলেটের ধাক্কায় মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে, ফের চেষ্টা করল, কিন্তু নিশানা ঠিক করার আগেই ঢলে পড়ল।

হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথায়, চোখে অন্ধকার দেখছে। আঘাতটা পেছন থেকে এসেছে। চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন হাত দূরে দেখতে পেল ছুতোরকে, হাতে কাঠের চেলা। গুলি করতে ধীরে হাত থেকে খসে পড়ল চেলাটা, একটু পর নিজে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। তরুণ সহকারীর পানে তাকাল জেথ, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। চোখাচোখি হতে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল প্রথমে,

তারপর ছুটতে শুরু করল।

ঘুরে ভেতরের দিকে নজর দিল জেথ। মাথার পেছনটা দপদপ করছে। বেজন্মা ছুতোরটা কাঠের চেলা দিয়ে বাড়ি মেরেছিল, ঠিকমত লাগলে মাথাই ফেটে যেত।

দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করে ডাইভ দিল জেথ। শূন্য, পাখি উড়ে গেছে! উঠে দাঁড়াল। মিলার সবে পালিয়েছে। সারা কামরায় লক্ষণীয় জিনিস একটা, টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছাইদানিতে গোঁজা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে। ওপাশের দরজা খোলা। আবারও, বাইরে ডাইভ দিল জেথ, হাতখানেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা তপ্ত সীসা। ছুটে এলে নির্ঘাত ওকে বিদ্ধ করত গুলিটা।

একটা বে-র পাশে দাঁড়িয়ে আবার গুলি করার জন্যে নিশানা করছে জেরেমি মিলার। এবার ডানদিকে ঝাঁপ দিল জেথ, যেটুকু সময় পেয়েছে তাতে অনায়াসে গুলি করতে পারত মিলারকে। কিন্তু লোকটাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে চায় ও। মিলার আরেকবার সুযোগ পাওয়ার আগেই রাইফেলের ব্যারেল লক্ষ্য করে গুলি করল। দূরে ছিটকে পড়ল ওটা।

জেথ উঠে দাঁড়াতে পিছিয়ে গেল মিলার। ফ্যাকাসে মুখ, চোখের মণিগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। সময় নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল ও, চোখে চোখ। কোল্টটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে শার্টের হাতা গুটিয়ে নিল। সারা শরীরে ক্লান্তি অনুভব করছে, কেন জানে না। ওর চোখে আগুন দেখতে পেয়ে পিছিয়ে গেল মিলার। হেসে উঠল জেথ, হায়েনার হাসির মত শোনাল সেটা। লক্ষ করল কাঁপছে জেরেমি মিলার।

শার্টের কলার চেপে ধরে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল জেথ। বাধা দিতে হাত তুলেছিল মিলার, তারই একটা ধরে দাড়িঅলার পতন ঠেকাল। ফের মারতে ময়লা-আবর্জনার ওপর পড়ল সে। এত জোরে মেরেছে যে কয়েকটা দাঁত নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার কথা। মিলারকে টেনে উঠাল ও, তারপর পেটে ঘুসি চালাল। মুখ দিয়ে সব বাতাস বেরিয়ে গেল একই জায়গায় আরেকটা ঘুসি হাঁকাতে, নিঃসাড় হয়ে পড়ল। প্রতিরোধের কোন ইচ্ছে আর অবশিষ্ট নেই।

কোন বাছ-বিচার করা ছাড়াই মারতে থাকল জেথ। পাঁজরে একের পর এক ঘুসি চালাচ্ছে, চাইছে মিলারের মুখে রক্ত উঠে আসুক—তা দেখে ওর উন্মত্ততা কাটবে, বিদ্বেষ প্রশমিত হবে, ঘৃণা অবদমিত হবে। মিলার কষ্ট পেয়ে তিলে তিলে মারা গেলে ওর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

পায়ে পা বাধিয়ে তাকে ফেলে দিল জেথ। বুটের আগা দিয়ে মিলারের কানে আঘাত করতে আর্তনাদ করে দু'হাতে কান চেপে ধরল সে। অরক্ষিত বগলে এবার বুট চালাল ও, এরপর কোমরে। ঠিক এভাবে মিলারের লোকেরা মেরেছিল ওকে—অসহায় অবস্থায়, ভাবল জেথ, বিন্দুমাত্র প্রতিরোধের সুযোগ দেয়নি। যদি বাক্‌শক্তি থাকত তো মিলারকে বলত, 'তোমার নির্দেশে আমাকে মেরেছিল ওরা, ঠিক এভাবে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে একা, শটগান বাগিয়ে ধরে রেখেছিল একজন। কাপুরুষ! তোমার সাথে আমি একাই লড়ব, সমানে-সমান।'

মিলারকে টেনে উঠাল জেথ, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না স্টোর-মালিক। কষে

দুটো চড় লাগাল তার গালে, তারপর আবার যেখানে-সেখানে মারতে শুরু করল। জানে না কখন ওর ভেতরে একটা পশু জেগে উঠেছে। রক্তাক্ত হয়ে গেছে মিলারের মুখ, জেথের হাতেও রক্ত।

'জেথ, কি করছ!' পেছনে রোয়ানার গলা শোনা গেল। দৌড়ে এসে মুমূর্ষু মিলারকে ছিনিয়ে নিল ওর হাত থেকে। 'হায় খোদা, আমি ভাবতেও পারিনি অসহায় একটা লোককে এভাবে মারবে তুমি! এ কেমন অন্যায়? কোন ম্যাকলীনের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। তোমার সম্পর্কে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল, আর সবার চেয়ে আলাদাভাবে দেখেছি তোমাকে।' মেয়েটার কণ্ঠে হতাশা।

মাথার ঠিক নেই, তাই জেথ নিজেও জানে না কি করছে। অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো, কিন্তু শব্দ হলো না। 'এ লোকটি তো তোমার আপনজন নয়। আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? অসহায় অবস্থায় আমাকে পিটিয়েছিল ওর লোকেরা, তখন তো কেউ বাধা দেয়নি, আমাকে সাহায্যও করেনি। তাহলে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?'

সবটা বলার পর জেথ টের পেল বিদঘুটে কিছু শব্দ ছাড়া ওর মুখ থেকে আর কিছু বেরোয়নি। রোয়ানা বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। জিভকাটা কোন লোক কথা বলার চেষ্টা করলে সে-দৃশ্য কি খুব করুণ হয়ে ওঠে? ভাবছে জেথ, নাহলে সব ভুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেন রোয়ানা? মেয়েটার চোখে যুগপৎ সহানুভূতি আর কষ্ট। জেথের মনে পড়ল কৈশোরে ওকে নিয়ে কেউ তামাশা করলে এ দৃষ্টি ফুটে উঠত রোয়ানার চোখে। সেটার অর্থ তখন বুঝত না ও, আজ উপলব্ধি করল—ওর অক্ষমতা রোয়ানাকেও কষ্ট দেয়!

ভূপতিত জেরেমি মিলারকে দেখল জেথ, নিথর পড়ে আছে। মনে হলো বুকে স্পন্দন নেই। লোকটা মরে গেলেও ওর কিছু আসে-যায় না, ভাবছে ও। ঘুরে হাঁটতে শুরু করতে সামনে এসে দাঁড়াল রোয়ানা।

'কোথায় যাচ্ছ? মিলার মারা গেলে আদালতে যেতে হবে তোমাকে। বাক টার্নারকে ধরার জন্যে যথেষ্ট ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে ঠিকই, তাই বলে শহরের একজন লোককে এভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারো না তুমি!'

রোয়ানা এসব কি বলছে! বোকার মত তাকিয়ে থাকল জেথ, ভাবছে, মিলার মারা গেলে সবচেয়ে খুশি হওয়ার কথা তো ওরই। অথচ উল্টো জেথের ওপর দোষ চাপাতে চাইছে। এর মানে কি?

জেথের কাছে বিরক্তিকর লাগল রোয়ানার ন্যায়সঙ্গত কথাবার্তা। ঠেলে মেয়েটাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে এগোল। নিজেকে অসহায় লাগছে ওর। জানে স্টোরের সামনে লোকজন ভিড় করেছে, ওখান দিয়ে গেলে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। স্টোরের পেছন দিয়ে উত্তরে এগোল। কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে মূল রাস্তায় চলে এল। ক্লান্তি লাগছে, সারা শরীর রক্তে আর ঘামে মাখামাখি। সত্যি কি ভুল করেছে ও? ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করল জেথ, কিন্তু চিন্তাগুলো ঠিকমত এগোচ্ছে না। আত্মস্থ হওয়ার জন্যেও খানিকটা নীরবতা দরকার ওর, চাই নিরিবিলি একটা জায়গা।

তেমন জায়গা একটাই—ডিলান উডম্যানের সেলুন।

'হাউডি, জেথ,' সেলুনে ঢোকার পর সহাস্যে সম্ভাষণ জানাল ডিলান, কিন্তু জেথের রক্তমাখা হাত আর কাপড় দেখে থমকে গেল। আর কোন প্রশ্ন না করায় তার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল জেথ।

বেসিনের কাছে চলে এল ও, সময় নিয়ে শরীরের রক্ত পরিষ্কার করল, হাত-মুখ ধুয়ে ব্যানডানা দিয়ে মুছে ফেলল। এককোণে একটা টেবিল দখল করে বসল এরপর। মাত্র দু'জন খদ্দের, আড়চোখে ওকে দেখছে। কাচের দেয়াল ভেদ করে ওর দৃষ্টি চলে গেল রাস্তায়, জেরেমি মিলারের স্টোরের সামনের ভিড়টা বড় হচ্ছে।

জেথ অনুভব করল কিছুটা সুস্থির লাগছে এখন, ধীরে ধীরে অস্থিরতা কেটে যাচ্ছে। ঘুরে-ফিরে রোয়ানার কথাগুলোই মনে আসছে, এখন থেকে মিলার আর ওর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখবে না মেয়েটা, কাপুরুষ হিসেবে ঘৃণা করবে ওকে।

হুইস্কির গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে সামনের চেয়ারে বসল ডিলান। 'কিছু একটা ঘটেছে ওদিকে। গোলাগুলির শব্দ শুনলাম, লোকজনের ভিড়ও দেখতে পাচ্ছি। মিলার ঝামেলা করেছিল?'

মাথা ঝাঁকাল জেথ। ডিলানকে বলার উপায় নেই যে ঝামেলাটা আগ বাড়িয়ে ও-ই শুরু করেছিল।

আর কিছু না বলে উঠে চলে গেল সেলুন-মালিক।

গ্লাস তুলে চুমুক দিল জেথ। অস্থির লাগছে আবার। খাপছাড়া চিন্তাগুলো ভোগাচ্ছে। ইঙ্গিত করতে ফের হুইস্কি দিয়ে গেল ডিলান। দ্রুত তা শেষ করে ফেলল ও।

মিনিট দশ পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এখানে থাকার আর কোন মানে হয় না। হোয়াইটস্টোনের লোকেরা হয়তো ওকে কাপুরুষ ভাববে, তাতে কি! হারানোর কিছু নেই ওর। অক্ষমতার জন্যেই হয়তো সারা জীবনে ন্যূনতম ভদ্রতা কারও কাছ থেকে পায়নি ও, এখন কাপুরুষ অপবাদে ওর মুখে চুনকালি পড়বে এটা বিশ্বাস করে না জেথ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, জেরেমি মিলারকে পেটানোর পর ওর সম্পর্কে পাল্টে গেছে রোয়ানার ধারণা। না পাওয়ার আশঙ্কায় এতদিন মেয়েটাকে এড়িয়ে চলেছে জেথ, এখন আর রোয়ানার সামনেই দাঁড়াতে পারবে না।

হোয়াইটস্টোনে জেথ্রো ম্যাকলীনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তবে আর কি? ভাবছে জেথ, মার্শালের অফিসে রেখে এসেছে রাইফেলটা, আপনমনে নিজেকে শুধাল ও, নিয়ে এসে স্যাডলে চাপো। দুর্গম ট্রেইল ধরে চলে যাও ফিরতি পথে। যাওয়ার আগে ধন্যবাদ জানাও রোয়ানাকে, এটা ওর প্রাপ্য। একটা চিঠি লিখে মার্শালের অফিসে রেখে গেলে চলবে।

ভাবনার লাগাম টেনে উঠে পড়ল জেথ। বিল পরিশোধ করে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। উদ্দেশ্য ল'অফিস। ওকে দেখে অনেকেই কিছুক্ষণ আগের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জেরেমি মিলারকে পেটানোর ঘটনা

এরা পছন্দ করতে পারছে না। পাত্তা দিল না জেথ। ওর মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, একটা ধেড়ে শয়তানকে শায়েস্তা করেছে, ঠিকই করেছে।

ল'অফিসের দরজায় পা রাখতে জেথের মনে হলো মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে। একটু আগে যেমন দেখে গেছে ঠিক তেমনি আরাম করে চেয়ারে বসে আছে ডীন থর্টন। মুখের সিগারটা অনেকক্ষণ ধরে না টানায় নিভে গেছে। তার কপালে ছোট্ট একটা ফুটো, তা থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে এখনও, থুতনি পেরিয়ে গলা হয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। একটা জিনিস বেখাপ্পা লাগছে ওর কাছে, মৃত মার্শালের চোখে বিস্ময় লেগে আছে এখনও।

সেলের দিকে ছুটল জেথ। বিপুল প্রত্যাশা মিইয়ে গেল দৃশ্যটা দেখার পর। সেলের মেঝেতে পড়ে আছে ডরম্যান। এক নজর দেখে বুঝল মৃত।

নয়

পুরো শরীরে রাজ্যের অবসাদ অনুভব করছে জেথ্রো ম্যাকলীন। জেরেমি মিলারের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পর যে প্রশান্তি ওকে ঘিরে ধরেছিল তা নিমেষে উবে গেছে। লাশগুলো দেখার পর থেকে ঘামতে শুরু করেছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এক ধরনের ভয় যে ওকে তাড়া করছে না, তা-ও নয়। বলা যায় ওর অবহেলার কারণে মারা গেছে মানুষগুলো।

বৃথা জেনেও সূত্র খোঁজার চেষ্টা করল জেথ। নেই। ওর ওপর কড়া নজর রেখেছিল খুনী, মিলারের স্টোরে ঢোকার পরপর এখানে এসে কাজ সেরে ফেলেছে। দ্রুত, কিন্তু নিশ্চিন্তে। ডরম্যানের ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে চায়নি, হয়তো জেনে থাকবে কোন তথ্য—এ কারণে মরতে হলো দুর্বৃত্তকে। খুনের সাক্ষী রাখা যায় না বলে রেহাই পায়নি মার্শাল। ডীন থর্টনের চোখে যে বিস্ময়, তার কারণ লোকটার পরিচয়। এমন কেউ তাকে খুন করেছে যাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি থর্টন, পেছনের লোকটা নিজে এ কাজ করেছে। শহর কমিটির লোক হলে কিভাবে সন্দেহ করবে মার্শাল?

হোয়াইটস্টোন ছেড়ে চলে যাবে, একটু আগেও ভেবেছিল জেথ, অথচ দো-টানায় পড়ে গেছে এখন। সাফল্যের দোরগোড়ায় এসেও পাঁচ হাজার ডলারের আশা সহজে ত্যাগ করেছে, টার্নারকে ধরতে পারেনি এবং চলে গেলে লোকজন ওকে কাপুরুষ ভাবত, তা-ও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন যদি চলে যায় তো এ দুটো খুনের দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। জেদ চেপে গেছে, লোকটাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। দরকার হলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে তবু লোকটার মুখোশ উন্মোচন করবেই।

স্টোভে কফির পানি চড়িয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল জেথ। লোকজন যদি মিলারের ওপর হামলা করার কারণ জানতে চায় তো আসল ব্যাপারটাই জানাবে, সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এদের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে কি জবাব দেবে?

সত্যিকার অর্থে এজন্যে ও-ই দায়ী। এ দায় থেকে যে করে হোক মুক্তি পেতে হবে, ভাবল ও, পুরো ব্যাপারটা প্রমাণ করে আসল অপরাধীকে ধরতে হবে, নইলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে থাকতে হবে।

টেবিলের ওপর কিছু রাখার শব্দে সংবিৎ ফিরল জেথের। ডিলান উডম্যান কফির মগ রেখেছে ওর সামনে। এখানে এসে কখন কফি তৈরি করেছে সেলুন-মালিক, টেরই পায়নি ও।

'জাজ আর রোয়ানা আসবে এখুনি।' অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল ডিলান।

ওরা খবর পেল কিভাবে?

'তুমি যখন আমার সেলুনে, এখানে এসেছিল রোয়ানা। এরপর জাজের কাছে গেছে, ফেরার সময় খবর দিল আমাকে।' একটা চেয়ারে বসল ডিলান। 'তোমাকে সেলুনে দেখেই বুঝেছি কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু ভাবতে পারিনি পরিস্থিতি এত খারাপ। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বসে থাকতে পারিনি, তাই চলে এলাম। আরেকটা কারণ অবশ্য আছে, শহর কমিটিতে গ্রীনের জায়গায় আজ থেকে দায়িত্ব পালন করছি আমি। মিলার আবার নাক গলাতে চেয়েছিল, জাজ সাফ "না" বলে দিয়েছে।'

কোন কারণ ছাড়াই ডিলানের কথা ও উপস্থিতি বিরক্তিকর লাগছে জেথের। আসলে পুরো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর মন, কোন কিছু নিজের অনুকূলে থাকছে না বলে নিজের ওপরই বিরক্ত। জেরেমি মিলারের ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখানো ঠিক হয়নি।

দরজা খুলে গেল। জাজ আর রোয়ানা ঢুকল।

লাশগুলো দেখে একটা চেয়ারে বসল জাজ। ডীন থর্টনকে সরিয়ে ফাঁকা একটা সেলের ভেতরে রেখে এল ডিলান। ফিরে এসে বেসিনে হাত ধুয়ে কফি পরিবেশন করল দু'জনকে। রোয়ানা এসে সেই যে একটা চেয়ারে বসেছে, খেয়াল করল জেথ, এখন পর্যন্ত একটা কথা বলেনি, বোধহয় নড়েওনি।

'শোনা যাক কি বলার আছে তোমার,' প্রস্তাব করল জাজ।

জেরেমি মিলারের সাথে প্রথম দেখার পর থেকে আজকের ঘটনা পর্যন্ত লিখে জানাল জেথ।

কি যেন ভাবল উইলসন হলেন। 'স্বেচ্ছায় অতি উৎসাহে হামলা করার ব্যাপারটা ছাড়া আর সবই ঠিক আছে। তবে ওই কারণেও আমরা তোমাকে অভিযুক্ত করতে পারি না, এমনকি এ দুটো মৃত্যুর ব্যাপারেও। ডীনের ব্যর্থতায় সে নিজে তো মরেছেই, ডাকাতটাও মারা গেছে। তোমার ওপর কিছুটা দায়িত্ব ছিল, তবু এককভাবে তোমাকে দায়ী করা চলে না। তবে হ্যাঁ, মিলার মারা গেলে সত্যি বিপদে পড়বে তুমি—আদালতে যেতে হবে। একতরফাভাবে ওকে মেরেছ তুমি। শহরের লোকেরাও ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। সবকিছুর পরেও আমরা কিছু করতে পারব না এজন্যে যে পশ্চিমের আইন খুব দুর্বল।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জেথ, বড় একটা বোঝা নেমে গেছে বুক থেকে। আড়চোখে দেখল রোয়ানাকে, থমথমে মুখ, হাতের নখ খুঁটছে। জেথ অভিযুক্ত হলো না বলে ওর খারাপ লাগছে?

'বাক টার্নারের ব্যাপারে শেষ কি করলে?' প্রসঙ্গ বদলাল জাজ।

নিলামের সময় জানাব সব–কাগজে লিখল জেথ।

'ঠিক আছে, ম্যাকলীন,' উঠে দাঁড়াল জাজ। 'কাজ পড়ে আছে ওদিকে। রোয়ানার অনুরোধ ফেলতে পারিনি, আসতে হলো তাই।' রোয়ানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'দু'জন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, সৎকারের ব্যবস্থা করবে ওরা। ডিলান, আমার সাথে এসো।'

জাজকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল সেলুন-মালিক।

মিনিট কয়েক পরে এল লোকগুলো, লাশ নিয়ে ফিরে গেল।

রোয়ানা বসে আছে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না জেথ, নিদেনপক্ষে ওকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। বুদ্ধি করে জাজকে না জানালে পরিস্থিতির ফিকিরে পড়ে হয়তো ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যেত।

'জেথ?' অনেকক্ষণ পর ডাকল রোয়ানা।

চোখ তুলে তাকাল ও।

'তুমি আমার নিষেধ শোনোনি কেন? জেদটাই বড় হয়ে গেল? ওদের হাতে মারা পড়তে পারতে! তোমার কিছু হয়ে গেলে...' থেমে গেল রোয়ানা, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে টেবিলের দিকে।

তোমার খুশি হওয়া উচিত–একটা কাগজে লিখে এগিয়ে দিল জেথ।

পড়ার আগ্রহ তো দেখালই না বরং ঠায় একইভাবে বসে থাকল রোয়ানা। 'জেথ, আমার ধারণা ছিল তুমি আমাকে বুঝতে পারো, যেমনটা আমি পারি। তোমাকে নিয়ে আমার অহঙ্কার ছিল, তুমি তা ভেঙে দিয়েছ।' থামল ও, তাকাল জেথের দিকে, কাঁপা গলায় বলল পরের কথাগুলো। 'অহেতুক নিজেকে ফেলনা ভাবার দিন তোমার কবে শেষ হবে, জেথ? আমি আর ক'বছর অপেক্ষা করব?'

কি করবে বুঝতে পারছে না জেথ। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। হাত কাঁপছে, তাকাচ্ছে না রোয়ানার দিকে। একটু পরেই তাকাতে বাধ্য হলো ও, উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। চোখে পানি, আশাহতের বেদনায় মুখটা ম্লান। ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছে দরজার দিকে।

সিগারেট ফেলে ছুটল জেথ। এ মেয়েকে চেনে সে, ওর শরীরে ম্যাকলীনদেরই রক্ত, একবার জেদ চাপলে কিছুতেই আর ফেরানো যাবে না। ছুটে সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

চোখ তুলে সরাসরি তাকাল রোয়ানা, দেখল ওকে। জেথের চোখে কি যেন খুঁজছে। তারপর এগিয়ে এসে দু'হাতে জাপটে ধরে, ডুকরে কেঁদে উঠল। 'তুমি খুব নিষ্ঠুর, জেথ!' অনুযোগ ঝরে পড়ল কণ্ঠে। 'ছোট্ট এই সিদ্ধান্তটা নিতে তোমার এতদিন লাগল, অথচ আমরা সবসময়ই পরস্পরকে চেয়েছি!'

নিবিড়ভাবে ওকে বেষ্টন করল জেথ। প্রশান্তি লাগছে, নিজেকে কখনও এতটা সুখী মনে হয়নি এর আগে। এ মেয়ে আমার কষ্টের ভাগ নিতে জানে, ভাবছে জেথ ওকে এড়িয়ে চলা ভুল হয়েছে।

আলাদা হয়ে চোখ মুছল রোয়ানা। 'কফি তৈরি করব? খেতে ইচ্ছে করছে। জেথ সায় দিতে স্টোভের কাছে চলে গেল। 'আমরা খুব স্বার্থপর! একটু আগে দুটো মানুষ খুন হয়েছে এখানে, অথচ আমরা প্রতিশ্রুতি বিনিময় করলাম!'

মৃত্যুর মত এটাও জীবনের একটা অংশ, মনে হলো জেথের, সবচেয়ে চমৎকার অংশ।

'এবার আর যাওয়া হবে না তোমার,' কফির মগ এগিয়ে দেয়ার সময় বলল রোয়ানা। 'প্রতিবারই তো লুকিয়ে চলে যাও!...চাচা যে কত খুশি হবে তুমি ভাবতেও পারবে না। ও তোমাকে এত ভালবাসে!' হাসল ও, আর জেথের বুকে আলোড়ন উঠল। 'দায়িত্ব নিতে তোমার এত ভয়, অথচ নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় তোমার ওপর। একাই সবকিছুর কিনারা করে ফেলেছ। আর, আমাকে অলস বানিয়েছ, তোমার সঙ্গ ছাড়া একটা কাজও ভাল লাগে না আমার!'

সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে ফুঁকছে জেথ।

'সকালে যেখানে বিরতি দিয়েছিলাম, সেখান থেকে শুরু করব আমরা,' প্রস্তাব করল রোয়ানা। 'স্টেজ কোম্পানির অফিসে যাবে তুমি, আর আমি যাব মিলের কাছে। প্রচুর কাজ পড়ে আছে। সারাটা দিন তোমার সাথে থেকে কাজ একটুও এগোচ্ছে না। সন্ধেয় ডিলানের সেলুনে এসো, একসঙ্গে বাথানে ফিরব।'

মাথা নাড়ল জেথ। আজকের রাতটাকে কাজে লাগাতে চায় ও। যে করে হোক টার্নারকে খুঁজে বের করবে, নইলে পার পেয়ে যাবে পেছনের লোকটা।

রোয়ানা চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর বেরোল জেথ। লাঞ্চ করে স্টেজ কোম্পানির অফিসে চলে এল। কেরানি জানাল দুপুরের পর একটা স্টেজ আসবে।

অনেক ভেবে খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টায় সময়টা কাজে লাগাল। নিশ্ছিদ্র প্রমাণ না থাকায় কোন কিছুই ধোপে টিকবে না। টার্নারকে ধরতে হলে আজকের রাতটাই আদর্শ, তস্করের পাওনা বুঝে নেয়ার সময় হয়েছে। পেছনের লোকটা তাকে প্রাপ্য বখরা দেবে। লোকটাকে চোখে চোখে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

বিকেলে গ্রীন'স প্যালেসের সামনে চলে এল জেথ। হোটেলটাকে কোনরকমে দাঁড় করানো হয়েছে দু'একজন আগন্তুক শহরে এলে যাতে আশ্রয় নিতে পারে। গ্রীন পরিবারের সম্বল এখন ওটাই, আর লুট হওয়া বিশ হাজার ডলার, যদি উদ্ধার করা যায়।

দক্ষিণে পাহাড়শ্রেণী যেখানে মালভূমির আকার নিয়েছে, ধুলোর মেঘ দেখা গেল। একটু পর স্টেজের অবয়ব ফুটে উঠল সেখানে। কৌতূহলী লোকেরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। অনেকে এসেছে চিঠি বা প্রিয়জনের প্রত্যাশায়। মিনিট তিন পর হোটেলের সামনে এসে থামল স্টেজটা, ঘড়ঘড় শব্দ শেষদিকে ছন্দ তুলেছে। ক্রমাগত হাঁপাচ্ছে ঘোড়াগুলো, ঘামে চিকচিক করছে ওগুলোর রেশমী লোম। চাবুক ফেলে আসন ছেড়ে লাফিয়ে নামল চালক, পেছনে এসে দরজা খুলে দিল।

দু'জন মহিলা নামল প্রথমে, ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখ খুঁজছে। এরপর যে লোকটি নামল তার দৃষ্টি পড়ল পোড়া হোটেলের ওপর। জেথ তার এতটা কাছে যে অনায়াসে পড়তে পারল লোকটার চোখের ভাষা–সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে। অথচ উল্টো হওয়ার কথা। জেথের কাছে বেখাপ্পা লাগল ব্যাপারটা, আগ্রহবোধ করছে।

লোকটার মাথায় ফেল্ট হ্যাট। বাম হাতে আয়তকার ব্যাগ, অন্য হাতে ছড়ি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সাথে গোল রিমের চশমা চেহারায় আভিজাত্য এনে দিয়েছে। পরিপাটি পোশাক যেন এই মাত্র পরেছে। বাঁকা নাক, চাপা গাল দেখে বোকা বলে ভুল হতে পারে, পুব ধাঁচের হাঁটার ভঙ্গি ধারণাটা বদ্ধমূল করবে। কিন্তু লোকটিকে ধূর্ত, কপট মনে হলো জেথের। এরকম ভদ্রলোকদের পুবের বড় কোন শহরে দেখা যায়, হোয়াইটস্টোনের মত রুক্ষ অখ্যাত জায়গায় এসেছে কেন?

শেষ যাত্রীটি চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল জেথকে, ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হলো তার মুখ। ভাবলেশহীন মুখে এগিয়ে এল এরপর। হাঁটার মধ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী ভাব আছে–চোখ কাড়ে।

'গুড ডে, ম্যান,' হালকা সুরে সম্ভাষণ জানাল সে।

মৃদু নড করল জেথ।

'আমি ক্যারল উইলিয়ামস, একজন আইনজ্ঞ,' হেসে নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানির হাচিনসন শাখা থেকে এসেছি। ওটার প্রধান অফিস সনোরায়। আমার সাথে প্রচুর টাকা আছে। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বোধহয় ব্যাংক, তাই না? ওটা কোথায়?'

ব্যাংকটা দেখিয়ে দিল জেথ।

ধন্যবাদ। আগামীকাল ট্রিপল ক্রসের নিলাম হবে তো, না আবার পিছাবে?'

মাথা নাড়ল ও।

'আজকের রাতটা কাটানোর জন্যে একটা ভাল হোটেলে উঠতে হবে আমাকে। সবচেয়ে ভালটা।'

গ্রীন'স প্যালেসের দিকে ইঙ্গিত করল জেথ।

'অশেষ ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।' ঘুরে ব্যাংকের দিকে এগোল আইনজ্ঞ।

লোকটার পেছনে সেঁটে আছে জেথের দৃষ্টি, ভাবছে। ক্যারল উইলিয়ামসকে মোটেও ভাল লাগেনি। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে হোটেল পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সে জানত এবং দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে। ওকে দেখে চোখ উজ্জ্বল হওয়ার কারণ জেথের বর্ণনা তাকে দেয়া হয়েছে। আইনজ্ঞের সাথে পেছনের লোকটার যোগাযোগ না থেকে পারে না। ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানি তার একটা কাভার। কোম্পানির হয়ে পানির দামে ট্রিপল ক্রস কিনবে আইনজ্ঞ। এর কারণ ক্রেতার সংখ্যা কমে গেছে, স্বভাবতই দর বেশি উঠবে না।

আইনজ্ঞকে চোখে চোখে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জেথ। টার্নারকে যদি ধরতে না পারে তো ক্যারল উইলিয়ামস হবে ওর তুরুপের তাস। কথা বের করার জন্যে দরকার হলে তাকে ধোলাই দেবে।

*

হোয়াইটস্টোনের এ রাতটা চমৎকার। আকাশে রূপালি চাঁদ, ঝিরঝিরে বাতাস। দ্রুত একের পর এক সরে যাচ্ছে মেঘের সব বিশাল পাহাড়, চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে, সেই সাথে আলো-ছায়ার মনোরম পরিবেশ। চমৎকার না বলে উপায় আছে?

বেশির ভাগ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল কাছের সেলুন থেকে হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে আসছে এখনও। হোটেলের শেষ বাতিটা নিভে গেছে একটু আগে। একপাশে সরে এল জেথ, গলির ভেতর দাঁড়িয়ে আছে গ্রে-টা। একটা স্টোরের পেছনে হেঁটে চলে এল ওরা। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, কান সজাগ। যে কোন সময়ে বেরিয়ে আসতে পারে সে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মাথায় কাউবয় হ্যাট, গায়ে পনচো পরে গ্রীন'স প্যালেস থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। আকাশের দিকে তাকাল জেথ। উঁহু, বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে পনচো পরল কেন? ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। হোটেলের হিচিং রেইলে বাঁধা একটা বাকস্কিন দেখতে পাচ্ছে, লোকটা নিশ্চয়ই এ ঘোড়াটায় চড়বে। বিকেলে ঘোড়াটাকে ভাড়া করতে দেখে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল জেথ।

স্যাডলে চেপে উত্তরে এগোল ক্যারল উইলিয়ামস।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাকে অনুসরণ করল জেথ। শহরের মূল রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ও, আইনজ্ঞ যাচ্ছে রাস্তার পুব দিকের বাড়ি আর দোকানের পেছন দিয়ে। কারও চোখে পড়ার ইচ্ছে নেই তার।

গতি বাড়িয়ে শহরের শেষপ্রান্তে চলে এসে একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল ও। একটু পর ওকে পেরিয়ে গেল ক্যারল উইলিয়ামস। লোকটা কোথায় যাচ্ছে জানা না থাকলেও জেথ এটুকু জানে কেন মাঝরাতে বেরিয়েছে সে। দু'শো গজ পেছনে আছে ও। খুরের অস্পষ্ট শব্দ আর আন্দাজই ভরসা। ধূর্ত লোকটা বাকস্কিনকে প্রায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া সন্দেহ নিরসনের জন্যে মাঝে মাঝে থামছে। সে থামলে জেথও থামছে যদিও জানে ফাঁকি দিতে পারেনি। দু'একবার হয়তো শুনে ফেলেছে গ্রে-র খুরের শব্দ, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই তার।

হঠাৎ গতি বাড়াল সে।

এদিকটা ওর অচেনা, তায় রুক্ষ জায়গা। ছড়ানো-ছিটানো বোল্ডার, কাঁটা ঝোপ আর ঘন অ্যাসপেনের ছড়াছড়ি। মাঝে-মধ্যে পাথুরে ঢিবিও দেখা যাচ্ছে। ট্রেইলটা বার বার বাঁক নিচ্ছে। জেথ সহসা টের পেল হারিয়ে ফেলেছে লোকটাকে।

ঘোড়ার রাশ টানল ও। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল—নাহ্, চারদিকে অটুট নীরবতা। দু'টো পাতা খসে পড়েছে, একটা খরগোশ ক্যাকটাসের খোঁচা খেয়ে ককিয়ে উঠেছে, তারপর ছুটে পালাল—শুধুই প্রকৃতির সাড়া। বাকস্কিনের খুরের শব্দ না পাওয়ার কারণ একটাই—লোকটা গন্তব্যে পৌঁছেছে।

নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো ওর, আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

আইনজ্ঞকে ঠিক কোথায় হারিয়েছে নিশ্চিত নয় জেথ। আলো-ছায়ার মধ্যে ট্র্যাক থাকলেও ট্রেস করা সম্ভব নয়, ওর পৌঁছুতে যে সময় লাগবে তাতে অনায়াসে কাজ সেরে চলে যেতে পারবে লোকটা। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে সামনের পাথুরে ঢিবির ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল, শোনার চেষ্টা করল অস্বাভাবিক কোন শব্দ।

প্রান্তরের অটুট নীরবতা ভেঙে দিয়ে খুব কাছে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। শব্দে জেথের মনে হলো ডেরিঞ্জার জাতীয় কিছু।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল জেথ। দ্রুত পেরিয়ে গেল ষাট গজের মত। সামনে জুনিপারে ঘেরা একটা খোলা জায়গা। কাছে যেতে পশ্চিমে ছুটে পালাতে দেখল এক ঘোড়সওয়ারকে, পেছনে বাতাসে ফুলে-ফেঁপে উঠছে তার পনচো।

পাথুরে মাটিতে পড়ে আছে হতভাগ্য লোকটি। পাশে একটা রোয়ান দাঁড়িয়ে। সব লেনদেন চুকিয়ে ফেলা হয়েছে, ভাবল জেথ। লাভের আশায় সাহায্য করেছিল লোকটা, কিন্তু কিছুই পেল না। হতাশা গ্রাস করল ওকে, এ লোকটি অকাট্য প্রমাণ হতে পারত। একটু আগে পৌঁছুতে পারলে হয়তো ঠেকানো যেত আইনজ্ঞকে। সুযোগ পেয়েও তা হারানোর জন্যে নিজেকে মনে মনে গাল দিল ও।

খুনীর পিছু নিয়ে লাভ নেই। পালিয়ে যাবে না সে, এখান থেকে হোটেলে ফিরবে। সকালে ট্রিপল ক্রসের নিলামে পাওয়া যাবে তাকে।

স্যাডল ছেড়ে পড়ে থাকা লোকটাকে পরীক্ষা করল জেথ। তার ডান হাত চলে গিয়েছিল পিস্তলের বাঁটে। লোক চিনতে এবার ভুল করেছে সে, লোভের খেসারতও দিতে হয়েছে তাই। পনচোর আড়াল থেকে গুলি করেছে আইনজ্ঞ, শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরে হাত বাড়িয়েও লাভ হয়নি। মাত্র একটা গুলি, কিন্তু সেটাই বাক টার্নারের মাথায় আঘাত করেছে।

দশ

নিলাম অনুষ্ঠানটা আদালত ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসেছে জাজ উইলসন হলেন আর ব্যাংকার জুলিয়াস হোল্ডেন, উল্টোদিকে দরজামুখো হয়ে ক্যারল উইলিয়ামস। কারও দিকে তাকাচ্ছে না সে, ভাবলেশহীন মুখ। আইনজ্ঞের চেয়ে কিছু দূরে একটা বেঞ্চে স্যাম জারভিসের সাথে বসেছে রোয়ানা।

জেরেমি মিলার মারা যায়নি। ডাক্তার পিকার্ডের হাসপাতালে আছে এখন। নিলামে যে লোকটা স্টোর-মালিকের প্রতিনিধিত্ব করছে তার চেহারা সার্কাস বা থিয়েটারের ক্লাউনের মত।

পেছনে দর্শকের সারিতে বসা জনা-পঞ্চাশেক নারী-পুরুষ। স্রেফ মজা দেখার জন্যে আর উৎসাহ দিতে এসেছে তারা। দরজার কবাটে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে জেথ, নজর রাখছে সবার ওপর। এখানে একটুপর এমন একটা ঘটনা ঘটবে অনেকদিন ধরে যা মনে রাখবে হোয়াইটস্টোনের লোকেরা, ভাবল ও।

ডিলান উডম্যান নিলাম পরিচালনা করছে।

এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার হাঁকিয়েছে জাজ। অন্যরা চিন্তা করছে বা ভান করছে আরও এগোবে কি-না। রোয়ানার দিকে তাকাল জেথ। ম্লান দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে হয়তো নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করছে, ভাবল জেথ। ব্যাংকে ডাকাতি বা মিলটা ধ্বংস না হলে ট্রিপল ক্রস কেনার সুযোগ হত ওর, চমৎকার সম্পর্কের কারণে ক্রেতা হিসেবে স্যাম জারভিসের প্রথম পছন্দ ও-ই।

চুপ করে আছে সবাই। জারভিস ম্লান কণ্ঠে ঘোষণা দিল বেশি হলে আর দুই মিনিট চিন্তা করার সুযোগ, এরমধ্যে কেউ না বাড়ালে জাজই বাথানটা কিনে নেবে। স্যাম জারভিসের তাড়াহুড়োর কারণ হাচিনসনগামী স্টেজটা। ওটা ধরে হাচিনসন যাওয়ার পর আগামীকাল নিউ ইয়র্ক রওনা হবে, শেষ বয়সটা কাটিয়ে দেবে ভাতিজার সাথে।

এক হাজার গরু, জমি আর তেল···নেহায়েতই কম দামে বিক্রি হচ্ছে বাথানটা, ভাবল জেথ। একে একে সবার দিকে তাকাল ও। ব্যাংকারের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আর আগে বাড়বে না। ডাকাতিতে ক্ষতি হয়েছে তার, এখন তাই ঝুঁকি নিতে নারাজ। জেরেমি মিলারের ক্লাউন শুরুতে বিশ হাজার হাঁকিয়েছিল, এখন ফলাফলের অপেক্ষায় আছে শুধু। যা ধারণা করেছিল ও-ফলে যাচ্ছে। ক্যারল উইলিয়ামস ভাবছে। জেথ নিশ্চিত শেষ মুহূর্তে পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার প্রস্তাব করবে। এর উপরে যাওয়ার ক্ষমতা বোধহয় জাজের নেই, খুব জোর পঞ্চান্ন পর্যন্ত যেতে পারে তা-ও যদি জেদ চেপে যায়, এরপর হাল ছেড়ে দেবে।

তাহলে শেষতক কোম্পানির হয়ে জমিটা কিনতে যাচ্ছে ক্যারল উইলিয়ামস।

পেছনে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে চলেছে।

জেথের একবার ইচ্ছে হলো ও নিজে নিলামে অংশগ্রহণ করে, জাজ হাল ছেড়ে দেয়ার পর দাম হাঁকাবে। এতে পরোক্ষভাবে স্যাম জারভিসের লাভ, আশানুরূপ দাম পাবে সে কারণে ওকে দর বাড়াতে দেখলে আইনজ্ঞও বাড়াবে। হোয়াইটস্টোনে এতদিন যা ঘটেছে তার মূল উদ্দেশ্য সস্তায় ট্রিপল ক্রস কেনা, যে করে হোক বাথানটা কিনবে আইনজ্ঞ, জেথ এ ব্যাপারে একরকম নিশ্চিতই। দাম বাড়িয়ে লোকটার পরিকল্পনায় কিছুটা হলেও বাদ সাধা যেতে পারে।

তারপর মনে হলো এমনিতেই তার ষড়যন্ত্র ভেস্তে যাবে, কি দরকার ঝুঁকি নেয়ার! বলা তো যায় না দাম হাঁকিয়ে জেথ নিজেই ফেঁসে যেতে পারে। এত টাকা ওর কাছে নেই, সবগুলো পকেট হাতড়ে হয়তো বিশ-ত্রিশ ডলার পাওয়া যাবে।

রোয়ানার সাথে চোখাচোখি হতে ইঙ্গিত করল জেথ। ওর পিছু নিয়ে আদালত ভবন থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। ফাঁকা রাস্তার ওপর চোখ বুলিয়ে চোখে

জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল। পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে এগিয়ে দিল জেথ, গতরাতের ঘটনাসহ সবকিছু লেখা আছে। ওগুলো কেউ পড়ে শোনানোর চেয়ে রোয়ানা নিজে উপস্থাপন করুক, এটাই ভাল হবে।

দ্রুত, মনোযোগ দিয়ে পড়ল রোয়ানা। 'পাঁচ হাজার ডলার তাহলে পাচ্ছ শেষ পর্যন্ত,' পড়া শেষ করে হালকা সুরে মন্তব্য করল। 'আর হ্যাঁ, একটা ব্যাপার স্বীকার না করে পারা যাবে না, পেছনের ওই লোকটার চেয়ে কোন অংশে কম নও তুমি। ভাগ্যিস জেথ্রো ম্যাকলীনকে হোয়াইটস্টোনে আনিয়েছিলাম আমি, নইলে বুদ্ধিতে কে তার সাথে টেক্কা দিত?' হাসল ও, জেথের বুকে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলো, মেয়েটাকে কাছে টানার ইচ্ছে হলো। টের পেয়ে পিছিয়ে গেল রোয়ানা। 'তার মত তোমার মাথায়ও শয়তানি বুদ্ধিটা একটু বেশি!' দৃষ্টিতে জেথকে শাসাল ও, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করেও ফিরল আবার। 'সাবধানে থেকো, প্লীজ! সবকিছু ভেস্তে যাওয়ায় বেপরোয়া হয়ে পড়বে ওরা, তোমার ওপর হামলা করতে পারে। আমি তোমাকে হারাতে চাই না!'

জোরেশোরে তালি পড়ল। আইনজ্ঞ বোধহয় দাম হাঁকিয়েছে।

'একটু সবুর করো, ডিলান,' ঢুকে শুরু করল রোয়ানা, দর্শকদের দেখল। 'প্রিয় হোয়াইটস্টোনবাসী, কিছু ব্যাপার তোমাদের জানানো প্রয়োজন মনে করছি আমি।...বাক টার্নারের আউটফিট পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দুই অনুচরসহ সেদিন শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল টার্নার, কিন্তু গতকাল সে নিজে মারা গেছে।'

'কিন্তু লুটের টাকা তার কাছ থেকে উদ্ধার করা যায়নি,' মনে করিয়ে দিল জাজ।

'টাকাগুলো টার্নারের কাছে থাকলে তো ফিরিয়ে আনা যাবে! ওগুলো কোথায় আছে আমি আর জেথ ছাড়া আরও দুজন তা জানে, দু'জনেই এখানে উপস্থিত আছে।' দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল, ঘরের প্রতিটি লোকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে রোয়ানা। দর্শকরা একটু নীরব হতে ফের শুরু করল ও:

'হাচিনসন গিয়ে বাক টার্নারকে ভাড়া করে এ শহরের একজন অভিজাত নাগরিক। ডাকাতি করে পুমা'স ক্যানিয়নে আশ্রয় নেয় টার্নার, অথচ ওটা কানা আর সে তা ভাল করেই জানত। এ-ও জানত শহরের কেউ তার পিছু নেবে না, বা নিলেও ঠিকমত ট্রেস করতে পারবে না। অলিখিত একটা চুক্তি সফল করার জন্যে ওই বক্স ক্যানিয়নে সে-রাতে আশ্রয় নিয়েছিল ডাকাতেরা, পরে কিন্তু সেখানে আর একটা রাতও কাটায়নি। রাতে টার্নার এমন একজনকে পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিল যে সুযোগ পেলেই বেঈমানি করবে। টাকা নিয়ে পালাল স্লিম বেকার। ক্যানিয়ন থেকে বের হওয়ার পথ একটাই, বেরিয়েই অ্যাম্বুশে পড়ল বেচারা। টাকাগুলো চলে এল আমাদের সেই লোকের হাতে যাকে পরে শহরে এসে খোঁজ করেছে টার্নার।

'বাক টার্নার সবকিছু জানত এবং এভাবেই সাজিয়েছিল। ক্যানিয়ন থেকে বেরোবার একাধিক পথ থাকলে স্লিমকে ধরা যেত না বা ধরতে অসুবিধা হত।

পুমা'স ক্যানিয়নে আশ্রয় নেয়ার মূল কারণ ওটাই। টাকাগুলো দু'ভাগ হওয়ার কথা ছিল, টার্নারের অনুচরেরা কিছু পেত না, পেলও না।' থেমে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল রোয়ানা, অনবরত কথা বলায় হাঁপিয়ে উঠেছে। 'একটু আগে থেকে শুরু করি···বিপত্তির শুরু স্যাম জারভিসের জমিতে তেল পাওয়ার পরপরই। আমার মিল থেকে একাডেমিতে পাঠানো দুটো সাপ্লাই লুট হলো, অনেক টাকার ব্যাপার, তবু প্রতিবার নতুন করে সাপ্লাই পাঠাতে হয়েছে। কিন্তু পরপর দু'মাসে দ্বিতীয়বারের সাপ্লাইগুলো লুট হয়নি। আমার আর্থিক ক্ষতি হোক এটাই চেয়েছে লুটেরারা।

'এরপর লোকটা ভাবল ব্যাংকে ডাকাতি হলে একসাথে শহরের কয়েকজন প্রভাবশালীকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে। মোক্ষম সময়ে ডাকাতি করল টার্নার। ডাকাতির পরে কি হয়েছে তা আগেই বলেছি, এবার টাকা চুরির পর থেকে শুরু করা যাক।' থামল রোয়ানা।

'থেমো না, ম্যা'ম,' দর্শকের সারি থেকে চেঁচাল একজন। 'তোমার গল্পটা সত্যি দারুণ!'

উজ্জ্বল হলো রোয়ানার চোখ, হেসে শুরু করল। 'বেহাত হয়ে যাওয়া টাকা আর লোকের খোঁজে শহরে এসে হামলা করল টার্নার। এবারও ক্ষতিগ্রস্ত হলাম আমি, গ্রীন আর জেরেমি মিলার। স্থাবর কোন সম্পত্তি আমাদের থাকল না যেটা মর্টগেজ রেখে ব্যাংক ঋণ পেতে পারি। সুতরাং ট্রিপল ক্রস কেনার সামর্থ্য আমরা হারালাম।

'একদিন পর জেথ আর আমি আউট ল'দের হাইড আউটের খোঁজে বেরোলাম। বিকেলে দলবলসহ শহরে হামলা করল টার্নার, সুবিধে করতে না পেরে পালিয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা অবশ্য খোলসা হয়ে যায় দুপুরেই, জেথ আমাকে জানাল এমন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছে সবকিছুর পেছনে যার কোন ক্ষতি হয়নি। সে অবশ্যই প্রভাবশালী এবং ট্রিপল ক্রস কেনা ছাড়াও একগাদা আউট ল' ভাড়া করার সামর্থ্য রাখে।'

রোয়ানা থামতে লাফিয়ে চেয়ার ছাড়ল জাজ। 'তুমি কি মনে করো আমিই সেই লোকটা?' রুক্ষ স্বর, রেগেছে বোঝাই যায়। 'এ জন্যেই সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলে কোথায় টাকা রাখি আমি?'

খানিকটা অপ্রতিভ দেখাল রোয়ানাকে, ক্ষীণ হেসে বলল, 'আমার ধারণা অবশ্য তাই ছিল, কারণ তোমার টাকা হাচিনসনের ব্যাংকে থাকে এবং এরকম পরিকল্পনা করার মত বুদ্ধি তোমার আছে। তাছাড়া আছে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক ভাড়া করার ক্ষমতা, মানে টাকা। কিন্তু একটু আগে জেথ ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে।···পুমা'স ক্যানিয়নের কাছে কিছু ছাই আর দুই টুকরো কাগজ পেয়েছিল ও, আকারে ঠিক ব্যাংক নোটের মত। তখন বুঝতে পারিনি, অথচ ওগুলোয় লিখে পুরো ব্যাপারটা আমাকে জানিয়েছিল ও।' চোখাচোখি হতে জেথের দিকে একরাশ অভিযোগ ছুঁড়ে দিল রোয়ানা, কাগজের টুকরো দুটো বের করে দেখাল।

'কিন্তু এগুলো কি প্রমাণ করে?' জারভিসও উত্তেজিত।

'ওখানে অনেকগুলো কাগজের টুকরো পোড়ানো হয়েছে, ঠিক এ রকমই। এ দুই টুকরো ভুল করে পোড়ানো হয়নি, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়েছে। এ থেকে কিছু হিসাব-নিকাশ করেছে জেথ। বাক টার্নার যে টাকা লুট করেছিল সে-নোটগুলোর কেবল প্রথম আর শেষ কয়েকটিই আসল ছিল। দুর্বৃত্তকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে এটা করা হয়েছে, কিন্তু টার্নার তা জানত না। কারণ চুক্তিমত টাকা পরখ করে দেখার কথা ছিল না।

'লোকটা ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে কখন? স্যামের জমিতে তেল পাওয়ার পরপর। কোম্পানিটা আসলে তার কাভার। ক্যারল উইলিয়ামসকে জিজ্ঞেস করলে এর সত্যতা জানা যাবে। এ-ও জানা যাবে গত রাতে বুলেট দিয়ে সে টার্নারের বখরা মিটিয়ে দিয়েছে কি-না। মি. উইলিয়ামস, আমি কি ঠিক বলিনি?'

কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে আইনজ্ঞের মুখ। কাউকে বলে দিতে হলো না কে বাক টার্নারের হত্যাকারী। তার অবস্থা এমন হয়েছে এখান থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু সন্দেহ আরও ঘনীভূত করে দিয়ে উঠে পড়ার জো নেই, তাহলে নির্ঘাত লোকজন তাকে কটনউডে লটকে দেবে। তাই, আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে।

'মিস্ ম্যাকলীন, লোকটা কে তুমি জানো?' পেছন থেকে চেঁচাল কেউ।

'নোটের ফাঁকি দেয়া কেবল একজনের পক্ষে সম্ভব—ব্যাংকার, মি. জুলিয়াস হোল্ডেন। ডাকাতির আগে কাগজ কেটে টাকার বান্ডিল তৈরি করে রেখেছিল সে, টার্নার এসে নির্দেশ করতে থলেয় ভরে দিয়েছে ওগুলো। যাচাই করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি টার্নার, কারণ ব্যাংকারকে বিশ্বাস করেছিল সে।'

ঘরে বোমা ফাটলেও বোধহয় এতটা চমকাত না কেউ। সেকেন্ড কয়েক স্তব্ধ হয়ে থাকল গোটা আদালত ভবন, কারও মুখে কথা সরছে না। তারপর একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুরু করল সবাই। এক পাঞ্চার শিস দিতে তাল মেলাল আরও কয়েকজন।

রাগে ফেটে পড়ল হোল্ডেন, দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে নিজেকে সামলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মনে হচ্ছে চোখজোড়া। একটু পর দারুণ শান্ত দেখাল তাকে, বসে পড়েছে নিজের আসনে। 'বাজে বকছ, ব্রোয়ানা,' বাঁকা হাসি তার ঠোঁটে, কিন্তু গলাটা ঠিকই শীতল শোনাল। 'তুমি কখনোই আমার শত্রু ছিলে না। তাছাড়া কোন্ দুঃখে নিজের ব্যাংকে ডাকাতি করাতে যাব আমি?'

'ডাকাতি আদৌ কি হয়েছে? ব্যাংকের একটা টাকাও গচ্ছা যায়নি। এই এক লাখ ছাড়াও বাড়তি লাভের আশায় নিজের ব্যাংকে ডাকাতি করিয়েছ তুমি, মি. হোল্ডেন! কতটা লাভ হয়েছে তা তুমিই ভাল জানো। তোমার প্রধান টার্গেট ছিলাম আমি। আমার সাথে গ্রীনকেও কানা করে দিয়েছ। জেরেমি মিলার তোমার লোক, টার্নারকে দিয়ে তার স্টোর ধ্বংস করিয়ে আর চারজনকে হত্যা করে ধাপ্পা দিতে চেয়েছ। ওব স্টোরের পেছনের কামরায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া দোকানের

মালামাল এখনও পাওয়া যাবে। এর মানে কি? স্টোরটা ধ্বংস করা হবে আগে থেকে জানত সে, তাই দামী জিনিসপত্র সরিয়ে রেখেছে। বাক টার্নার বা তোমার সাথে যোগাযোগ থাকলেই কেবল মিলারের পক্ষে তা আগাম জানা সম্ভব। আমার সাপ্লাইগুলো লুট করতে লোক দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছে সে।

'কি দারুণ পরিকল্পনা! এক লাখ ডলারেরও বেশি লুট হয়ে গেছে, ঘোষণা দিয়েছ তুমি, যার বেশিরভাগ টাকা আমার আর গ্রীনের। এ টাকা হয়তো কোন একদিন ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু ততদিনে আসল কাজ হয়ে যেত। সিটি ব্যাংক থেকে বিরাট অঙ্কের ঋণ পেতে তুমি আর এদিকে পানির দামে ট্রিপল ক্রস কিনে সেটা পরে চড়া দামে অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে। সব টাকা নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই এখানে থাকার চিন্তা করোনি? আমার ধারণা দেশত্যাগী এক লাখপতি হত আমাদের ব্যাংকার। ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছ তুমি যার কোন অস্তিত্বই নেই। মি. উইলিয়ামস, আমি কি ঠিক বলেছি?'

আইনজ্ঞের মুখ দেখে এর সত্যতা বোঝা যাচ্ছে। ফ্যাকাসে মুখ, ভীত চাহনি হানছে ব্যাংকারের দিকে। তুমুল শোরগোল উঠল এবার, তা থিতিয়ে আসতে সময় লাগল। রোয়ানার প্রতিটি কথা জুলিয়াস হোল্ডেনের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে তাতে বোঝা যায় একবর্ণ মিথ্যে বলেনি মেয়েটা। এখন আর রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে না ব্যাংকার, বরং তা কতদূর প্রসারিত হতে পারে তাই যেন জানাতে চায়। তার চোখে শীতল দৃষ্টি, সেখানে খুনের নেশা দেখতে পেল জেথ। হোলস্টারের কাছে চলে গেল ওর হাত। এসব লোকের ধাত ভাল করে জানা আছে, সাম্রাজ্য টলে উঠলে বেপরোয়া হয়ে যায়। কোন কিছু তখন তাদের আটকাতে পারে না।

ক্যারল উইলিয়ামসের অবস্থা আরও করুণ। ভয়ে-শঙ্কায় মুখের আদল এমন হয়েছে, গম্ভীরতম লোকও হেসে ফেলবে। চোরা চোখে মাঝে মাঝে দেখছে ব্যাংকারকে, হয়তো ভাবছে ওই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোকটা কোন 'ভেলকি' দেখিয়ে নিজে উদ্ধার পাবে, তাকেও উদ্ধার করবে।

'পাগল, বদ্ধ পাগল তোমরা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হোল্ডেন, বিদ্রূপ তার কণ্ঠে। 'প্রমাণ কোথায়? সস্তা একটা গল্প আর দুই টুকরো কাগজ মোটেই যথেষ্ট নয়। ওরকম গল্প আর কাগজ যে কেউ তৈরি করতে পারে। নাকি প্রমাণ করতে না পেরে শেষে পিটিয়ে কথা আদায় করবে?'

'দয়া করে তোমাদের মধ্যে কেউ কি জেরেমি মিলারের স্টোরে যাবে একবার?' দর্শকদের উদ্দেশে বলল রোয়ানা। 'ভেতরের কামরায় গেলে গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি একটা টেবিল দেখতে পাবে, একেবারে অক্ষত। কয়েকদিন আগেও স্টোরের দোতলায় ছিল ওটা। টেবিলটার ভাগ্য বটে, বাক টার্নার পুরো স্টোর উড়িয়ে দিল অথচ কিছুই হলো না ওটার! বাক্সভরা কিছু মালপত্র পাওয়া যাবে। তো কি প্রমাণিত হলো? মিলারের সাথে বাক টার্নারের সম্পর্ক।' রোয়ানা খেয়াল করল দর্শকের সারি থেকে কেউই ওঠেনি, স্টোরে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এখানকার মজা হারাতে রাজি নয়।

'এক ঘণ্টার মধ্যে প্রমাণ করে দিতে পারব ইস্টার্ন পেট্রোল কোম্পানি বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, ক্যারল উইলিয়ামস কোন আইনজ্ঞ নয়, স্রেফ সাধারণ মানুষ। তাহলে কেন সে ভিত্তিহীন একটা কোম্পানির লোক হিসেবে নিজেকে জাহির করবে? মি. উইলিয়ামস, কি বলার আছে তোমার?'

'বাজে কথা! কোম্পানির সব বৈধ কাগজ পেশ করে আমি ওটার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারি।' হাতের ব্যাগ খুলতে উদ্যত হলো আইনজ্ঞ। 'আমাদের হেড অফিস সনোরায়, আর শাখা হাচিনসনে...'

'মানলাম, কাগজপত্র আছে তোমার সাথে,' তাকে বাধা দিল রোয়ানা। 'কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠানের অবস্থানরত প্রমাণ দিতে পারবে?'

'ওটা তো সবে হলো...' থেমে গেল সে, বুঝতে পেরেছে ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে।

'দুই মাস, তাই না?' কৌতুক রোয়ানার চোখে। 'মি. উইলিয়ামস, তুমি কি জানো আইনজ্ঞ সেজে প্রতারণার দায়ে কি শাস্তি হয়?'

চুপসে গেল লোকটা। 'আ-আমি জানি না...সত্যি জানি না।'

'আসলে তুমি কোন আইনজ্ঞই নও, মি. উইলিয়ামস।'

তালি পড়তে লাগল, সেই সাথে শিস।

'এটা কোন প্রমাণ হলো? এর সাথে শহরের ঘটনা মেলানোর চেষ্টা বোকামি ছাড়া কিছু নয়,' শান্ত দেখাচ্ছে হোল্ডেনকে। 'দু'মাস আগে নিজের টাকায় কোম্পানিটা প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। ওটার কাগজপত্র তৈরি হলেও কোন অফিস নেয়া হয়নি। সনোরায় উইলিয়ামসের বাড়িটাকে হেড অফিস হিসেবে ব্যবহার করছি আমরা। শাখা অফিসের জন্যে হাচিনসনে এ মাসে বাড়ি ভাড়া নেয়ার কথা। এরপরও কোন জাজ যদি আমার বিরুদ্ধে রায় দেয় তো সেটা হবে পক্ষপাত।'

আর আটকানো যাবে না তাকে, বুঝতে পারল রোয়ানা। তবে হতাশ দেখাচ্ছে না ওকে, বরং হাসল ব্যাংকারের দিকে তাকিয়ে। 'মি. হোল্ডেন, আমার সাথে এসো। প্রমাণ অবশ্যই আছে, খুব সাচ্চা!'

কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না ব্যাংকার। অনড় দাঁড়িয়ে।

'কি হলো? আসুন!' তাড়া দিল রোয়ানা।

কে কার আগে বেরোবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে দর্শকদের মধ্যে। এবার ভূমিকা নিল জেথ। পকেট থেকে হাতকড়া বের করল, বলা যায় মার্শালের দায়িত্ব পালন করছে। ও এগোতে থমকে গেল ব্যাংকার, পিছিয়ে গেল এক পা। জেথ শীতল দৃষ্টিতে তাকাতে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেল। এত কম সাহস নিয়ে সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে লোকটা, ভাবছে জেথ, অবশ্য নিজেকে এরা কখনও ভীরু ভাবে না, একটা জিনিস এদের প্রচুর আছে–আত্মবিশ্বাস। কিন্তু সেটা যখন অতিরিক্ত হয়, অবধারিত পতন ঘটে।

দু'জনকে একই হাতকড়ায় বেঁধে চাবিটা পকেটে ঢোকাল জেথ। ওদেরকে সামনে রেখে এগোল। বাইরে জনতার ভিড়, কিন্তু নিজেরাই ওদেরকে পথ করে দিচ্ছে। জেথের হাতে কোল্ট, কাউকে বিশ্বাস করে না ও। দুই অপরাধীর একটা

করে হাত মুক্ত, বলা তো যায় না ভিড়ের মধ্যে কারও হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিতে পারে।

জেরেমি মিলারের ক্লাউন কোন্ ফাঁকে সটকে পড়েছে টের পায়নি কেউ।

জুলিয়াস হোল্ডেনকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। মাথা নিচু করে হাঁটছে। লজ্জা? হাহ্, এতদিন কোথায় ছিল? ভাবল জেথ। শহরের লোকজন তাদেরকে নিয়ে ইচ্ছেমত মন্তব্য করছে। কয়েকজন তো এখুনি ঝুলিয়ে দেয়ার পক্ষে। আশার কথা সীমা অতিক্রম করছে না কেউ। তবে লোকজন বাড়ার সাথে সাথে হট্টগোলও বাড়ছে। মেয়েরাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। হোয়াইটস্টোনের ইতিহাসে আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আসামীদের নিয়ে ল'অফিসে ঢুকল জেথ।

ডিলান পাশে এসে দাঁড়াল। 'দারুণ দেখিয়েছ হে! দেখেছ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই? উত্তরে তাকাও—উইন্ডমিল পর্যন্ত আর দক্ষিণে গির্জাতক। মনে হয় না এখনও ঘরের ভেতরে বসে আছে কেউ।' হাসছে সেলুন-মালিক, খুশি উপচে পড়ছে তার কণ্ঠে। 'আমার উচিত ছিল তোমার ডেপুটি হওয়া, তাহলে এ মজার অংশীদার হতে পারতাম।'

শহরবাসীরা অফিসে ঢোকার দাবি জানাচ্ছে, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার হুমকি দিচ্ছে কেউ কেউ। দশ মিনিটের চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে রফা করতে বাধ্য হলো জাজ, ওদের মধ্যে দু'জন ভেতরে আসবে এবং সবসময় জানাবে ভেতরে কি হচ্ছে।

আসামীদের নিয়ে সেলের দিকে এগোল জেথ, সাথে রোয়ানা, ডিলান, জারভিস আর জাজ। সেলের ভেতরের লোকটিকে দেখে দারুণ চমকে উঠল ব্যাংকার ও আইনজ্ঞ। ঘা-তে লবণের পানির ছিটা পড়েছে যেন, কুঁচকে গেছে সারা মুখ। ঝুলে পড়েছে কাঁধ, একটু আগের আত্মবিশ্বাসী ভাবটা উধাও হয়ে গেছে।

উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়েছে বাক টার্নারের। রাগে ফুঁসছে সে, থমথমে মুখ হিংস্র দেখাচ্ছে। ব্যাংকারকে যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। 'বেঈমান, মিথ্যুক! তোমাকে মারার আগে মরব না আমি।'

চুপ করে থাকল হোল্ডেন, চোখে-মুখে নিখাদ আতঙ্ক।

ব্যাংকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার প্রস্তাবে এক বাক্যে রাজি হয়ে গিয়েছিল টার্নার, জেথ তাকে শহরে এনে সেলে ঢুকিয়েছে এরপর। আগের মত ভুল আর করেনি, সারারাত ধরে পাহারা দিয়েছে যদিও ক্যারল উইলিয়ামস বা হোল্ডেন ধরেই নিয়েছিল মারা গেছে তস্কর-নেতা। আইনজ্ঞের গুলি তার মাথার চামড়া ছড়ে চলে গেছে। তাড়াহুড়োর কারণে ঠিকমত বেঁধাতে পারেনি উইলিয়ামস। উদ্বেগের মধ্যে ছিল সে, জানত অনুসরণ করছে জেথ। টার্নারকে খুন না করেও উপায় ছিল না, তাই রাতের অভিযান বাদ দেয়নি।

'মি. হোল্ডেন, টার্নার কেমন ভয়ঙ্কর মানুষ জানো তুমি,' তস্করের ব্যাপারে অন্যদেরকে ব্যাখ্যা দেয়ার পর বলল রোয়ানা। 'এ-ও ভাল করে জানো একই

সেলে তোমাকে পেলে কি করতে পারে সে। সবকিছু স্বীকার করবে না ওর সেলে ঢুকবে? অবশ্য রাজি না হলেও কিছু আসবে-যাবে না, কারণ প্রমাণ হিসেবে টার্নার তো আছেই। তোমার বেঈমানির গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলবে ও।'

'ওখানে ঢোকার চেয়ে,' হতাশায় মিইয়ে গেল হোল্ডেনের কণ্ঠ। 'সবকিছু স্বীকার করে জরিমানা দেয়া অনেক ভাল। দয়া করে আমাদের আলাদা সেলে ঢোকাও।'

'অনেকগুলো খুন করিয়েছ তুমি,' অভিযোগ করল রোয়ানা। 'বিশেষ করে গ্রীনের মত একজন ভদ্রলোককে। তাছাড়া...ডরম্যান আর থর্টনকে তুমিই খুন করেছ, তাই না?'

'গ্রীন নিজে পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তোমরা তা দেখেছ। ওই অবস্থায় টার্নারের কিছু করার ছিল না। গ্রীন আমার বন্ধু ছিল, তাকে মারার নির্দেশ আমি দেইনি।'

'বিচার হবে,' ঘোষণা করল জাজ, 'এই আইনজ্ঞ এবং জেরেমি মিলারেরও। হোল্ডেন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব ব্যাপারটা যাতে তোমার জন্যে হালকা হয়।' আন্তরিক শোনাল তার কণ্ঠ।

'ধন্যবাদ,' নিস্তেজ শোনাল ব্যাংকারের গলা। 'তোমাদের সাহায্য না হলেও চলবে।'

'কিন্তু মরতে,' হিংস্র ক্যুগারের মত গর্জে উঠল টার্নার। '...মরতে গেলে আমার সাহায্য তোমার অবশ্যই লাগবে!'

ভিন্ন একটা সেলে তাদের ঢুকিয়ে অফিসে এসে বসল সবাই। স্টোভে কফির পানি চড়িয়ে দিল রোয়ানা।

'ম্যাকলীনের কাছে একটা প্রস্তাব আছে,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল জাজ।

তার দিকে তাকাল জেথ।

'ডীন তো নেই, ওর দায়িত্বটা তুমিই পালন করো না! শহরের কারও আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না। এ মুহূর্তে হোয়াইটস্টোনের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক তুমি। পাঁচ হাজার আর ডাকাতদের ধরার জন্যে রিওয়ার্ডের টাকা তো পাচ্ছই, মার্শাল হিসেবে দেড়শো করে পাবে।'

প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল জেথ।

'তোমার যা ইচ্ছে,' শ্রাগ করল জাজ, উঠে দাঁড়িয়েছে। 'কাল সকালে এসে টাকাটা নিয়ে যেয়ো। ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। আমার মনে হয় তুমি থেকে গেলে আমাদের বন্ধুমহলে ডগলাস গ্রীনের জায়গাটা পূরণ হত।'

জাজের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করছে জেথ, লোকটা তাকে আশাতীত সম্মান দিচ্ছে।

'থাকবে না মানে?' মুখিয়ে উঠল ডিলান। 'এটাই তো ওর বাড়ি। টো-টো করে ঘোরার দিন ওর শেষ! এবার থিতু হওয়ার সময়।'

'কয়েকজন ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থা করছি,' সহাস্যে বলল উইলসন হলেন, ডিলানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। 'কেউ মার্শাল নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত পাহারা দেবে ওরা। ওদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। পারবে না?'

নড করল জেথ।

ডিলান ছাড়া সবাই একে একে বিদায় নিল। জানালা পথে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সেলুন-মালিক, হাতে দুমড়ানো সিগার। ধূমপানের ইচ্ছে হলো জেথের। ডিলানের সামনের চেয়ারে বসে তামাক ও কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। আড়চোখে একবার দেখল তাকে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোন একটা ব্যাপারে ফন্দি আঁটছে।

'নিলামের কি হলো?' জানতে চাইল রোয়ানা।

'কি আর হবে!' জানালা থেকে চোখ না সরিয়ে ঠোঁট উল্টাল সেলুন-মালিক। ভিড় করা লোকজন আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে। 'এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে। টেলিগ্রাফ অফিসে গেছে জারভিস, ভাস্তিজাকে জানাবে আজ রওনা দিচ্ছে না ও। আমি বুঝি না এত টাকা দিয়ে কি করবে বুড়ো ভামটা!' থেমে রোয়ানার দিকে তাকাল। 'আজকের নিলামে শেষ পর্যন্ত দর উঠেছিল পঞ্চাশ হাজার। তুমি ওকে ষাটের অফার দাও, বেটা চলে যাক এখান থেকে!'

ডিলানের হেঁয়ালিতে জেথের হাসি পেল।

'তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে!' এবার জেথের উদ্দেশে বলল সে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ও।

'বুঝতে পারছ না, বোকা হাঁদারাম! কোত্থেকে উড়ে এসে জয় করে নিয়েছ এ তল্লাটের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে। তোমার সাহস আছে বলতে হয়! আমার বয়স আরেকটু কম হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতাম! যাক্‌গে, রোয়ানা, কবে বিয়ে করছ তোমরা?'

রোয়ানার মুখে রক্তিম আভা ছড়াল, সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে।

ভুল বলেছে ডিলান, ভাবল জেথ, মেয়েটাকে জয় করেনি ও। রোয়ানা বরাবর ওরই ছিল, এবার এখানে এসে তা-ই উপলব্ধি করেছে ও।

সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল ডিলান। 'আমাদের বুড়ো খোকাদের কপালটাই খারাপ! যা-ও একটা যৌথ-বৌ পেয়েছিলাম, হারাতে হলো! গুড লাক, জেথ।' দ্রুত বেরিয়ে গেল সে, মিটিমিটি হাসছে।

আনমনে সিগারেট ফুঁকছে জেথ। এ ক'দিনে কম ধকল যায়নি। লম্বা একটা বিশ্রাম দরকার এখন। জাজের ভলান্টিয়ারদের হাতে আসামীদের বুঝিয়ে দিয়ে ওর ছুটি। তারপর সোজা বাথানে গিয়ে গোসল সেরে একটা লম্বা ঘুম দেবে।

রোয়ানার দিকে তাকাল ও, চোখাচোখি হতে ফের রক্তিমাভা ছড়াল মেয়েটার গালে। এগিয়ে এসে পাশের চেয়ারে বসে ওর বাহুতে হাত রাখল। 'নিজেকে আমি সবসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতাম, কারও ওপর নির্ভর করতে মন চাইত না। অথচ এখন তোমার ওপর নির্ভর করতে এত ভাল লাগছে!...জেথ, তুমি না এলে কি যে হত! সবকিছু হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতাম আমরা। বাথানটা বিক্রি করে হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতে হত...' দরজা খোলার শব্দে থেমে গেল ও।

জেরেমি মিলার বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের জন্যে। স্টোর-মালিকের

মুখের প্রায় পুরোটাই ব্যান্ডেজে মোড়া। কাপড় বদলানো হয়নি, গতকালের কাপড়গুলো পরে আছে—ছেঁড়া, কয়েক জায়গায় শুকনো রক্ত লেগে আছে। শীতল চোখজোড়া বিদ্ধ করল জেথকে, টের পেল খুনের নেশায় পেয়েছে লোকটাকে। সারা শরীরে ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি হলো, গুলিয়ে উঠছে পেটের ভেতরটা।

দরজার কবাটের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মিলার। এ শরীর নিয়ে কিভাবে পিকার্ডের হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছে আল্লা মালুম। যে মার খেয়েছে তাতে অন্তত তিনটে দিন বিছানায় পড়ে থাকার কথা।

'জেথ্রো ম্যাকলীন,' অপার্থিব শোনাল তার কণ্ঠ। জড়ানো, ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে গলায়। হাতের রাইফেলের লেভার টানল। 'আমি কথা রাখতে এসেছি। দ্বিতীয়বারে না পারলেও এই বার তোমার লাশ দেখব! প্রথমবার আমি জিতেছি, তারপর তুমি। সমান-সমান। কিন্তু কোন জিনিসই সমান-সমান থাকতে নেই, আমি সেটা পছন্দও করি না। মিস্টার ডাম্ব, তুমি কি বুঝতে পারছ এবারকার খেলায় তোমার ভরাডুবি হতে যাচ্ছে?'

নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হলো জেথের। রাইফেলের নলের দিকে তাকাল, এক চুল নড়েনি। নাহ্, কোন আশা নেই।

'অনেক বাহাদুরি দেখিয়েছ,' বলে চলেছে মিলার। 'কিন্তু আর নয়। তুমিই সব ওলটপালট করে দিয়েছ! হোল্ডেন বা টার্নার যা পারেনি আমি ঠিক তাতেই সফল হব। খুন করব তোমাকে, তারপর এই মেয়েটাকে। দু'জনে হাড়ে হাড়ে টের পাবে আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মজা। উঠে দাঁড়া, শুয়োরের বাচ্চা! ল্যাট সাহেবের মত বসে আছিস কেন?'

দাঁড়াতে দাঁড়াতে ড্র করার কথা ভাবল জেথ, কিন্তু সেটা কেবল মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। জেরেমি মিলার শুধু ট্রিগার টানবে, রাইফেলের নিশানা করতে বা লেভার টানতে হবে না। অথচ ওকে হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে, হ্যামার টেনে নিশানা করার পর...নাহ্, প্রচুর সময়! পিস্তলে হাত দেয়ার আগেই তপ্ত সীসা বিদ্ধ হবে শরীরে। লোকটা কোনক্রমেই অ্যামেচার নয়, নিঃসঙ্কোচে গুলি করবে। তারচেয়ে দেখা যাক মিলার বেচাল হয় কি-না, ভাবল জেথ।

কিছুটা পাশে সরে এল ও।

ওদিকে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে রোয়ানা, নড়তেও যেন ভুলে গেছে। ওর চোখে এখনও বিস্ময়, ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি। জেথের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করল জেথ। ধীরে সরতে শুরু করল ও, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে।

একবার, মাত্র একটা সুযোগ চাই...ভাবছে জেথ। ও কোর্ট মার্শাল হয়ে যাওয়া আসামী নয় যে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খাবে, কিংবা কোন ঘোড়া চোরও নয়। খেয়াল করল রোয়ানা অনেকটা সরে যেতে পেরেছে। দু'জনকে একটা গুলিতে তো মারা যায় না, সুতরাং দুটো গুলি করতে হবে মিলারকে। ওকে গুলি করার পর রোয়ানাকে করবে...বেশ দূরে আছে মেয়েটা...এই ফাঁকে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে যদি ও মারা না যায় তবে একটা সুযোগ আসবে...অন্তত রোয়ানাকে যদি বাঁচানো যায় শয়তানটার হাত থেকে!

'উঁহু, রোয়ানা, পাশে সরার চেষ্টা কোরো না,' টের পেয়ে গেল জেরেমি মিলার। 'ওখানেই থাকো, এক ইঞ্চিও নড়বে না! মিস্টার ডাম্ব, হোল্ডেন বা টার্নারের মত ভুল করি না আমি,' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, চোখ বন্ধ করল। দুর্বল বোধ করছে। 'শত্রু জিইয়ে রাখা পাপেরই নামান্তর। তোমার সব বাহাদুরি খতম!' এক পা এগোল মিলার, ধীরে বদলে যাচ্ছে চোখের চাহনি, আড়চোখে একবার দেখল রোয়ানাকে। তারপর পিশাচের মত হাসল। 'তুমি আমার সবকিছু শেষ করে দিয়েছ, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখি কি করে!'

ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণে এগোচ্ছে জেথের হাত। চোখে মুখে দিশেহারা, অসহায় ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। মিলার দারুণ দুর্বল, নিজেকে ঠিকমত খাড়া রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। জেথের চালাকি ধরতে পারছে না সে। আরেকটু, ভাবল জেথ, তারপরই মোক্ষম সময়! মরার আগে একটা চেষ্টা করবে।

'জেথ্রো ম্যাকলীন, কোমর থেকে হাত সরাও!' আদেশ করল জেরেমি মিলার।

রোয়ানা সবই দেখছিল, জেথকে ব্যর্থ হতে দেখে ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল। চকিতে ওর দিকে ঘুরে গেল মিলারের দৃষ্টি, পরক্ষণে ভুলটা বুঝতে পারল সে এবং গুলি করল।

ডানে ঝাঁপ দিয়েছে জেথ, মাটিতে পড়ার আগেই ট্রিগার টিপল। জীবনে এরচেয়ে দ্রুত ড্র করার চেষ্টা করেনি ও। মিলারের গুলিটা কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেছে। এদিকে ওর বুলেটের ধাক্কায় দরজার ভেজানো পাল্লার ওপর ছিটকে পড়েছে স্টোর-মালিক, জেথের শরীর মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তে তার বুকে লাগল পরের গুলিটা, আগেরটার একটু পাশে। দ্বিতীয়বারের মত ট্রিগার টিপেছিল মিলার, বুলেটটা ছাদ ফুটো করেছে।

গড়িয়ে একপাশে সরে গেল জেথ। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল। জেরেমি মিলার তখন শেষ চেষ্টা করছে, নির্দ্বিধায় তার কপালে একটা বুলেট পাঠাল ও। দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো তৈরি হলো। সেকেন্ড কয়েক বাদে ওটা থেকে রক্ত গড়িয়ে, নাক বেয়ে ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে দিতে শুরু করল। মিলারের নিথর চোখজোড়ায় এখনও প্রতিহিংসার আগুন।

পিস্তলে টোটা ভরে উঠে দাঁড়াল জেথ।

রোয়ানা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। দু'হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। হোলস্টারে কোল্ট ফেরত পাঠিয়ে ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল জেথ। আহ্, কি প্রশান্তি! বুক ভরে বাতাস টেনে নিল ও। ভাবছে, ভাগ্যের জোরে শেষরক্ষা হলো শেষতক।

রোয়ানা ওর বুকে মুখ ঘষছে, কাঁদছে।

দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, মিলারের লাশটা গড়িয়ে কামরার আরও ভেতরে চলে এল। ডিলানকে দেখা গেল দরজায়। পুরো কামরায় চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল সেলুন-মালিক, নিশ্চিন্ত হয়ে হাসল এরপর। 'ঠিক আছে, তোমাদের দু'জনকেই পাহারা দিচ্ছি আমি,' হাতের শটগানটা উঁচিয়ে দেখাল সে। 'কেউ এলে সোজা ভাগিয়ে দেব।'

দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ডিলান।

হেসে উঠে জেথের দিকে ফিরল রোয়ানা, দরজা খোলার শব্দে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, ফের জাপটে ধরল ওকে। 'বোবার নাকি শত্রু থাকে না, কিন্তু তোমার দেখছি শত্রুর অভাব নেই।'

জেথের ইচ্ছে হলো রোয়ানাকে বলে, বোবার বন্ধুও আছে, আছে মনের মানুষ।

***

সেয়ানে সেয়ানে

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

আস্তাবলের সামনে এসে সিগারেট ধরানোর পর জেমস মরগান খেয়াল করল দেয়াশলাইয়ে আর একটি কাঠিও অবশিষ্ট নেই। বিরক্ত হয়ে বাক্সটা প্রধান সড়কের লাগোয়া নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলল ও, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আস্তাবলের দিকে এগোল। সামনের বেঞ্চিতে বসা জোয়ান একটা ছেলে দেখছে ওকে, ছোট ছোট চোখে একরাশ কৌতূহল। জেমস যখন স্যাডল ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, ওর লম্বা সুঠাম শরীর আর উরুতে বাঁধা জোড়া পিস্তলের ওপর আটকে থাকল ছেলেটার চোখ।

ঘোড়ার লাগাম হস্তান্তরের পর তরুণ হসল্যারের ছেড়ে যাওয়া আসনে বসল মরগান। 'ঘণ্টাখানেক পর আসব। ভাল করে যত্ন কোরো,' ছেলেটার উদ্দেশে বলল ও। 'একটা রূপোর ঈগল দেব তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে আশ্বস্ত করল সে। 'অনেক দূর থেকে এসেছ, না?'

'ওয়াইওমিং।'

সিগারেট শেষ করে আস্তাবল ছাড়ল মরগান। শূন্যপ্রায় রাস্তা ধরে দক্ষিণে এগোল। হাতের ডানে একটা সেলুন দেখে রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অগোছাল তবে বারকিপারের আন্তরিক হাসি শেষ পর্যন্ত বেরুতে দিল না ওকে। বারের সামনে উঁচু টুলের সারির একটায় ক্লান্ত দেহ চাপিয়ে হুইস্কির ফরমাশ দিল ও। হুইস্কিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে দেখে নিল সেলুনের ভেতরটা। পাঁচ-ছয়জনের একটা দল আড্ডায় বসেছে এক টেবিলে, নিষ্কর্মা লোক। চেহারা-সুরৎ দেখে বোঝা যায় রকবাজ। দূরে, ও-মাথায় একটা টেবিলে বসেছে দু'জন পাঞ্চার, সামনে হুইস্কির ভরা গ্লাস। নীরব কৌতূহলী চোখে দেখছে ওকে।

'কাজের ধান্ধায় থাকলে কিছু খবর দিতে পারি তোমাকে,' নিচু কণ্ঠে বলল বারকিপ, মরগানের উরুতে ঝোলানো জোড়া পিস্তলের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ চাহনি হানল 'ওগুলো যদি সত্যিই ভাল চালাতে জানো, যথেষ্ট খাতির পাবে এখানে।'

রেঞ্জ ওঅর?'

শেষতক ওরকম হতেও পারে। এখানকার একটা আউটফিট কঠিন কিছু লোক চায়।'

'তাড়া আছে আমার। অনেক দূর যেতে হবে।'

'দু'দিন আগে মারা গেছে আমাদের মার্শাল,' বারকিপারের উৎসাহ কমল না। 'গরু চুরির তদন্তে বেরিয়ে মারা পড়ল বেচারা। এদিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে দুটো বাথান। আইনের বাধা নেই, কে যে কখন কাকে হামলা করে বসে! ইচ্ছে করলে সুযোগটা নিতে পারো। মনে হচ্ছে তোমাকে খাতির করবে ওরা।'

'আগ্রহ পাচ্ছি না, বন্ধু। ধন্যবাদ।' পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে বিল

মেটাল মরগান। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে নড করল বারকিপের উদ্দেশে। প্রত্যুত্তরে শ্রাগ করল লোকটা, ন্যাকড়া দিয়ে বার মোছায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বেরিয়ে এসে ফুটপাথ ধরে দক্ষিণে এগোল মরগান, হাতের ডানে নাপিতের দোকান পেয়ে ঢুকে পড়ল। সোরেলের যত্নের ফাঁকে সময়টা কাজে লাগানো যেতে পারে, ভাবল ও, টানা পথচলায় সবসময় সুযোগ হয়ে ওঠে না। মুখ ক্ষৌরি করিয়ে নিল। গোসল করার পর অনুভব করল ঝরঝরে লাগছে, দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি কেটে গেছে অনেকটাই।

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথে আস্তাবলের দিকে এগোল ও, কয়েকটা বাড়ি পর জেনারেল স্টোরের সামনে একটা চাক ওয়্যাগন চোখে পড়ল। চর্বিসর্বস্ব শরীরের চল্লিশোর্ধ্ব এক বুড়ো কয়েকটা প্যাকেট তুলে রাখছে ওয়্যাগনে।

স্টোরে ঢুকল ও। দৈনন্দিন জিনিসপত্র সাধারণত অনেকগুলো একসাথেই কেনে মরগান। ভবঘুরে মানুষের ক্ষেত্রে যা হয়–ফুরিয়ে গেলেও কেনার সুযোগ সবসময় হয়ে ওঠে না। এক প্যাকেট দেয়াশলাই আর বুলেট কিনে দাম মিটিয়ে দিল।

বেরুনোর সময় পাশ ফিরতে দেখতে পেল মেয়েটাকে, ভেতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আশ্চর্য কমনীয় মুখ, রুক্ষতার কোন চিহ্নই নেই অথচ ত্বকটা রোদপোড়া। দীর্ঘ শরীর আকর্ষণ করবে যে কোন পুরুষকে। ওকেই দেখছিল মেয়েটা, আড়চোখে ওর উরুতে বাঁধা জোড়া পিস্তলের দিকে তাকাল একবার, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দোকানির সাথে কথা বলতে শুরু করল।

স্টোর থেকে বেরিয়ে আস্তাবলে চলে এল মরগান।

'মিস্ বডম্যানের সাথে দেখা হয়েছে, না?' সহাস্যে জানতে চাইল তরুণ হসল্যার, আগের মতই পোর্চে বসে আছে। স্টোরের উল্টোদিকে আস্তাবলের অবস্থান বলে সবকিছু দেখেছে।

কিছু বলল না মরগান, নির্বিকার।

'এখানকার অনেকেই ওর প্রেমে পড়েছে, কেবল ও নিজে কারও প্রেমে পড়ে না।'

'তুমি খুব চালাক।'

'ধন্যবাদ। চলে যাচ্ছ?'

উত্তর না দিয়ে স্যাডল ব্যাগে বুলেট আর দেয়াশলাইয়ের প্যাকেট ঢোকাল মরগান। হসল্যার সোরেলটাকে নিয়ে আসতে স্যাডলে চেপে মূল রাস্তা ধরে দক্ষিণে এগোল। *একেবারে ঠাণ্ডা শহর*, ভাবল ও। রাস্তায় লোকজন কম, সেলুনগুলোও ফাঁকা। আয়তন অনুযায়ী যেরকম হওয়ার কথা, তত লোক বাস করে না এখানে। ক্যাসল টাউনে আগেও এসেছে ও, বছর দুই আগে যেমন দেখেছিল তেমনি আছে শহরটা। খুব একটা বদলায়নি।

রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ দোকানের বেশিরভাগই বন্ধ। কাজ চলছে কিছু দোকানের। একেবারে দক্ষিণে আবাসিক এলাকা। জেনারেল স্টোর, হোটেল, ব্যাংক, ল-অফিস, গির্জা...সবই আছে। ক্যাসল টাউন বড় শহর ঠিকই, কিন্তু এর বড় অসঙ্গতি হচ্ছে দৈন্যদশা।

শহরের ওপাশে মিসৌরি যাওয়ার ট্রেইল, ক্যাল্‌ট্রপ ক্যানিয়নের পশ্চিমে ওল্ডম্যান মাউন্টেন্‌স্‌ হয়ে মিসৌরি নদীর কাছে শেষ হয়েছে। নদীর ওপারে মরগানের আপাত গন্তব্য। অবশ্য তার আগেও থামতে পারে। টেক্সাস থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায় ও, স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলো কাজে লাগিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন শুরু করার ইচ্ছে।

বামে মোড় নিয়েছে রাস্তা, উল্টোদিকে একটা গলি। মোড় ঘুরে চওড়া রাস্তার ওপর চোখ পড়তে বিস্মিত হলো মরগান। স্প'রের আলতো ছোঁয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল সোরেলটা।

পঞ্চাশ গজ দূরে কাত হয়ে পড়ে আছে চাক ওয়্যাগন, একটু আগে জেনারেল স্টোরের সামনে দেখে এসেছে যেটা। ধুলোর ওপর বসে ককাচ্ছে বুড়ো, আর রাস্তার ঠিক মাঝখানে মেয়েটাকে ঘিরে রেখেছে তিনজন। আশ্চর্য কঠোর হয়ে গেছে সুন্দর মুখটা, জেদ আর ক্ষোভে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে–এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল মরগান। কয়েক কদম এগোল সোরেলটা, এখনও ওর উপস্থিতি টের পায়নি কেউ।

'বলেছি তো,' চড়া সুরে বলল মেয়েটি, অধৈর্য দেখাচ্ছে। 'যাব না আমি!'

'যাচ্ছ তুমি, ম্যা'ম,' শরীরের তুলনায় ঘাড় মোটা এমন একজন বলল। পাঞ্চারের পোশাক পরনে, কোমরে সিক্সশ্যূটার।

'টেনিসনকে আমার কথা আগেই বলেছি!' ঝাঁঝ মেয়েটার কণ্ঠে।

'জানতাম জোর করেই নিয়ে যেতে হবে,' দুই কদম এগোল লোকটা।

পিছিয়ে গেল নীলনয়না, আতঙ্কিত। 'তোমরা সবাই কাপুরুষ, তোমাদের বস্‌-ও! একজন মহিলার সাথে জোর করতে বাধছে না তোমাদের?'

খরখর শব্দে হাসল ঘাড়-মোটা। 'কেউ যখন অবাধ্য হয়, তখন তাকে জোর করতেই হয়, ম্যা'ম,' হাত বাড়িয়ে মেয়েটার কব্জি চেপে ধরল সে, কিন্তু ঝাড়া মেরে ছাড়িয়ে নিল নীলনয়না, রুখে দাঁড়াল এবার। দ্রুত হাত চালাল পাঞ্চার, চড়টা গালে পড়তে কাত হয়ে পড়ে গেল মিস্‌ বডম্যান।

'সরে এসো, বাছা!' লোকটা ফের এগোতে নিচু কণ্ঠে নির্দেশ দিল মরগান।

তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে যেন, থমকে দাঁড়াল পাঞ্চার, বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল, কোমরের কাছে চলে গেছে ডান হাত। বিরক্তি আর ভর্ৎসনা দেখা গেল নীল চোখে। 'কোন্‌ নর্দমা থেকে উঠে এসেছ, হাঁদারাম?' রাগে চেঁচাল সে।

'ওয়াইওমিং যদি তাই হয়...'

'তুমি একটা আস্ত বোকা!' মরগানের কথা কেড়ে নিল সে। 'মরার শখ হয়েছে নাকি?'

'লেডির কাছ থেকে সরে এসো সবাই,' ফের বলল ও, নির্লিপ্ত চাহনিতে দেখছে পিস্তলের কাছে চলে গেছে সবার হাত। একটা উপলক্ষ পেলে মুহূর্তে হাতে চলে আসবে, আগুন ঝরাবে।

'সাহস আছে তোমার, স্ট্রেঞ্জার, নাকি মাথায় ঘিলু কম বুঝতে পারছি না,' হালকা সুরে বলল আরেকজন। 'তিনজনের বিরুদ্ধে ডুয়েল লড়ার খায়েশ হয়েছে

দেখছি!' আড়চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে, মুখে চাপা কৌতুকের হাসি। 'দেখেছ, পয়েট, উরুতে আবার জোড়া পিস্তল ঝুলিয়েছে? উঁহুঁ, গায়ে পড়ে জ্ঞান দিতে আসা কোন মাস্টারবাবুকে কখনও পিস্তল ঝোলাতে দেখিনি আমি। তোমরা কখনও দেখেছ?'

সস্তা তামাশায় ভ্রূক্ষেপ করল না মরগান, ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে ওকে। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে লোকগুলোকে। হিসাবে ভুল করছে ওরা। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তিনজনকে, সংখ্যায় বেশি বলে পরোয়া করছে না। মরগানের টান টান হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, চোখের শ্যেনদৃষ্টি কিংবা শীতল নির্বিকার আচরণ মানেই সমূহ বিপদ–কিন্তু কোনটাই ধরতে পারছে না। ভুল করতে যাচ্ছে ওরা, করুণার সাথে ভাবল মরগান। এদের কেউই পিস্তলে চালু নয়, স্রেফ উদ্ধত পাঞ্চার কেবল।

'মাফ চেয়ে চলে যাও, বাছা। পয়েট হয়তো ক্ষমা করতেও পারে!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল দ্বিতীয়জন।

'ওদের সাথে যেতে চাও, ম্যা'ম?' মিস্ বডম্যানের উদ্দেশে জানতে চাইল মরগান।

'না,' স্পষ্ট সুরে বল্‌ল মেয়েটি, উঠে দাঁড়িয়েছে।

'ব্যস, চুকে গেল ব্যাপারটা। নিজের চরকায় তেল দাও তোমরা।'

'পয়েট,' ঘাড়-মোটাকে ডাকল তৃতীয়জন। 'সাহস দেখো ওর, কেমন চালবাজি করছে!'

পিস্তলের গুলিতে উত্তর দিল ঘাড়-মোটা, ঝটিতি অস্ত্র তুলেই গুলি করল মরগানের পেছনে বাড়ির দেয়ালে চল্টা উঠাল গুলিটা, ওদিকে ধুলোর ওপর নিথর পড়ে থাকল তার দেহ। নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে অন্যরা, সঙ্গীর পরিণতি দেখে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছে। কখন অস্ত্র বের করে গুলি করেছে মরগান, টেরই পায়নি কেউ।

'ভাগো সবাই!' বিরক্ত স্বরে বলল মরগান, জানে লড়ার মুরোদ এদের কারও নেই। শুধু শুধু একটা বুলেট খরচ হলো।

তিন মিনিটের মধ্যে সঙ্গীর লাশসহ সরে পড়ল দুই বীরপুরুষ।

বিস্ময় আর ঘটনার আকস্মিকতা সামলে নিতে সময় নিল মেয়েটি। তারপর এগিয়ে এল মরগানের দিকে, মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানাল। ততক্ষণে বুড়োর সাহায্যে চাক ওয়্যাগনটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে মরগান। সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল নীলনয়না, নিজের পরিচয় জানাল–মেলিসা বডম্যান। বুড়ো লোকটা বডম্যানদের কুক, ক্লীভ অ্যালেন।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে নড করল মরগান, তারপর সোরেলের দিকে এগোল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ম্যা'ম।'

'কোথায় যাচ্ছ?' অবাক হয়েছে মেয়েটি।

'মিসৌরি।'

'কি কাণ্ড! আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগও দেবে না?' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল মেলিসা বডম্যান। 'নিদেনপক্ষে একসাথে পান করতে পারি আমরা।

তারপর আমাদের বাথানে যাব...অবশ্য তোমার সময় হলে মি. মরগান।'

ভাবতে হলো ওকে। শেষে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে না তো?

'প্লীজ!' অনুরোধ এল।

দ্বিমত করল না মরগান। সুন্দরী কোন মেয়েকে মুখের ওপর নিরাশ করেনি ও কখনও, মেলিসা বডম্যানের ক্ষেত্রে সাহসও হবে না বোধহয়। অস্বীকার করার উপায় নেই নীলনয়নার কাছাকাছি হওয়ার আগ্রহ জমাট বেঁধে আছে ওর ভেতরে।

যেতে যেতে ওর সম্পর্কে জানতে চাইল মেলিসা, কিন্তু কৌশলে এড়িয়ে গেল মরগান। শহরটা কিভাবে গড়ে ওঠা উচিত ছিল এ নিয়ে আলাপ শেষ করার আগেই একটা সেলুনের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। নিরিবিলি ও পরিচ্ছন্ন পানশালা, ভাল লাগল মরগানের। মেলিসার বিপরীতে বসল ও। ওর জন্যে হুইস্কি আর নিজের জন্যে অরেঞ্জ জুসের ফরমাশ দিল মেয়েটি।

'নিজের প্রসঙ্গ তো এড়িয়েই গেছ, এই ঝামেলাটা সম্পর্কেও জানতে চাওনি তুমি।'

'আমার মত মানুষদের অত কৌতূহল নেই।'

খানিক তাকিয়ে থাকল মেলিসা, তারপর মৃদু হাসল। 'বাথানে যাচ্ছ তো?'

নড করল মরগান, মেয়েটি নিজের কৌতূহল চেপে রাখায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে। ও একটু ভিন্ন ধাতের মানুষ, নিজের সম্পর্কে আলোচনা ওর অপছন্দ। মেলিসা হয়তো তা বুঝতে পেরেছে, কিংবা হতে পারে ভুলও বুঝেছে। নিজের সম্পর্কে যে লোক কিছু জানাতে চায় না, তার জীবনে আপত্তিকর কিছু থাকবেই—এ ধরনের চিন্তা মেয়েটির মাথায় খেলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সেসব ভেবে মাথা ঘামাল না মরগান, ওর সম্পর্কে কে কি মনে করল তা নিয়ে চিন্তা করা ওর ধাতে নেই।

উঠল ওরা। পানীয়ের দাম পরিশোধ করেছে মেলিসা, এ নিয়ে আগ বাড়িয়ে ভদ্রতা দেখাতে যায়নি মরগান। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে। ওয়্যাগনের কাছে এসে সোরেলে চাপল ও। চালকের আসনে বসে অপেক্ষা করছিল ক্লীভ অ্যালেন, তার পাশে উঠে বসল মেলিসা। শহর ছাড়িয়ে পুবের ট্রেইল ধরে এগোল ওয়্যাগন। ইতোমধ্যে বডম্যানদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে মরগান। মেলিসার বাবা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক বুড়ো যে মুক্ত সরল জীবন পছন্দ করে, টেনেসি ছেড়ে তাই এদিকে এসেছে বাপ-বেটি। অল্প সময়ের মধ্যে এখানে মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে। মিসেস বডম্যান মারা গেছে মেলিসার যখন এগারো চলছিল। বলতে গেলে কুকের হাতেই বড় হয়েছে মেলিসা। বাপ-মেয়ে আর ক্লীভ, এ তিনজন মিলে ওদের পরিবার।

বামে মোড় নিয়েছে ট্রেইল, হাতের ডানে মাইল খানেক দূরে ক্যাকটাস হিলের ঝাপসা দেহ। চিরুনির মত খাঁজকাটা চূড়াগুলো চোখে পড়ছে। ধূলিধূসর পথের দু'পাশে অনাবাদী জমি। পাহাড়শ্রেণী পেরিয়ে আসার পর অবশ্য বদলে গেল পরিবেশ। ডানে বিস্তৃত তৃণভূমি চোখে পড়ল, বাতাসে দুলছে বড়বড় ঘাস। বাথানের জন্যে আদর্শ জায়গা। মরগান ভেবে পেল না ওখানে কেন বসতি করেনি কেউ। একপাশে খানিকটা উঁচু জমি, লজপোল পাইনের বিশাল ঝাড়ের সামনেই।

ওখানে র‍্যাঞ্চ-হাউস তৈরি করলে চমৎকার লাগবে। পেছনে ক্যাকটাস হিলের দৈত্যাকার অবয়ব জায়গাটার সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফ্ল্যাগ-বি বাথানে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। বিশাল ফটকের পর বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, শেষে র‍্যাঞ্চ-হাউস। বাথানটা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে বলে অগোছাল লাগছে। অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়া পেলে সেরা হয়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস পাহাড়ের কোলে র‍্যাঞ্চ-হাউসের অবস্থান, দূর থেকে চমৎকার লাগে।

সুদর্শন এক বুড়োকে দেখা গেল পোর্চে, মেলিসার সাথে চেহারায় মিল আছে। কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে মাপছে মরগানকে, ক্ষীণ আগ্রহ প্রকাশ পেল চাহনিতে। ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, প্রথম দর্শনে মনে হলো ওর কাছে।

এরপর দৌড়ে বারান্দায় উপস্থিত হলো ছোট্ট একটা ছেলে। মেলিসাকে দেখে স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ। ছুটে এসে মেলিসার কোলে জায়গা করে নিল। প্রাণবন্ত আর সজীব লাগছে বাচ্চাটাকে। 'দেরি করেছ!' অভিযোগ করল ছেলেটা।

বডম্যান-কন্যা চুমু খেল তাকে। 'দুঃখিত, শ্যন। এরকম হবে না আর।'

'ঠিক তো?'

বাধ্য মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল মেলিসা।

খুশি হয়ে মায়ের কোল ছাড়ল শ্যন, ছুটে ঢুকে গেল ভেতরে।

বারান্দায় উঠে এসে বাপের সামনে দাঁড়াল মেলিসা, সকালে শহরে ঘটে যাওয়া ঘটনা জানাল।

নির্বিকার মুখে শুনে গেল বাথান মালিক। মেলিসা থামার পর আপনমনে হাসল। 'ওর কাছে যাওয়াই ঠিক হত,' শেষে মন্তব্য করল।

'কি বলছ, বাবা! লোকটা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে, আমি কি ফেরারী? ওর লোক আমার গায়ে হাত তুলেছে…' হঠাৎ মরগানের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল মেলিসা। নিজেকে সামলে নিয়ে বাপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল অতিথিকে।

সৌজন্যমূলক আলাপের ক্ষেত্রে যা হয়, বেশিদূর এগোল না। অতিথির মুখে মৃদু অস্বস্তির ছায়া হয়তো দেখে থাকবে মেলিসা, লাঞ্চের প্রসঙ্গ তুলে মরগানকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। 'বাবা তোমাকে পছন্দ করেনি,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল ও। 'কিছু মনে করোনি তো?'

'না। এটাই স্বাভাবিক।'

কি বলতে চেয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল মেয়েটি। শেষে শ্রাগ করে বলল: 'তবু আজকের ঘটনার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমরা।'

পাশাপাশি এগোল মরগান। এসব ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামানো ওর ধাতে নেই। স্বয়ং ওর বাবাও মরগানের বাউণ্ডুলে জীবন পছন্দ করে না, তাই অনেক আগে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। ফেরে খুব কম, তা-ও জন্মদাত্রীর কারণে। শেষবার গিয়েছিল গত বড়দিনে।

একসাথে লাঞ্চ করল ওরা। কফি আসার পরপরই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল

ক্লীভ অ্যালেন। উদ্বেগে কুঁচকে গেছে বুড়োর চোখ-মুখ। মেলিসাকে ডেকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

ঠিক দুই মিনিট পর ফিরে এল মেলিসা। ওর শুকনো মুখ আর উৎকণ্ঠা দেখে প্রমাদ গুণল মরগান। জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো না, জানে নিজ থেকেই বলবে মেয়েটা।

ছেড়ে যাওয়া আসনে বসল মেলিসা। দ্বিধা ওর মুখে। 'এরকম হবে জানলে কিছুতেই এখানে আসতে জোর করতাম না তোমাকে,' ম্লান, অপরাধী কণ্ঠে বলল। 'ওরা আসছে, মি. মরগান···হয়তো জানে এখানেই আছ তুমি।'

কিছুটা বুঝতে পারল মরগান, বাকিটা আন্দাজ করে নিল। মেরুদণ্ডে শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে। কোন কারণ নেই, তবু বিপদের আগে ঠিক ঠিক টের পায় ও। 'আমি চাই না তোমাদের কোন ক্ষতি হোক, ম্যা'ম,' শান্ত, নিষ্কম্প সুরে বলল ও। 'কারা ওরা?'

'আলফ্রেড টেনিসনের লোক, শহরে যারা আক্রমণ করেছিল আমাকে।'

দুই

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মরগান, চোখের পলক পড়ছে না। সেকেন্ড দুই, তিন···পাঁচ। 'ক'জন?' শেষে জানতে চাইল ও। ফের শিহরণ উঠল মেরুদণ্ড বরাবর–*বিপদ!*

'ছয়জন।'

সদ্য ফেলে আসা অতীতে ফিরে গেল সে। *আবার ঝামেলা!* এ জিনিসটাকেই ভয় পেয়েছিল, অথচ শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ল বোধহয়, এবং খুব কম সময়ের মধ্যে। এরকম কিছু হতে পারে আশঙ্কা করেছিল, তবে ধারণা করতে পারেনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পিছু নেবে আলফ্রেড টেনিসন। লোকটা সম্পর্কে ওর অতি স্বচ্ছ ধারণা–ভয়ঙ্কর লোক সে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যে লোক নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলে, এছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না তাকে। আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার, মেলিসা বডম্যান বা ফ্ল্যাগ-বি বাথানের সাথে তার বিরোধ চলছে। এদেরকে বেশ ভোগাবে লোকটা।

আধ-খাওয়া সিগারেট ছাইদানিতে গুঁজে উঠে দাঁড়াল মরগান।

'ইচ্ছে করলে পেছন দিক দিয়ে চলে যেতে পারো তুমি, মি. মরগান,' জানাল মেলিসা, ভয় আর আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে মুখ থেকে। আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধিমত্তার ছটা চোখে। 'এখনও অনেক দূরে আছে ওরা। পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা ট্রেইল আছে, চিনি আমি। এখন রওনা দিলে ওরা পৌঁছানোর আগেই অনেক দূর চলে যেতে পারবে।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' তিক্ত সুরে বলল ও। 'আমার মনে হয় না লড়াই করার জন্যে আসছে ওরা। আমার ইচ্ছেও সেরকম, এখানে লড়তে যাওয়া মানে

তোমাদের ওপর ঝামেলা চাপিয়ে দেওয়া। তাছাড়া আমি কোন অন্যায় করিনি, ডুয়েলটা ফেয়ার ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল বডম্যান-কন্যা। 'তবুও...তোমার বোধহয় ওদেরকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত।'

ক্ষীণ হাসল মরগান। 'পিছিয়ে যাওয়া আমার খুব অপছন্দ, ম্যা'ম।'

'কিন্তু...' বলতে গিয়েও থেমে গেল মেয়েটি, শ্রাগ করে মৃদু হাসল। 'তুমি ভীষণ একরোখা, মি. মরগান।'

দৃঢ় পায়ে এগোল মরগান।

পিছু নিল মেলিসা। সহসা উল্টোদিকের কামরা থেকে বেরিয়ে এল বাড়ির সবচেয়ে ছোট্ট সদস্যটি। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু তার আগেই তাকে কোলে তুলে নিল মেলিসা। 'আমার ঘরে চলে যাও, শ্যন,' ছেলের কপালে চুমো খেয়ে বলল ও। 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানেই থেকো। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'তাড়াতাড়ি এসো। ঘুমোব আমি।'

'আমার শ্যন সোনা, লক্ষ্মী ছেলে! চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' খানিক এগিয়ে অতিথির উদ্দেশে পেছনে তাকাল মেলিসা, বারান্দায় চলে গেছে সে। দ্রুত পা চালাল ও, শ্যনকে পৌঁছে দিয়ে একগাদা খেলনা রাখল সামনে, প্রিয় খেলনাগুলোও—ঘোড়া, হান্টার, ইন্ডিয়ান। মেলিসা চায় না র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে চলে আসুক শ্যন। নিশ্চিন্ত হয়ে বারান্দায় এল ও।

ততক্ষণে অনেকটা কাছে চলে এসেছে টেনিসনের লোকেরা। পোর্চ থেকে বিশ হাত দূরে এসে থামল ওরা। ছয়জন। এদের দু'জনকে সকালে ক্যাসল টাউনে দেখেছে মরগান। যে লোকটা মেলিসাকে চড় মেরেছিল, সে নেই।

দুই কদম এগোল বাদামী রঙের একটা মাসট্যাঙ, মেলিসার চোখে সরাসরি তাকাল এর আরোহী। এতটা শীতল আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মেলিসার মনে হলো লোকটা ওর চোখ ভেদ করে অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, পড়ে নিচ্ছে সব চিন্তা-ভাবনা। ছাইরঙা চোখগুলো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, অনুভব করে শিউরে উঠল ও, অজানা কারণে কেঁপে উঠল সারা শরীর।

লোকটা আলফ্রেড টেনিসন।

মাসট্যাঙের ওপর এমনভাবে বসেছে যাতে একইসাথে আত্মবিশ্বাস আর আভিজাত্য প্রকাশ পায়। একেবারেই সাধারণ বেশভূষা—নীল শার্ট, লেভাইসের প্যান্ট আর চামড়ার চ্যাপস। কাউহ্যান্ডদের সাধারণ হ্যাট তার মাথায়, গলায় সাদা ব্যানডানা। কোমরে কিংবা ঊরুতে হোলস্টার বা পিস্তলের খাপ নেই। হাসছে টেনিসন। তার হাসি প্রাণবন্ত এবং আকৃষ্ট করার মত। খানিকটা বিস্মিত হয়েছে মরগান। ওর চিন্তায়-ধারণায় আলফ্রেড টেনিসনের থাকা উচিত উল্টো সাজে, উল্টো মেজাজে। স্বীকার করতেই হবে ওর বিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে লোকটা। মরগান ভেবে পেল না শত্রু হিসেবে ঠিক কিভাবে নেবে তাকে। বাইরে থেকে একেবারে সাধারণ মানুষ মনে হচ্ছে। হয়তো পুরোটাই ভান, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না ও।

'লিসা,' ভরাট গলায় ডাকল টেনিসন। 'তোমাকে যেতে বলেছিলাম।'

'আমার গায়ে হাত তুলতে বলোনি নিশ্চই?' রুক্ষ স্বরে বলল মেলিসা বডম্যান, অনেকটা সামলে নিয়েছে যদিও কণ্ঠের অস্বস্তি বা মানসিক অস্থিরতা তাতে ঢাকা পড়েনি।

ম্লান হলো না টেনিসনের হাসি। 'হপ্তাখানেক বিছানা ছাড়তে পারবে না ও, চাকুরিও খুইয়েছে,' আড়চোখে মরগানের দিকে তাকাল সে, চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। 'কারণ তোমার গায়ে হাত তুলেছে ও। আমার সম্পদের গায়ে কারও হাত পড়বে তা কিভাবে বরদাস্ত করি? করবও না।'

'কবে হলাম?' বিদ্রূপ করল মেলিসা।

'ভাল করেই জানো তুমি,' একই সুরে জবাব দিল টেনিসন, মেলিসার উত্তরের অপেক্ষা করল না। সরাসরি মরগানের দিকে তাকাল সে এবার, শীতল হয়ে এল ভরাট কণ্ঠ। 'মি. জেমস মরগান, ওয়াইওমিং থেকে এসেছ, যাবে মিসৌরি। আশা করছি আগামীকালের মধ্যে যাত্রা করবে তুমি। আমার এক ক্রুকে খুন করেছ, তবু একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে।'

'এখুনি যেতে হবে, বললে না? শোনো, মিস্টার, সকালের ডুয়েলটা ফেয়ার ছিল,' হাসলেও, লোকটার বলা তথ্যগুলো ভাবাচ্ছে মরগানকে। 'আমার আগেই পিস্তলে হাত দিয়েছিল তোমার লোক।' *খুঁটিনাটি তথ্যগুলো জানল কিভাবে?* নিজের লোক, হসল্যার ছেলেটা...বারকিপ, তিনজনের সাথে আলাপ করে তা সম্ভব। কাজটা সে করেছে সংক্ষিপ্ত সময়ে। বোঝা যাচ্ছে চালু লোক। *নাকি অন্য কোন ব্যাপার?*

'থেকে গেলে অবশ্য ভালই হবে, খেলাটা জমবে।'

কি যেন একটা আছে তার বলার সুরে, নাকি ভুল শুনেছি? কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল মরগান, পরিস্থিতিটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। 'এখানে এসেছ কেন, আমাকে হুমকি দিতে?'

টেনিসনের দৃষ্টি স্থির হলো ওর ওপর, দুর্বোধ্য হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। নীরবে দেখল ওকে, তারপর অলস ভঙ্গিতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল। 'তুমি এসেছ কেন, মরগান?' হেসে পাল্টা জানতে চাইল। 'ঘণ্টা দুয়েক আগে একটা খুন করে এসেছ। এখন গা ঢাকা দেয়াই উচিত তোমার। ডুয়েলটা হয়তো ফেয়ার ছিল, কিন্তু টার্নার, মানে যাকে খুন করলে, ওর বন্ধুরা যদি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে? প্রিয়জন হত্যার বদলা নেয়ার অধিকার সবারই আছে, তাই না?'

'পরামর্শ চাইনি।'

'কিন্তু এটাই আমার শেষ কথা!' ঘোষণা করল টেনিসন, চাপা দম্ভ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'তুমি চলে গেলে অযথা কিছু ঝামেলা এড়াতে পারব আমরা। আমার ধারণা সেরকম ইচ্ছে তোমারও আছে।' এবার মেলিসার দিকে তাকাল সে, খানিকটা কোমল সুরে বলল: 'জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত তোমার।'

'সন্দেহ আছে আমার।'

মনে হলো তর্ক করবে টেনিসন, ক্ষণিকের জন্যে ক্ষোভ দেখা গেল চোখে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসল সে। 'শ্যন কোথায়?'

রক্ত সরে গেল মেলিসা বডম্যানের মুখ থেকে, আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে।

'না! ওর কাছে যেতে পারবে না তুমি!'

'কেন?' হাসছে টেনিসন।

'কোন্ অধিকারে যাবে?'

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সে, ভাবল কিছু একটা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে টুপির কিনারা ছুঁয়ে উইশ করল মেলিসাকে। 'শ্যন আর ওর নানাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।' স্পারের মৃদু খোঁচায় ঘুরল মাসট্যাঙটা, এগোল ফিরতি পথে।

পেছনে সঙ্গীরা অনুসরণ করল তাকে।

মরগান খেয়াল করল চিন্তিত দেখাচ্ছে মেলিসাকে। তাকিয়ে আছে দলটার দিকে, চোখে জেদ। তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল ও। ধারণা করল টেনিসনের সাথে কোন একটা সমস্যায় আছে মেয়েটা। কৌতূহল হলেও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। প্রয়োজন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল দেখায় বোকা আর অলসরা। যথেষ্ট তাড়া আছে ওর, অনেক দূর যেতে হবে।

'নিশ্চয়ই আমার মত ভয় পাওনি তুমি?' ম্লান হাসি দেখা গেল মেলিসার মুখে, কণ্ঠে কৌতুক। 'স্বীকার করছি ওকে সত্যিই ভয় পাই আমি। আলফ্রেড টেনিসন একজন বেপরোয়া লোক,' সপ্রতিভ ভাবটুকু ফিরে এসেছে মেয়েটির চেহারায়, উজ্জ্বল হলো চোখ। বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল। 'এবং খারাপ লোক, অন্তত এখন।'

'আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছে ও। ওটা নেব আমি।'

সোরেলের কাছে এসে দাঁড়াল মেলিসা বডম্যান, চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। 'গুডলাক, মি. মরগান।'

স্যাডলে চেপে ট্রেইলের পথ ধরল মরগান।

আলফ্রেড টেনিসন সাবধানী ও ধূর্ত। ওকে কি এভাবে ছেড়ে দেবে? ভাবছে মরগান, নাকি বুঝে গেছে গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া আছে ওর? এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে যা হয়–কখনও পিছু ছাড়ে না। টেনিসন ঠিক ওরকম না হলেও, লোকটার মধ্যে মরগান এমন কিছু দেখেছে যাতে ওর ধারণা হয়েছে একটা সুযোগ সত্যি পেয়েছে। *আদৌ কি তাই?* হতে পারে ক্যাসল টাউন পেরুনোর আগেই চোরাগোপ্তা হামলায় প্রাণ হারাবে ও, কিংবা হয়তো অযথাই সন্দেহ করছে। আসলে লোকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই ওর, মিনিট পাঁচেকের সাক্ষাতে তা পাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু অবচেতন মন থেকে একটা হামলা আশা করছে মরগান।

এবং তৈরিই আছে ও।

ফ্ল্যাগ-বি বাথানের সীমানা ছাড়িয়ে মাইল চারেক আসার পর রাশ টানল ও। সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল। দৃষ্টি দু'শো গজ দূরের উঁচু উপত্যকায়। যাওয়ার সময়ও জায়গাটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চকিতে মনে হলো মিসৌরি কেন এখানেই থেমে যেতে পারে! সেটা কি উচিত হবে যেখানে রয়েছে আলফ্রেড টেনিসনের মত শত্রু, যে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে শত্রু নিধনে বেরিয়ে পড়ে, তা-ও ক্ষুদ্র কারণে? মরগান কাপুরুষ নয়, ঝামেলা এড়াতে পারে না এটাই হচ্ছে ওর দোষ। গন্তব্যে পৌঁছতে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। এ ক'দিনের

যাত্রায় ক্লান্তি এসেছে, থামার আকুতি আছে ওর ভেতর, তবু উপায় নেই। ক্যাসল টাউন ওর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। মরগানের মাথা-ব্যথা সেখানেই। শান্তিপূর্ণ একটা জায়গায় স্থির হতে চায় ও।

আলতো পায়ে স্পার দাবাল জেমস মরগান। একশো গজের মত এগিয়ে বামের ট্রেইলে নেমে পড়ল ঘোড়াটা। আশপাশে প্রচুর ঘাস আর ছোট ছোট জুনিপার ঝোপ। উপত্যকাটা আরও সামনে। ধীরে, অলস ভঙ্গিতে ওখানে উঠে এল সোরেলটা, কিন্তু সওয়ারীর মধ্যেই আগ্রহ বেশি। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল ও, বুক ভরে টেনে নিল পাইনের সুবাসমাখা বাতাস। চোখ খুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তৃণভূমির দিকে। পুরো জায়গাটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া। দৃষ্টিসীমার একেবারে শেষ প্রান্তে লজপোল পাইনের বন, বাতাসে নাচছে ওগুলোর ছোট ছোট ডাল। ডানে দিগন্তজোড়া ক্যাকটাস হিল।

নিজ থেকে ঘাস ঠেলে এগোচ্ছে ঘোড়াটা।

হঠাৎ মেলিসা বডম্যানকে মনে পড়ল ওর। দারুণ মহিলা। সুন্দরী, মিশুক ও নিরহঙ্কারী। সচরাচর এমন মহিলা দেখা যায় না। শ্যানের বাবা, সৌভাগ্যবান লোকটি কে?

আচমকা সাহসী হয়ে উঠল ও, ভাবছে এখানেই বসতি করবে কি-না…স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলো কাজে লাগিয়ে এ জমিটা কিনতে পারে। তারপর একটা বাথান…স্বপ্ন বটে! নিজেকে ধিক্কার দিল মরগান। একটা বাচ্চা ছেলের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে সে। নিজের মধ্যে দ্বিধা আবিষ্কার করে অবাক হলো। এরকম হবে ভাবাই যায় না, কারণ ওর সারা জীবনে সিদ্ধান্ত নিতে কখনও দেরি হয়নি। যারা ওকে চেনে, জানে ভেবে-চিন্তে এগোয় সে। অথচ এখন ভাবনাগুলো পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলেছে।

তৃণভূমির অনেক গভীরে চলে এসেছে মরগান। ভাবনায় ব্যস্ত ছিল, নইলে ধাতব নলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন ওর মত সাবধানী লোকের চোখ ফাঁকি দিতে পারত না। কানের পাশ দিয়ে কিছু একটা সুর তুলে চলে যাওয়ার মুহূর্তে রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল। এতক্ষণের নীরবতা ওর অন্তস্তল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা নষ্ট হওয়ায় ভেবে পেল না কি করবে, স্থবির বসে থাকল স্যাডলে। কিন্তু সোরেলটা ছুটতে শুরু করেছে–উল্কা বেগে, পাইনের বন বরাবর ছুটছে।

প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও এবার আর হলো না, মরগানের ডান কাঁধে বিঁধল গুলিটা। সবে হুঁশ ফিরেছে ওর তখন, মাথা নিচু করে স্যাডলের সাথে শরীর মিশিয়ে ফেলেছে। গুলির তীব্র ধাক্কায় পেছনে হেলে পড়ল দেহ, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পড়ে গেল স্যাডল থেকে। রেকাবে আটকে রইল ডান পা, ওদিকে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা।

হায় খোদা, প্রান্তরটা যদি ঘাসের না হত, এতক্ষণে দফারফা হয়ে যেত ওর! লোকটা যদি ফের লক্ষ্যভেদ করতে পারে তাহলেই সেরেছে। এবার লাগানো একেবারেই সহজ।

শূন্য প্রান্তরে আরেকবার রাইফেল গর্জে ওঠার আগেই রেকাব থেকে পা মুক্ত করে ঘাসের ওপর শরীর ছেড়ে দিল মরগান। দূরে সরে যাচ্ছে ঘোড়াটা। পিঠে

প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে সত্যি, কিন্তু এ-ও ঠিক আপাতত মুক্ত সে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। লম্বা ঘাসের আড়াল থাকায় ওর অবস্থান আঁচ করতে পারবে না লোকটা। পঞ্চাশ গজের মধ্যে আছে আততায়ী, ধারণা করল মরগান।

বুক ধড়ফড় আর পাগলা নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হতে চারপাশে শব্দ শোনার আশায় ইন্দ্রিয়গুলোকে অবাধ স্বাধীনতা দিল মরগান। ঠায় পড়ে আছে ও, কান খাড়া, চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছে না। বাতাসে ঘাস নড়ার শাঁ শাঁ শব্দ ছাপিয়ে অন্য কিছু কানে এল না। অনেকক্ষণ পর নিশ্চিত হলো এগিয়ে আসছে না কেউ। এ ফুরসতে ক্ষতটার দিকে মনোযোগ দিল। এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে চলে গেছে সীসা, অনবরত রক্ত ঝরছে। মোটামুটি গুরুতর, ভোগাবে কয়েকদিন। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার প্রয়াস পাচ্ছে ও, ভয় হচ্ছে অত্যধিক ব্যথায় না শেষে ছটফট করতে শুরু করে, আর এ সুযোগে ওর অবস্থান জেনে ফেলবে লোকটা।

বাম হাতে হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে পাশে রাখল ও। সময় নিয়ে খুলল শার্টখানা। হাতা ছিঁড়ে, বগলের নিচ দিয়ে কাঁধ বেঁধে ফেলল। তেমন জুতসই হয়নি, তবে একহাতে এরচেয়ে ভাল কিছু সম্ভবও নয়। এটুকু করেই ক্লান্তি লাগছে। কান খাড়া করে পুরো বিশ মিনিট পড়ে থাকল ও। অধৈর্য লাগছে। ক্ষতের যন্ত্রণা বন্ধ হয়নি, মনে হচ্ছে বেড়েই চলেছে। ওদিকে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে প্রতিপক্ষ। পেশাদার লোক, ভাবল মরগান, ঝুঁকি নিয়ে নিজের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে নারাজ। নিজে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে গ্যাড়াকলে ফেলে দিয়েছে ওকে।

ইতোমধ্যে কয়েকবার রাইফেলে আলোর প্রতিফলন চোখে পড়েছে ওর। যে লোক এত সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে, এরকম বোকামি করবে না সে; গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছেই, এবং তা জানে মরগান। লোকটা চায় ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুক ও। সে-ইচ্ছে ওর আছে ঠিকই তবে সময়ে, সুযোগমত বেরুবে। হয়তো মাত্র একবারই গুলি করার সুযোগ পাবে, ওই একবারেই সফল হতে হবে। আশার কথা বাম হাতেও সমান তালে অস্ত্র চালাতে পারে ও, লক্ষ্যভেদেও দারুণ।

ধীরে ধীরে একটা পরিকল্পনা দাঁড় করাল মরগান, সম্ভাবনা বিচার করল—ঝুঁকি বেশি, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না। মত বদলে কাছে চলে আসতে পারে লোকটা। তাহলে কিছুই করার থাকবে না ওর, কাজ সারার জন্যে একটা সীসাই যথেষ্ট।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সোরেলটা। চাপা, নিচু স্বরে শিস দিতে কান খাড়া করল, ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করার পর ছুটতে শুরু করল। শেষবারের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখে নিল মরগান, ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল পুনরায়। ধরেই নিয়েছে ওর পরিকল্পনা আঁচ করে ফেলবে লোকটা। ঘোড়াটা কয়েক হাত দূরে চলে আসতে, ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ও। ছুটতে শুরু করল সোরেলের পাশাপাশি, হাত বাড়িয়ে স্যাডল হর্ন চেপে ধরে এক লাফে উঠে বসল স্যাডলে। পমেল আঁকড়ে ধরে স্যাডলের সাথে মিশিয়ে ফেলল শরীর। এক নাগাড়ে গুলি

করে চলেছে প্রতিপক্ষ, কিন্তু লাগাতে পারছে না। এ অবস্থায় লক্ষ্যভেদ করা সহজও নয়। ওকে বেঁধানোর চেয়ে বরং ঘোড়াটাকে পেড়ে ফেলা অনেক সহজ, কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের হবে না খুব একটা।

অকস্মাৎ রাশ টানল মরগান, গতিপথ বদলে উল্টোদিকে ঘোড়া ছোটাল। হাতে চলে এসেছে কোল্টখানা। পাইন বনের কাছে, উঁচু জায়গাটায় চোখ পড়তে দেখতে পেল আততায়ীকে। রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করছে বিশালদেহী লোকটা। প্রতিপক্ষের মরিয়া অবস্থা আঁচ করতে পেরেছে, বুঝেছে নিজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা–যত কাছে যাবে মরগানের সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে। কাজটা শেষ করার তাগিদে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে।

নিশানা করে গুলি করল মরগান, হ্যামার টানার সময় তীব্র বেগে কিছু একটা আঘাত করল ওর ডান উরুতে। হোঁচট খেয়েছে যেন, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। হাত ফস্কে পড়ে যাচ্ছিল কোল্ট, শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে স্যাডলের সাথে মিশে থাকার চেষ্টা করল। ইতোমধ্যে শত্রুর অনেক কাছে চলে এসেছে।

ফের নিশানা করছে লোকটা।

দূরত্বটুকু হিসাব করে কোমরের কাছ থেকে গুলি করল মরগান। ভেবেছিল ছুটে চলার ঝাঁকুনিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে আগেরটার মত, কিন্তু লোকটাকে টলে উঠতে দেখে খুশি হলো। সোৎসাহে গুলি করল আবার। সটান পেছন দিকে আছাড় খেল বিশালদেহী, হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ল। প্রায় সাথে সাথেই ওকে বিস্মিত করে দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পড়ে গেল আবার। ওঠার চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে শুয়ে থেকে নিশানা করার প্রয়াস পেল। ধীর গতি, হাত চলছে না, এবং প্রয়োজনীয় শক্তিও যেন পাচ্ছে না। ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে মরগান, নির্দ্বিধায় শিকারীর কপাল ফুটো করল। শেষ মুহূর্তে চার চোখ এক হয়ে গিয়েছিল ওদের, অসহায়ত্ব আর বিরক্তি ফুটে উঠেছিল লোকটার চোখে; কিন্তু শুধু করুণাই বোধ করল মরগান।

অজান্তে শিউরে উঠল ওর দেহ। লোকটার শেষ গুলি চুলে সিঁথি কেটে চলে গেছে। স্বীকার করতেই হবে দুর্দান্ত হাত ছিল লোকটির। কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারণে একটা পদক্ষেপই যথেষ্ট। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে ভুল করেছে সে, মাসুল তো দিতেই হবে।

ঢাল বেয়ে উঁচু জায়গাটায় উঠে এল মরগান। লোকটাকে দেখল–কোমরের জোড়া হোলস্টারে বহুল ব্যবহৃত চকচকে বাঁটে সিক্সশ্যূটার। চেহারার আদল চেনা চেনা লাগলেও স্মরণ করতে পারল না ও। হয়তো ভাড়াটে লোক। স্যাডল থেকে নামার ইচ্ছে হলো না ওর, নিশ্চিত জানে কোন চিহ্ন থাকবে না। পেশাদার লোক চিহ্ন রেখে যাওয়ার মত সামান্য ভুল করে না।

একটা গ্রুলা দাঁড়িয়ে ছিল অদূরে। ব্র্যান্ড নেই, এটাই স্বাভাবিক। মরগান যদি আলফ্রেড টেনিসনের হয়ে কাজ করত, নিজের ঘোড়াই ব্যবহার করত। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে, টেনিসনের সাথে ফ্ল্যাগ-বিতে যায়নি এ লোক।

সরে এসে প্রভুর পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল গ্রুলাটা। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে স্খলিত পায়ে লজপোল পাইনের সারির দিকে এগোল এরপর। এ অবসরে

হারিয়ে যাওয়া হ্যাটখানা খুঁজে নিয়েছে মরগান। ঘোড়াটার গন্তব্য নিয়ে তো ভাবছেই না, বরং গ্রুলার মালিকের মৃতদেহও ওর মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। নিজেকে নিয়ে ভাবছে ও। শুশ্রূষা দরকার, ক্যাসল টাউনে যাবে? ওখানে নিশ্চয়ই কোন ডাক্তার আছে। নাকি ফ্ল্যাগ-বি বাথানে যাবে? চিন্তাটা মনে আসায় নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করল। মেলিসা বডম্যানকে আরেকবার বিপদে ফেলার মানে হয় না। তারচেয়ে, শেষে সিদ্ধান্ত নিল, আশপাশে কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে ক্ষতের পরিচর্যা করবে। পারলে এগিয়ে যাবে। চোট দুটো এমন গুরুতর নয় যে ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। তা করলে—শহরে ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে টেনিসন। হয়তো এ হামলার ব্যাপারে কিছুই জানে না সে, তবু ঝুঁকি নিতে রাজি নয় মরগান। কোনরকমে যদি একবার রেডরকে পৌঁছতে পারে, ওর নাগাল পাবে না টেনিসন। বিপজ্জনক ওই খনি শহরে আগ বাড়িয়ে ঝামেলা পাকাতে পারবে না সে, এখানকার মত ক্ষমতা থাকবে না রেডরকে। তাছাড়া লুকিয়ে থাকার জন্যে শহরটা আদর্শ।

স্পার দাবাতে এগোল ঘোড়াটা। সামনে লজপোল পাইনের বন, সারি সারি গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। অস্বস্তি লাগছে ওর, গ্রুলার মালিককে চেনা জরুরী মনে হচ্ছে। কোন একটা ব্যাপার কাঁটার মত বিঁধে আছে মনের গভীরে, ভুলতে পারছে না। ক্ষতস্থানগুলো যন্ত্রণা করছে, বিশেষ করে উরুর চোটটা।

অধৈর্য হয়ে পড়েছে মরগান, অস্থির দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করল। বন পেরিয়ে যেতে হবে, এদিকে আশ্রয় নেয়ার মত জায়গা নেই, যেটা ওর জন্যে পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারে। এগোতে চাইছে না সোরেলটা, আসলে যে-পথ ধরে এগোচ্ছে, আদতে কোন ট্রেইল নয় ওটা। পায়ের নিচে শুকনো পাতা মাড়ানোর মচমচ শব্দ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ঘোড়াটাকে। উঁচু কোন শৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করা সোরেলটার জন্যে এরচেয়ে সহজ কাজ।

লজপোলের সারি শেষে ঘন ঝোপ আর বোল্ডারে ছাওয়া এক জায়গায় উপস্থিত হলো ওরা। সার বেঁধে পড়ে থাকা বোল্ডার পেরুনো সম্ভব নয়, ওগুলোর ফাঁক দিয়ে এগোনোর মত কোন পথও চোখে পড়ছে না। বিরক্তি গ্রাস করল মরগানের সারা শরীর। কপাল আর কাকে বলে! এত পথ আসার পর ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। বাধ্য হয়ে বোল্ডারের সারির পাশ ঘেঁষে এগোতে থাকল ও। নাক ঝেড়ে অস্বস্তি প্রকাশ করল ঘোড়াটা, কিন্তু পাত্তা দিল না মরগান। অবচেতন মনে ক্ষীণ আশা, শিগগিরই একটা আশ্রয় খুঁজে পাবে। কিন্তু এদিকে আরও ঘন হয়েছে বোল্ডারের সারি, পেছনে ক্যাকটাস হিলও এগিয়ে এসেছে। এর মধ্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায়?

মিনিট দশ পর সঙ্কীর্ণ একটা পথ দেখা গেল, বড়জোর একজন ঘোড়সওয়ার পার হতে পারবে। কোন দ্বিধা ছাড়াই এগোল ও, রুক্ষ প্রান্তর ধরে ধীর গতিতে চলছে ঘোড়াটা। খানিক বাদে মরগান লক্ষ করল বোল্ডারের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, পায়ের তলায় গ্র্যানিটের তৈরি পাথুরে জমি। সামনের পাহাড়সারি দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে, মনে আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত হয়তো কোন আশ্রয় খুঁজে

পাবে না। এদিকে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে।

তেষ্টা পাওয়ায় স্যাডলের ওপর পড়ে থাকা ক্যান্টিন তুলে দুই ঢোক পান করল ও। কিছুটা সুস্থির বোধ করছে। ঘোড়াটা দ্রুত এগোচ্ছে এখন, সম্ভবত পানির কোন উৎসের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ঠিক সামনেই ক্যাকটাস হিলের একটা শৈলশ্রেণী, আশপাশে ওঅটর হোল বা ঝর্না থাকা বিচিত্র নয়।

শেষ পর্যন্ত ওর ধারণাই সত্যি হলো। কিভাবে ওখানে পৌঁছল ঠিক বলতে পারবে না, কারণ শেষ দিকে ক্ষতের যন্ত্রণা আর ক্লান্তি এতটাই চরমে পৌঁছেছিল যে হাল ছেড়ে দিয়েছিল মরগান। অবশ্য ঘোড়াটার ওপর বরাবরই আস্থা আছে ওর। মাইলখানেক দূর থেকেও পানির গন্ধ পায় এ প্রাণীটি, হয়তো একসময় বুনো ছিল বলেই।

স্যাডল ছাড়তে কসরৎ করতে হলো ওকে। আসন্ন বিপদ বা ঠিক কোথায় আছে, এ নিয়ে ভাবছে না। অবসন্ন দেহে চলে এল কয়েক ফুট চওড়া স্বচ্ছ পানির প্রবাহের কাছে, হাঁটার সময় খেয়াল করল ডান উরুতে জোর পাচ্ছে না। প্রথমে প্রাণভরে পান করল, তারপর নিজের শুশ্রূষার দিকে মনোযোগ দিল। কোমরের খাপ থেকে বাউই ছুরি বের করে উরুর কাছে কেটে ফেলল প্যান্ট। দগদগে ঘা-র মত দেখাচ্ছে ক্ষতটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভেতরে রয়ে গেছে বুলেট হাড় পর্যন্ত অবশ্য পৌঁছায়নি। সবার আগে সীসাটা বের করা দরকার।

কোন কালেই ভীতু প্রকৃতির লোক ছিল না জেমস মরগান। বুনো এই দেশে টিকে থাকতে অনেক বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে ওকে, দিতে হয়েছে অসীম ধৈর্য আর সহনশক্তির পরীক্ষা। নিজের শরীর থেকে বুলেট বের করতে পারবে না অনেকেই, কিন্তু সে পারবে। মানসিক স্থৈর্যের দিক থেকে এটা কোন ফাস্টগানকে মোকাবিলা করার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে সীসার টুকরোটা বের করার পর ক্লান্ত শরীরে কিছুক্ষণ পড়ে থাকল মরগান। কাজটা করার সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করেছে, কিন্তু মুখ থেকে টুঁ শব্দও বেরোয়নি। হুইস্কি থাকলে ভাল হত, অগত্যা পানি দিয়ে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করল। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার শুরু হয়েছে এখন। ব্যানডানা খুলে পানিতে ধুয়ে উরুর ক্ষতটা বাঁধল ও। চারপাশে নজর বুলাল এরপর, কাছেই পাওয়া গেল গাছটা–ফুলে ছাওয়া ইন্ডিয়ান ঔষধি, ক্লিফ রোজ। এ ধরনের পরিবেশই গাছটার জন্যে অনুকূল। রঙিন ফুলসমেত কয়েকটা ডাল ভেঙে পানির উৎসের কাছে ফিরে এল ও।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই ওর। তবে আঁচ করছে ক্যাকটাস হিলের কোন উপত্যকায় এসে পড়েছে। অবশ্য এ নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছে না, এ মুহূর্তে ওর প্রয়োজন নিরাপদ কোন জায়গায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম, এবং অবশ্যই সবার আগে জখমের শুশ্রূষা।

উরু থেকে ব্যানডানার পট্টি সরিয়ে ফের ক্ষতটা পরিষ্কার করল মরগান, ক্লিফ রোজের ফুল আর কচি পাতা পিষে তার রস লাগাল; কাঁধের ক্ষতেও। ওটা অবশ্য তেমন মারাত্মক নয়, উত্তপ্ত সীসা আঁচড় কেটে যাওয়ার সময় একদলা মাংস তুলে নিয়ে গেছে। দুই জায়গায় ব্যান্ডেজ বেঁধে স্যাডলে চাপল ও। সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলেছে পানির উৎস ধরে উপত্যকার আরও ভেতরে ঢুকে পড়বে। নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেখানে নিশ্চিন্তে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পানিতে পা রাখল ঘোড়াটা। গোড়ালি সমান উঁচু পানির প্রবাহ ভেঙে এগোতে শুরু করল। পানির তলায় শক্ত মাটি থাকায় এগোতে অসুবিধে হচ্ছে না। এতক্ষণ যা-ও বা ট্র্যাক ফেলে এসেছিল, এখন আর তার নাম-গন্ধও থাকবে না, ভাবল মরগান। কেউ অনুসরণ করলেও পানির কাছে এসে দিশেহারা হয়ে পড়বে, এলাকাটা পরিচিত এবং খুব ধুরন্ধর-লোক হলে অবশ্য ভিন্ন কথা–ঠিকই ওর গন্তব্য আঁচ করে নেবে।

উপত্যকার ঢালু জমির ওপর দিয়ে নেমে এসেছে পানির স্রোত। দু'পাশে প্রচুর ঘাস আর ঘন ঝোপের ছড়াছড়ি। কয়েকটা সিডারও রয়েছে। ছোট একটা মেসার পাশ ঘেঁষে পুবে চলে এল মরগান। তিন দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় পৌঁছে যারপর নাই খুশি হলো ও। খোলা আকাশের নিচে এরচেয়ে চমৎকার আশ্রয় আর হতে পারে না। যেন খুব ছোট একটা বক্স ক্যানিয়ন। প্রবেশপথের উল্টোদিকে ক্লিফের গা বেয়ে নেমে গেছে পানির স্রোত। লজপোল পাইনের বন থেকে অন্তত কয়েকশো ফুট ওপরে আছে, ধারণা করল ও। বোল্ডারের সারি পেরুনোর পর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসেছে, ক্লান্তির কারণে খেয়াল করেনি।

শুকনো জুনিপার ঝোপের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল ও, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ মাটির ওপর পড়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করল। উরু আর কাঁধের ক্ষতে নতুন পট্টি বেঁধে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর। বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখেছে রাইফেলটা। সূর্যের আঁচ থেকে রক্ষা পেতে মুখের ওপর হ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে। চেষ্টা করতে হলো না, এমনিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

টানা সাত ঘণ্টা ঘুমাল ও। প্রচণ্ড জ্বরে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকেছে। জেগে উঠে প্রথমে বুঝতে পারল না ঠিক কোথায় আছে। ঘামে চটচট করছে সারা শরীর। চোখ বুজে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর খিদে অনুভূত হতে উঠে বসল। স্যাডল ব্যাগ থেকে শুকনো মাংসের জার্কি আর সেদ্ধ সীম বের করে খাওয়া সেরে নিল। পেট ভরে পানি খেল এরপর। এ জিনিসটার কমতি নেই।

শুয়ে পড়ে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকাল মরগান। সারাদিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ল–মেলিসা বডম্যান, আলফ্রেড টেনিসন···অচেনা আততায়ী···। হিসেব মিলছে না, কোথাও একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। সরাসরি শত্রুতা ঘোষণা করেনি টেনিসন, আবার খুব সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে তা-ও বলা যায় না। এক ধরনের চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করেছে সে, এর মানে কি? লোকটার উদ্ধত আচরণের প্রভাব মেলিসা বডম্যানের ব্যক্তিগত জীবনেও পড়েছে, মেয়েটিকে নিজের সম্পদ বলে দাবি করেছে সে। এতটা সাহস দেখায় কি করে?

অচেনা ওই আততায়ী কিভাবে জানল তৃণভূমিতে যাবে মরগান? কে সে? হতে পারে টেনিসনের ভাড়া করা লোক, কিংবা···নাহ্, কোন কিছুই পরিষ্কার নয়। লোকটার পরিচয় জানতে পারলে হয়তো কিছুটা দিশা পাবে।

মেলিসার ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো ঠিক হয়নি, তাহলে এত কিছু ঘটত না। হয়তো আগামীকালই রেডরকে পৌঁছে যেত ও। অথচ এখন আহত তো হয়েছেই, অনেক ব্যাপারেই অনিশ্চয়তায় ভুগছে। আরও ঝামেলা পোহাতে হবে কি-না খোদা মালুম।

ফের ঘুমিয়ে পড়ল মরগান। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। টের পেল মুখ দিয়ে অনবরত ওর পাঁজরে গুঁতো মারছে সোরেলটা। মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি হলো ওর। ঝট করে উঠে বসে চারপাশে তাকাল–কোথাও কেউ নেই। শ্রবণশক্তিকে পুরো স্বাধীনতা দিতে ঘোড়ার পানি ঠেলে চলার শব্দ কানে এল। চকিতে রাইফেল তুলে নিল ও, লেভার টেনে উপত্যকার প্রবেশপথে নিশানা করল। বেডরোল ছেড়ে চলে এল জুনিপার ঝোপের আড়ালে। ওপাশে চলে গেছে ঘোড়াটা, নিজ দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেছে।

এগিয়ে আসছে ওরা। একাধিক লোক, শব্দ শুনে বুঝতে পারল মরগান। কারা ওরা? আপাতত পরিচয় জানার উপায় নেই, হয়তো কোন বাথানের নিরীহ পাঞ্চার, কিন্তু কু গাইছে ওর মন। আশপাশে মাইলখানেকের মধ্যে কোন বাথান চোখে পড়েনি, তাছাড়া এত উঁচুতে পাঞ্চারদের কোন কাজ থাকার কথা নয়। অবচেতন মনের সতর্ক সঙ্কেত অগ্রাহ্য করতে পারছে না মরগান, কারণ এই জিনিসটিই এর আগে বহুবার সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেছে ওকে।

তিন

পানি ডিঙানোর আওয়াজ জোরাল হচ্ছে ক্রমশ। অনড় পড়ে আছে জেমস মরগান, ভাবছে ক'জন হতে পারে। নিজের অবস্থান যাচাই করল, সন্তোষজনক। উপত্যকায় ঢোকার পর প্রথমে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা বেডরোল আর ক্যান্টিন চোখে পড়বে ওদের, কাছেই নিজ আহারে ব্যস্ত সোরেলটা। অস্বাভাবিক কিছু নেই। শূন্য বেডরোল প্রমাণ করে না এর মালিক হামলার আশঙ্কায় তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে আশপাশে। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে অবশ্য বেডরোলের পাশে রাইফেলটা রেখে আসা যায়, কিন্তু খুব বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। নাজুক অবস্থায় নিজের প্রাণ নিয়ে খেলতে পছন্দ করে না মরগান। কেউই পছন্দ করবে না।

কত দূরে আছে ওরা, শব্দ শুনে আঁচ করার চেষ্টা করল ও। নীরব হয়ে আছে সারা উপত্যকা। মৃদু বাতাস, পানি গড়ানোর শব্দ ছাপিয়েও সোরেলটার ঘাস টানার আওয়াজ পাচ্ছে। কিন্তু এসব স্বাভাবিক। একবার মনে হলো অন্য একটা ঘোড়ার নাক টানার শব্দ পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। প্রতিপক্ষ বোধহয় থেমে পড়েছে। মরগানের ইচ্ছে করছে সামনে উপস্থিত হয়ে চমকে দেয় লোকগুলোকে। কিন্তু সন্দেহটা নিরসন করা দরকার আগে, হয়তো সত্যিই কোন

বাথানের পাঞ্চার ওরা এবং ঘটনাচক্রে এখানে আসছে।

ঘুম ভাঙার পর এই প্রথম শরীর আর ক্ষতগুলোর দিকে নজর দেয়ার প্রয়াস পেল ও। এতক্ষণ অনায়াসে ডান বাহু নাড়াচাড়া করেছে, এ মুহূর্তে রাইফেল ধরে আছে, অথচ ভুলেই গিয়েছিল কাঁধে একটা ক্ষত আছে। বাম হাতে রাইফেল হস্তান্তর করল ও, তারপর ধীরে ধীরে নাড়ল ডান হাত, বিভিন্ন দিকে। ব্যথা পাচ্ছে না তেমন। একদিনেই ভাল কাজ দেখিয়েছে ক্লিফ রোজ। উরুর দিকে নজর দিল এবার। ঠিকমত নড়াচড়া করতে না পারলেও হাঁটতে কিংবা ধীরে দৌড়াতেও পারবে, যদি ছোট ছোট পদক্ষেপ ফেলে। বেডরোল থেকে জুনিপার ঝোপ–দশ গজ দূরত্ব অনায়াসে হেঁটে এসেছে, টেরই পায়নি। অবশ্য অতিরিক্ত উত্তেজনার কারণেও তা হতে পারে।

ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে লোকগুলো, এজন্যেই কোন সাড়া নেই, ভাবল মরগান। এলাকাটা বোধহয় পরিচিত ওদের, তাই নিশ্চিন্তে অনুসরণ করতে পেরেছে ওকে এবং খুব সম্ভব এ জায়গার কথাও জানে। চমকে দিয়ে বাড়তি সুবিধা পাবে জানলেও ওদেরকে খাটো করে দেখছে না মরগান, বরং যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। সংখ্যা নিয়ে খানিকটা ভাবনা অবশ্য রয়ে গেছে। একা ক'জনকে সামাল দেবে? কিন্তু এ-ও ঠিক কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও কাউকে ছেড়ে কথা বলার মানুষ নয় মরগান। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অন্তত দু'একজনকে সাথে না নিয়ে মরবে না।

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হলো ওর চোয়ালের পেশী, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। চকিতে একটা সম্ভাবনা মাথায় আসতে সামনের পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাল, কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। ফেলে আসা পথ স্মরণ করার চেষ্টা করল–পাহাড়ে ওঠার কোন পথ কি দেখেছে? উঁহু, চোখে পড়েনি, তবে অন্য কোন পথে হয়তো ওঠা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সময় একটা সমস্যা। তবু, নিজেকে বোঝাল মরগান, *একটি চোখ সবসময় পাহাড়ের ওপর রেখো।* উপত্যকার প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকবে ওরা, খোলা জায়গায় থাকবে, এ অবস্থায় ওকে কাবু করা সহজ হবে না। পাহাড়ের গায়ে অবস্থান নিতে না পারলে ওর জয়ের সম্ভাবনাই বেশি, যদি না শত্রুপক্ষ সংখ্যায় খুব বেশি হয়।

অগত্যা–অপেক্ষা।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর একসঙ্গে উপত্যকায় ঢুকে পড়ল দু'জন। লম্বা তাগড়া শরীর ওদের, নোংরা কাপড় পরনে। হাতের রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে। চেনার চেষ্টা করল মরগান, হ্যাটের কার্নিসের ছায়ায় ঢেকে আছে কপাল আর চোখ, তাছাড়া রয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শূন্য বেডরোল থেকে জুনিপার ঝোপ হয়ে ওর ওপর স্থির হলো প্রথমজনের দৃষ্টি, মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। কিন্তু পরক্ষণে হাতের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল, গুলি করতে যাচ্ছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা-ও এক লহমায় দূর হয়ে গেল। সম্ভাষণ দূরে থাক, একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি ওরা, নিশ্চিত জানে কি করতে যাচ্ছে। কারও ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হলে সাড়া দিয়ে অনুমতি নিতে হয়–এটাই পশ্চিমের রীতি। তা করেনি ওরা। সুতরাং ও-ইবা দ্বিধা করবে কেন! টিকে থাকার প্রশ্ন এখানে, ন্যায়-অন্যায়ের কোন ব্যাপার নেই।

সামনের লোকটাকে গুলি করে অন্যজনের দিকে মনোযোগ দিল মরগান।
সব মিলিয়ে চারটা গুলি খরচ হলো।

বিতৃষ্ণার সাথে পড়ে থাকা লাশ দুটো দেখল মরগান, তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করার সময় মনোযোগ দিয়ে গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি শুনল। আপাতত প্রথম পর্যায়ের লড়াইয়ে জয়ী হয়েছে ও। সম্ভবত আরও লোক আছে। এবার নতুন ফন্দি আঁটবে ওরা। এ দু'জনের মত উপত্যকায় ঢুকে বেঘোরে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নেবে না। সুতরাং খানিকটা সময় পাওয়া গেল। ধূমপান শেষে ক্ষতের পরিচর্যা করল ও, হাত-মুখ ধুয়ে এরপর খাওয়া সেরে নিল।

আরও লোক আছে, একটু পরই নিশ্চিত হয়ে গেল মরগান, মাঝে মধ্যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এবার বোধহয় সামনের পাহাড় থেকে হামলার চেষ্টা করবে, কিংবা একবারে সহজ কাজটি করতে পারে—উপত্যকা অবরোধ করে রাখলেই হলো। একসময় ওকে বেরিয়ে যেতেই হবে। পানির ঘাটতি নেই, কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে খাবার। সাথে যে পরিমাণ খাবার আছে, খুব বেশি হলে চার-পাঁচ দিন চলবে। এরপর?

অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা জেমস মরগানের দারুণ অপছন্দ। বরাবরই সময় থাকতে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয় ও, এবারও তাই করবে। নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা করেনি এখনও, তবে এ-নিয়ে খুব একটা ভাবছেও না। বরং সময়ে, মাথা থেকে কোন একটা উপায় বেরিয়ে আসবে এ আত্মবিশ্বাস আছে ওর। ঘাড়ের ওপর শরীরের ওই অংশটার ওপর মরগানের আস্থা সবচেয়ে বেশি। প্রখর বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি আর বিচক্ষণতার জন্যেই এখনও বেঁচে আছে ও।

সহসা খুরের শব্দ শোনা যেতে সচকিত হলো মরগান, ভাঁজ দেখা গেল ওর প্রশস্ত কপালে। প্রতিপক্ষের কৌশল বোঝার চেষ্টা করছে। সিক্সশ্যূটার নিয়ে অপেক্ষায় থাকল, কাছাকাছি দূরত্বে রাইফেলের চেয়ে ওগুলোই কাজ দেয় বেশি—সহজে নাড়াচাড়া করা যায়, জরুরী মুহূর্তে নিশানা না করলেও চলে, তাছাড়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

একটু পর নিশ্চিত হলো মরগান। একসঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে ওরা, ইন্ডিয়ান কৌশল। শুরুতে দু'একজন ঘায়েল হলেও ঠিকই সফল হবে বাকিরা। আপনমনে হাসল ও, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। চমক অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। ইন্ডিয়ান এই কৌশলটির সাফল্য নির্ভর করে প্রতিপক্ষকে ভড়কে দিয়ে তার সুযোগ নেয়ার ওপর, কিন্তু এটি কোন কাজে আসবে না যেহেতু তৈরিই আছে মরগান। বাড়তি পিস্তলটা লোড করে পাশে রেখেছে ও, রাইফেল তো আছেই। দু'হাতে উদ্যত দুই পিস্তল নিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আচমকা তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করল তিন অশ্বারূঢ়। পানি ডিঙিয়ে আসছে ওরা, খুরের দাপটে এমনভাবে পানি ছিটকে পড়ছে যেন তিনটে দামাল ছেলে হুটোপুটি খাচ্ছে। সমানে গুলি করছে ওরা। সবার সামনে তাগড়া একটা কালো মাসট্যাঙ। ওটার আরোহীকে প্রথমে গুলি করল মরগান, পেছন দিকে ছিটকে পড়ল সে। ঝুপ করে

পানিতে আছড়ে পড়ল লাশটা। পেছনের ঘোড়াগুলো মাড়িয়ে গেল তার দেহ, আর মাসট্যাঙটা তখনও ছুটছে।

বাম হাতের পিস্তল দিয়ে দ্বিতীয় লোকটাকে পরপর দুটো গুলি করল ও। রাইফেল তুলে নিশানা করছিল লোকটা, মুহূর্তে স্যাডলশূন্য হলো, তার পাঠানো গুলি মরগানের পাঁচ হাত দূর দিয়ে চলে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে চলার ওপর গতিপথ বদল করার প্রয়াস পেল শেষজন, ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে। আরোহীর আচানক প্রয়াসে তাল সামলাতে পারল না ঘোড়াটা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। বিপদ দেখে আগেই লাফ দিয়েছে লোকটা, মাটিতে পড়ার সাথে সাথে হোঁচট খেল। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগাল ফিরতি পথে। পিস্তলের নল দিয়ে ব্যাটার শিরদাঁড়া অনুসরণ করল সেকেন্ড খানেক, শেষে মত বদলে পিস্তল নামিয়ে ফেলল। পলায়নপর কোন শত্রুকে পেছন থেকে গুলি করা ওর ধাতে নেই, যদিও জানে এ লোকটিই হয়তো সুযোগ পেলে ঠিক এভাবেই ওকে খুন করতে দ্বিধা করত না।

সন্তুষ্টচিত্তে পরিস্থিতি আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করল মরগান। প্রতিপক্ষকে ভাল একটা নাড়া দেয়া গেছে। ওকে শিকার করা যে সহজ হবে না, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে লোকগুলো। এখন থেকে বুঝে-শুনে এগোবে, আগে নিশ্চিত হতে চাইবে, পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দেয়ার মত বোকামি আর করবে না। নিজেকে ওদের জায়গায় কল্পনা করল মরগান, এ অবস্থায় কি করত? উপত্যকা অবরোধ করে অপেক্ষায় থাকত।

নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ ভাবল ও, শেষে সাফল্যের সম্ভাবনা বিচার করে মনস্থির করল। ঝুঁকিপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা করতে চাইছে সম্ভব কি-না জানে না, তবে এছাড়া উপায়ও নেই। নিচু সুরে শিস বাজাল ও। ঘাস খাচ্ছিল সোরেলটা, প্রভুর সাড়া পেয়ে কান খাড়া করল প্রথমে, তারপর কাছে চলে এল। ল্যাসো খুলে কোমরের সাথে এক প্রান্ত বাঁধল মরগান, স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে বাঁধল অপর প্রান্ত। জড়িয়ে ধরে আদর করল ঘোড়াটাকে, তারপর পেছনে ক্লিফের কাছে চলে এল। পানির উৎসটি দুই ভাগ হয়ে গেছে এখানে। শুভ্র জলরাশি ক্লিফের খাড়া গা বেয়ে নেমে গেছে কয়েকশো ফুট। ওটা বেয়ে নেমে যেতে হবে ওকে।

ঝুঁকি আছে, কিন্তু উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে থাকার চেয়ে ঢের ভাল। প্রতিপক্ষের চারজন প্রাণ হারিয়েছে ওর কারণে, আর এরা যদি আলফ্রেড টেনিসনের লোক হয় তো পাঁচজন। একবার নাগালের মধ্যে ওকে পেলে শকুনের মত খুবলে খাবে। উপত্যকায় থাকলে সে-পথ সুগম করাই হবে। তারচেয়ে ঝুঁকিটা নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, আধাআধি সম্ভাবনা আছে। ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে, উপত্যকা থেকে চলে যায়নি মৃত লোকগুলোর ঘোড়া, ওগুলোর স্যাডল থেকে ল্যাসো সংগ্রহ করেছে। চারটে মিলে একশো ফুটের মত দাঁড়িয়েছে। অতটুকু পথ নামতে পারলে পরেরটুকু নিয়ে ভাববে। আপাতত শত্রুপক্ষের চোখের আড়ালে থাকতে পারলেই হলো।

সোরেলটার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবছে না মরগান। দুর্গম বৈরী এ দেশে বাহন ও বিশ্বস্ত প্রাণী হিসেবে ঘোড়া অপরিহার্য। অহেতুক ঘোড়ার প্রাণ হরণ

করে না কেউ, সে যত বর্বরই হোক। খুব জোর ঘোড়াটাকে দখল করতে পারে।

'দাঁড়িয়ে থাক্, বাছা,' চাপা স্বরে ঘোড়াটাকে আদেশ করল মরগান। স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা অতিরিক্ত শার্ট বের করে রাইফেল বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দিল। কোমরের ওপর আড়াআড়ি বাঁধল স্যাডল ব্যাগটা। ল্যাসো ধরে নামতে শুরু করল এবার। ক্লিফের দেয়াল বরাবর ঝুলিয়ে দিয়েছে ল্যাসো। নিচে, একেবারে তলায় চলে গেল ওর দৃষ্টি—বোল্ডার আর বুনো ঝোপে ভরা রুক্ষ জায়গা। বোঝা যাচ্ছে এটা একটা গভীর ক্যানিয়ন। তৃণভূমি থেকে বেশ নিচুতে। ক্লিফের গা বেয়ে নেমে যাওয়া পানি জমা হয়েছে এক প্রান্তে, তারপর তীব্র স্রোতের আকারে উত্তরে চলে গেছে। সূর্যের আলো ঠিকমত পৌঁছতে পারেনি বলে ঘোলাটে দেখাচ্ছে পানির স্রোত।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘাম আর ক্লিফের গা থেকে ছলকে পড়া পানিতে ভিজে গেল ওর শরীর। যতটা কঠিন হবে ভেবেছিল তারচেয়ে সহজেই নামতে পারছে। কাঁধের ক্ষতটা না থাকলে দ্রুত নামতে পারত। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মাঝে মধ্যেই ডান কাঁধে টান পড়ছে। দুটো ক্ষতেই যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ব্যান্ডেজ ভিজে থাকায় বুঝতে পারছে না রক্তপাত হচ্ছে কি-না। সোরেলটার ওপর দিয়ে যাচ্ছে সব ধকল, ওর ওজনের পুরোটাই সামলাতে হচ্ছে। কিন্তু একচুল নড়বে না ঘোড়াটা, জানে ও।

পানির স্রোত থেকে কিছুটা ডানে সরে আড়াআড়ি নামতে শুরু করল মরগান। খানিক নিচে চাতালের মত গ্র্যানিটের চাঙড় চোখে পড়তে ওখানে নেমে বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবল। ওই বিশ ফুট নামতে অনেক সময় লাগল, ক্লান্তি আর দুর্বলতার কারণে গতি কমে গেছে।

চাতালে বসে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিল মরগান। ভাল করে জরিপ করল ক্লিফের নেমে যাওয়া শরীর, আশায় আছে কোন ফাটল বা সঙ্কীর্ণ পথের সন্ধান পাবে যেটা ধরে সামনের লজপোল পাইনের উপত্যকায় যেতে পারবে। তাহলে ক্যানিয়ন অবধি নামতে হবে না; অতিরিক্ত কষ্ট থেকে ঘোড়াটাকে মুক্তি দেয়া যাবে, উপরন্তু ল্যাসো শেষ হয়ে যাওয়ার পর অমানুষিক পরিশ্রমও করতে হবে না ওকে। হাত-পা ব্যবহার করে ক্লিফের গা বেয়ে নামতে হবে ভাবতেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ভাগ্যদেবী সহায় হলো মরগানের ওপর। ফুট ত্রিশেক নামার পর সরু উপত্যকাটা চোখে পড়ল, বুনো জুনিপার আর ক্লিফ রোজে ভরাট হয়ে আছে। উপত্যকার অন্য প্রান্তে কি আছে না-ভেবেই শক্ত মাটিতে পা রাখল ও। কোমর থেকে ল্যাসোর বাঁধন খুলে ঝুলিয়ে দিল। লম্বা বিশ্রামের পর ক্লিফ রোজ আর ক্যান্টিনের পানি দিয়ে ক্ষতের পরিচর্যা করল।

ঘন জুনিপার ঝোপ ঠেলে এগোল ও। পায়ের তলায় ঢালু পাথুরে পথ, পা হড়কে গেলে বিপদ হতে পারে। র‍্যাটলের ভয় চিন্তিত করল ওকে, এরকম পরিবেশে ওগুলোর দেখা না পেলে অবাকই হবে। হাতে বাউই ছুরি তুলে নিয়েছে, প্রয়োজনে যাতে ব্যবহার করতে পারে। গুলি করে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এত কষ্ট মাটি হয়ে যাবে।

একটু পর ওর ধারণাই সত্যি হলো। দু'হাত দূরে একসাথে দেখতে পেল দুটো র‍্যাটলকে, ফণা না তুললেও ওর দিকেই মনোযোগ ব্যাটাদের। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল মরগান, ছুরি নিয়ে প্রস্তুত। আরেকটু এগোলে প্রথমটাকে আঘাত করবে। দরকার হলে চোখের পলকে ড্র করবে।

তেমন কিছুর প্রয়োজন অবশ্য পড়ল না। পথ থেকে সরে গেল সাপ দুটো। খানিক অপেক্ষার পর এগোল ও, সতর্ক। র‍্যাটল হচ্ছে কয়োটের মত, বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। হয়তো কোন ঝোপের ফাঁকে ওঁৎ পেতে আছে, কাছে গেলে ছোবল মারবে। পিস্তল হাতে জায়গাটা পেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মরগান। সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়ী ট্রেইল। হাঁটতে শুরু করল ও, ভাবছে বামে গেলে গতকালের মত উপত্যকায় পৌঁছানোর পথটা হয়তো পেয়ে যাবে।

প্রথম যেখানে নালাটা খুঁজে পেয়েছিল, ঘণ্টাখানেক পর ঘুরে-ফিরে সেখানে এসে উপস্থিত হলো ও। অনেক হাঁটায় ক্লান্তি লাগছে, বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখে নিল চারপাশ। যখন নিশ্চিত হলো আশপাশে কেউ নেই, নালার কাছে চলে এসে পানি পান করে ক্যান্টিন ভরে নিল। স্রোত ঠেলে এগোতে শুরু করল এরপর।

হয়তো উপত্যকা অবরোধ করে রেখেছে প্রতিপক্ষ, কিংবা শিকার পালিয়েছে দেখে ফিরে আসছে এখন। তেমন হলে দেখা হয়ে যেতে পারে ওর সাথে। চোখ-কান খোলা রেখে এগোচ্ছে মরগান, সজাগ এবং তৈরি।

দূর থেকে কথা-বার্তার শব্দ শুনতে পেয়ে দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে এগোল এবার। সামনে এক বয়স্ক সিডারের গোড়ায় অ্যাসপেনের ঝাড়। ঘুরে ওটার পেছনে চলে এল মরগান। খোলা জায়গায় চোখ পড়তে উপত্যকার দিকে মুখ করে বসে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পেল। পাঁচজন। কফি তৈরি করে নিশ্চিন্তে গলাধঃকরণ করছে। তাজা কফির সুবাসে তীব্র তেষ্টা পেল ওর, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল আগুনের ওপর বসানো কেতলির দিকে। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে সামিল হয় ওদের সাথে, গল্প করতে করতে কফি পান করে। মনে পড়ল আগের দিন ফ্ল্যাগ-বি বাথানে ক্লীভ অ্যালেনের তৈরি সুস্বাদু কফি পান করার পর লালচে ওই জিনিস আর পেটে পড়েনি। কফির গুঁড়ো এবং কেতলি সাথে ছিল, কিন্তু আগুন জ্বালালে উৎসুক কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে ভেবে তৈরি করেনি।

'আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব?' বিরক্তির সাথে বলল এক তরুণ। 'আমার ধারণা মহা আরামে ঘুমাচ্ছে শালা, আর এদিকে আমরা...'

'যাচ্ছ না কেন?' বাধা দিল পাশের জন, কণ্ঠে শ্লেষ। 'তোমাকে আটকাবে না কেউ, উইলি। কাজটা সারতে পারলে পাঁচশো ডলার তো পাচ্ছই।'

তাহলে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে!

এতদূর থেকেও মরগান দেখতে পেল রক্ত সরে গেছে তরুণের মুখ থেকে। তবে বেশ দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। 'তোমরা সাহায্য করলে ঠিকই পারব,' আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বরং জেদই প্রকাশ পেল তরুণের কণ্ঠে। 'ভাল করেই জানো একা আমার পক্ষে ওকে সামলানো সম্ভব নয়।'

'একবার তো পালিয়ে এসেছ, সাথে আরও দু'জন ছিল তখন।'

'লোকটা একটা পিশাচ!' এবার আতঙ্কিত গলায় বলল উইলি। 'ম্যাট আর পিটকে নিমেষে খুন করে ফেলল! এত দ্রুত কাউকে গুলি করতে দেখিনি আমি। এ লোক বিখ্যাত কেউ না হলে কান কেটে ফেলব।'

'চুপ করে থাকো, উইলি!' চাপা স্বরে ধমকে উঠল আরেকজন। পাঁচ হাত দূরে জুনিপার ঝোপের পাশে বসে আছে লোকটা, রাইফেলের চেম্বার পরিষ্কার করছে। ঠোঁটে চুরুট। চোখ তুলেও তাকায়নি সে, কিন্তু চুপসে গেল তরুণ। মিনমিন করে কি যেন বলে কেতলির দিকে এগোল।

মোক্ষম সময়, ভাবল জেমস মরগান। কফি পান করার লোভ সামলাতে পারছে না। এটা অবশ্য বাড়তি পাওনা। নিঃশব্দে, সবার অগোচরে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। দলটার কাছ থেকে দশ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে উদ্যত সিক্সশ্যুটার। জানে এখানে একটা ডিনামাইট ফাটাতে যাচ্ছে, এবং পাঁচজনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে পাঁচ রকম। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে দো-আঁশলা ছোটখাট লোকটি, দূরে বসে এতক্ষণ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সঙ্গীদের বাদানুবাদ দেখছিল। উইলিও বিপজ্জনক, কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে ড্র করতে পারে। ছোকরার কোমরে জোড়া পিস্তল, চকচকে বাঁট। নিয়মিত অনুশীলন করে বোধহয়। কিন্তু ধৈর্য কম, অসহিষ্ণু পদক্ষেপ আর অস্থিরতায় বোঝা যাচ্ছে এ জিনিসটা এখনও আত্মস্থ করতে পারেনি। পশ্চিমে টিকে থাকার জন্যে প্রথম শর্ত ওটাই।

'মর্নিং, বয়েজ!' বোমা ফাটাল মরগান, মৃদু হাসছে। শিকারীরা এখন শিকার বনে গেছে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে একা, এ অবস্থায় ও নিজেই ধরাশায়ী হয়ে যেতে পারে। আশার কথা, প্রতিপক্ষকে চমকে দেয়ায় বাড়তি একটা সুবিধে পাবে।

লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া চুটিয়ে উপভোগ করছে মরগান। রাইফেল পরিষ্কার করছিল চুরুটঅলা, এতটা চমকে গেছে যে ঠোঁট থেকে চুরুটটা পড়ে গেল। নিঃসাড় হয়ে গেছে দু'হাত, রাইফেল ধরে রাখল শক্ত হাতে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে উইলির চোখজোড়া, বিশ্বাস করতে পারছে না ওর উপস্থিতি। দো-আঁশলা লোকটা—মরগানের ধারণায় পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মানুষ—শুধু চোখ তুলে তাকাল, শীতল কালো চোখে কিংবা মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। মরগান নিশ্চিত হলো সবার আগে সে-ই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, এরপর চুরুটঅলা। উইলির ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না এখন, একেবারে চুপসে গেছে যেন যমের সামনে উপস্থিত।

'বোকার মত কিছু কোরো না কেউ,' একটু পর বলল মরগান। থেমে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার সময় দিল, ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে ওরা। 'উইলি, তোমার হোলস্টারগুলো খালি করো, দূরে অ্যাসপেন ঝোপের ভেতর ফেলবে খেলনা দুটো, যাতে কেউ লাফ দিয়েও নাগাল না পায়। হ্যাঁ, দারুণ দেখিয়েছ!' তরুণ নির্দেশ তামিল করতে বলল ও। 'এবার চুরুটঅলার হাত আর কোমর খালি করো, ওর হাতে বরং চুরুটটা ধরিয়ে দাও।'

একে একে সবাইকে নিরস্ত্র করল উইলি, কাজ শেষে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল।

বিপর্যস্ত অবস্থাটা নেই এখন, তবে ভয় লেগে রয়েছে চোখে।

খানিকটা পিছিয়ে এল মরগান। 'আমার দিকে মুখ করে বসো সবাই, আলাদা হয়ে দু'হাত দূরে দূরে। উইলি, এক মগ কফি দাও আমাকে।' সবাই বসতে সন্তুষ্টির সাথে তাদেরকে দেখল ও, আড়চোখে তাকাল উইলির দিকে। সময় নিয়ে মগে কফি ঢালছে সে, ওর দিকে পিছন ফিরে। পলকের জন্যে তরুণের দিকে তাকাল দো-আঁশলা লোকটা, নির্বিকার মুখে মরগানের দিকে ফিরল এরপর। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার চোখের তারা।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ফেলল মরগান। কফির মগ হাতে ওর আর বন্ধুদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে উইলি। সবাইকে না হলেও দু'জনকে আড়াল করতে পেরেছে। কিছু বলতে গিয়েও চেপে গেল ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ঘাড়ের কাছে চলে যাচ্ছে দো-আঁশলার ডান হাত, লুকানো ছুরি বের করবে নিশ্চয়ই। চুরুটঅলা উঠে দাঁড়ানোর উপক্রম করেছে, হাতে ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার, কোত্থেকে বের করেছে আল্লা মালুম। আর গরম কফি ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছে উইলি ।

দিশেহারা বোধ করল মরগান। বুঝতে পারছে আবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও-শিকারী থেকে শিকার!

চার

কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যখন খুব কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তার ওপর বাঁচা-মরা নির্ভর করে। এ ধরনের মুহূর্তের সাথে পরিচিত জেমস মরগান। অবচেতন মন আর সহজাত প্রবৃত্তি সক্রিয় করল ওকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

নির্দ্বিধায় গুলি করল ও। ফলাফলের দিকে নজর দেয়ার ফুরসৎ নেই, গুলি করার পরপরই ঝাঁপ দিয়েছে। পড়ন্ত অবস্থায়, যখন উইলির শরীরের আড়াল থেকে ডান দিকে সরে এসেছে কেবল, ফের গুলি করল। নিশানা করার সুযোগ পেয়েছিল চুরুটঅলা, মরগানের পাঠানো গুলি ওর কপাল ফুটো করল। গুলির ধাক্কায় দু'হাত দূরে ছিটকে পড়ল শরীরটা। নিথর পড়ে থাকল।

শুয়ে থেকে অন্যদেরকে কাভার করল মরগান। ওর বাম হাতে চলে এসেছে অন্য সিক্সশ্যুটারটা। দো-আঁশলার চোখে কেবলই বিস্ময়। পিঠের ওপর থেকে ছুরি সমেত হাত সরিয়ে আনল সে। অন্যরা যেমন ছিল তেমনি আছে, যদিও ওদের চোখে বিস্ময়ের বদলে আতঙ্ক ভর করেছে এখন।

উইলি, যে তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিল, চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বুলেটটা ওর বুকে বিঁধেছে। যন্ত্রণাকাতর মুখ, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে। একনজর দেখে মরগান বুঝল খুব বেশি হলে কয়েক ঘণ্টা টিকবে। হ্যাঁ, কফির মগ এখনও ওর হাতে ধরা। এবার, ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল মগটা, কাত হয়ে পড়ে যেতে যেটুকু কফি ছিল মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়াল মরগান। টের পেল এটুকুতেই ঘেমে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুস্থির হতে কিছুটা সময় লাগল। তারপর তাকাল লোকগুলোর দিকে, ফ্যাকাসে তিনটা মুখ দেখে বিন্দুমাত্র করুণা হলো না ওর। জানে সুযোগ পেলে এখুনি ওকে খুন করবে এদের যে কেউ। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো সবাই!' শীতল স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'আরেকবার বলব না। তুমি, হলদে শেয়াল,' দো-আঁশলার উদ্দেশে বলল। 'শোয়ার আগে ছুরিটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দাও।'

মরগানের নির্দেশমত দ্রুত উবু হলো লোকগুলো, হাত খালি করল দো-আঁশলা।

কয়েক পা পেছনে সরে এল ও। 'শেয়ালটার দিকে সরে এসো অন্যরা, হ্যাঁ। এবার হলুদ শেয়াল, তোমার হাত দুটো ওদের পিঠে তুলে দাও। তোমরাও ওর পিঠে হাত তুলে দাও। কেউ নড়েছ তো পাছায় গুলি করব। তোমরা জানো ওখানে একটা সীসা ঢুকলে কি হবে, একটা হপ্তা বসতে পারবে না।'

লোকগুলো ওর নির্দেশ তামিল করতে চুরুটঅলার কাছে এল মরগান, ডেরিঞ্জারটা মুঠি থেকে খসিয়ে ক্রীকের দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর উইলির কাছে এল, তরুণকে ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে দেখে হেসে মগটা তুলে নিল ও। কেতলি থেকে কফি ভরে ফিরে এল আগের জায়গায়।

কাছেই ছিল ওদের ঘোড়াগুলো, ল্যাসো সংগ্রহ করে সবচেয়ে কাছের লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল মরগান। 'বাঁধো ওদের,' আয়েশ করে কফিতে চুমুক দিল ও। 'আরও শক্ত করে,' তাগাদা দেয়ার সময় আড়চোখে পড়ে থাকা উইলির দিকে তাকাল। রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে ছেলেটার শরীরের ওপরের অংশ। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু বুক ফুটো হয়ে যাওয়ায় সব বাতাস আর রক্ত বেরিয়ে আসছে। নীল হয়ে গেছে মুখ। বেশি হলে আর কয়েক মিনিট টিকবে।

কফি শেষ করল মরগান। মগ ছুঁড়ে ফেলে মুক্ত লোকটার দিকে এগোল। 'ঘুরে দাঁড়াও!' আদেশ করল ও, লোকটা নির্দেশ তামিল করতে তার কানের পেছনে নামিয়ে আনল পিস্তলের বাঁট। সশব্দে সঙ্গীদের পাশে আছড়ে পড়ল সে। দ্রুত অন্যদের সাথে তাকেও বাঁধল মরগান। কাজ শেষে উইলির কাছে ফিরে এল।

'দয়া করে মেরে ফেলো আমাকে!' থেমে থেমে কথাগুলো উচ্চারণ করল ছেলেটা, চোখে অনুনয়। 'এত কষ্ট...!'

'ধৈর্য ধরো, একটু পর তোমার আশা এমনিতেই পূরণ হবে।'

'হকিন্স খুন করবে তোমাকে!'

এগোচ্ছিল মরগান, ঝট করে ফিরল উইলির দিকে। 'তাতে তোমার লাভটা কি হচ্ছে শুনি?' নিস্পৃহ ভাব দেখালেও মনে মনে স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছে—*হকিন্সটা আবার কে?*

উত্তর দিল না উইলি, আসলে উত্তর দেয়ার ক্ষমতাই হারিয়েছে।

ক্রীক ধরে এগোল ও, ইচ্ছে থাকলেও দ্রুত চলতে পারছে না। ক্লান্তি লাগছে, ধকল তো কম যায়নি। মন থেকে বিপদের আশঙ্কা তাড়াতে পারছে না, এ পাঁচজনের সাথে আরও লোক নেই তা কে বলবে। ভালয় ভালয় এখান থেকে

কেটে পড়তে পারলে খুশি হয় মরগান।

প্রশ্নটা ভাবাচ্ছে ওকে। হকিন্স লোকটা কে? উইলির গলায় এমন কিছু ছিল যে হেলাফেলা করতে পারছে না। নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল ও। কি অলক্ষুণেই না এখানে এসে পড়েছিল! এতক্ষণে অন্তত পঞ্চাশ মাইল সামনে থাকত, যদি না...উঁহুঁ, মেলিসা বডম্যানের সাথে পরিচয় চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা। এমন মেয়ে পশ্চিমে খুব কম আছে। সমস্যাটা ও নিজেই সৃষ্টি করেছে। ট্রেইলের পাশে ওই ঘেসো প্রান্তরে ঢুকে পড়া মোটেও উচিত হয়নি। তাহলে এত কিছু ঘটত না। সহসাই মনে পড়ল নামটা—রডনি অ্যাশ, কুখ্যাত রেঞ্জার। দু'শো মাইল পেছনে অ্যাবিলিনে দেখেছিল তাকে। পিছু নিয়ে এতদূর চলে এসেছে লোকটা, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ঠিকই দেখা হয়ে গেল। যোগাযোগটা দৈবাৎ বলে মানতে পারছে না।

পুরো ব্যাপারটাই ধাঁধার মত লাগছে মরগানের কাছে। মরিয়া হয়ে ওর পিছু নিয়েছে কেন লোকগুলো? টেনিসন লেলিয়ে দিয়েছে? লোকগুলোর ঘোড়ার মার্কা দেখেছে ও, একটার সাথে আরেকটার মিল নেই। তাছাড়া স্রেফ কাউহ্যান্ড মনে হয়নি ওদেরকে। অনেক বন্ধুর, বেআইনী পথে এদের চলাফেরা। কয়েকজন সম্ভবত আউট-লই। টেনিসনের বাথান আউট-লদের আখড়া নাকি? ফ্ল্যাগ-বি বাথানে আসা লোকগুলোর বেশভূষা আর চালচলন মনে করার চেষ্টা করল মরগান। প্রায় সবাই ছিল সাধারণ পাঞ্চার, রাইফেল বা সিক্সশূ্যটারের চেয়ে ল্যাসোই ওদের হাতে যেন বেশি মানায়। দুটো বাথানের মধ্যে রেঞ্জ ওঅর হলে এর কাউহ্যান্ডরাও অংশ নেয়। ওদেরকে দেখে তাই মনে হয়েছে মরগানের।

আরেকটা চিন্তা এল ওর মাথায়, কিন্তু তার ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। হতে পারে ওর স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলোর কথা জেনে গেছে লোকগুলো, কিন্তু সম্ভাবনাটা একেবারে অসম্ভব হলেও উড়িয়ে দিতে পারছে না মরগান। টাকার ব্যাপারটা হয়তো আঁচ করেছিল রডনি অ্যাশ, এবং সেই ফ্রিসকো থেকে ওর পিছু নিয়েছিল। লোকটাকে শেষ দেখেছিল লারেডো হিলে—ক্যাসল টাউন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ছোট্ট এক কাউটাউনে। ওখান থেকে খুব দ্রুতই মরগানকে ধরে ফেলেছে সে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, ঘেসো উপত্যকায় না ঢুকলেও ট্রেইলের কোথাও ঠিকই ওকে অ্যাম্বুশ করত অ্যাশ। উপত্যকায় ঢুকে তার কাজ সহজ করে দিয়েছিল মরগান। এদেরকে টাকার কথা জানিয়েছে অ্যাশ, মানতে নারাজ ও। কারণ রডনি একাই কাজ করতে পছন্দ করে। নিজের প্রাপ্য অংশ অন্যকে ভাগ দেয়ার লোক সে নয়।

তবে?

জানে না মরগান, জানার ইচ্ছেও নেই। নিরাপদে এখান থেকে সরে পড়তে পারলে খুশি ও। যত দ্রুত সম্ভব মিসৌরি পৌঁছানো দরকার।

উপত্যকায় চলে এসেছে ও। ভেতরে ঢুকতে এগিয়ে এল সোরেলটা। কাছে এসে মুখ দিয়ে ওর পেটে খোঁচা মারল, আনন্দ প্রকাশ করছে। দ্রুত কাজে নেমে পড়ল মরগান, ল্যাসো খুলে পেঁচিয়ে স্যাডল হর্নের সাথে ঝোলাল, বেডরোল গুটিয়ে জায়গামত রাখল। রাইফেল হাতে এরপর স্যাডলে চেপে ফিরতি পথ

ধরল। মনে আশঙ্কা হয়তো দেখবে অন্য কেউ মুক্ত করে দিয়েছে লোকগুলোকে, আর সবাই মিলে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

তেমন কিছু অবশ্য ঘটল না। যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনই আছে সব। বাঁধা তিনজন অক্লান্ত চেষ্টা করছে নিজেদের মুক্ত করার, ওর সাড়া পেয়ে তাতে ইস্তফা দিয়ে ঠায় পড়ে থাকল। মনে মনে একচোট হাসল মরগান, বোঝা যাচ্ছে পশ্চাৎদেশে গুলি খাওয়ার ইচ্ছে কারও নেই। উইলির পানে তাকাল ও, তার জন্যে কারও করার কিছু নেই এখন।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সবাই?' একটা সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল ও।

উত্তর এল না, কেউ নড়লও না।

'অ, ঘুমিয়ে পড়েছ তাহলে। বাপু, তোমাদের তিনজনকে জাগানো তো সহজ কাজ নয়। তারচেয়ে পাছায় একটা করে গুলি সেঁধিয়ে দেয়া যাক,' বলে পিস্তলের হ্যামার টানল ও। সাথে সাথেই নড়ে উঠল তিনটে দেহ।

'তোমরা তাহলে জেগেই আছ,' এমনভাবে বলল মরগান যেন খোশ-গল্প করছে। 'যাক, অযথা তিনটে গুলি খরচ করতে হলো না। ধন্যবাদ।' রোল করা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিল ও। 'ঝেড়ে কাশো, ছেলেরা। খোদার কসম, তোমাদেরকে আজই প্রথম দেখলাম! অথচ তোমাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে জনম জনম ধরে আমাদের শত্রুতা। ব্যাপার কি বলো তো, কোন্ সুখে আমার পিছু লাগলে?'

এবারও কোন উত্তর এল না।

'বুঝলাম কথাগুলো তোমাদের কানে ঢুকছে না। কিন্তু এরচেয়ে জোরে বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারচেয়ে,' গুলি করল ও, ডানের লোকটার চুলে সিঁথি কেটে বেরিয়ে গেল তপ্ত সীসা। 'এই যে, তুমি, শুনতে পাচ্ছ?'

'পা-পাচ্ছি। এক্কেবারে পরিষ্কার!' কাঁপা গলায় বলল লোকটা।

'আমার পিছু লাগলে কেন?'

'তুমিই তো আগে হামলা করেছ! গুলির শব্দ পেয়ে এখানে এসেছিলাম আমরা। চিহ্ন দেখে বুঝলাম উপত্যকায় গেছ। ওখানে গিয়ে তোমার তোপের মুখে পড়লাম।'

আরেকটা গুলি করল মরগান। উরুর কাছে ট্রাউজার ফুটো করল এটা। থরথর করে কেঁপে উঠল লোকটার শরীর।

'বদহজম হয়েছে তোমার, তাই বাজে বকছ। শোনো, এটাই শেষ সুযোগ, পরেরবার ঠিক মেরুদণ্ডে গুলি করব। সারা জীবন বিছানায় পড়ে থাকার ইচ্ছে থাকলে আবারও মিথ্যে বলতে পারো।'

'ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো!'

প্রমাদ গুণল মরগান। 'তোমাদের ব্যাপারটা কি? একসাথে এতজনই বা কেন?'

'হায় খোদা, এ লোকটা জানে না অথচ একটা রেঞ্জ ওঅরের মধ্যে নাক গলিয়েছে!'

এবার মরগানের চমকে যাওয়ার পালা। 'পেট খালি করো, স্ট্রেঞ্জার।'

'এটা ম্যাকলয়ারীদের বাথানের অংশ, পাশের এলাকার দখল নিয়ে টেনিসনের সাথে লড়াই চলছে ওদের। তুমি তো টেনিসনেরই লোক।'

'ম্যাকলয়ারীদের মার্কা কি?'

'সার্কেল-এম।'

'তোমরা ওই মার্কা ব্যবহার করছ না।'

'আমরা ভাড়াটে। নিজেদের ঘোড়া ব্যবহার করছি।'

সন্তুষ্ট হতে পারছে না মরগান। 'আমাকে টেনিসনের লোক মনে করেছ কেন?'

'গতকাল বিকেলে দলবল নিয়ে শহরে গিয়েছিল টেনিসন। ম্যাকলয়ারীদের এক ভাইকে পিটিয়েছে সে। আর হুমকি দিয়েছে দেশছাড়া করবে ওদেরকে। ফেরার পথে সার্কেল-এমের দুই কাউহ্যান্ডকে গুলি করে মেরেছে ওর ক্রুরা। টেনিসনের দলবল আক্রমণ করতে পারে ভেবে এদিকে অপেক্ষা করছিলাম আমরা।'

বিরক্তি বোধ করছে মরগান, খাপে খাপে মিলছে না কিছুই। হতে পারে…। মনের গভীরে পাগলাঘণ্টী বাজছে, এখান থেকে সরে পড়ার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে। 'হকিন্স কে?' ফের জানতে চাইল ও।

'চিনি না ওকে।'

'আমার ধৈর্য কিন্তু কম, মেজাজও খারাপ হয়ে আছে।'

'খোদার কসম, ওই নামে কাউকে চিনি না!'

'হলদে শেয়াল, তুমি চেনো?'

'না!' একগুঁয়ে সুরে জবাব দিল লোকটা।

মরগানের একবার ইচ্ছে হলো গুলি করে লোকটাকে, কিন্তু তাতে অযথাই রক্তক্ষয় হবে। কিছু জানলেও সহজে বলবে না এ লোক। যথেষ্ট সময় পেলে হয়তো সত্যটা বের করা সম্ভব, কিন্তু তা নেই এখন। দক্ষিণে বনভূমির দিক থেকে খুরের আবছা শব্দ কানে আসছে, নিশ্চিত হতে কান পাতল ও। যা ভয় পেয়েছিল, হয়তো এদেরই সঙ্গী হবে। মনে হচ্ছে কয়েকজন।

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে স্যাডলে চেপে উত্তরে ঘোড়া ছোটাল ও। কোন ট্রেইল ছাড়াই, ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক গলে ছুটল সোরেলটা। পুরো একটা দিন পর ছুটতে পেরে যেন পাখা গজিয়েছে। বারবার গতি বাড়াতে চাইছে, কিন্তু লাগাম টেনে মাঝে মধ্যেই গতি কমাল ও। ঝোপের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে প্রায়ই এদিক-ওদিক সরে যেতে হচ্ছে। একটু পর কিছুটা ডানে সরে এসে লজপোল পাইনের বনে ঢুকে ইচ্ছেমত ছুটতে দিল ঘোড়াটাকে। সামনেই ক্যাসল টাউনের ট্রেইল পড়বে।

কয়েক মিনিট পর শেষ হয়ে গেল পাইনের বন। ক্রমশ ঢালু জমির শুরু হয়েছে। শহরের ট্রেইলে উঠে আসার পর খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। থেমে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল ও, আড়াআড়ি পশ্চিমে এগোচ্ছে কয়েক ঘোড়সওয়ার। ওর আগেই ক্যাসল টাউন থেকে মিসৌরি যাওয়ার ট্রেইলে পৌঁছে যাবে। সম্ভবত উপত্যকার লোকগুলোও যোগ দিয়েছে এদের সাথে, ভাবল

মরগান, হাতের নাগালের মধ্যে ওকে পেলে খুন করতে দ্বিধা করবে না এরা।

উল্টোদিকে যেতে পারে, ভাবছে মরগান···ফ্ল্যাগ-বি বাথানে। চিন্তাটা মাথায় আসতে কষে নিজেকে গাল দিল। ওকে পেয়ে বসেছে মেলিসা বডম্যান, ঘুরে ফিরে তার কথাই মনে পড়ছে। ওখানে যাওয়া মানে ওদেরকেও বিপদে ফেলা। সে-অধিকার নেই ওর। সবচেয়ে বড় কথা, তিক্ত মনে ভাবল মরগান, নিজের লড়াই নিজেই করতে অভ্যস্ত ও।

দ্রুত এগোচ্ছে ঘোড়াটা। ক্যাসল টাউনে পৌঁছতে সময় লাগবে। ট্রেইলটা যেহেতু ঘুরপথের, এছাড়া উপায়ও নেই। হয়তো আজকের রাতটা শহরে কাটাতে হবে, বিতৃষ্ণার সাথে ভাবল ও, কিংবা ফিরতি পথে পঞ্চাশ মাইল পিছিয়ে মিসৌরি যাওয়ার অন্য ট্রেইল ধরতে হবে।

মরগান যখন শহরে পৌঁছল, দুপুর পেরিয়ে গেছে তখন। রাস্তায় লোকজন কম, গনগনে সূর্যের নিচে অযথা সিদ্ধ হতে কে চায়! খুরের দাপটে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তার ধুলো উড়ছে। হাঁটার গতিতে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। প্রথম যে আস্তাবল চোখে পড়ল, ঢুকে পড়ল ও। টুলে বসে ঢুলছিল বুড়ো হসল্যার, ওকে দেখে চোখ মেলে তাকাল।

'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার!'

মৃদু নড করল মরগান। স্যাডল ছেড়ে লোকটার হাতে ঘোড়া হস্তান্তর করল। 'স্যাডল ছাড়িয়ো না,' অনুরোধ করল ও, রাস্তায় থিতিয়ে আসা ধুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বুড়োর দিকে তাকাল, দেখল নির্বিকার মুখে ওর অদ্ভুত নির্দেশ শুনল লোকটা। 'রাতে এখানেই থাকব,' জানাল মরগান।

'সেজন্যে বাড়তি এক ডলার দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মরগান। হসল্যার ঘোড়াটাকে ভেতরে নিয়ে যেতে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। ক্লান্তি লাগছে, তবে চেষ্টা করছে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে। কারও মনোযোগ কাড়ার ইচ্ছে নেই। পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে ডানে একটা ক্যাফে চোখে পড়ল। খাওয়ার ব্যাপারে ভাল-মন্দের বাছ-বিচার করে না মরগান, এখন সে-সময়ও নেই। কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

দুটো কামরা নিয়ে ক্যাফেটা। বাইরের দিকে বড় ডাইনিংরুম, ভেতরে কিচেন। ডাইনিংরুমটা সাজানো-গোছানো। প্রায় খালিই, দু'জন খদ্দের খাওয়ায় ব্যস্ত। বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে খালি একটা টেবিল দখল করল মরগান। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসল যাতে রাস্তা আর জানালার ওপর চোখ রাখতে পারে।

কিচেন থেকে মাঝবয়সী এক মহিলা বেরিয়ে এল। হ্যাট খুলে তাকে বাউ করল মরগান।

'কি দেব তোমাকে?'

'তোমার ইচ্ছেমত দাও, ম্যা'ম। তবে আগেই জানিয়ে রাখি বেশি টাকা নেই আমার পকেটে।'

'সীম, সুপ, রুটি, মাংস আর কফি। চলবে?'

'ধন্যবাদ। ওগুলোই গত কয়েকদিন পাইনি।'

মিনিট তিন পর খাবার নিয়ে এল এক তরুণী। মহিলার নকল বলা যেতে

পারে। খুব বেশি হলে বিশ হবে এর বয়েস, ধারণা করল ও। খাবার ভর্তি ট্রে টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল মেয়েটা।

খাবার দেখার পর খিদে চাগিয়ে উঠল মরগানের। মনে পড়ল সকালে শুধু শুকনো জার্কি আর সীম পেটে পড়েছিল। দ্রুত খাওয়া শেষ করল ও। খাবারটা ভাল, রান্না চমৎকার। 'কত হলো, ম্যা'ম?' বিল দেয়ার সময় জানতে চাইল ও।

'দুই ডলার পনেরো সেন্ট।'

বেশ সস্তা, ভাবল ও। পাঁচ ডলারের একটা নোট এগিয়ে দিল মহিলার দিকে। তারপর দরজার দিকে এগোল।

'মিস্টার, তোমার টাকা?' পেছন থেকে ডাকল মহিলা।

ঘুরে হাসল ও। 'খাবারটা ভাল, ম্যা'ম, পছন্দ হয়েছে আমার। রাতে আবার আসব। আগাম বিল হিসেবে রেখে দাও।'

বেরিয়ে এসে, পোর্চে দাঁড়িয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নিল মরগান, চিন্তিত হওয়ার মত কিছু নেই। ধৈর্য ধরার পক্ষপাতি ও, দেখতে চায় ওর খোঁজে সার্কেল-এমের রাইডাররা শহরে আসে নাকি ট্রেইলে অপেক্ষা করবে। এ ফাঁকে বিশ্রাম হয়ে যাবে। অবশ্য মিসৌরি পৌঁছানোর তাড়া ওর ঠিকই আছে। নিশ্চিত জানে শহর থেকে বেরুলে শত্রুপক্ষের সামনে পড়তে হবে। আগে শরীরটা ঝরঝরে হোক, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

সিগারেট ধরিয়ে দিগন্তের শেষ সীমানায় ফুটে ওঠা ক্যাকটাস হিলের আবছা অবয়বের দিকে তাকাল ও। একেবারে ডান দিকে, পশ্চিমে মালভূমির আকারে শেষ হয়েছে ওটা। ওদিকেই মিসৌরি যাওয়ার ট্রেইল। মরগান নিশ্চিত জানে ওখানে ওঁৎ পেতে আছে প্রতিপক্ষ। অপেক্ষা করছে কখন বেরিয়ে আসবে ও। থাকুক ওরা। আজকের দিনটি এখানে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেবে সে।

আগের মতই টুলে বসে আছে হসল্যার। 'দোতলায় চলে যাও,' ওকে দেখে বলল। 'ডান দিকে কাঠের সিঁড়ি আছে। ভাড়া আগাম দিতে হবে।'

মরগানের ছুঁড়ে দেওয়া রূপোর ঈগল দুটো লুফে নিল বুড়ো।

'কিছু খবর দরকার আমার।'

'তুমি নিজেই তো একটা খবর।'

খানিকটা বিস্মিত হলো ও, *কতটুকু জানে লোকটা?* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল বুড়োকে, কিন্তু নির্বিকার দেখাচ্ছে তাকে। নীল চোখের গভীর চাহনিতে এমনকি স্বাভাবিক কৌতূহলও নেই। চাপা স্বভাবের মানুষ, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও, হসল্যারের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে বোধহয়। পরে এ নিয়ে আলাপ করবে ভেবে সিঁড়ির দিকে এগোল। আপাতত নিরবিচ্ছিন্ন একটা ঘুম চাই ওর।

খড়ের বিছানায় আড়মোড়া ভাঙল জেমস মরগান, আলসেমি লাগছে। চোখ বুজে আরও কয়েক মিনিট পড়ে থাকল। শেষে বিছানা ছেড়ে মাথার নিচ থেকে স্যাডল ব্যাগ তুলে নিল। এটা কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার, ভাবল ও। ব্যাগ খুলে ফিল্ড গ্লাস বের করে পকেটে ভরল।

খড়ের গাদার পাশে গরাদহীন একটা জানালা আছে। মেঝের কাঠ দেয়াল

ছাড়িয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে কিছুটা। জানালা দিয়ে নিচু হয়ে কাঠের প্রান্তে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখল মরগান। ইচ্ছে করলে যে কোন সময় আস্তাবলের পেছনে গেলে তুলে নিতে পারবে। আরেকটি সুবিধা, কেউ যদি এটার খোঁজে খড়ের গাদায় তল্লাশি চালায়, পাবে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নেমে এল ও। হসল্যারকে কোথাও দেখতে না পেয়ে পেছনে স্টলের সারির কাছে চলে এল, একটা স্টলে দেখতে পেল সোরেলটাকে। ওর সাড়া পেয়ে বিজাতীয় একটা শব্দ করল ঘোড়াটা। কাছে গিয়ে ওটার কেশরে হাত বুলাল মরগান, পিঠ চাপড়ে দিল।

এককোণে বড়সড় পাত্রে পানি রাখা। পাশে টিউবওয়েল। লণ্ঠনের আলো ওখানে কমই পৌঁছেছে, তবে কাজ সারতে অসুবিধা হলো না ওর। হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল ও। রাতের আঁধার তখন ভালভাবেই জাঁকিয়ে বসেছে ক্যাসল টাউনে, সেলুন আর ড্যান্স হল থেকে হৈ-হল্লা, বাদ্যের শব্দ কানে আসছে। সিগারেট রোল করার ফাঁকে আশপাশে নজর বুলাল মরগান। রাস্তায় লোকজন কম। চল্লিশ গজ দূরের একটা সেলুনে গুলির শব্দ হলো, তারপর ভাঙচুরের আওয়াজ। একটু পর ব্যাটউইং দরজা ঠেলে পোর্চের ওপর আছড়ে পড়ল একটা দেহ। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, অকথ্য খিস্তি করে সটকে পড়ল পাশের গলির ভেতর।

পেছনে হসল্যারের পায়ের শব্দ পেল ও, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। 'তোমাদের শহরটা দেখছি সন্ধের পরপরই গরম হয়ে ওঠে,' হালকা সুরে মন্তব্য করল মরগান।

'সুযোগ পেয়েছে ওরা। ল-অফিসটা এ মুহূর্তে খালি পড়ে আছে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল হসল্যার।

'এসব ঘটনা সামাল দেয়ার লোক নেই?'

'আপাতত নেই। মার্শালের কাজটা নেয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'এ কাজে ঝামেলা বেশি,' পোর্চ ছেড়ে নেমে উত্তরে এগোল ও। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটল কিছুক্ষণ, খিদে বাড়াচ্ছে। একেবারে উত্তরে গির্জার কাছে চলে এল একসময়। ঘর-বাড়ি কম এদিকে। যা-ও বা কয়েকটা আছে, ভেতরে জ্বালানো আলোর খুব কমই রাস্তায় এসে পড়েছে। সুবিধাই হলো মরগানের, দূর থেকে ওকে শনাক্ত করতে পারবে না কেউ। গির্জার লাগোয়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল, একেবারে ঘণ্টার কাছাকাছি। ঘণ্টা-ঘরটা ছোট, চারটা খিলানের ওপর ছাত, বড়সড় ঘণ্টা ঝুলছে মাঝখানে। একটা খিলানে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। ফিল্ড গ্লাস চলে এসেছে হাতে। চোখে ঠেকাতে ক্যাকটাস হিলের পশ্চিম প্রান্ত আর মিসৌরি যাওয়ার ট্রেইল স্পষ্ট চোখে পড়ল।

যা খুঁজছিল, পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। নিজেদেরকে গোপন করার কোন চেষ্টাই করেনি ওরা। ট্রেইলের দু'পাশে দু'জন করে অবস্থান নিয়েছে। ঝোপের আড়ালে বসে অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে একজন। শুয়ে আছে অন্যরা। একটু দূরে বিশ্রাম নিচ্ছে ঘোড়াগুলো, তবে ছোটার জন্যে তৈরি।

এবার উল্টোদিকে চলে এল মরগান। যে ট্রেইল ধরে গতকাল ক্যাসল টাউনে

এসেছিল, তার ওপর নজর বুলাল। অনেকক্ষণ ধরে চোখ রেখেও কিছু দেখতে পেল না। তবে ও নিশ্চিত এদিকেও আছে কয়েকজন, আড়ালে থাকায় চোখে পড়ছে না।

ফ্ল্যাগ-বি বাথানের ট্রেইলটাও বাদ দিল না। ক্যাকটাস হিলের পাশে, লজপোল পাইনের বনেও দু'জন আছে। শক্ত আর অটুট একটা জাল পাতা হয়েছে, বেরিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। লোকগুলো চাইছে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক ও, তাতে সহজ হয়ে যায় ওদের কাজ। সম্ভবত শহরে এসে কিছু করার সাহস ওদের নেই, যদিও সেটাই সহজ হত। তবে বেরিয়ে সে যাবেই। তার আগে অপেক্ষা করে দেখা যাক ক্লান্তি আর বিরক্তির শিকার হয় কি-না ওরা। সে-সুযোগই নেবে ও। *ওরা জানে না কার পিছু লেগেছে!*

চিন্তিত মনে পাই-হাউসের দিকে এগোল মরগান। দূর থেকে ভেতরে ভিড় দেখে মত বদলে ফিরতি পথে এগোল। সেলুনে ঢুকে গলা ভেজাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কোন সেলুন কিংবা পাই-হাউসের মত জমজমাট যে কোন ক্যাফে ওর জন্যে বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠতে পারে। সার্কেল-এম রাইডারদের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। নিজের চেহারা যত কম দেখানো যায় তত মঙ্গল।

ডানের গলিতে ঢুকে পড়ল মরগান। বছর দুই আগে এক বাড়িতে ব্যবসাটা চলত, এখন ও থাকলে ওর সমস্যা মিটে যায়। বিশ গজের মত এগিয়ে বাড়িটা পেল ও। বন্ধ দরজায় নক্ করল।

সতর্কতার সাথে খুলে গেল দরজার কপাট, খানিকটা ফাঁক হতে এক মহিলার চর্বিবহুল মুখ দেখা গেল। 'কি চাই?' নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল মহিলা, তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে ওর শরীরে।

'একটা মেয়ে দরকার আমার।'

নোংরা হাসিতে উজ্জ্বল হলো মহিলার মুখ, দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল মরগান। দরজা আটকে ওকে অনুসরণ করতে বলে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল মহিলা। 'কতক্ষণ?'

'দুই ঘণ্টা।'

অকারণেই হাসল মহিলা। ভেতরে পার্লারের একপাশে চারটে মেয়েকে বসে থাকতে দেখল মরগান। চোখে নির্লজ্জ আমন্ত্রণ। 'বেছে নাও,' উদার কণ্ঠে আহ্বান করল মহিলা। 'প্রতি ঘণ্টার জন্যে দশ ডলার, আর আমাকে দিতে হবে দশ ডলার। হুইস্কির জন্যে পাঁচ ডলার, যদি লাগে তোমার।'

'লাগবে,' চারজনের ওপর চোখ বুলাল মরগান। ডানের মেয়েটাকে পছন্দ হলো ওর, জানাল।

'মারিয়া, তোমার কামরায় নিয়ে যাও ওকে। হুইস্কি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। হাসল অযথাই, চাপা স্বরে বলল: 'আমার সাথে এসো।'

দোতলার একটা কামরায় এল ওরা। একটু পর হুইস্কি দিয়ে গেল আরেকটা মেয়ে। ছোট্ট কামরাটায় ডাবল-বেড, ছোট্ট একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার রয়েছে। 'দরজা বন্ধ করো,' চেয়ারে বসে হুইস্কির বোতলের মুখ খোলার সময়

বলল মরগান, দুটো গ্লাসে পানীয় ঢালল। দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়াতে বসার ইঙ্গিত করল ও। 'শোনো, এখানে শুধু সময় কাটাতে এসেছি আমি, এবং কিছু তথ্য দরকার আমার। যদি দরকারী কিছু জানাতে পারো, বাড়তি কিছু টাকা রোজগার করতে পারবে।'

মেয়েটার চোখে লোভের ছায়া, তবে প্রথমে অবাকই হলো। 'কি জানতে চাও?'

'আগে হুইস্কি নাও। ভেবে-চিন্তে বলবে, না জানলে বলার দরকার নেই কিন্তু মিথ্যে বা মনগড়া কিছু শুনতে চাই না।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ধন্যবাদ জানাল।

'আলফ্রেড টেনিসনকে চেনো?'

ভয় ফুটে উঠল মেয়েটার চোখে। 'সে তো এখানে আসে না!'

মারিয়ার বোকামিতে বিরক্ত হলো মরগান। 'সে এখানে আসে কি-না জানতে চাইনি আমি, তুমি ওকে চেনো কি-না তাই জানতে চাইছি। নিশ্চই বহু লোক আসে এখানে, অনেক কিছু জানতে পারো তোমরা,' একটু থেমে সময় দিল মেয়েটাকে। 'এখানকার কয়েকজন সম্পর্কে জানতে চাই আমি,' গ্লাস নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল ও। 'হয়তো এদের কাউকেই দেখোনি, কিন্তু অনেক গল্প শুনেছ, এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। ওদের অধীন লোকেরা আসে এখানে।'

'কে তুমি?'

'কেউ না।'

'কিন্তু আমার তা মনে হচ্ছে না। তুমি হয়তো টেনিসনকে খুন করতে এসেছ, কেউ ভাড়া করেছে তোমাকে। ডেভিড ম্যাকলয়ারী হতে পারে।'

'আমাকে দেখে খুনী মনে হয়?'

'তুমি টাফ লোক, এটা তো ঠিক।'

পাঁচ ডলারের একটা নোট টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল মরগান। 'বুঝেছি, অন্য মেয়েগুলোর সাথে কথা বলতে হবে। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো চারপাশের খোঁজ-খবর রাখো, আর মুফতে কিছু টাকা রোজগার করতে চাইবে।' দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল ও।

'দাঁড়াও, মিস্টার!' ব্যস্ত হয়ে উঠল মারিয়া, দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি যা জানি বলব, কতটুকু তোমার কাজে আসবে জানি না। কিন্তু কাউকে এসবের কিছুই বলতে পারবে না, এমনকি মিসেস টার্নারকেও নয়, তাহলে এতেও ভাগ বসাবে চর্বির দলাটা!' খেদ প্রকাশ পেল মেয়েটার কণ্ঠে।

যথার্থ নাম, স্মিত হেসে ভাবল মরগান, ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

'আমি কোন ঝামেলায় পড়ব না তো?'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এরপর দেখাই হবে না আমাদের।'

'যা বলব, তার সবই শোনা। এর কতটুকু সত্যি, জানি না আমি। অবসরে ক্যাসল টাউন আর আশপাশের লোকজন নিয়ে আলোচনা করি আমরা। বেশি আলাপ হয় টেনিসনকে নিয়ে, কারণ সে-ই এখানকার সবচেয়ে সফল মানুষ।

'মাত্র দুই বছর আগে এখানে এসেছে ও। আগে টেনেসিতে থাকত। এখানে

এসে বাজে একটা জমি ক্লেইম করেছিল, ভালগুলো অবশ্য অনেক আগেই দখল হয়ে গিয়েছিল। বড় স্টক আর কিছু করিৎকর্মা পাঞ্চার ছিল ওর সঙ্গে। এ তল্লাটের সব বাথান ফ্রি রেঞ্জের অধীন; ওর জমিতে পর্যাপ্ত ঘাস না থাকলেও অসুবিধা হলো না। অবাধ রেঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল সব গরু। ফ্রি রেঞ্জের সুবিধা নিয়ে লাভবান হলো টেনিসন। কৃতজ্ঞতাবশতই বোধহয়, বিনিময়ে সবাইকে রাউন্ড-আপ আর গরু বিক্রির সময় যথেষ্ট সাহায্য করে সে। কিন্তু যার যার বাথানের সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে ইদানীং। তেমন হলে টেনিসনই বেশি বিপদে পড়বে, এবং সবার আগে। সেজন্যেই ফ্ল্যাগ-বির দিকে হাত বাড়াতে চাইছে সে, ট্রেইলের ওপাশের জমিটার ওপর চোখ পড়েছে ওর। ক্যাকটাস হিলের যে-অঞ্চল থেকে ঝর্নার শুরু, ওখান থেকে এগুলো রীভারের উৎপত্তি, শুকনো মরসুমের সময় পানির জন্যে ওটার ওপর নির্ভর করতে হয় প্রায় সবগুলো বাথানকে। তাছাড়া আছে লজপোল পাইনের বিস্তীর্ণ সমভূমি, ছোটখাট সমৃদ্ধ একটা বাথান গড়ে তোলা সম্ভব ওখানে।

'প্রথমে মেলিসা বডম্যানের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল টেনিসন, পাত্তা পায়নি। শেষে ওই জায়গাটা বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছে। সাফ না করে দিয়েছে ফ্ল্যাগ-বি। তবু চাপ দিচ্ছে লোকটা ম্যাকলয়ারীদের শায়েস্তা করতে হলেও জায়গাটা দরকার তার,' থেমে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল মারিয়া, শ্রোতার মধ্যে আগ্রহ আছে কি-না বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু চোখে বা মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই তার। সিগারেট টেনে চলেছে সে, দৃষ্টি জানালা পথে বাইরে চলে গেছে।

'ম্যাকলয়ারীদের সম্পর্কে কতটুকু জানো?'

'তিন ভাই ওরা। টেনিসন সন্দেহ করে রাসলিং করছে ওরা, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। তবে এটা ঠিক, সবারই কিছু না কিছু গরু রাসলিং হচ্ছে। এদিকে লয়ারীরা দোষ চাপিয়েছে টেনিসনেরই ঘাড়ে। ওর পাঞ্চাররা গরু দাবড়ানোর পাশাপাশি অস্ত্রেও পারদর্শী। গত তিন দিনে তাই প্রমাণিত হয়েছে। গতকাল ম্যাকলয়ারীদের ছোট ভাইকে পিটিয়েছে টেনিসন, পরে সার্কেল-এমের দুই পাঞ্চারকে খুন করেছে ওর ক্রুরা। শেষ পর্যন্ত কে যে টিকে থাকে, আগাম বলা মুশকিল। টেনিসন পণ করেছে ম্যাকলয়ারীদের দেশছাড়া করে ছাড়বে তিন ভাইও বসে থেকে মজা দেখবে না। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে মার্শাল মারা যাওয়ায়। রাসলিঙের তদন্ত করতে ক্যাকটাস হিলের ওদিকে গিয়েছিল সে, পরের রাতে ট্রেইলে পাওয়া যায় ওর লাশ।'

'ফ্ল্যাগ-বি?'

'তিন বছর আগে এখানে এসেছে ওরা, আগে টেনেসি থাকত। অনেকের ধারণা টেনিসন আর বডম্যানদের সাক্ষাৎ এখানেই প্রথম ঘটেনি। র‍্যাঞ্চিং জিনিসটা ভালই বোঝে মহিলা। তবে একটা কথা ঠিক, মহিলা এ তল্লাটের সেরা সুন্দরী একটা ছেলে আছে জানার পরও অনেকেই ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছে ওর সাথে।'

'ওদের বাথান দেখে কিন্তু আমার মনে হয়নি মাত্র তিন বছর হলো।'

'বাথানটা অনেক পুরানো। আগে এক বুড়ো থাকত, ওর কাছ থেকে কিনে নিয়েছে বডম্যানরা।'

'হকিন্স নামে কাউকে চেনো?'

মাথা নাড়ল মারিয়া। 'প্রথম শুনলাম নামটা।' মেয়েটার চোখে দ্বিধা। বুঝতে পারছে না তথ্যগুলো কতটুকু কাজে এসেছে আগন্তুকের। হয়তো এর বিনিময়ে কোন টাকাই পাবে না, তবে এ-ও ঠিক এগুলো খুবই সাধারণ তথ্য, এখানকার যে কোন লোক এসব জানে।

ফের গ্লাসে পানীয় ঢালল মরগান। ভাবছে। অনেকগুলো ব্যাপারে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আবছা হলেও একটা ধারণা পেয়েছে। 'টেনিসনের বাথানটা কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'ঠিক জানি না, তবে ফ্ল্যাগ-বি ছাড়িয়ে আরও পুবে। ক্যাকটাস হিলের লাগোয়া।'

'সার্কেল-এম?'

'শহরের দক্ষিণে, ট্রেইলের পশ্চিমে।'

বিষম খেল মরগান। উইলির সঙ্গী মিথ্যে বলেছে ওকে! ওরা দাবি করেছিল ওটা সার্কেল-এমের এলাকা। লোকগুলো টেনিসনের নয়তো? তবে আউট-ল বা রাসলারও হতে পারে। কিংবা আসলেই সার্কেল-এমের লোক। পুরো ব্যাপারটা একটা ধাঁধা।

এ ব্যাপারগুলো এ মেয়ে জানবে না, ওকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আনমনে গ্লাসে চুমুক দিল মরগান। নিজের ওপর কিছুটা বিরক্ত। ফালতু একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে সে। কে যে আসল শত্রু, সেটাই বুঝতে পারছে না। শুরু থেকেই ব্যাপারটা গোলমেলে, নইলে রডনি অ্যাশ ওকে এভাবে কোণঠাসা করার সুযোগ পায়?

'আমি কি তোমার সাহায্যে আসতে পেরেছি?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' হাসল মরগান, পকেট থেকে টাকা বের করে পঞ্চাশ ডলার এগিয়ে দিল। মারিয়ার বিস্মিত অভিব্যক্তি এড়িয়ে দরজার দিকে এগোল।

'অদ্ভুত মানুষ তুমি!' পেছন থেকে বলল মেয়েটা। 'তোমার কথা কখনও ভুলব না আমি।'

ঘুরে তাকাল মরগান। 'বোকা মেয়ে, স্রেফ ভুলে যাও আমার কথা!' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে পরামর্শ দিল। 'ভুলে গেলেই ভাল করবে।'

নিচে নেমে চর্বির দলার পাওনা মেটাল মরগান। তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় লোকজন নেই, প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। সেলুনগুলোর হৈ-হল্লা কমে এসেছে। নিভে গেছে অনেক বাড়ির বাতি। পাই-হাউসের দিকে এগোল।

যা আশা করেছিল মরগান, মোটে তিনজন খদ্দের ক্যাফেতে। কোণের একটা টেবিল দখল করার পর ফরমাশ নিয়ে গেল তরুণী মেয়েটা। খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে এসময়ে দরজায় আলফ্রেড টেনিসনকে দেখতে পেল ও।

চোখাচোখি হলো ওদের।

প্রথমে থমকে গেল টেনিসন, বিস্ময় দে[illegible]
গেল চোখে, স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে উজ্জ্বল হলো মু[illegible]
পারবে এর পুরোটাই ভান। সোজা ওর দিকেই [illegible]
'আরে, তুমি দেখছি যাওনি!' সামনে এসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল সে।

কিছু বলল না মরগান।

'কি দেব তোমাকে, মি. টেনিসন?' মেয়েটা এসে জানতে চাইল।

প্রথমে নড করল সে। 'কেমন আছ, জেনি? তোমার মাকে দেখছি না যে?'

'রান্নাঘরে।'

ফরমাশ দিল টেনিসন।

জেনি নামের মেয়েটির মধ্যে অতিরিক্ত উৎসাহ খেয়াল করল মরগান। টেনিসন অবশ্য সে ধরনের লোকই। সুদর্শন, সুঠাম শরীর। মুখে গাম্ভীর্যের সাথে নিষ্ঠুর একটা ভাব আছে, অনেক মেয়েই সেটা পছন্দ করবে।

এদিকে থাকবে ঠিক করেছ নাকি?' আলাপী সুরে জানতে চাইল টেনিসন।

প্রশ্নটার পেছনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করল মরগান। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি বোঝাতে চাইছে লোকটা, নিখাদ কৌতূহল তার চোখে। 'আমি থাকলে তোমার বুঝি খুব অসুবিধা হয়?'

'হবে, যদি গরুচোরদের সাথে হাত মেলাও।

'তোমাকেও তো অনেকেই গরুচোর হিসেবে সন্দেহ করে।'

হাসল টেনিসন, চোখে কৌতুক। 'শুধু ম্যাকলয়ারীরা। খুব স্বাভাবিক নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে ওরা।'

'এটা শুধু তুমিই বলছ।'

'হয়তো। আর কারও কথা জানি না, আমার গরুই বেশি ছাপ্পড় মারছে ওরা। ওদের আর আমার বাথানই ক্যাকটাস হিলের কাছাকাছি। অন্যদের গরু এত দূরে আসে না, তৃণভূমির আরও ভেতরে চলাফেরা করে।'

'ধরছ না কেন?'

'মার্শাল যখন নেই, ব্যাপারটাকে আমার নিজেরই সামলাতে হবে। তাছাড়া নিজের পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করি আমি। কোন গরুচোরকে এ তল্লাটে থাকতে দেব না।'

'মার্শালের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'ঠিক কি বোঝাতে চাইছ?' ওর মুখ জরিপ করছে টেনিসন।

'কিছুই না। অন্যের সমস্যা মেটাতে গিয়ে মারা পড়ল বেচারা।'

'এটাই তার কাজ। ওর বেতনের বড়সড় একটা অংশ আমরা ক্যাটলম্যানরা দেই।'

জেনি খাবার দিয়ে যেতে খাওয়া শুরু করল ওরা।

'মিস্টার টেনিসন ম্যাককার্থিদের নাচের আসরে যাচ্ছ তো?' আগ্রহভরে জানতে চাইল জেনি।

'উঁ...যাব হয়তো।'

...রন্ধর এ লোকটিকে চিনতে পারেনি মেয়েটা।
...য়ে ভাবার মত লোক টেনিসন নয়, তার চোখ
...নের দিকে। জেনি কি তা জানে?

'আমাদের সাথে বসো, জেনি। তোমার মাকেও ডাকো,' প্রস্তাব করল টেনিসন।

অদ্ভুত এ লোকটি দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে। নিপাট ভদ্রলোকের মত এর আচরণ, ভেতরে গরল অথচ সহজে ধরার উপায় নেই। জীবনে দুর্বোদ্ধ চরিত্রের লোক অনেক দেখেছে মরগান, কিন্তু জানা লোকগুলোর সাথে টেনিসনকে মেলাতে পারছে না। লোকটা অহঙ্কারী, অথচ আচরণে বোঝা যায় না। কোমরে পিস্তল ঝোলায় না, কিন্তু হাতের বুড়ো আঙুলে হ্যামার টানার দাগ। অস্ত্রে পারদর্শী সে, এবং লুকানো কোন অস্ত্রও বহন করছে না, বাজি ধরে বলতে পারবে মরগান। টেনিসনের চরিত্রে আরও কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ার মত, আত্মবিশ্বাস আর সাহস। এ লোকটি শত্রু না হয়ে বন্ধু হলেই ভাল হত, তিক্ত মনে ভাবল ও।

একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল মরগানের জন্যে—শেষ খদ্দেরকে বিদায় করে মা-মেয়ে দু'জনেই কফির মগ হাতে ওদের টেবিলে এসে বসল। আচরণে মনে হচ্ছে টেনিসনের আমন্ত্রণে নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করছে।

'মিসেস উইলিয়ামস,' সম্ভাষণ জানানোর পর বলল টেনিসন। 'এর সাথে কি পরিচয় হয়েছে তোমাদের? এ হচ্ছে জেমস মরগান। আর এরা...' মা-মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'মিসেস উইলিয়ামস আর ওঁর মেয়ে জেনিফার।'

নতুন করে নড করতে হলো মরগানকে। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওকে নিয়ে এক ধরনের মজা করছে টেনিসন। শত্রুর সাথে সহজ আচরণ করে বুনো আমোদ পাচ্ছে সে, এবং হয়তো ভড়কে দিতে চাইছে ওকে। *না বাপু,* ভাবল মরগান, *এত সহজে ভড়কে যাওয়ার মত লোক নই আমি।*

'যদি এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, আমার আউটফিটে যোগ দিতে পারো,' প্রস্তাব দিল টেনিসন। 'তাতে আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে। ম্যাকলযারীরা...'

অবাক হলো না মরগান। কপট লোকটার পক্ষে এমন একটা প্রস্তাব দেয়া খুবই স্বাভাবিক। 'কারও অধীনে কাজ করি না আমি,' দ্রুত বাধা দিল ও। 'অন্তত যাকে আমার পছন্দ নয়।'

সূক্ষ্ম রাগ দেখা গেল টেনিসনের মুখে, দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। হাসল, তবে হাসিটা চোখ স্পর্শ করল না। 'তাহলে সার্কেল-এমে যোগ দেবে?' শীতল সুরে জানতে চাইল। 'যদ্দুর জানি তোমাকে পেলে কচুকাটা করে ফেলবে ওরা। তোমাকে নাকি তাড়া করছিল ওদের পাণ্ডারা?'

'আসলেও কি তাই? ওদেরকে দেখে কিন্তু মোটেও পাণ্ডার মনে হয়নি আমার। ভাড়াটে কিছু গানহ্যান্ড। হয়তো ক্যাকটাস হিলের ওপাশের হাইড আউট থেকে এসেছে ওরা।'

ফের অবাক হলো টেনিসন। মরগান ধরে নিল এটাও ভান। 'তাই নাকি?

তারমানে...আউট-লদের সহায়তায় কাজটা করছে ওরা! সার্কেল-এম পাঞ্চারদের ওপর চোখ রেখেও কেন ধরতে পারিনি বোঝা গেল এবার।'

একবিন্দুও বিশ্বাস করল না মরগান। 'তুমি একটা আস্ত মিথ্যুক!' শীতল কণ্ঠে বলল ও, তাকিয়ে আছে টেনিসনের চোখে।

হতভম্ব দেখাল আলফ্রেড টেনিসনকে। বোধহয় ভাবতে পারেনি এভাবে তাকে অপদস্থ করবে মরগান। রাগে ভয়ঙ্কর, বীভৎস দেখাচ্ছে সুদর্শন মুখ। তারপর শীতল দৃষ্টিতে দেখল ওকে। 'খোদার কসম, আমার কাছে পিস্তল থাকলে আরেকবার কথাটা উচ্চারণ করতে বলতাম!'

এতটুকু ম্লান হলো না মরগানের হাসি। 'কেন হাত দুটো তো আছে!'

'উঁহুঁ, রাত-দুপুরে তোমার সাথে মারামারি করব না আমি। অন্তত এখানে, দু'জন লেডির সামনে।'

'তোমার সুবিধামত?' খোঁচা মারল মরগান, কিন্তু নিশ্চিত জানে ধাপ্পা দেয়নি লোকটা, পিস্তল থাকলে সত্যিই হয়তো ডুয়েল লড়ত। সে-সাহস আছে লোকটার।

উঠে দাঁড়াল টেনিসন। 'যখন ইচ্ছে, তোমার পছন্দ মত হবে, কেমন?' শান্ত স্বরে বলল সে কথাগুলো, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আচরণ, একটু আগের রাগ বা বিদ্বেষ নেই। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা চলে এসেছে আবার। 'আবার হয়তো দেখা হবে আমাদের,' এগোল সে। 'যদি তুমি চাও।'

'হকিন্স কে, মি. টেনিসন? চেনো নাকি?' পেছন থেকে জানতে চাইল মরগান, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে। ওর আশা ঠিকমতই লাগবে।

থেমে গিয়ে ঝট করে ঘুরল সে। 'ও নামে কাউকে চিনি না,' চোখে চোখ রাখল টেনিসন, শীতল দৃষ্টি বিদ্ধ করল মরগানকে। 'মি. জেমস মরগান, তুমিও একটা মিথ্যুক!' বলে আর দেরি করল না, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মরগানের মেরুদণ্ড বেয়ে। বুঝতে ভুল হয়নি তো ওর? লোকটা কি আসলেই তা বোঝাতে চেয়েছে? কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব?

পাঁচ

রাতে ঠিকমত ঘুম হয়নি মরগানের। অস্বীকার করতে পারবে না চাপা অস্বস্তি ঘিরে রেখেছে ওকে। কারণটা ধরতে পারল—শত্রু সম্পর্কে কিছুই জানা নেই, অথচ ওর সম্পর্কে সবই জানে শত্রু। এরকম খেলা মোটেও পছন্দ নয় মরগানের, শত্রুর চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে থাকা ওর ধাতে সয় না।

সারাদিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিল ও আস্তাবল থেকে বেরিয়েছে কেবল দু'বার, নাস্তা আর লাঞ্চ করার জন্যে। ভাব জমানোর চেষ্টা করেছে বুড়ো হসল্যারের সাথে। কথা বলে সময় কাটানোই সার হয়েছে, কাজের কিছু জানতে পারেনি। টেনিসন বা ম্যাকলয়ারীদের প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করেনি বুড়ো। শেষে বিরক্ত হয়ে ওপরে উঠে ক্ষতের ড্রেসিং বদলেছে মরগান। স্টকে যা ছিল তার সবই

ঝাড়ল বুড়োর উদ্দেশ্যে। খেয়ালী এ লোকটার কাছ থেকে কিছুই বের করা যাবে না, যতক্ষণ না সে নিজে মুখ খোলে।

নিজের বেহাল অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মরগান। অনায়াসে ওকে আটকে রেখেছে শত্রুপক্ষ। ক্যাসল টাউন থেকে বেরুতে গেলেই সদলে হামলে পড়বে। তবে এত সহজে সবকিছু ঘটতে দেবে না সে। কয়েকটাকে সাথে নিয়ে মরবে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে ওরা···। সিঁড়িতে পদশব্দ পেয়ে ভাবনার লাগাম থামাল ও। শুয়ে থাকল একইভাবে, নড়ল না এতটুকু, শুধু ডান হাতে হোলস্টার থেকে তুলে নিয়েছে একটা সিক্সশূটার। পায়ের শব্দ দোতলায় উঠে আসতে তটস্থ পেশীতে ঢিল পড়ল। এ পায়ের শব্দ ওর চেনা, হসল্যার।

'পাওনা নিতে এলাম,' বরাবরের মত নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল বুড়ো। 'আমার ধারণা আজই চলে যাচ্ছ তুমি।'

অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করল মরগানের মনে, কিন্তু কোনটাই জিজ্ঞেস করল না। শুধু জরিপ করল লোকটাকে। অদ্ভুত মানুষ, তার পেশার লোকদের চেয়ে আলাদা সবকিছু আগে আগেই টের পায় সে। পাওনা মিটিয়ে দিল ও।

'ঘোড়াটা তৈরি থাকবে।'

'বোসো। একা থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে।'

দাঁড়াল সে, তবে বসল না।

'টাকা-পয়সার দরকার নেই নাকি তোমার? কিছু খবর দরকার আমার, আর সেগুলো জানো তুমি। আমাকে জানালে দু'জনেই উপকৃত হতাম।'

'তোমাকে পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

মোটেও অবাক হলো না মরগান। পশ্চিমে এটাই স্বাভাবিক, এখানকার বেশিরভাগ লোক স্পষ্টভাষী এবং সাহসী। 'তাহলে টেনিসনকেই তোমার পছন্দ?' শ্লেষের সুরে জানতে চাইল ও, চাইছে লোকটা রেগে যাক, তাহলে বেফাঁস কিছু বলে ফেলতেও পারে।

'না, তাকেও পছন্দ নয় আমার।'

'তাহলে নিশ্চই টেনিসনের কাছ থেকে পয়সা খেয়েছ?'

হাসল বুড়ো, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। 'তোমার ধারণায় কিছু যায়-আসে না আমার।' হাঁটতে শুরু করেও ঘুরে দাঁড়াল। 'শিগ্গির এখান থেকে চলে গেলে ভাল করবে। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে ওই লোকগুলো। ধৈর্যহারা হয়ে একসময় চলে আসবে ওরা, একা এত লোককে সামাল দিতে পারবে না।'

'পরামর্শ চাই না।'

মাথা ঝাঁকাল সে, হাসল ফের

'তুমি তো আমাকে পছন্দ করো না, তাহলে পরামর্শ দিচ্ছ কেন?'

'তোমাদের এ খেলাটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'মানে?'

'একজন লোককে এভাবে কোণঠাসা করা আমার ভাল লাগেনি।'

'পাশে এসে দাঁড়াবে তো না-ই, কিছু তথ্য দিয়েও সাহায্য করছ না আমাকে!'

'কারও ঝামেলায় নিজেকে জড়াই না আমি।'

'ইতোমধ্যে কমও জড়াওনি।'

শ্রাগ করল লোকটা। 'ধরে নাও একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যাশা।'

'ধন্যবাদ।'

নড করে চলে গেল বুড়ো।

জালটা ছেঁড়ার কয়েকটা পরিকল্পনা করল মরগান, কিন্তু একটাও মনে ধরল না। শেষে বিরক্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। শহরটা জেগে উঠেছে। পাই-প্যালেসে এল ও। খদ্দেরে পরিপূর্ণ, কিন্তু আজ আর এ নিয়ে ভাবল না মরগান। লুকিয়ে থেকে লাভটা কি! ওরা জানে কোথায় আছে সে, সুতরাং রাখ-ঢাক করে লাভ নেই আর। আপাতত একটা কাজই করার আছে, চোখ-কান খোলা রাখছে যাতে অতি উৎসাহী কেউ আচমকা ওর অসতর্কতার সুযোগ নিতে না পারে।

মিসেস উইলিয়ামসের সাথে নতুন এক লোককে দেখা গেল, সম্ভবত কুক। সে-ই মরগানের ফরমাশ নিল। খাওয়ার সময় ওর সামনে এসে দাঁড়াল মহিলা। 'মি. মরগান, দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। জেনি নেই তো, সব সামাল দিতে...'

কিছু বলল না মরগান, স্মিত হেসে অভয় দিল তাকে।

'মেয়েটা জেদ ধরল ম্যাককার্থিদের ওখানে যাবেই, বাধা দেই কি করে! এমন একটা অনুষ্ঠান তো মাসে মাসে হয় না,' থেমে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। 'মি. মরগান,' এবার নিচু হয়ে এল মহিলার কণ্ঠ। 'সকালে শহরে এসেছিল মেলিসা বডম্যান, তোমার সম্পর্কে জানতে চাইল।'

বিষম খেল মরগান। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ও, গ্লাস তুলে পানিতে চুমুক দিল।

'তোমাকে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেছে ও। তোমার ব্যাপারে বেশ চিন্তিত মনে হলো ওকে।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।'

কফি আসার পর সিগারেট ধরাল ও। পুলক অনুভব করছে, মেলিসা বডম্যান ওকে নিয়ে ভাবছে, এটা আশাতীত ব্যাপার। তবে এটাও ঠিক, এর সবটুকুই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। উপকারীর প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা মাত্র। তার জায়গায় মরগান নিজে হলেও তাই করত।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, শহরে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে জানে সবাই। এত রাখ-ঢাক সময়টাকে মোটেই দীর্ঘায়িত করতে পারেনি। হসল্যার মুখ খোলেনি, নিশ্চিত জানে ও, তাহলে এর কারণ কি টেনিসনের সাথে ওর গতরাতের সাক্ষাৎ? সতর্কতা অনুভব করল মরগান, অবচেতন মনে টের পাচ্ছে জালটা ছোট করে আনছে ওরা। হয়তো আজ রাতেই আস্তাবলে হানা দেবে, কিংবা একটা সেলুনে ইচ্ছে করেই ঝগড়া বাধিয়ে কাজ সেরে ফেলতে চাইবে। তবে দ্বিতীয়টির সম্ভাবনা কম, কারণ এ পর্যন্ত শহর এড়িয়ে চলেছে লোকগুলো।

তবে আজ সেলুনে যাবে ও। সারাদিন বসে থেকে বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেছে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে থাকা ওর একেবারেই অপছন্দ। আসুক ওরা, বুলেট কখনও ভাল-খারাপের

বাছ-বিচার করে না। আজই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, সিদ্ধান্ত নিল মরগান, নয়তো কখনোই নয়।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে সন্তুষ্ট হলো ও। পাই-প্যালেস থেকে বেরিয়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তাবলে ফিরে এসে স্যাডল ব্যাগটা আছে কি-না পরখ করল। সোরেলের কাছে গেল নামার পথে । বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে আছে ঘোড়াটা, ছোটার জন্যে উন্মুখ।

বাইরে থেকে সেলুনগুলোর ভেতরের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করল ও। তারপর আস্তাবলের সবচেয়ে কাছের সেলুনে ঢুকে পড়ল। সব মিলিয়ে দশ-বারোজন লোক। বারের কাছে এসে দাঁড়াল মরগান। বারটেন্ডারের হাসির জবাবে বিয়ারের ফরমাশ দিল। বিয়ারের ক্যান পেয়ে সরে এল পোকার টেবিলের কাছে। দাঁড়িয়ে খেলা দেখল মিনিট দুয়েক। দু'জন ব্যবসায়ী আর এক কাউহ্যান্ড খেলছে। ডিলার লোকটা পেশাদার জুয়াড়ী, একনজর দেখেই বুঝল ও।

'খেলবে নাকি?' একটু পর উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল কাউহ্যান্ড। 'ফতুর হয়ে গেছি আমি।'

তার ছেড়ে দেওয়া চেয়ার দখল করল মরগান। দেয়ালের আয়নায় চোখ বুলাল একবার, সেলুনের প্রায় সবটাই চোখে পড়ছে।

তাস শাফল করছে ডিলার।

খেলা শুরুর দশ মিনিটের মধ্যেই মরগান টের পেল চুরি করছে লোকটা। 'তুমি বোধহয় বুঝতে পারোনি শুধু ভাগ্য আর নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে খেলব আমরা ' লোকটাকে বলল ও। 'রাজি না থাকলে উঠে যাও, অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করো। আমি যা জানি, এরা যদি তা শোনে, বিপদ হবে তোমার।'

'তোমাকে পাত্তা দিচ্ছে কে?' তড়পে উঠল ডিলার, মরগানের শীতল দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করল না।

'খোদার কসম, আরেকটা কথা বললে তোমার কোট খুলব!'

'চেষ্টা করেই দেখো!'

পেছনে চেয়ার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মরগান। প্রতিপক্ষের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। টেবিলের পাশ ঘেঁষে দু'পা এগোল জুয়াড়ীর দিকে, ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। 'বন্ধুরা, এই লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না আমার,' অন্যদের উদ্দেশে বলল ও। 'বাজে মতলবে আছে ও। ওর মাথা থেকে ভূতটা নামাতে হবে।' নিমেষে হাত বাড়াল ও, জুয়াড়ীর কোটের কলার ধরে ঢ্যাঙা শরীর মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে তুলে ফেলল। 'শুনেছ কি বলেছি আমি। সোজা বেরিয়ে যাও, নয়তো পিটিয়ে রাস্তায় ফেলব তোমাকে।'

'কি করেছি আমি!' প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল জুয়াড়ী।

'তেমন কিছু এখনও করোনি, তবে করতে পারো। সেজন্যে আগেই কেটে পড়তে বলছি। থাকতে পারো, বাজে মতলব বাদ দিতে হবে তাহলে।'

'থাকছি আমি,' আপসের সুরে বলল সে। 'তোমাদের পছন্দমতই চলবে।'

'উল্টাপাল্টা কিছু করলে সোজা গুলি করব, ঠিক তাসগুলো যেখানে আছে ওসব জায়গায়,' লোকটাকে ছেড়ে দেয়ার সময় চাপা স্বরে হুমকি দিল মরগান।

খেয়াল করল মারামারি দেখার মজা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে নিরাশ হয়েছে সেলুনের খদ্দেররা। ওদের দিকে মনোযোগ দেয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল।

'কোন জোচ্চোরের সাথে খেলব না আমি!' উঠে দাঁড়াল একজন, চোখে ঘৃণা দেখা গেল। 'দুনিয়ায় এই পেশার লোকদের সহ্য হয় না আমার!'

নতুন একজন বসার পর খেলা শুরু হলো। কাউহ্যান্ড বা ব্যবসায়ীরা কেউই পেশাদার নয়। অভিজ্ঞতা আর কৌশলের ঘাটতির কারণে কুলিয়ে উঠতে পারল না ওদের সাথে। জুয়াড়ী আর মরগানই জিতছে। ঘণ্টাখানেক পর নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীরা বসল। এরাও হারল।

মরগানের ইচ্ছে ছিল জুয়াড়ীর কিছু টাকা খসাবে। আজ রাতে যদিও ভাগ্য ওর অনুকূলে নেই বলা চলে। কিছুক্ষণ পর টের পেল ধীরে ধীরে হারতে শুরু করেছে, চুরি ছাড়াই জিতছে জুয়াড়ী। রাগ হলো ওর। মনোযোগ দিল খেলায়, নিজের টাকায় অন্য কেউ ফুর্তি করবে, সহ্য হবে না মরগানের। এমন ভাব করল যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে ও, ছোট কার্ডে ব্লাফ দিয়ে জিততে চাইছে। দু'বার ইচ্ছে করেই হারল, বেশ বড়সড় দান। মনে আশঙ্কা হয়তো বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। জুয়াড়ীর পকেটে এখন ওর কয়েকশো ডলার রয়েছে।

নতুন করে তাস বাঁটা হলো। একনজর দেখে নামিয়ে রাখল মরগান, বিরক্ত হয়ে ড্রিঙ্ক চাইল। নিজের দানের সময় একটা কার্ড নিল, পরেরবার আরেকটা। তারপর শুরু করল আসল খেলা। ব্লাফ ভেবে দান বাড়াচ্ছে জুয়াড়ী। টেবিলে চিপ্‌সের স্তূপ জমে গেছে। লোভে চকচক করছে জুয়াড়ীর দুই চোখ, আলতোভাবে টেবিলের ওপর রেখেছে হাত দুটো। টেবিলের মাঝখানে চিপ্‌স্ ঠেলে দেয়ার সময় কোনরকম জড়তা দেখা গেল না, হয়তো লাভের টাকায় খেলছে বলেই। একটু পর অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে ওই দান জেতা দু'জনের জন্যেই জেদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

চারপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে লোকজন। সিগারেট রোল করার ফাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে জরিপ করল মরগান। শেষ চাল দিল এবার। ভাব দেখাল যেন শো করবে পরেরবার, নেহায়েত অনিচ্ছায় চিপ্‌স্ ফেলছে। ওর দ্বিধা দেখে টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করে দিল জুয়াড়ী। পরেরবারও একই কাণ্ড করল ও, নির্বিকার মুখে টাকা দিয়ে গেল লোকটা। তিন রাউন্ড এভাবে চলার পর হতাশ হয়ে পড়ল জুয়াড়ী, টের পেয়ে গেল সমূহ বিপদ, কিন্তু ফেরার উপায়ও নেই। শো দিল সে।

'চুরি করেছ তুমি! এটা কি করে সম্ভব?' মরগান তাস উল্টে দেখানোর পর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে, চোখে অবিশ্বাস।

'তাই?' ভুরু নাচিয়ে হেসে উঠল মরগান। 'তোমার তাসগুলো উল্টাও, ওখানে চারটে টেক্কা আছে। যার একটা অন্য সেটের। উল্টাও!'

'বাজে বকছ, বন্ধু,' তাস উল্টানোর আগ্রহ দেখাল না জুয়াড়ী। পাঁচটা কার্ড একসাথে ভাঁজ করে রেখেছে টেবিলের ওপর। উঠে দাঁড়াল সে, কোমরের কাছাকাছি চলে গেছে হাত।

সতর্কঘণ্টী বাজল মরগানের ভেতর। স্থির দৃষ্টি সেঁটে আছে লোকটার ওপর। 'বব,' রবার্ট নামের পাশের প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে বলল ও। 'ওর কার্ডগুলো টেবিলের

ওপর বিছিয়ে দাও তো।'

কাউহ্যান্ড তাসের দিকে হাত বাড়াতে ছোঁ মারল লোকটা। একসঙ্গে দু'হাত চালাল। বাম হাতে টেবিল থেকে খাবলা মেরে তুলে নিল তাসগুলো, অন্য হাতে পিস্তল চলে এসেছে। পিস্তলের নলে কাভার করল সবাইকে। 'ঠিক আছে, আমরা দু'জনেই জানি কি করেছি আমরা। ওই টাকার অর্ধেকের বেশি আমার, তো ওগুলো ফেলে যাই কিভাবে?' তাসগুলো পকেটে ঢুকিয়ে চিপস্ নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সে। 'বোকামি কোরো না, মরগান, গুলি করার সুযোগ দিয়ো না আমাকে।'

প্রমাদ গুণল মরগান। কাউহ্যান্ড লোকটা বোকার মত দু'জনের মাঝখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ালে ড্র করার সাহস করত না জুয়াড়ী। ছক পাল্টে গেছে বুঝতে পেরে আহাম্মকের মত জুয়াড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে কাউহ্যান্ড। মৃদু কাঁপছে তাস নিতে বাড়ানো হাত। ধপ করে চেয়ারে বসে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'দুঃখিত, মরগান,' চাপা স্বরে বিড়বিড় করল সে। 'বুঝতেই পারিনি হারামজাদা এত চালাক।'

'চিপস্ ভাঙিয়ে টাকা দাও তো, বাপু,' বারকিপের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল জুয়াড়ী। 'জলদি!'

নির্দেশ তামিল হতে সব টাকা পকেটে ভরল সে। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে মরগানের দিকে তাকাল, তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে। 'তো ভালই খেলা হলো, না? বলতেই হয় তোমার ভাগ্য খারাপ,' শ্রাগ করার ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচু করল সে। 'এত টাকা, কি করে ফেলে যাই!'

'ঠিকই তোমাকে খুঁজে নেব আমি।'

'উঁহুঁ, আবার আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা হয়ে গেল না? ভাগ্যের প্রতি ভক্তি বা বিশ্বাস নেই তোমার।'

'বিশ্বাস করি না বলেই নিশ্চিত জানি।'

'একটু পরেই আবার দেখা হবে আমাদের।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল জুয়াড়ী। 'ঝেড়ে কাশো তো!'

'কিছুই না। টাকাগুলো হজম করতে পারবে না তুমি।'

'পরেরবার সুযোগ নেয়ার উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে।'

দ্রুত পিছিয়ে গেল সে, ব্যাটউইং দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

গুঞ্জন উঠল সেলুন জুড়ে। ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে মরগান, তুফান বেগে চিন্তা চলছে মাথায়। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ও। কয়েকগজ এগোতে একটা গলি চোখে পড়ল, সেটা ধরে মূল রাস্তার কাছে এসে থামল। উঁকি দিয়ে দেখল ফাঁকা রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে জুয়াড়ী। হাতে এখনও সিক্সশ্যূটার। অপেক্ষা করছে কখন বেরিয়ে আসবে মরগান, ধারণা করেছে সামনের দরজা দিয়ে বেরুবে ও।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় থাকল সে, কিন্তু সেলুন থেকে কেউই বেরুল না দেখে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হোলস্টারে অস্ত্র ফেরত পাঠাল জুয়াড়ী। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে, মরগানের দিকেই এগিয়ে আসছে। নিঃশব্দে মূল রাস্তায়

উঠে এল মরগান, দালানের ছায়ায় দাঁড়াল, ঘুরেই যাতে ওকে দেখতে পেয়ে গুলি করতে না পারে লোকটা। তারপর ডাকল তাকে।

ঝটিতি আধ-পাক ঘুরল সে। ঘোরার সময় ছোবল মারল হোলস্টারে, নিমেষে হাতে উঠে এল কোল্ট। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। কিন্তু তাড়াহুড়োয় ফস্কে গেল, তাছাড়া ঠিকমত দেখেওনি ওকে। মরগানের পাশে দেয়ালে চল্টা উঠাল গুলিটা। কামারের দোকানের জানালা দিয়ে আসা আলোয় জুয়াড়ীকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মরগান, সময় নিয়ে নিশানা করে গুলি করল ও। হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল লোকটা। তাকে শেষ চেষ্টা করতে দেখে এবার কপালে গুলি করল মরগান। ধুলোমাখা ফুটপাথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে, মরার আগে উড়ন্ত ধুলোর মধ্যে নিজের হ্যাটটাকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে দেখল।

খানিক অপেক্ষা করে এগোল মরগান। পোর্চে বেরিয়ে এসেছে সেলুনের লোকজন, বিভিন্ন মন্তব্য করছে। সেসবে আমল না দিয়ে লোকটার পকেট খালি করল ও, তারপর রাস্তা পেরিয়ে ফের সেলুনে ঢুকল। শেষ রাউন্ড পান করে আস্তাবলে ফিরবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঠিক বিশ মিনিট পর বেরিয়ে এল ও। কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে এখনও, তারই কিছু রাস্তায় এসে পড়েছে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আস্তাবলের দিকে এগোল মরগান। চিন্তিত। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জালের ব্যাপারটা। যেভাবে হোক এটা ছিন্ন করতে হবে। আস্তাবলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। বুড়ো বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, সাড়া নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাবে, এসময় ওপরে কয়েকজনের পদশব্দ কানে এল ওর। কমপক্ষে তিনজন, ধারণা করল। নিমেষে হাতে চলে এল জোড়া পিস্তল। তারপর সহসা বাইরে আরও কয়েকজনের সাড়া পেল। টের পেল ফাঁদে আটকা পড়েছে, দু'দিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে লোকগুলো।

ম্যাককার্থিরা এ তল্লাটে সবচেয়ে আমুদে পরিবার হিসেবে পরিচিত। পারিবারিক যে কোন একটা উপলক্ষ পেলেই নাচের আসর বসাবে ওরা, আমন্ত্রণ জানাবে আশপাশের বাথানের সবাইকে। আজ ওদের ছোট ছেলে ব্রায়ানের জন্মদিন।

আশপাশের সবগুলো বাথানের লোকজন এসেছে, বিশেষত মালিক পক্ষের পরিবারগুলো। ম্যাকলয়ারীরা দু'ভাইও এসেছে। অস্বস্তির সাথে আলফ্রেড টেনিসনের উপস্থিতি লক্ষ করল মেলিসা বডম্যান। হলরুমে ঢোকার পথে দেখা হলো টেনিসনের সাথে। হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। সামনে এসে হ্যাট খুলে বাউ করল। 'কেমন আছ, লিসা?'

'ভাল,' সংক্ষেপে জানাল ও, পাল্টা তার কুশল জানতে চাইল না। লোকটা কি ভাবে সে-নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কেটে পড়ল। একপাশে ব্রায়ানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাককার্থিরা, সেদিকে এগোল মেলিসা। উচ্ছ্বাসভরে ওকে জড়িয়ে ধরল ডরোথি ম্যাককার্থি, কুশল জানতে চাইল।

'টেনিসনকে কিছু বলেছ নাকি?' একপাশে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে

জানতে চাইল মহিলা। 'মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে ও।'

'নাহ্, কিছুই তো বলিনি।'

'তোমার ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই ওর, অথচ মোটেই সুযোগ দিচ্ছ না বেচারাকে। লিসা, এ তল্লাটে ওর চেয়ে ভাল কাউকে পাবে না তুমি।'

'ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি।'

'টেনেসিতে, তাই না?' হাসল ডরোথি। 'আমার ধারণা তোমার কারণেই এখানে এসেছে ও। যদ্দূর শুনেছি ওখানে একটা বড়সড় বাথান ছিল ওর।'

'একটা বাজে মেয়েও ছিল, এটা শোনোনি?'

'কি বলছ!' বিস্ফারিত হলো ডরোথির চোখ।

'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, ডোনা রাইস নামে কোন মেয়েকে চিনত কি-না।'

'শ্যনকে আনলে না যে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ডরোথি।

'শরীর ভাল যাচ্ছে না ওর, বাবা নিষেধ করল। তাছাড়া ফিরতে তো রাত হবে। এত রাত করে ফেরা ওর জন্যে ঠিক হবে না।'

এরপর ম্যাকলয়ারীদের সাথে কথা বলল মেলিসা। চমৎকার মানুষ মনে হলো দু'ভাইকে। আমুদে এবং মিশুক। প্রতিবেশী হিসেবে ফ্ল্যাগ-বির সাথে সবসময়ই ভাল আচরণ করেছে ওরা, যেটা টেনিসন করেনি।

আড়চোখে কামরার কোণে টেনিসনের দিকে তাকাল মেলিসা, জেনিফার উইলিয়ামসের সাথে গল্প করছে সে। আগ্রহ ঝরে পড়ছে মেয়েটার চোখে। টেনিসন অবশ্য পছন্দ করার মত লোক, মেয়ে-মহলে আলাদা একটা আকর্ষণ আছে তার। জেনি নিজেও সুন্দরী, ভাবল মেলিসা, ওরা হয়তো…

'খেতে এসো সবাই,' ম্যাককার্থির ডাকে ছিন্ন হয়ে গেল ওর চিন্তা। আনমনে মাথা ঝাঁকাল ও, টেবিলে এসে বসল। পাশেই ডেভিড ম্যাকলয়ারী। মেলিসা খেয়াল করল উল্টোদিকে, একটু দূরে জেনির পাশে বসেছে টেনিসন। চোখাচোখি হতে স্মিত হাসল ও। টের পেল ঠিকমতই লোকটার আঁতে ঘা দিতে পেরেছে। গম্ভীর হয়ে গেছে টেনিসনের মুখ, রোষের সাথে একবার তাকাল ডেভিড ম্যাকলয়ারীর দিকে, তারপর জেনির দিকে মনোযোগ দিল। একটু পর খানিকটা চমকে দেবে তাকে, সিদ্ধান্ত নিল মেলিসা।

খাওয়ার পর নাচের পর্ব শুরু হলো। প্রথমেই ম্যাকলয়ারীদের সাথে নাচল ও, তারপর ম্যাককার্থির সাথে। বিরতি পড়তে একটা চেয়ারে বসে অরেঞ্জ জুসে চুমুক দিচ্ছিল, দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে টেনিসন। পাশে এসে বসল।

'নাচবে আমার সাথে?' কোমল সুরে জানতে চাইল সে।

'কেন, জেনির সাথে নেচে আনন্দ পাওনি? তোমার সঙ্গ পেলে খুশিই হবে ও।'

মেলিসার কটাক্ষ গায়ে মাখল না টেনিসন, হেসে পাল্টা জানতে চাইল: 'তুমি হবে না?'

'না।'

ম্লান হয়ে গেল লোকটির হাসি, ধীরে ধীরে গাম্ভীর্য জায়গা করে নিল সেখানে।

পুরো হলরুমের ওপর চোখ বুলাল, তারপর হঠাৎ ফিরল ওর দিকে। 'ম্যাকলয়ারীদের সাথে নেচেছ তুমি!' চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

'তাতে তোমার কি?'

'ওই গরুচোরগুলোর সাথে কোন ভদ্রমহিলার নাচা উচিত নয়।'

রেগে গেল মেলিসা, বিরক্তি বোধ করছে। 'কিন্তু কোন জোচ্চোরের সাথে নাচব না আমি!' অসহিষ্ণু স্বরে ঘোষণা করল ও। 'ওদেরকে মোটেও গরুচোর মনে হচ্ছে না আমার। বরং তোমার সম্পর্কে একই দাবি করে ওরা। নিজের দোষ ঢাকতে ওদেরকে উচ্ছেদ করতে চাইছ, সেজন্যে আমার জমিটা দরকার তোমার, যাতে ঝর্নার মুখ বন্ধ করে ওদের পানির উৎস বন্ধ করতে পারো। মি. টেনিসন, তুমি কি চাও আমি সবাইকে বলি যে নিজের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রেখে একটা বাজে মেয়ের পেছনে ঘুরেছ তুমি?'

রাগ দেখা গেল টেনিসনের মুখে। তারপর বিব্রত বোধ করল সে, করুণ হয়ে উঠল মুখ। 'সত্যিই ভুল করেছি আমি, এবং অনুশোচনাও কম করিনি।'

'নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছ?'

'ন্-না। শুধু তুমি···'

'মরগানের পেছনে তুমিই লোক লাগিয়েছ, তাই না?' প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল মেলিসা, অজান্তে কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ। 'তোমার ওই ছা-পোষা লোকটা ফেয়ার ফাইটে মারা গিয়েছিল, অথচ একগাদা লোক ওর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ!'

'ওর প্রেমে পড়েছ নাকি?' উষ্মা প্রকাশ পেল টেনিসনের কণ্ঠে।

গা জ্বলে উঠল মেলিসার। 'পড়লেই তোমার কি! মি. টেনিসন, তোমার মত যার-তার প্রেমে পড়ি না আমি।'

'খুশি হলাম।'

'তোমার খুশি হওয়ার কিছু নেই। বরং জেনিকে পটানোর চেষ্টা করো। যদিও আমি চাই না তোমাদের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হোক।'

'কেন?'

'মেয়েটা বোকা। ও জানে না কতটা খারাপ লোক তুমি।'

'তিন বছর আগে একটা মেয়ের সাথে কি করেছি তাতেই খারাপ হয়ে গেলাম?'

'তোমার নাড়ি-নক্ষত্র খুব ভাল করেই জানি আমি। নিজের স্ত্রীকে বঞ্চিত করেছ তুমি, প্রতারণা করেছ, ওকে অপমান করেছ। তোমার চরিত্র বুঝতে এগুলোই কি যথেষ্ট নয়?'

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল আলফ্রেড টেনিসন। অসহায়ভাবে কাঁধ উঁচাল। 'আমার মধ্যে কি ভাল কিছু নেই?' প্রায় আপসের সুরে জানতে চাইল শেষে।

'আছে। নিরপরাধ কারও পেছনে লাগতে পারো তুমি, জোর-জবরদস্তি করার মত মস্ত একটা গুণও তোমার আছে। আর হ্যাঁ, তুমি অহঙ্কারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং সাহসী।'

'মাত্র একটা ভাল গুণ, তা-ই সই। ধন্যবাদ, লিসা। আমি ভালবাসতে পারি,

সেটা বললে না?'

খানিকটা বিব্রত বোধ করল মেলিসা। 'তুমি ভালবাসা বদল করতেও পারো।'

'তুমি পারো না,' এবার হাসল আলফ্রেড টেনিসন। নিরীখ করছে মেলিসাকে। 'আমি জানি, এখনও স্বামীকে ভালবাসো তুমি।'

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না মেলিসা, অজান্তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। গলার ভেতর কিছু একটা দলা পাকিয়ে আছে যেন। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল ওর। 'সে একটা বাজে মানুষ!' প্রায় আক্ষেপের সুরে স্বীকার করল শেষে।

মেলিসার সামনে এসে দাঁড়াল টেনিসন। 'এখানকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সাথে নাচার সৌভাগ্য আমার হবে কি?' সহাস্যে, চোখে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ফের প্রস্তাব দিল সে।

'তুমি একটা বেহায়া! আগেও বলেছি, তোমার সাথে নাচব না আমি। ফের জানতে চাইলে কেন? তোষামোদে গলে যাব ভেবেছ? শোনো, মি. টেনিসন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা কখনোই পাল্টাবে না।'

উঠতে যাচ্ছিল মেলিসা, কিন্তু সামনে থেকে নড়ল না টেনিসন। তার ছাইরঙা চোখজোড়া বিদ্ধ করল ওকে। অজানা কারণে অস্বস্তি বোধ করল মেলিসা, অজান্তে দু'পা সরে এল। চেয়ারের সাথে পা বেধে পড়ে যাচ্ছিল, কোমর ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল টেনিসন। মেলিসার সারা শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলো, কেঁপে উঠল বুক। অজান্তে চোখ বুজে এল।

'লিসা,' ভরাট, আমুদে গলায় বলল টেনিসন। 'খুব শিগগিরই ধারণা পাল্টে যাবে তোমার, এইমাত্র নিশ্চিত হলাম আমি।' হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তার সুদর্শন মুখ, ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল। 'তুমি এমন একটা মেয়ে যাকে সহজে পাওয়া যায় না, কেনাও যায় না। তোমাকে পাওয়ার বিনিময়ে নিজের সর্বস্ব হারাতে রাজি আমি, বিশ্বাস করো!'

'ধন্যবাদ, মি. টেনিসন!' আন্তরিক কণ্ঠে বলল মেলিসা, সামলে নিয়েছে নিজেকে। লোকটা ওর বেসামাল অবস্থার সুযোগ নেয়নি বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। চকিতে চারপাশে তাকাল ও, দেখল ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না কেউ। ছোট ছোট দল পাকিয়ে গল্পে মশগুল সবাই।

'জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ তো?'

'না!' টেনিসনের প্রতি ফের বিদ্বেষ অনুভব করল মেলিসা। 'বরং ক্যাটলম্যান এসোসিয়েশনকে একটা প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি আমি। খুব শিগগিরই কাঁটাতার এনে আমার রেঞ্জে বেড়া দেব। অন্যদেরকেও তাই করতে বলব। নিজের রেঞ্জে অন্যের হাজার হাজার গরু চরে বেড়াবে, এই উদারতা দেখানো আর পছন্দ হচ্ছে না আমার। তাছাড়া এতে রাসলিংও কমে যাবে।'

টেনিসনের অবস্থা দেখে মনে হলো যেন তাকে লাথি মেরেছে মেলিসা। বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল চওড়া পেশীবহুল কাঁধ, রাগে লাল হয়ে গেল ফর্সা মুখ। 'তুমি কি সত্যি তাই করবে?' গলায় সন্দেহের সুর, অজান্তে কেঁপে উঠল কণ্ঠ। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে তেমন হলে এ তল্লাট ছাড়তে হবে ওকে, কারণ ওর রেঞ্জের জমিতে ঘাস নেই। একটা বছরও টিকবে না গরুগুলো। সত্যি কথা বলতে

কি, ফ্রি রেঞ্জের সুবিধা আছে বলেই টিকে আছে এখানে।

'নিশ্চিন্তে কয়েক হাজার ডলার বাজি ধরতে পারো,' অনাবিল হাসি মেলিসার মুখে, টেনিসনের কোণঠাসা অবস্থা চুটিয়ে উপভোগ করছে। 'তোমার অসুবিধে কি, ম্যাকলয়ারীদেরকে তো দেশছাড়া করছই। ওদের ফেলে যাওয়া রেঞ্জ কিনে নিয়ো, গরু চরানোর জায়গা পেয়ে যাবে। তবে এরপর কিন্তু পানির উৎসটা বন্ধ করে দেব আমি। তোমাকে দেশছাড়া করার একটা সুযোগ আমারও আছে, তাই না?'

'বিশ্বাস করতে পারছি না···সত্যিই তাই করবে?'

'তুমি যদি ম্যাকলয়ারীদের ওপর জোর খাটাতে পারো, আমি কেন তোমার সাথে কৌশল বা জোর খাটাতে পারব না?'

'আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি!'

'তুমি একটা বেহায়া লোক এবং এ এলাকায় যদ্দিন থাকবে কেবল ঝামেলাই পাকাবে। তোমাকে উচ্ছেদ করতে পারলে আমার ওপর খবরদারি করার ঝুঁকিটা থাকে না, গরুচুরিও বোধহয় বন্ধ হয়।'

'আমাকে গরুচোর বলছ!?' বিস্ফারিত হয়ে গেছে টেনিসনের চোখ, অজান্তে দৃঢ় হয়ে গেল মুঠি।

'কখন বললাম!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল মেলিসা। 'ম্যাকলয়ারীদেরকে তাড়াচ্ছ তুমি; পরে, তোমাকে তাড়াব আমি। সন্দেহজনক কোন আউটফিট এখানে থাকবে না আর। ব্যস, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

'খোদার কসম, লিসা, কাঁটাতারের বেড়ার প্রচলন হলে সব গরু তোমার রেঞ্জে নিয়ে যাব আমি! জেনে-শুনে এরকম জঘন্য একটা কাজ করতে পারো না তুমি। ফ্রি রেঞ্জ পশ্চিমের একটা স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। তোমার প্রস্তাব মানবে না কেউ।'

'কিন্তু আমার ধারণা প্রস্তাবটা লুফে নেবে সবাই। কেউ না মানলেও নিজের এলাকায় বেড়া দেব আমি, সবক'টা ঝর্না ফ্ল্যাগ-বির দিকে বইয়ে দেব। খরার সময় পানি না পেলে আমার প্রস্তাব মানতে বাধ্য হবে ওরা। আর তুমি যদি আমার রেঞ্জে ঢোকার চেষ্টা করো, গুলি করার আগে সতর্ক করে দেব হয়তো, কিন্তু কথা না শুনলে সত্যিই নিজের খারাবি ডেকে আনবে। নিজের এলাকায় উটকো ঝামেলা সহ্য হবে না আমার।'

টেনিসন যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, বড়বড় হয়ে গেছে চোখ। 'তোমাকে এভাবে জানতাম না আমি!' হতাশ, ম্লান কণ্ঠে বলল সে একসময়। আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর, আত্মবিশ্বাসী ভাবটা নেই আর এখন।

'সবার ওপর ছড়ি ঘুরানোর একটা মজা আছে, তাই না? তোমার মত ধুরন্ধর লোকের ওপর হলে তো কথাই নেই! খোদার কসম, মি. টেনিসন, ব্যাপারটা খুব মজাদার হবে, দারুণ উপভোগ করব আমি!'

চড়া কণ্ঠে সবাইকে ডাকল মিসেস ম্যাককার্থি। তৃতীয় রাউন্ড শুরু হবে এখন।

'নাচবে আমার সাথে?' হেসে জানতে চাইল মেলিসা, চোখে কৌতুক। 'নাকি

ইচ্ছে নেই আর?'

'এরচেয়ে জরুরী কাজ পড়ে আছে,' উদাসীন সুরে বলল সে, হ্যাট খুলে বো করল, কিন্তু ভঙ্গিটার মধ্যে আন্তরিকতার বালাই থাকল না। 'ধন্যবাদ, লিসা, স্বীকার করছি আমাকে কাঁপিয়ে দিয়েছ, মনে করিয়ে দিয়েছ সত্যিই নাজুক অবস্থায় আছি আমি। এরকম একটা ধাক্কা তোমারও দরকার!' মেলিসার চোখে চোখ রাখল টেনিসন, দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী। রাগে দপদপ করছে কপালের পাশের একটা শিরা। চোখে কঠিন, বরফের মত ঠাণ্ডা চাহনি। 'তোমাকে এসব করতে দেব না আমি, লিসা, যেভাবে পারি ঠেকাব। বিশ্বাস করো, কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার আগেই সব সামলে নেব!' বলেই ঘুরে দাঁড়াল সে, দ্রুত বেরিয়ে গেল হলরূম থেকে।

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেছিল মেলিসার ঠোঁটের কোণে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। টেনিসনের পিঠের ওপর স্থির হয়ে থাকল ওর দৃষ্টি, যতক্ষণ দেখা গেল তাকে। অবচেতন মনে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে, অজান্তে শিহরিত হলো ও। লোকটাকে ভাল করেই চেনে, জানে জেদ চাপলে টেনিসনের পক্ষে সবই সম্ভব। তবে ঝামেলায় যেতে চায় না মেলিসা, টেনিসন ওকে আর না ঘাঁটালে কিছুই করবে না-সিদ্ধান্ত নিল। অস্বীকার করার উপায় নেই লোকটাকে দমানোর জন্যে দারুণ কয়েকটা 'অস্ত্র' আছে ওর হাতে।

'এই যে, লিসা, আরেক রাউন্ড হবে নাকি?' রল ম্যাককার্থির ডাকে চৈতন্য হলো ওর, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

হেসে সায় জানাল মেলিসা। 'দেখো আবার, শেষে তোমার বউ হয়তো নাখোশ হবে আমার ওপর। ওকে খেপালে এরকম নাচের আসরে আর নিমন্ত্রণ জানাবে না।'

বাদ্য বেজে ওঠার আগেই ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল মেলিসা, দ্রুত উত্তরে ছুটে যাচ্ছে। অস্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে, ভয় লাগছে। হঠাৎ করে টেনিসনের আসর ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ কি? ওর হুমকি ঠেকাতে কি পরিকল্পনা করবে কে জানে! জোর করে টেনিসনের ভাবনা মন থেকে তাড়িয়ে ম্যাককার্থির সাথে ফ্লোরে চলে এল মেলিসা। টের পেল প্রায়ই ভুল করছে, মনোযোগ রাখতে পারছে না।

'কোন সমস্যা, লিসা?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাককার্থি। 'নাচে মন দিতে পারছ না। টেনিসন বোধহয় আগ্রহী করে তুলেছে তোমাকে?'

'ন-না...ওহ্, ঠিকই ধরেছ।'

'তাহলে আমরা আশা করতে পারি, তোমরা...'

'না!' বাধা দিল মেলিসা, অস্বস্তির সাথে হাসল। 'ওরকম কিছু নয়। আমার জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।'

'সেজন্যে টেনিসনকে দোষ দিতে পারো না তুমি!' হালকা সুরে মন্তব্য করল ম্যাককার্থি। 'সব পুরুষই সৌন্দর্যের পূজারী। তোমার মত সুন্দরী মহিলার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ও যদি খানিকটা বেপরোয়াও হয়ে যায়, বিরক্ত না হয়ে হয়তো খুশিই হওয়া উচিত তোমার। কারণ পরোক্ষভাবে হলেও তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে ও।'

'তুমিও কি তাই?'

'অনেকটা। তবে ডরোথিকে নিয়ে সুখী আমি। একজন সুন্দরী লেডির সাথে নাচতে পারছি, তাতেই আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট। ডরোথির সাথে নেচে বোধহয় একই আনন্দ পাবে অন্য কেউ।'

হালকা কথা-বার্তা চালিয়ে গেল ওরা। পরের রাউন্ডে কারও আমন্ত্রণেই সাড়া দিল না মেলিসা, বসে থেকে নাচ দেখল। মিসেস ম্যাককার্থি এখন স্বামীর সাথে নাচছে। অতুলনীয় একটা জুটি। পুরো আসর ওরা দু'জনেই মাতিয়ে রেখেছে।

ইচ্ছে করলেও আলফ্রেড টেনিসনকে ভুলতে পারছে না মেলিসা, লোকটার আঁতে ঘা দিয়ে বোধহয় ভুলই করেছে। এমনিতে একগুঁয়ে সে, জেদ চাপলে অন্যায় বা জোর করতেও দ্বিধা করবে না। ওর জীবনে অশান্তি বয়ে আনুক টেনিসন, চায় না মেলিসা, কারণ তাকে প্রতিরোধ বা দমন করার সামর্থ্য ওর নেই, এটা ওর চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না। এমন বেপরোয়া লোক সত্যিই দেখেনি ও, আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা আপসে না পেলে জোর করবে সে, নিশ্চিত জানে মেলিসা এবং এখানেই ওর ভয়।

আসর শেষ হলো প্রায় মাঝরাতে, একে একে বিদায় নিতে লাগল অতিথিরা। বিদায় নেয়ার সময় পোর্চে ক্লীভ অ্যালেনকে দেখতে পেল মেলিসা। বুড়োর মুখ থমথমে দেখে অজান্তে কেঁপে উঠল ওর বুক, কু গাইল মন। দ্রুত পোর্চে বেরিয়ে এল ও। 'কি হয়েছে, ক্লীভ?'

কিছু না বলে একটা চিরকুট এগিয়ে দিল কুক।

কাগজটা নিয়ে পড়ল মেলিসা। মাত্র দুটো লাইন, কিন্তু সেগুলোই ওর ভিত কাঁপিয়ে দিল। ঘামতে শুরু করেছে, বুক ধড়ফড় করছে, গলা শুকিয়ে আসছে। 'কে দিয়েছে?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল।

'টেনিসনের এক পাঞ্চার। তোমাকে দিতে বলে চলে গেছে।'

'বাগিটা নিয়ে এসো।'

বুড়ো চলে যেতে ফের চিরকুটটা পড়ল ও। বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু না করারও উপায় নেই। টেনিসনের হাতের লেখা চেনে ও।

শ্যন আমার এখানে আছে।
জলদি চলে এসো।

টেনিসনের পক্ষে এমন একটা নোংরা কাজ সম্ভব। নাচের আসর ছেড়ে আগেভাগে চলে যাওয়ার কারণ বোঝা গেল এবার। ভবিষ্যৎ অনুমান করতে ভয় লাগছে ওর। জানে টেনিসনের বাথানে যেতে হবে, নিজের তাগিদেই। অনিবার্য একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সে, নোংরা কৌশল খাটিয়েছে ওর ওপর।

মেলিসা চড়ে বসতে বাগি ছেড়ে দিল বুড়ো। অখণ্ড নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করল না কেউ। রুক্ষ ট্রেইলে খটখট শব্দে এগিয়ে চলেছে বাগি। ঘোড়াগুলোর ঘন, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মেলিসা। আশঙ্কা ওর মনে, বুক ঢিপঢিপ করছে, নিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। চাঁদের মায়াবী আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি, কিন্তু উপভোগ করার মানসিকতা নেই ওর, বরং শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকল দূরের ক্যাকটাস হিলের আবছা অবয়বের দিকে। হালকা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। অজান্তে কেঁপে উঠল মেলিসার দেহ, ঠাণ্ডা লাগছে না বরং ভয়ে-আশঙ্কায় ভেতরটা বরফের মত শীতল হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই শ্লথ হয়ে গেল বাগির গতি, ক্লীভ অ্যালেনের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরল ওর, কিন্তু ধরতে পারল না প্রশ্নটা। দেখল মূল ট্রেইলে চলে এসেছে ওরা। ডানের ট্রেইল ধরে এগোলে ফ্ল্যাগ-বিতে পৌঁছে যাবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

'বক্স-টিতে যাচ্ছি আমরা, ক্লীভ,' মৃদু স্বরে নিজের সিদ্ধান্ত জানাল মেলিসা।

'সেটা কি ঠিক হবে, ম্যা'ম?'

'শ্যনকে নিয়ে বাথানে ফিরব আমি!'

নড করল সে। দ্রুত ছুটল বাগি।

ম্যাককার্থিদের বাথান থেকে মাইল চার পরে টেনিসনের বাথানের সীমানা। ঘাসহীন রুক্ষ প্রান্তরের শুরু বক্স-টি সীমানার কথা জানান দেয়। আরও মাইল দুই যাওয়ায় র‍্যাঞ্চ-হাউসটা চোখে পড়ল। কয়েকটা কামরায় আলো জ্বলছে। দূর থেকে চাঁদের আলোয় স্বপ্নপুরীর মত মনে হচ্ছে র‍্যাঞ্চ-হাউসটাকে। বাস্তবের সাথে কল্পনার অমিল অনুধাবন করে ক্ষীণ তিক্ততার হাসি ফুটল মেলিসার ঠোঁটে। *বরং দুঃস্বপ্নপুরী বলা উচিত* ভাবল ও, আজকের রাতটা এখানে কিভাবে কাটবে জানা নেই, কিংবা আলফ্রেড টেনিসনের চাহিদাও কি হতে পারে বুঝতে পারছে না। ভাবতেও ভয় লাগছে।

পাহাড়ের কোলে বড়সড় দালানের পাশে বার্ন আর করাল। দুই সারি ওঅটর ট্রাফের মাঝখান দিয়ে বিশাল র‍্যাঞ্চ-হাউসের সামনে এসে থামল বাগি। পোর্চের খুঁটির সাথে ঝুলন্ত দুটো লণ্ঠন ম্লান আলো ছড়িয়ে দিয়েছে আঙিনায়। বাম দিকের একটা কামরা থেকে বেরিয়ে এল আলফ্রেড টেনিসন। হাসি লেগে আছে মুখে।

ঠায় বসে আছে মেলিসা, যেন নামার শক্তি পাচ্ছে না।

'নেমে এসো, ক্লীভ। ড্রিঙ্ক করে যাও। শেষে আবার যেন বলতে-না পারো, আমার এখানে এসে ড্রিঙ্কের অফার পাওনি।' সস্তা রসিকতায় হেসে উঠল সে, অন্যরা কেউ যোগ দিল না। তবে তাতে অসন্তুষ্ট মনে হলো না বক্স-টি মালিককে। এগিয়ে এসে মেলিসাকে নামতে সাহায্য করল। 'দোতলায় চলে যাও, লিসা। আসছি আমি।'

ছুটল মেলিসা। সিঁড়ি ভেঙে চলে এল ওপরে।

ক্লীভ অ্যালেনকে নিয়ে নিচের অফিসরুমে এল টেনিসন। নির্জলা হুইস্কি অফার করল।

'এসব কি হচ্ছে, টেনিসন?' চেষ্টাকৃত কোমল কণ্ঠে জানতে চাইল কুক।

'কিছুই না। ওরা মা-ছেলে আজ আমার অতিথি, ব্যস। কাল সকালে ওদেরকে পৌঁছে দেব আমি।'

'আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'যদি না যাই?'

'থাকতে পারো, একজন অতিথি বাড়লে বরং খুশিই হব,' অমায়িক হেসে বলল টেনিসন। 'কিন্তু ওরা এখানে থাকছে আজ, খবরটা জানা উচিত মি. বডম্যানের।'

'আমি তোমার চাকুরি করি না!' শীতল শোনাল কৃকের কণ্ঠ। বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টেনিসনের দিকে।

'হ্যাঁ, নিশ্চই। বুঝতে পেরেছি মালিক ছাড়া অন্য কারও কথা মনে ধরবে না তোমার। একটু অপেক্ষা করো, ক্লীভ। মেলিসা নিজেই তোমাকে একই কথা বলবে।'

কিছুই বুঝতে পারছে না ক্লীভ অ্যালেন। টেনিসনের ঘাড় মটকে দিতে ইচ্ছে করছে। বিষদৃষ্টিতে বক্স-টি মালিকের দিকে তাকাল ও, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না সে। তার হাসি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে ওর।

'বোতল আর সময়ের সদ্ব্যবহার করো, ক্লীভ,' উদার ভঙ্গিতে হেসে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল টেনিসন।

তাই করল ফ্ল্যাগ-বি কৃক। বোতলটির সদ্ব্যবহার করা ছাড়া এখানে করার কিছুই নেই ওর, তিক্ত মনে ভাবল।

একটু পরই এল মেলিসা। শুকনো দেখাচ্ছে মুখ, আশঙ্কা আর ভয় ঢেকে রাখার চেষ্টা করেও পারছে না। 'ক্লীভ, বাবাকে বোলো কাল সকালে ফিরব আমরা।'

'কি বলছ, ম্যা'ম!?'

'ভয়ের কিছু নেই,' ম্লান হাসল মেলিসা, ওর চোখ দেখে মনে হলো নিজেও কথাটা বিশ্বাস করছে না। 'শ্যন ভাল আছে। আমার ধারণা…জমিটা বেচতে আমাকে বাধ্য করবে ও।'

'তুমি অনুমতি দিলে ঘটনাটা সবাইকে জানাতে পারি আমি। ম্যাককার্থিদের নাচের আসরে এখনও কিছু লোক আছে বোধহয়। খবর পেলে টেনিসনকে লটকাতে আসবে ওরা। ওর সাধের এই বাথান জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে।'

'শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছ, ক্লীভ। আমি এখানে ভালই থাকব।'

'মি. বডম্যান হয়তো দুশ্চিন্তা করবে, ম্যা'ম।'

'তোমার ফিরতে দেরি হলে বাবা আরও বেশি দুশ্চিন্তা করবে।'

হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বেরিয়ে গেল কৃক। পিছু পিছু পোর্চ পর্যন্ত এল মেলিসা। বাগিটার অবয়ব দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর দোতলায় উঠে এল।

ওপরে শুধু একটা কামরায় বাতি জ্বলছে, টেনিসনের বেডরুমে। বিছানার ওপর বসে সিগারেট ফুঁকছিল সে, দরজায় এসে দাঁড়াল মেলিসা। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ভয়ে বেসামাল অবস্থা, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রয়াস পাচ্ছে।

'এসো, লিসা।'

'শ্যন কোথায়? তোমার কথা মত ক্লীভকে চলে যেতে বলেছি।'

'ঘুমোচ্ছে ও।'

'তোমার সাথে কথা বলার আগে ওকে দেখব আমি!' একগুঁয়ে স্বরে দাবি করল মেলিসা।

'অযথাই ভয় পাচ্ছ। এসো,' বলে এগোল টেনিসন, পিছু নিল মেলিসা।

দুটো কামরা পেরিয়ে আরেকটায় ঢুকল সে, লণ্ঠন জ্বালাল। এটাও একটা বেডরুম, তবে ফাঁকা।

'শ্যন কোথায়?'

'পাশের রুমে। জানালা দিয়ে দেখো।'

ছুটে গেল ও, লণ্ঠনের ম্লান আলোয় পাশের কামরায় ঘুমন্ত শ্যনকে দেখতে পেল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো ওর, *শয়তানটা ওকে...।* শ্যনের ছোট্ট বুক আর পেট নিয়মিতভাবে ওঠা-নামা করছে দেখে অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'শ্যনের কাছে যাব আমি,' ঘুরে বলল মেলিসা।

'কাল সকালের আগে নয়।'

'আসলে কি চাও তুমি?'

'সকালে এ নিয়ে আলাপ করব আমরা, ঠিক আছে? ক্লান্ত হয়ে আছ, সন্ধেয় অনেক নেচেছ, বিশেষ করে ম্যাকলয়ারীদের সাথে।'

'প্রত্যাখ্যানের শোধ তুলছ?'

'তোমার কামরাটা দেখিয়ে দেই। ঘুমোও, সকালে উঠে সব বিদ্বেষ ভুলে যাবে।'

'তোমার ধারণা এখানে শান্তিতে ঘুমাতে পারব আমি?' শ্লেষের সুরে জানতে চাইল মেলিসা।

উত্তর দিল না টেনিসন, দরজার দিকে এগোচ্ছে। অগত্যা পিছু নিল মেলিসা। দরজার কাছে এসে সরে গিয়ে ওকে বেরুনোর সুযোগ দিল সে, ফের কামরায় ঢুকে বাতি নিভিয়ে দিল। তারপর পাশের কামরায় এল ওরা। বাতি জ্বালাতে মেলিসা দেখল আগেরগুলোর চাইতে অনেক বেশি আরামদায়ক এবং বিলাসবহুল এটা।

'ড্রিঙ্ক দেব তোমাকে? টেনশন কাটবে।' দরজা ভিড়িয়ে দিল সে।

কিছু না বলে বিছানার কিনারায় বসল মেলিসা। ভয় পাচ্ছে, টেনিসন আসলে কি চাইছে? কাঁপা হাতে হুইস্কির গ্লাস নিল ও, খানিক দ্বিধার পর চুমুক দিল। অভ্যাস নেই বলে জ্বালা ধরে গেল বুকে। অজান্তে দাঁত-মুখ কুঁচকে উঠল। একটু হালকা লাগল নিজেকে।

'হুইস্কি যেমন সইছে না, একা থাকাও সইছে না তোমার, লিসা,' হেসে মন্তব্য করল টেনিসন।

চমকে উঠল মেলিসা। 'কি বলতে চাইছ?'

'তুমি অনিন্দ্যসুন্দর একটা মেয়ে, লিসা। তোমার দরকার একজন বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গ। তা দিতে পারি আমি, পারি না? তুমি জানো আজ তোমাকে কত সুন্দর লাগছে?'

উঠে দাঁড়াল মেলিসা। 'বেরিয়ে যাও, প্লীজ! নইলে চেঁচাব আমি!'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'হাতে ওকে বেষ্টন করল টেনিসন। 'এই মেয়ে,

আমাকে তোমার দরকার, তুমি স্বীকার না করলেও নিশ্চিত জানি আমি। ম্যাককার্থিদের বাড়িতে সন্ধ্যায়ই তা বুঝেছি। তুমি এখন না চাইলেও মানব না আমি। তুমি আমাকে পাগল করে তুলেছ, লিসা!' দ্রুত মেলিসার পেলব ঠোঁটজোড়া দখল করল সে।

থরথর করে কেঁপে উঠল মেলিসার শরীর। দু'হাত টেনিসনের বুকে ঠেকিয়ে বাধা দিতে চাইছিল, খানিক পর শিথিল হয়ে এল সেগুলো। তারপর মৃণাল বাহু দিয়ে টেনিসনের গলা জড়িয়ে ধরল ও, নিজেকে আরও এগিয়ে দিল লোকটার আলিঙ্গনের মধ্যে।

ছয়

থমকে দাঁড়িয়েছে জেমস মরগান। সিঁড়ির ধাপে একটা পা তুলে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি বোঝার প্রয়াস পেল। ওপরে কোন সাড়া নেই, সম্ভবত ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে লোকগুলো। অপেক্ষায় আছে কখন ওপরে উঠে যাবে মরগান। হয়তো আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবে, তারপর অধৈর্য হয়ে নেমে আসবে। বাইরের লোকগুলো বোধহয় ব্যাক-আপ টীমের সদস্য, মরগান আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে গেলে হামলা করবে।

দ্রুত পেছনের কামরায় চলে এল ও। আলাদা আলাদা স্টলে তিনটে ঘোড়া বিশ্রাম নিচ্ছে। ওর সাড়া পেয়ে নড়েচড়ে, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল সোরেলটা। একপাশে দেয়ালের সাথে ঝোলানো স্যাডল নামিয়ে সাজ পরাল মরগান। তারপর স্যাডলে চেপে মৃদু স্পার দাবাল। বোধহয় পরিস্থিতির গুরুত্ব আর ওর প্রয়োজন আঁচ করতে পেরেছে ঘোড়াটা, প্রায় নিঃশব্দে সামনের কামরায় এসে দাঁড়াল।

নিজের শ্রবণশক্তির ওপর মরগানের আস্থা ষোলো-আনা। মিনিট তিনেকের মধ্যে বাইরের লোকগুলোর অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেল। অধৈর্য হয়ে পড়েছে ওরা, নড়াচড়া করছে খুব। মরগান দোতলায় উঠে গেলে অনেক আগেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যাওয়ার কথা, আর এ ফাঁকে নিজেরা ভেতরে ঢুকে পড়বে—পরিকল্পনামাফিক সবকিছু এগোচ্ছে না বলে হয়তো কিছুটা চিন্তিত। ওদের ধাত ভাল করেই জানে মরগান। ঝুঁকি নিয়ে সামনাসামনি বা একা কিছু করার ইচ্ছে নেই, তাই দল ভারী করে ওকে ধরাশায়ী করতে এসেছে। একজনের বিপক্ষে ছয়জন—সহজ সমীকরণ। তবে ওরা জানে না খেপে গেলে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে জেমস মরগান। জানে না সে অসাধারণ এক মানুষ, অন্তত যতক্ষণ ওর পিস্তলে বুলেট থাকবে।

মরগান ভেবেছিল স্যাডলে চেপে আস্তাবল থেকে বেরুনোর চেষ্টা করবে, কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। একটা পরিকল্পনা এসেছে মাথায়। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার সামনে চলে এল ও। সোরেলের ঘাড়ে হাত বুলানোর সময় ফিসফিস করে কথা বলল। আলতো করে মুখ দিয়ে ওর পেটে

গুঁতো মারল সোরেলটা, মরগান টের পেল শক্ত হয়ে গেছে ওটার শরীর। তারপর সহসাই শিথিল হলো, ঠিক ছোটার আগে, আর মরগান সামনে থেকে সরে যাওয়ার পরপরই। বাইরের লোকগুলোকে হতচকিত করে দিয়ে নিমেষে বেরিয়ে গেল অন্ধকার রাস্তায়।

সোরেলের পেছনে খোলা পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল ও। দরজা পেরিয়ে যখন দুই কদম এগিয়েছে, এসময় ভুল বুঝতে পারল লোকগুলো। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছের লোকটা পাঁচ হাত দূরে ছিল, হাতে সিক্সশ্যুটার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুকে বুলেট নিয়ে আছড়ে পড়ল সঙ্গীর ওপর। তাকেও গুলি করেছিল মরগান; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। উঠতে সময় লাগবে লোকটার–সামলে নিয়ে, শুয়ে থেকেও যদি গুলি করে, কিছুটা সময় লাগবে–ভেবে অন্য দিকে নজর দিল মরগান। সহসা কানের পাশ দিয়ে সুর তুলে চলে গেল একটা বুলেট। তারপর আরও একটা। শিউরে উঠল ও। আধপাক ঘুরে নিশানা ছাড়াই বাম হাতের পিস্তল থেকে গুলি করল, ইচ্ছে লোকটাকে ব্যস্ত রাখা। পাশে সরে গেল এক পা। বিশ হাত দূরে দেখতে পেল বিশালদেহীকে, সমানে কমলা আগুন ওগরাচ্ছে তার পিস্তল। নিশানা করার কোন বালাই নেই, ওকে মুখোমুখি হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে দুটো পিস্তল থেকে গুলি করল মরগান। পাশাপাশি দুটো গর্ত সৃষ্টি হলো কপালে, ধূলিময় রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা।

এবার ডান দিকে নজর দিল ও। নিথর পড়ে আছে দু'জনেই। দ্বিতীয় লোকটা আহত হয়েছে, বুক চেপে ধরে ককাচ্ছে। খোলা পিস্তল হাতে রাস্তা ধরে ছুটল মরগান, দু'পাশে তীক্ষ্ণ নজর চালাল। একেবারে ফাঁকা রাস্তা। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার কাছে চলে এল ও। সোরেলের লাগাম ধরে হেঁটে সরে এল জায়গাটা থেকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। বিশ্রামের ফাঁকে পিস্তল রিলোড করল, তারপর হোলস্টারে ফেরত পাঠাল বাম হাতের কোল্ট।

কয়েকটা বাড়ির জানালা খোলার শব্দ পেল মরগান, আলোর ক্ষীণ ধারা এসে পড়ল ধূলিধূসর রাস্তায়। ডান দিকে দোতলার জানালায় কৌতূহলী একটা মুখ দেখা গেল। রাস্তায় চোখ বুলাল মাঝবয়েসী লোকটা, কিছু বুঝতে না পেরে শেষে জানালা আটকে দিল। একটু পর লণ্ঠন হাতে আস্তাবলের দরজায় এসে দাঁড়াল বুড়ো হসল্যার, লাশগুলো দেখল। বিড়বিড় করে অদৃশ্য কাউকে গাল দেয়ার পর ভেতরে চলে গেল। মরগানের মনে পড়ল বুড়োর পাওনা মেটানো হয়নি। ঘোড়াটা না দেখে হসল্যার হয়তো ভাববে পালিয়েছে ও। কয়েকটা গালও জুটতে পারে কপালে, সেইসাথে বিতৃষ্ণা। তবে, সুযোগ পেলে সকালে ফিরে এসে দেনা শোধ করবে, ভাবল ও।

ওপরের লোকগুলো নামছে না, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গীদের সাড়া না পাওয়ায় ধরে নিয়েছে কাজ হয়নি। শিকার ধরতে এসে নিজেরাই আটকা পড়েছে এখন। ইচ্ছে করলে ওদেরকে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারে মরগান, অন্তত মিনিট বিশের আগে উঁকিও মারবে না কেউ। আস্তাবলের পেছন দিক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে ওরা, সেটাই স্বাভাবিক। ওখানে গিয়ে লোকগুলোর ওপর

চড়াও হতে পারে, কিন্তু বাদ দিয়ে দিল সে-চিন্তা। অযথা ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।

স্যাডলে চেপে গলি ধরে উল্টোদিকের বাড়িগুলোর পেছনের রাস্তায় চলে এল ও। ধীর গতিতে এগোল, অফুরন্ত সময় হাতে। ত্রিশ গজের মত এসে পাশের গলি ধরে মূল রাস্তার কাছে ফিরে এল। কোণের একটা বাড়ির অন্ধকার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। ধূমপানের ফাঁকে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। আস্তাবলের সামনের দিকটা চোখে পড়ছে, আগের মতই ফাঁকা।

গলি থেকে মূল রাস্তায় চলে এল ও। পেছনে ফাঁকা রাস্তা জরিপ করে নিশ্চিত হলো পিছু নিচ্ছে না কেউ। রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল উল্টোদিকের গলিতে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে দক্ষিণে এগোল। আস্তাবলের পেছন দিকটা ওর গন্তব্য। পথে পড়ে থাকা আবর্জনা মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে, পরোয়া করছে না মরগান। তাড়ার মধ্যে আছে।

আস্তাবলের পেছনে, বিশ গজ দূরে পতিত জমি, জুনিপার আর উইলোর ছড়াছড়ি। তারই একটার আড়ালে অবস্থান নিল ও। ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষায় থাকল। ভাবছে দেরি করে ফেলেছে কি-না। স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করল আগের মতই দেয়ালের কিনারায় ঝুলছে স্যাডল ব্যাগটা।

মরগান নিশ্চিত জানে পেছন দরজা দিয়ে বেরুবে লোকগুলো। এদিক দিয়ে আক্রমণের আশঙ্কা করবে না।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় দেখা গেল ওদের। দু'জন অন্য লোকটির চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে। চুপিসারে, নিঃশব্দে সরে পড়ার ইচ্ছে। ধরে নিয়েছে এদিক দিয়ে কোন বাধা পাবে না। কৌতুক বোধ করল মরগান। সেইসাথে রাগও হলো, এরা খুব বেশি বিরক্ত করছে ওকে। ক্যাসল টাউনে থাকার ইচ্ছে ছিল না, অথচ ওকে বাধ্য করেছে। দুটো রাত আর একটা দিন আটকে রেখেছে। এ খেলাটা একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না ওর। কোণঠাসা হয়ে লড়তে অভ্যস্ত নয় জেমস মরগান।

তবে এখন আর অবস্থা নাজুক নয়। প্রতিপক্ষের বেশ কয়েকজন মারা পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে পিঠটান দেবে লোকগুলো, টাকার চেয়ে জীবনের মায়াকে বড় করে দেখা শুরু করবে। তাই চাইছে মরগান। শুধু পেছনের লোকটাকে হাতের নাগালে পেতে চায় ও। ওর কাছে প্রচুর টাকা আছে, কেউই জানত না। বোঝা যাচ্ছে পেছনের লোকটা তা জানে এবং মূলোর লোভ দেখিয়েছে ওর পেছনে লেলিয়ে দেয়া লোকগুলোকে। কিংবা তথ্যটা এদের কাছে পাচার করেছে, আর ডলারের লোভে ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে লোকগুলো। মরগান জানে কে করেছে এ কাজ।

আলফ্রেড টেনিসনের প্রতি রাজ্যের ঘৃণা অনুভব করছে ও।

একে একে তিনজনই বেরিয়ে এল। বলা যায় মরগানই বেরুতে দিল। দশ কদম এগোনোর পর বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো লোকগুলোর ওপর। আচমকা আক্রমণ পিলে চমকে দিল ওদের, হতচকিত অবস্থা সামলে নিয়ে পাল্টা হামলা করার সুযোগ পেল না কেউ। কাটা কলাগাছের মত পড়ে গেল একেকজন।

মিনিট দুই অপেক্ষা করার পর আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল মরগান। ঝোপের

পেছনে এসে অপেক্ষায় থাকল। জানে এবারও বেরিয়ে আসবে হসল্যার, বিরক্ত হয়ে লাশগুলো দেখবে, তারপর দুনিয়ার বিরক্তি নিয়ে যথারীতি শুয়ে পড়বে।

অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে বেরিয়ে এল হসল্যার। আলো উঁচিয়ে ধরে বাইরে উঁকি দিল, চারপাশে খুঁজল কি যেন। শ্রাগ করল এরপর। 'দয়া করে ঘুমাতে দাও, বাপু!' কণ্ঠে তিরস্কার। 'তুমিও চলে এসো। বোধহয় আজ রাতে তোমাকে আর ঘাঁটাবে না ওরা। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে কার সাথে লাগতে এসেছিল। আর হ্যাঁ, আমার পাওনা দিয়ে যেয়ো। কখন কি হয়!'

নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল মরগানের মুখ। বুড়ো জানে এখানে আছে ও, যদিও দেখতে পায়নি। ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সোরেলটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ও।

'কেমন লোক তুমি, ঠিক বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত সুরে বলল সে, যদিও মুখটা নির্বিকার দেখাচ্ছে। 'হিসেব গরমিল করে দিতে ওস্তাদ। সাধারণ গানফাইটার ভাবতে পারছি না তোমাকে।'

'মাঝরাতের হিসাবে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক,' হালকা সুরে বলল ও।

'ওদের মত?'

'ভুলে যাও।'

'নৃশংস! কোন সুযোগই পায়নি ওরা।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল মরগান। 'একজনের বিরুদ্ধে ছয়জন; তা-ও সামনে-পেছনে দুটো দলে এসেছিল ওরা। এটা কি ফেয়ার?'

'ভুল বুঝেছ। ওরা কিছু করার সুযোগ পায়নি, তাই বোঝাতে চেয়েছি।'

'খেলাটা ওরাই শুরু করেছিল এবং অনেকগুলো ভুল করেছে।'

'এবং উচিত সাজা পেয়েছে।'

'ওরা কারা, চেনো নাকি?'

থমকে গেল বুড়ো, চোখ ছোট করে দেখল ওকে। 'নিশ্চই ভাবছ ওরা টেনিসনের লোক? না হে, স্রেফ ধান্ধাবাজ এরা। ক্যাকটাস হিলের ওপাশের হাইড-আউটের বাসিন্দা, এবং সম্ভবত গরুচোর।'

'শুনেছি এখানকার গরুচুরির ব্যাপারে টেনিসনের সম্পর্ক খোঁজে কেউ কেউ।'

'হতে পারে,' নিস্পৃহ সুরে মন্তব্য করল বুড়ো। 'আবার ম্যাকলয়ারীরাও জড়িত থাকতে পারে। টেনিসনের চেয়ে ওদের স্টক অনেক ছোট।'

'তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।'

'দেখো, মরগান, আমি কিন্তু কোন জুরী নই। কে কি করল তাতে কিছুই আসে-যায় না আমার। কারও কৃতকর্মের বৈধতা বিচার করার দায়িত্বও আমার নয়।'

'আমার একটা কাজ করে দাও,' সহাস্যে প্রস্তাব দিল মরগান। পকেট হাতড়ে দশ ডলারের একটা নোট বের করে এগিয়ে দিল। 'কয়েকদিনের খাবার কিনে রাখতে পারবে? সকালে এসে নিয়ে যাব। এখানে, দরজার পাশে রেখো।'

'আমাকে বিশ্বাস করছ কেন? বেঈমানি করতে পারি আমি। তোমার জন্যে অভ্যর্থনা-পার্টির ব্যবস্থা করতে পারি।'

হাসল মরগান, বুড়োর রসিকতায় কৌতুক বোধ করছে। 'ইচ্ছে হলে করতে পারো, তৈরি থাকব আমি।'

টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল সে। 'আমার পাওনা দুই ডলার, আর খাবার কিনতে পাঁচ। হুঁ, মুফতে কামাই করতে ভালই লাগে, কি বলো?'

'যদি হজম করতে পারো।'

ম্লান হলো না হসল্যারের হাসি। 'তোমার সমস্যা কি জানো, সবকিছুর মধ্যে শুধু সন্দেহ করো। কাউকে বিশ্বাস করো?'

'করি। একমাত্র নিজেকে।'

'ঠিক আছে, পেয়ে যাবে তোমার জিনিস। তবে এরচেয়ে বেশি কিছু চেয়ো না। এমনিতে ঝামেলার অন্ত নেই আমার।' নড করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

সিগারেট রোল করতে শুরু করল মরগান। ভাবছে রাতটা বাইরে কাটিয়ে দেবে। আস্তাবলের চেয়ে খোলা প্রেয়ারি অনেক নিরাপদ। পরেরবার ওর ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন না-ও হতে পারে। অবশ্য আরেকটি উদ্দেশ্য আছে, শত্রুপক্ষের ওপর নজর রাখতে চায়, এবং সুযোগ পেলে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

সময় নিয়ে সিগারেট শেষ করল ও, তারপর পেছন দরজা দিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওর ঘোড়া, ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে কিছু দূরে উঁচু ঢিবির মত একটা জায়গায় চলে এল। বেশ কিছু ঝোপ রয়েছে, সেখানে এসে ফিল্ডগ্লাস বের করে খুঁটিয়ে দেখল পুরো এলাকা। এখনও পশ্চিমের ট্রেইলে রয়েছে দু'জন। বাজি ধরে বলতে পারবে উল্টোদিকেও কয়েকজন আছে। কোন্ দিকটা দুর্বল, মনে মনে ভাবল ও, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না।

আপাতত কিছুই করার নেই। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের গালিচার ওপর বেডরোল বিছাল মরগান, এমন জায়গায় যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। শুয়ে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকাল ও। একটু পর মুখের ওপর হ্যাট চাপিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মরগানের ঘুম ভাঙল ভোরে, সূর্য ওঠার আগে। বেডরোল গুটিয়ে স্যাডলে চাপল ও। চারপাশে নজর বুলাল, আগের জায়গায় আছে প্রতিপক্ষ। সম্ভবত লোক বদল হয়েছে। খানিক পর ঘুরে শহরের ভেতর চলে এল ও। বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ। তবে পাইপ্যালেস খোলা পেয়ে খুশি হলো।

'আরে, মি. মরগান যে! এত সকালে?' রান্নাঘরের দরজায় দেখা গেল মিসেস উইলিয়ামসকে।

'রাক্ষুসে খিদে ঘুম ভাঙিয়ে দিল,' হেসে বলল ও।

পাল্টা হাসল মহিলা। 'একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখনও তৈরি হয়নি।'

নড করে একটা টেবিলে বসল ও। মহিলা ভেতরে চলে যেতে বাইরে তাকাল, উল্টোদিকের জেনারেল স্টোরের ঝাঁপ তুলছে দোকানি। ফাঁকা রাস্তা। দূরে স-মিলের সামনে দুটো মুরগীকে দেখে দাবড়ানি দিল ঘুমকাতুরে একটা নেড়ি কুকুর। পাশের বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে শরীর টানটান করল ওটা, তারপর পাঁজরে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। টেরই পেল না ফিরে এসেছে মুরগী দুটো, মিলের

সামনে রাখা কাঠের গুঁড়োর মধ্যে খাবার খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আধ-ঘণ্টা পর আস্তাবলে এল মরগান। কথামত দরজার একপাশে খাবারের পোটলা রেখেছে হসল্যার। ওটা নিয়ে এসে ফের স্যাডলে চাপল ও। শহর থেকে বেরিয়ে পুব দিকে ঘোড়া ছোটাল। ট্রেইলের ধারে-কাছেও গেল না, বিরান প্রান্তর দিয়ে এগিয়ে চলল। উঁচু-নিচু পথ, মাঝে মধ্যে শুকনো ড্র-র আকারে নিচু হয়ে গেছে। দূরের অনুসন্ধানী চোখ এড়িয়ে যেতে নিচু জমি ধরে এগোল ও। মুখের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়েছে, ক্রমশ তেতে উঠছে রোদ।

মাইল খানেক পরে ক্ষীণ ধারার একটা ক্রীকের কাছে পৌঁছল ও। ওটা পেরিয়ে মাইল দশ রুক্ষ জমি পাড়ি দেয়ার পর ফ্ল্যাগ-বির সীমানা শুরু হলো। উঁচু ঘাস ঠেলে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। দুপুর পর্যন্ত এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে কাটাল মরগান। খেয়াল করল বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে বাথানটা। তবে তুলনায় স্টকটা ছোট। আরও কয়েক হাজার গরু নির্বিঘ্নে চরতে পারবে এখানকার তৃণভূমিতে।

একটা ঝর্নার কাছে লাঞ্চ সেরে ফ্ল্যাগ-বি র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে ঘোড়া ছোটাল মরগান। নিজের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করে অবাক হলো। এর কারণ কি মেলিসা বডম্যান? নিজেকে তিরস্কার করল ও। এ মেয়ে তার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

দূর থেকে খালি মনে হলেও মরগান যখন কাছে এল, দেখল বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে মেলিসা বডম্যান। নীল চোখে বিস্ময়। 'আরে, তুমি দেখছি এখনও যাওনি!'

'কফি খেতে এলাম,' হেসে বলল মরগান।

'এসো।'

স্যাডল ছেড়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল ও। আনমনে দাড়িতে হাত বুলাল। ক্ষৌরি করেনি বলে আফসোস হচ্ছে। হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'লাঞ্চ করেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা চেয়ার দখল করল ও।

কিচেনে গিয়ে চুলোয় কফির পানি চড়িয়ে ফিরে এল মেলিসা। 'ক্যাসল টাউনেই আছ?'

'ঘুরছি। ইচ্ছে করছে এখানে থেকে যাই। কিন্তু আমার ঘোড়াটা পছন্দ করছে না।'

'ঘোড়ার পছন্দের দাম দেয় ক'জন!' পাল্টা হালকা সুরে বলল মেলিসা। 'বরং ওরাই মালিকের ইচ্ছে মত চলে।'

'আমি স্বাধীন লোক। ঘুরে বেড়াতে আনন্দ পাই, আমার সাথে সাথে ঘোড়াটাও বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে।'

'মি. মরগান, আমার কাছে অবাকই লাগছে, তোমার মত লোক কাজ ছাড়া এভাবে ঘোরাঘুরি করার কথা নয়।' ফের কিচেনে চলে গেল মেয়েটা, আলাপে ছেদ পড়ল। দুটো মগে কফি নিয়ে ফিরে এল একটু পর।

'আমার স্যাডল ব্যাগে কিছু টাকা আছে, কিছু লোক সেগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইছে। চারপাশ থেকে আমার বেরুনোর পথ আটকে রেখেছে ওরা, এ জন্যেই

যেতে পারছি না।'

'নিজের টাকার কথা সবাইকে বলে বেড়াও নাকি?'

'না বললেও কেউ কেউ ঠিকই জেনে যায়।'

বিস্মিত দেখাল মেলিসাকে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে কাঁধ দুটো। মরগানের মুখে স্থির হলো দৃষ্টি, কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। মরগানের মনের ভাবনা ঠিকই পড়তে পারল মেলিসা, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না ও। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সামলে নিল, গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। 'নিশ্চিত জানো তোমার টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইছে টেনিসন?'

'দুঃখিত, ম্যা'ম। ঠিক তা বোঝাতে চাইনি আমি। না, টাকার ব্যাপারে আগ্রহ নেই ওর, কিন্তু আমার চামড়ার পেছনে লেগেছে ঠিকই। লোকের গোপন খবর পেতে সে ওস্তাদ।'

'ও তো কাল সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত ম্যাককার্থিদের বাথানে ছিল। তারপর নিজের বাথানে গেছে, এসময়...'

'নিজে কিছু করছে না টেনিসন। ওর ভাড়া করা লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাকে।'

'ঝামেলাটা বোধহয় আমার কারণেই হলো,' বিষণ্ন দেখাল মেলিসাকে। 'আমি দুঃখিত, মি. মরগান। নিজের নয় এমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে গেছ তুমি।'

'উঁহুঁ, আমি নিজেই জড়িয়েছি। অযথাই নিজেকে দোষী ভাবছ তুমি, ম্যা'ম।'

কফিতে চুমুক দিল মেলিসা। 'ঠিক কি ঘটেছে বলবে?'

জানাল মরগান।

'কিন্তু ওটা তো আমার এলাকা! ফ্রি রেঞ্জ বলে সবাই ব্যবহার করতে পারে। অথচ জায়গাটাকে সার্কেল-এমের বলে দাবি করেছে লোকগুলো। এর মানে কি? ওরা ম্যাকলয়ারীদের লোক?'

'কাউকেই পাঞ্চারের মত মনে হয়নি আমার। খুব সম্ভব আউট-ল।'

'কিন্তু তোমার ওপর এভাবে হামলা করবে কেন? তোমাকে কিছু একটা বলে বুঝ দিতে হবে এ জন্যে নিজেদেরকে সার্কেল-এমের ক্রু বলে দাবি করবে, এটা মানতে পারছি না আমি। বোধহয় পরিকল্পনামাফিক করেছে কাজটা।'

'হতে পারে,' হেসে সিগারেট ধরাল মরগান, নিরীখ করছে মেলিসাকে। চিন্তিত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। 'টেনিসন সম্পর্কে আমাকে জানাবে, ম্যা'ম? বোধহয় তুমিই ওর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানো।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল মেলিসা। 'তেমন কিছু নয়,' ক্ষীণ হেসে শেষে বলল, 'টেনেসিতে নিজের বাথান বেচে দিয়ে এখানে এসেছে।'

'এতবড় স্টক নিয়ে এল, এমন এক জমিতে বাথান করল যেখানে ঘাস বলতে কিছু নেই। একটু অস্বাভাবিক না?'

'বোধহয় না। ফ্রি রেঞ্জের সুবিধা পাবে জেনেই এসেছে সে। কাঁটাতারের বেড়ার প্রচলন হলে বিপদে পড়বে ও। বিকল্প একটা ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো...'

'বিকল্প ব্যবস্থা কি সার্কেল-এম দখল?'

শ্রাগ করল মেলিসা। 'হতে পারে। তবে টেনিসনই ভাল জানে সেটা।'

'তোমার সাথে ওর ঝামেলা বাধল কি নিয়ে?'

'লজপোল পাইনের ওই অংশটুকু চায় সে, অবশ্য ন্যায্য দামেই কিনতে চেয়েছে। আমি ওকে বলেছি শিগ্‌গিরই আমার সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া দেব। অন্যরাও যদি একই কাজ করে তো বিপদে পড়তে হবে ওকে। ফ্রি রেঞ্জের সুবিধা না থাকায় নিজস্ব তৃণভূমির দরকার হবে ওর, কিন্তু পর্যাপ্ত ঘাস নেই বক্স-টির জমিতে। সেজন্যেই লজপোল পাইনের ওই জমিটা চাইছে টেনিসন, তাছাড়া ঝর্নার গতিপথ আটকে ম্যাকলয়ারীদের জমিতে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিতে হলেও জায়গাটা দরকার ওর।'

'তুমি ওর কাছে জায়গাটা বিক্রি করছ?'

'না। ফ্ল্যাগ-বির স্টক দিনদিন বাড়ছে। বাড়তি গরুর জন্যে জায়গাটা আমার নিজেরই দরকার হবে।'

'এখানে তো আইন বলতে কিছু নেই। টেনিসন যদি জোর করে?'

'পারবে না।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'যদ্দূর জানি এরকম কিছু করবে না সে। ওকে গরুচোর হিসেবে সন্দেহ করে ম্যাকলয়ারীরা, আবার এটাও ঠিক তারা নিজেরাও এ সন্দেহের বাইরে নয়। বরং ওদের আউটফিটেই আজেবাজে লোক বেশি।'

'এমন হতে পারে ওরা দু'জনেই কাজটা করছে?'

'আমি জানি না।' অসহায় দেখাল মেলিসাকে, আনমনে একটা কাঁধ উঁচাল। গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা গেল এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছুক নয়। 'মি. মরগান, তুমি আমাকে অবাক করেছ।'

'এসব জানতে চেয়ে?'

নড করল মেয়েটা। 'তোমাকে নিজের চরকায় তেল দেয়ার মত লোক মনে হয়েছে আমার। প্রথম দিন এখানকার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাওনি তুমি।'

স্মিত হাসল মরগান, যদিও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ দেখাল ওর চোয়াল। 'ঝামেলা পছন্দ করি না আমি, কিন্তু ঝামেলা এলে পিছিয়েও যাই না। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে ওরা। ওদের কাউকেই ছাড়ব না আমি।'

'টেনিসনকে অভিযুক্ত করতে হলে প্রমাণ করতে হবে।'

'সেসবের ধার ধারি না আমি! ও যদি কোন ঝামেলা করে সোজা ওর কপালে বুলেট ঢোকাব।'

'ওর অনেক লোক।'

'উঁহুঁ, আমি ওকে আটকাব সুবিধামত, যাতে আমার সাথে একা লড়তে হয়।'

'মি. মরগান, কিছু মনে কোরো না। যদ্দূর মনে হচ্ছে টেনিসন নিজে তোমার ওপর হামলা করেনি, এমনকি ওর কোন পাণ্ডারও নয়। অথচ ওকে শত্রু ভাবছ তুমি।'

'ছাইয়ের নিচে আগুন থাকে, পানি থাকে না, ম্যা'ম।'

নীরবতা নেমে এল। আনমনে মগ নাড়াচাড়া করছে মেলিসা।

উঠে দাঁড়াল মরগান। 'দুঃখিত, ম্যা'ম। আমি বোধহয় তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

'তোমাকে এখন ভিন্ন রকম মনে হচ্ছে,' চিন্তিত সুরে বলল বডম্যান-কন্যা।

'কি রকম?'

'টেনিসনের মতই একজন—সাহসী, জেদী এবং একরোখা।'

কফির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বারান্দায় চলে এল মরগান। রেইল থেকে লাগাম খুলে রোয়ানে চড়ে বসল।

'আবার কি দেখা হবে আমাদের?'

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে,' হ্যাটের কিনারায় আঙুল তুলে নড করল ও। 'হলে অবশ্য মন্দ হবে না। তোমার মত মহিলার দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

আভা ছড়াল মেলিসার মুখে। 'তুমি এলে খুশি হব, মি. মরগান।'

'শুধু কৃতজ্ঞতা?'

বিচলিত দেখাল মেলিসাকে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

নিজেকে গাল দিল মরগান, এভাবে মেয়েটিকে বিব্রত করার জন্যে আফসোস হচ্ছে। আসলে সে এরকমই। ভদ্রমহিলাদের সাথে কি করে সদাচরণ করতে হয়, জানা নেই ওর। বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল ও, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগোল। মেলিসা বডম্যানকে বিব্রত করা একেবারে অনুচিত হয়েছে, রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগোনোর সময় ভাবল ও, আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত আচরণ করেছে মেয়েটির সাথে। অথচ সে মোটেই তা নয়।

ক্যাসল টাউনের ট্রেইল ধরে এগোল মরগান। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। ওর বদ্ধমূল ধারণা এখানে আটকে থাকতে হবে আরও কয়েকদিন, নিদেনপক্ষে আগামীকাল পর্যন্ত। এ ক'দিনের উদ্বেগ আর ব্যস্ততায় গন্তব্যে পৌঁছার তাড়া প্রায় ভুলতে বসেছে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় কেবল দুটো—মিসৌরির ট্রেইল ধরে যেতে পারে কিন্তু তাহলে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে, অথবা পশ্চিমের ট্রেইল ধরে মরুভূমি হয়ে ঘুরপথে রেডরকে যেতে পারে, কিন্তু চরম বোকামি হবে কাজটা। একে তো ট্রেইল চেনা নেই তারওপর পানির উৎসগুলো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। মরুভূমির সাথে লড়াই করার চেয়ে সশস্ত্র লোকের সাথে লড়ে জয়ের সম্ভাবনা বেশি ওর। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, এসবের শেষ দেখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও।

ঘণ্টাখানেক পর লজপোল পাইনের বনের কাছে পৌঁছে গেল মরগান। জায়গাটা আসলেই চমৎকার, ভাবল ও, ঠিক তিনদিন আগে যেমন ভেবেছিল। সোরেলটাকে ট্রেইল থেকে সরিয়ে তৃণভূমিতে নেমে এল ও। হাঁটুসমান ঘাস ঠেলে লজপোল পাইনের বনের দিকে এগোল ঘোড়াটা। আপাতত এ তল্লাটে ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বোধহয় একমুখী ওই উপত্যকাটা। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারবে, চাই কি ভাগ্য ভাল হলে ক্যানিয়ন আর পর্বতশ্রেণী ডিঙিয়ে চলে যেতে পারবে ওপাশে।

বিশ মিনিটের মধ্যে উপত্যকায় পৌঁছে গেল মরগান। ঝর্নায় নেমে প্রথমে

গোসল সেরে নিল, উরুর ক্ষত ভাল করে ধুয়ে পুনরায় পট্টি লাগাল। শুকিয়ে এসেছে ওটা। কয়েকদিন পর কেবল একটা দাগ থাকবে। ঘোড়ার যত্ন নিয়ে বিছানা করল ও, এমন জায়গায় যাতে কেউ এলে আগেভাগে জানতে পারে।

সিগারেট ধরিয়ে গত কয়েকদিনের ঘটনা ভাবতে শুরু করল মরগান। ছুটতে হচ্ছে না, তাই ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছে এখন। এতগুলো লোক ওকে নিকেশ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অথচ এঁদের কাউকে চেনে না। সবচেয়ে বড় কথা, ওর কাছে টাকা আছে তা কারও জানার কথা নয়। কেউ জানিয়েছে এদেরকে, লোকটা কে?

ওকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে আলফ্রেড টেনিসন। সরাসরি হামলা করেনি লোকটা, অথচ মরগানের অভিজ্ঞতা আর অবচেতন মন সবকিছুর পেছনে ঠিকই তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। জানে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, ওর পেছনে লাগার মত যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই টেনিসনের। বরং ম্যাকলয়ারী আর মেলিসা বডম্যানকে নিয়েই ব্যস্ত সে।

স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলো একটা কারণ হতে পারে।

টেনিসনের ব্যাপারে মেলিসার ধারণা কি জানে না মরগান, তবে মেয়েটা যে লোকটাকে ভয় পায় তা চোখে পড়েছে ওর। কারণ কি? মেলিসা বডম্যান কি আজ টেনিসনের পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেনি? আগে থেকে পরিচিত দু'জন, লোকটা সম্পর্কে জানার কারণে হয়তো টেনিসন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না মেয়েটি, যেটা মরগান নিজে সহজেই পারছে। তবে এটা ঠিক টেনিসনের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। কেউ দেখাতে পারবে না সবকিছুর পেছনে সে-ই আছে।

ও কি অতি মাত্রায় সন্দেহপ্রবণ? রডনি অ্যাশ অনুসরণ করছিল ওকে, টাকার ব্যাপারটা জানত। হতে পারে রডনিই জানিয়েছে লোকগুলোকে? সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপার, প্রতিপক্ষ ওকে ঘায়েল করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর সেজন্যেই সন্দেহ হচ্ছে পেছনে কারও উপস্থিতি রয়েছে বোধহয়। কেউ পরিচালিত করছে ওদেরকে, নইলে অনেক আগেই রণেভঙ্গ দিত লোকগুলো।

ড্যানি ওকে মিথ্যে বলেনি, অন্তত হকিন্সের ব্যাপারে। হয়তো হকিন্স নামে সত্যিই আছে কেউ। তাকে চেনে টেনিসন। এটাই চিন্তার ব্যাপার। অবস্থা এমন যে মরগান নিজে এ লোককে চিনতে পারছে না। পশ্চিমে হকিন্স নামে লোকের অভাব নেই, কিন্তু টেনিসন চেপে যাবে এমন লোকের কথা ও শোনেনি, অথচ ড্যানি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে নামটা উচ্চারণ করেছে। একটা নামের শুধুই শেষের অংশ, শুরুটা যদি জানত! নিজের ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট মরগান, বিরক্তও। হকিন্স নামটার একটা তাৎপর্য আছে, ওর অবচেতন মন বলছে, অথচ তা ধরতে পারছে না। হয়তো এটাই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

বেডরোল ছেড়ে কফির আয়োজন করল মরগান। মগভর্তি কফি নিয়ে আয়েশ করে বসল বিছানায়। সিদ্ধান্ত নিল আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবে। হন্যে হয়ে ওকে খুঁজতে শুরু করবে প্রতিপক্ষ, ছড়িয়ে পড়বে ওরা, আর তাতে ভাগ হয়ে

পড়বে দলটা। অধৈর্য হলে তো কথাই নেই। ঠিক এটাই চাইছে মরগান। এ সুযোগে আসল কাজ সারবে, এবং ঝামেলাটা শেষ করে তবেই এখান থেকে যাবে, মিসৌরি যাওয়ার চেয়ে এটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

এবং আলফ্রেড টেনিসনের সাথে আরেকবার মোলাকাত করবে।

সাত

ভোরে জাগলেও সকাল পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিল মরগান। হসল্যারের কিনে দেয়া খাবার আর কফি দিয়ে নাস্তা সেরেছে। সূর্য যখন মাথার ওপর, সোরেলে চেপে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এল। যা করতে যাচ্ছে তাতে ঝুঁকি আছে, তবে সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারে কমও নয়, ওর অন্তত তাই ধারণা। হয়তো ঘুরে বেড়ানোই সার হবে। তবে বসে থাকার চেয়ে ভাল। তিন দিন আগে যে পথে ঝর্না দিয়ে নেমে উইলিদের ক্যাম্পে এসেছিল, সেটা ধরে এগোল। ঘোড়াটা ওর এরকম অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করতে পারছে না। ধীর গতিতে এগোচ্ছে, কিছুটা সন্ত্রস্ত। পাহাড়ী র‍্যাটলগুলোকে নিয়ে ওটার যত ভয়। তবে কোন অসুবিধে ছাড়াই ঝর্নার কাছে পৌঁছে গেল ও।

ষাট ফুট নিচে ক্যানিয়নের তলা আবছাভাবে চোখে পড়ছে। তলায় কি আছে বোঝার উপায় নেই। হয়তো বহুদিনের জমাট পানি কিংবা নরম মাটি, চোরাবালি থাকাও বিচিত্র নয়। কয়েক জাতের র‍্যাটলের আড্ডাও থাকতে পারে। তবে পরোয়া করছে না মরগান। স্টির‍্যাপের ওপর ভর দিয়ে শরীর উঁচিয়ে তাকাল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল চারপাশ—এমন কোন পথ থাকতে পারে যেটা ধরে নেমে যাওয়া সহজ হবে। পথটা ঢালু হলেও সোরেলের ওপর ভরসা করা যায়, এরকম পথ ধরে বহুবার নেমেছে বা উঠেছে ঘোড়াটা। আসল সমস্যা হবে ক্যানিয়নের তলদেশে নেমে যাওয়ার পর। ওখানকার মাটি নরম হলে বিপদে পড়তে হবে ওকে।

ঝোপে পূর্ণ ঢালু পথ ধরে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। গ্র্যানিটের মত শক্ত পাথুরে মাটি থাকায় সহজে নেমে যেতে পারছে। অন্তত পা হড়কানোর কোন সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে নরম জায়গাও আছে, এড়িয়ে চলছে মরগান। তবু ষাট ফুট জায়গা নামতে প্রচুর সময় লাগল। নিচে স্যাঁতস্যাতে পরিবেশ, মাটির সোঁদা গন্ধ আর কিছুটা বদ্ধ বাতাস। মাঝে মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে নিজের অপছন্দের কথা জানাচ্ছে ঘোড়াটা, অবশ্য ওর নিজেরও অস্বস্তি হচ্ছে। আবছা আলোয় মাটির ওপর চোখ বুলাল, গোড়ালি সমান পানি জমেছে পাথুরে মাটির ওপর। স্পারের মৃদু খোঁচায় এগোল ঘোড়াটা, খুরের আঘাতে পানি ছিটানোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে খাড়া ক্লিফের দেয়ালে। বোল্ডার আর পাথুরে চাঙড়ের ফাঁক গলে এগোতে হলো। ভয় হচ্ছে হয়তো বেরুতে পারবে না ক্যানিয়ন থেকে। তেমন হলে একই পথে ফিরে যাওয়া বেশ কঠিনই হবে, কারণ এমনিতেই যথেষ্ট ধকল গেছে

সোরেলটার ওপর দিয়ে।

মাথার ওপর খোলা আকাশের দিকে তাকাল মরগান। অনেক উঁচুতে নীল আকাশকে অচেনা মনে হচ্ছে। আলো-আঁধারি পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করছে ও, কিছুক্ষণ পর দিক ও সময়জ্ঞান দুটোই হারিয়ে ফেলল। এমনকি কতটুকু এসেছে তা-ও নিশ্চিত বলতে পারবে না। তবু অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। ভরসার কথা ক্যানিয়নটা কানা নয়, যদ্দূর জানে মরগান, এবং এখান থেকে বেরুনোর অনেকগুলো পথ আছে।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, ডান দিকে কিছুটা আলোকিত পথ দেখতে পেয়ে এগোল ও। টের পেল ঘোড়ার গতি বেড়ে গেছে। পথটার মুখে আসতে বাতাস লাগল গায়ে। দেখল সামনে ঢালু পথ বেশ উঁচুতে উঠে গেছে, ঝলমলে আকাশও দেখতে পাচ্ছে। লাগাম ঢিলে করে ইচ্ছেমত এগোতে দিল সোরেলকে। দ্রুত ছুটছে ওটা।

বিশ মিনিট পর ক্যানিয়নের বাইরে সিডার আর অ্যাসপেনের ঘন বনে এসে পড়ল ও। গাছের ফাঁক গলে নাক বরাবর এগোল। আসলে বলা উচিত নিজের ইচ্ছেমত এগোচ্ছে ঘোড়াটা। এসব ক্ষেত্রে ওর চেয়ে বোবা এ প্রাণীটির সহজাত প্রবৃত্তিই অনেক বেশি কাজে দেয়।

বন পেরিয়ে ট্রেইল চোখে পড়ল, মরগান ধারণা করল মিসৌরি যাওয়ার ট্রেইলের কাছাকাছি চলে এসেছে। কয়েক মাইল পর, ক্যাকটাস হিলের শেষ প্রান্তে ট্রেইলটার বাঁক, হয়তো ওখানেই আছে লোকগুলো। পেছন দিক দিয়ে উপস্থিত হয়ে ওদেরকে চমকে দিতে পারবে।

ট্রেইল ছেড়ে পাশের উঁচু জমিতে উঠে এল ও। ডানে একটা ছোট ঝর্না দেখতে পেয়েছে। একটা সিডারের ছায়ায় স্যাডল ছেড়ে কফির আয়োজন করল। তারপর, সবশেষে ঝর্নার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে লাঞ্চ করতে বসল।

মিনিট বিশ বিশ্রাম নিয়ে ফের ট্রেইলে উঠে এল ও। দুই মাইল আসার পর ক্যাকটাস হিলের প্রান্ত চোখে পড়ল, ঢালু জমির আকারে দিগন্তে তৃণভূমির সাথে মিশে গেছে। এখানেও প্রচুর সিডার আর স্প্রুস রয়েছে। সুবিধাই হলো ওর, নিজেকে লুকিয়ে রেখে শত্রুর ওপর নজর রাখতে পারবে।

কয়েকশো গজ এগিয়ে ট্রেইল ছেড়ে ঢালু জমিতে নেমে পড়ল মরগান। ঠিক যেখানে ক্যাকটাস হিল শেষ হয়েছে, তার একটু আগে। লুকিয়ে থাকার মত যথেষ্ট আড়াল আছে এদিকে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে স্যাডল ছাড়ল। সোরেলের ঘাড়ে চাপড় মারতে হেঁটে ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল ওটা। নিঃশব্দে চিতার ক্ষিপ্রতায় এগোচ্ছে মরগান। জানে এখনও ফাঁস হয়নি ওর উপস্থিতি। শিগ্‌গিরই প্রতিপক্ষের দেখা পাবে। জুনিপার ঝোপ পাশে ফেলে উঁচু পাথুরে বোল্ডারের পাশে এসে দাঁড়াল ও। থেমে নজর চালাল সামনের দিকে। এখান থেকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শুরু, আরও দূরে ক্যাসল টাউন চোখে পড়ছে। লোকগুলো রয়েছে ওর হাতের আরও বামে। নজর রাখতে হলে কিছুটা বামে সরতে হবে।

চুপিসারে এগোল ও, সময় নিয়ে কয়েকটা ঝোপ পেরুল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

থাকা পাইন আর বার্চের আশপাশে গুল্ম জাতীয় কিছু গাছ জন্মেছে। ওগুলোর ওপর ভর করেছে কিছু লতানো গাছ। পঁচিশ হাত দূরের একটা অ্যাসপেন ঝোপ মনঃপূত হলো ওর। পাহাড়ের ঢালু শরীর বেয়ে নামতে শুরু করল মরগান, হাতে কক্ করা রাইফেল। ঝোপের পেছনে পৌঁছতে মিনিট খানেকের বেশি লাগল না। প্রথমে জিরিয়ে নিল, তারপর কিছুটা পাশে সরে এসে দৃষ্টি রাখল সামনের খোলা জায়গায়। পঞ্চাশ গজ দূরে মাটির সাথে মিশে গেছে ক্যাকটাস হিল, পাশেই মিসৌরির ট্রেইল। আড়াআড়িভাবে ওটাকে চিরে গেছে সরু নদীটা, ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর ওপর কাঠের সেতু। সেতু পেরিয়ে এগিয়ে আসছে এক ঘোড়সওয়ার। অন্যদের খুঁজে বের করার আশায় চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল মরগান। কষ্ট করতে হলো না, নিজেদের লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টা করেনি ওরা। দুজন, পাশাপাশি বসে আছে একটা সিডারের নিচে–গতরাতে শহর থেকে ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে যেমন দেখেছিল। পাশে বিশাল এক পাইনের গুঁড়িতে ঘোড়াগুলোর লাগাম বাঁধা।

'এই, লেন্স, ওদিকের খবর কি?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল একজন।

'পাত্তা নেই হারামজাদার,' বিরক্তির সাথে বলল সেতু পেরিয়ে আসা লোকটা, লেন্স। 'অবশ্য ট্রেস করার চেষ্টা করছে ব্লু আই। গতকাল দুপুরের পর ফ্ল্যাগ-বিতে গিয়েছিল মরগান।'

'খোদার কসম, টেনিসন জানলে কিন্তু চিবিয়ে খাবে ওকে!' শিস দিয়ে উঠল প্রথমজন। 'মেলিসা বডম্যানের নাম বলতে অজ্ঞান টেনিসন। মেয়েটা যত এড়ানোর চেষ্টা করে ওর আগ্রহ যেন ততই বাড়ে। আমার ধারণা কি জানো, খুব শিগগিরই ওই জমিটা কব্জা করবে সে।'

'গাধার মত কথা বোলো না, লসন! ক্যাসল টাউনের কেউ সেটা সহ্য করবে ভেবেছ?'

'তুমি তাহলে কিছুই জানো না, লেন্স। পরশু রাতে মেলিসা বডম্যান কোথায় ছিল, জানো?'

'কোথায়?'

'টেনিসনের বাথানে, ওর বিলাসবহুল র‍্যাঞ্চ-হাউসে।'

প্রচণ্ড ধাক্কা খেল মরগান। *মেলিসা বডম্যান, স্বেচ্ছায়?*

'ম্যাকলয়ারীদের খবর কি?' জানতে চাইল লসন।

'এবার বোধহয় ব্যবসা গোটাতেই হবে। ওরা নিজেরা তো ডুববেই, আমাদেরও ডোবাবে। টেনিসন এমন হারামজাদা যে সার্কেল-এমকে হটিয়ে দেয়ার পর আমাদের কথা ভাববে। দুই বাথান থেকে প্রতি মাসে একশোটা গরু, মন্দ চলছিল না, কি বলো? আমার তো দুঃখই হচ্ছে, মুফতে কামাই করার এমন সহজ উপায় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তবে শেষ দাঁওটা দু'একদিনের মধ্যেই মারব। আগে মরগানকে কব্জা করে নিই।'

'ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার,' আলোচনায় যোগ দিল অন্যজন। 'মরগান যেন সাক্ষাৎ যম! এ পর্যন্ত প্রায় আট-ন'জনকে সাবাড় করে ফেলেছে, অথচ নিজে অক্ষতই রয়ে গেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখো হয়তো সেরাদের কেউ

ও। লোকটার সঙ্গের টাকার কথা চিন্তা করলে কিন্তু তাই মনে হয়।'

'এবার আর পার পাবে না, সামনে-পেছনে দু'দিকেই আছি আমরা। মরুভূমিতে মরতে না চাইলে আমাদের সামনে আসতেই হবে ওকে। একেবারে পানির মত সহজ কাজ। ট্রেইলে দেখতে পেলেই গুলি করব, ও জানে এখানে আছি আমরা, তবু কিছু করার থাকবে না ওর। ক্যাসল টাউন ছাড়তে হলে ওকে এই ট্রেইলে আসতেই হবে।'

'এত সহজ ভেব না,' হালকা সুরে বলল লসন। 'যে সাত-আটজন মারা গেছে তোমার মতই ভেবেছিল ওরা। বুটহিলে শুয়ে ভুলটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন।'

'ওর চামড়া তো লোহার তৈরি নয় যে বুলেট ঢুকবে না!' উষ্মা প্রকাশ পেল লেন্সের কণ্ঠে। 'উঁহুঁ, মরগানের চেয়ে আমাদের চান্স বেশি।'

'লেন্স, আমি এমন কিছু লোককে চিনি যারা শরীরে অন্তত তিন-চারটে বুলেট নিয়ে একাধিক শত্রুকে ধরাশায়ী করেছে, এবং বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে এখনও।'

'ওসব কেবল গল্পই, কখনও এমন ঘটনা শুনিনি আমি।'

'ডরেসের নাম শুনেছ? সনোরায় ওকে ঘেরাও করেছিল চারজন বাউন্টি হান্টার। সেলুনের বাইরে অপেক্ষা করছিল ওরা, ডরেস বেরিয়ে আসতে চড়াও হলো। জোড়া পিস্তল বের করে একটার পর একটা গুলি করল ডরেস, শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামেনি। লড়াই শেষ হতে দেখা গেল শরীরে চারটে বুলেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, আর মরা কুকুরের মত রাস্তায় পড়ে আছে শিকারীরা।'

'আচ্ছা, এ লোক ডরেস নয় তো?' ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল তৃতীয়জন।

'দূর, তা হতে যাবে কেন? গত দুই বছর ডরেসের কোন নাম-নিশানা নেই। আমার ধারণা, সনোরার ওই লড়াইয়ের পর শহর থেকে কেটে পড়তে পারলেও পরে ট্রেইলে কোথাও মারা গেছে সে। বেঁচে থাকলে ওর কথা শুনতে পেতাম।'

শ্রাগ করল লসন। 'ডরেসের চেয়েও সরেস কেউ হতে পারে এ লোক। ওরকম না হলে অবশ্য খুশি হব আমি।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে ও বিলি দ্য কিড কিংবা হিকক।'

'খোদার কসম, লেন্স, ওর সামনে পড়লে ডুয়েলের সময় তাই মনে হবে তোমার! কিন্তু দুঃখের কথা কি জানো, কাউকে কথাটা বলার সুযোগ পাবে না তুমি।'

'তুমি একটা ভীতুর ডিম!' স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করল লেন্স হারপার।

'এসব লোককে ভয় পাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ কিছু নয়,' অপ্রতিভ বা বিব্রত হলো না লসন, বরং হাসল। 'এবং ফলদায়কও। হয়তো আমি ভুল ভাবছি, কিন্তু তোমার ভাবে মনে হচ্ছে নিজেকে ওর কাতারে ভাবতে শুরু করেছ তুমি।'

'সন্দেহ আছে?'

মুখ না দেখেও লসনের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করতে পারল মরগান, কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছে। ইতিবাচক উত্তর দিলে হয়তো তাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে লেন্স, আর উল্টোটা বললে মিথ্যে বলা হবে, অন্তত লেন্স তাই মনে

করবে। তাকে বাঁচিয়ে দিল অন্য লোকটা। 'কি শুরু করেছ তোমরা?' বিরক্ত স্বরে বলল সে। 'ধারে-কাছে নেই এমন লোককে নিয়ে তর্ক করছ। তারচেয়ে নিজেদের কাজ করে যাও, মরগান কখন এসে পড়ে তার ঠিক আছে?'

'শোনো, টোলবার্ট, এই ব্যাটা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, আমি শুধু...'

'হজম করে ফেলো, লেন্স! স্রেফ ভুলে যাও।'

কিছু না বলে টোলবার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল লেন্স হারপার। দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করার চেষ্টা করল তাকে, হাত নিশপিশ করছে। পা জোড়া ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। সঙ্গীর চকচকে পিস্তলের বাঁটের দিকে চোখ পড়তে কলজে শুকিয়ে এল ওর। জানে সহজেই ওকে পেড়ে ফেলবে টোলবার্ট।

'ভাল, খুশি হলাম,' লেন্স হাল ছেড়ে দিতে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল টোলবার্ট। হাসল সে, লসনের দিকে ফিরল। 'যাও তো, কফির আয়োজন করো।'

হিসেব কষল মরগান, পরস্পরের কাছাকাছি আছে ওরা। সন্তর্পণে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে রাইফেল কক্ করল। চমকে উঠল তিনজনই। মরগান যা ভেবেছিল, তাই হলো একটু পর। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল হোলস্টারে হাত বাড়াচ্ছে লেন্স। বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে গুলি করল তাকে। ভারী বুলেটের ধাক্কায় পেছনে হেলে পড়ল লেন্স হারপারের দেহ, চোখে আফসোস এবং বাঁচার আকুতি। শিথিল হয়ে এল তার শরীর, পিস্তলসহ ডান হাত পড়ে থাকল দেহের পাশে।

অন্যদের দিকে তাকাল মরগান। চুপসে গেছে লসন, চোখে ভয়ার্ত চাহনি। দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে লেন্সের লাশের দিকে তাকাল টোলবার্ট। 'জানতাম এভাবেই বোকামির মাসুল দেবে একদিন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'হিসেবে বরাবরই কাঁচা ছিল ও।'

'লসন, তোমার কোমর খালি করো, গানবেল্টসহ,' নির্দেশ দিল মরগান। 'এরপর টোলবার্টের পেছনে গিয়ে ওকেও নিরস্ত্র কোরো। কোন হেরফের হলে আগে তোমাকেই গুলি করব।'

অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল লোকটা, ভিজে বেড়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকল এরপর। টোলবার্ট এমন ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'এর আগে কোথাও দেখেছি তোমাকে,' সন্দিগ্ধ স্বরে মন্তব্য করল সে। 'আমার ধারণা জেমস মরগান নামটা ভুয়া।'

'মনে করার চেষ্টা করতে থাকো,' শ্রাগ করল মরগান। 'তবে ভুলেও বেয়াড়া কিছু করার চিন্তা কোরো না। তুমি নিরস্ত্র কি-না গুলি করার সময় একটুও চিন্তা করব না।'

'এটা তো খুন!' নিচু স্বরে বলল লসন।

'মোটেই সাধু মনে হচ্ছে না তোমাকে। ট্রেইল ধরে এখানে এলে কোন সুযোগ দেয়া ছাড়াই আমাকে খুন করতে তোমরা। তাহলে এরচেয়ে ফেয়ার কিছু আশা করো কিভাবে?'

চুপ করে থাকল লসন।

'আমাদের নিয়ে কি করবে?' জানতে চাইল টোলবার্ট। 'খুব বেশি সময় পাবে না তুমি। কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে অন্যরা।'

'তাতে লাভ হবে না তোমার।'

'জাহান্নামে যাও!'

'উঁহুঁ, শহরে যাচ্ছি আমরা। গরুচোরদের ধরার খুব ইচ্ছে ওদের, তোমাদেরকে পেলে খুশিই হবে। মার্শালকে তোমরাই খুন করেছ, তাই না?'

'টোলবার্ট!' ঝটপট জানাল লসন।

'তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব!' হুমকি দিল টোলবার্ট।

'নিজের কথা আগে ভাবছ না কেন? ওকে ছোঁয়ার সুযোগ তুমি পাবে, যদি আরও কয়েকটা দিন বেঁচে থাকতে পারো, তবেই।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'কিছুই মনে হয় না আমার,' শিস বাজাল মরগান, দূরে সোরেলের খুরের হালকা শব্দ শুনতে পেল। 'ঘুরে দাঁড়াও, ট্রেইল ধরে হাঁটতে শুরু করো।'

'হেঁটে যাব!?'

'নয়তো কি? ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ চাও?'

দু'জনের কেউই নড়ল না, ভাবছে কি যেন। টোলবার্টের পায়ের কাছে গুলি করল মরগান। তীব্র গাল বকে ঘুরে ক্যাসল টাউনের ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করল সে। পিছু নিল লসন।

সোরেলটা এসে গেছে। স্যাডলে চেপে দুই তস্করকে অনুসরণ করল মরগান। খেয়াল করল সমানে খিস্তি করছে টোলবার্ট। 'শোনো, বার্ট, তোমার গালাগাল থামাও, নইলে মুখে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেব,' হুমকি দিল ও।

'গোল্লায় যাও তুমি!'

উত্তরে একটা বুলেট পাঠাল মরগান। টোলবার্টের চুলে সিঁথি কেটে চলে গেল ওটা। ঝট করে ঘুরল সে, শীতল দৃষ্টিতে তাকাল, তবে তার চোখে চাপা ভয় ঠিকই দেখতে পেল মরগান। 'তোমার চোটপাট চলবে না এখানে, পরিষ্কার?' হেসে বলল ও।

তবু নড়ল না সে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল।

হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল রেখে সিগারেট ধরাল মরগান। 'বার্ট, তুমি দেখছি একটা বেয়াড়া ঘোড়ার চেয়েও খারাপ। নিজের ভাল বোঝো না। সুযোগ চাও নাকি? তাহলে এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক। কষ্ট করে ক্যাসল টাউনে যাওয়ার দরকার নেই। তোমার বগলে একটা পিস্তল আছে, বের করো ওটা। হয়তো হারাতে পারবে আমাকে।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল টোলবার্ট। 'নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলি না আমি।'

'ভাল কথা বলেছ। এগোও এবার। লসন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ধরে ফেলো ওকে।'

সশব্দে একদলা থুথু ফেলল টোলবার্ট। 'তোমাকে বোধহয় চিনতে পেরেছি। টিম্বস্টোনে দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'হয়তো। তবে সন্দেহ আছে আমার। যদ্দূর মনে হচ্ছে ওদিকে যাইনি কখনও।'

বিব্রত দেখাল তাকে। 'অস্বীকার করছ?'

'আমি বলেছি দেখা হয়নি আমাদের। তুমি তা মানতে চাও না, এই তো? কিন্তু মেনে নিলেই ভাল করবে। কেউ যখন আমার সাথে তর্ক করে, লোকটাকে র‍্যাটলের মত বিষাক্ত লাগে; র‍্যাটলকে ফণা তোলার আগেই গুলি করা উচিত, পশ্চিমের এ প্রবাদটা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'নিকুচি করি তোমার প্রবাদের!' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল টোলবার্ট। 'সময় হলে ঠিকই তোমাকে বুঝিয়ে দেব পিস্তল উঁচিয়ে এরকম বাহাদুরি আমিও দেখাতে পারি!'

'আগে তো মার্শালের খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই পাও।'

'আমাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে নিজে সাধু সাজতে চাও?'

'উঁহুঁ, পথের কাঁটা পরিষ্কার করছি। রাইফেল হাতে কেউ ট্রেইলে অপেক্ষায় থাকবে এটা আমার কাছে একাধারে অস্বস্তিকর এবং বিরক্তিকর।'

'তোমার কথা শহরের লোকজনকে জানাব আমি।'

মরগান হাসল কেবল, কিছু বলল না।

শহরে পৌঁছার পরপরই কয়েকজনের একটা দল ঘিরে ধরল ওদেরকে। উৎসাহী দু'জন এসে বেঁধে ফেলল দুই রাসলারকে।

'ওর কাছে একটা লুকানো পিস্তল আছে,' টোলবার্টকে দেখিয়ে জানাল মরগান।

'তোমাকে খুন করব আমি, মরগান!' রাগে কুৎসিত দেখাল টোলবার্টের মুখ, হাত বাঁধা না থাকলে হয়তো এখুনি পিস্তল বের করার চেষ্টা করত।

'জাজের কাছে নিয়ে চলো এদের,' পরামর্শ দিল একজন, এইমাত্র নিরস্ত্র করেছে টোলবার্টকে।

সোৎসাহে ওদেরকে নিয়ে গেল লোকজন। একপাশে সরে এল মরগান, ফিরতি পথে ডান দিকের একটা সেলুনে ঢুকে পড়ল। সময় নিয়ে হুইস্কি পান করল, তারপর পাই-প্যালেসে লাঞ্চ সেরে আস্তাবলে এল। টুলে বসে যথারীতি ঝিমাচ্ছে বুড়ো হসল্যার। মরগান সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ খুলল, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ওকে, দৃষ্টিতে ঘুমের রেশ নেই। 'ভালই আছ দেখছি,' বিরস মুখে মন্তব্য করল। 'এবং চলেও যাওনি।'

'তাই আশা করেছিলে?'

'আমার আশা করা না-করায় কিছু যায়-আসে না তোমার। ভাবছি শেষ পর্যন্ত এখান থেকে বেরুতে পারবে কি-না।'

'সামনের পথ পরিষ্কার এখন।'

'এত সহজ ভেব না। কার্টারের দল তোমাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, তোমার সাথে ওদের সম্পর্কটা কি? লোকগুলোর তাড়া দেখে মনে হচ্ছে একাই সবার পাছায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছ?'

'কার্টার কে?'

'আমার ধারণা এটা ওর নিজের দেয়া নাম। বছর দুই আগে ক্যাসল টাউনে দুটো লোককে খুন করেছিল ও, তারপর ক্যাকটাস হিলের ওপাশে আস্তানা গেড়েছে। দুনিয়ার সব আউট-লরা যোগ দিতে লাগল ওর সাথে। টাকার বিনিময়ে নিরাপদ আশ্রয় আর খাবার সরবরাহ করে সে। তবে ওপারে যাই করুক ক্যাসল টাউনে এসে ঝামেলা করে না ওরা। নিজেদের আস্তানায় ছোটখাট একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।'

'গরুচুরির পেছনে হাত আছে ওদের, সম্ভবত এখানকার একটা বাথানও জড়িত। তোমাদের মার্শালকে খুন করেছে এদেরই একজন, টোলবার্ট নামের লোকটা।'

'ভাল কথা মনে করেছ, শিগ্‌গিরই হয়তো আবার দেখা পেয়ে যাবে ওদের।'

বুঝল না মরগান, কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করল একরকম নিশ্চিত মনে হচ্ছে বুড়োকে।

'এ জীবনে কম তো দেখিনি। গরুচোর ধরতে হয় হাতে-নাতে, মালসহ। তা করতে পারোনি তুমি, তাছাড়া শুধু তোমার কথায় চিড়ে ভিজবে না।'

'হকিন্স কে, তা-ও জানো নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল হসল্যার। 'তোমার কাছ থেকে শুনলাম নামটা। শুধু হকিন্স নামে কয়েকজন লোক পাবে।' একটু থামল সে, রাস্তা ধরে উত্তরে তাকিয়ে কি যেন দেখল। 'তবে বুঝতে পারছি লোকটা সাধারণ কেউ নয়। তোমার মত লোকের চিন্তায় ঘুরপাক খাওয়া চাট্টিখানি কথা?'

'তামাশা করছ?'

'তামাশা করব কেন!' ফের মরগানের পেছনে নজর বুলাল সে। 'তোমাকে বোধহয় সাবধান করে দেয়া উচিত। এইমাত্র স্টোর থেকে বেরিয়েছে টোলবার্ট আর ওই লোকটা। সম্ভবত নতুন অস্ত্র পরখ করার সুযোগ খুঁজছে।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মরগান, দেখল দু'জনকে। ষাট গজ দূরে পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। তাড়াটা টোলবার্টের মধ্যে বেশি, সঙ্গীর চেয়ে এগিয়ে আছে। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। কৌতুক বোধ করল মরগান, খুব সহজ পথ বেছে নিয়েছে ওরা। ওকে ফাঁদে ফেলে কাজ সারতে চাইছে। টোলবার্ট থাকবে সামনে, আর লসন থাকবে ডান পাশে–টার্গেটের সাথে সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করে। কে প্রলুব্ধ করবে ওকে, টোলবার্ট না লসন?

'ভেতরে চলে যাও, বুড়ো খোকা,' হালকা সুরে বলল মরগান। দু'পা ডানে সরল, নিরেট দেয়ালের দিকে পিঠ। ঠিক ওর সামনে টোলবার্ট, আর লসন কিছুটা ডানে। রাস্তায় কাছাকাছি যেসব লোক ছিল, দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল।

'তারপর, মরগান, অবাক লাগছে না?' হেসে জানতে চাইল টোলবার্ট।

'কেন?'

'এই যে, জাজ লোকটা আমাদের আটকে রাখতে পারল না। আহা, কি কষ্টই না করল! জাজ বলল, তোমরা রাসলার। উত্তরে আমি বললাম: তাহলে জাজ, তুমিও রাসলার,' হাসছে সে, দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে হাসিটা। 'এবং তুমিও,

মরগান। তো ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? কারও বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই।'

'যে লোকটা প্রমাণ করতে পারত, তাকে খুন করেছ তুমি।'

'আমি বলছি তুমিই মার্শালকে খুন করেছ,' চাপা স্বরে বলল টোলবার্ট, লোকজনের দিকে তাকাল। 'তোমাদের মার্শালকে খুন করেছে এই লোক। আমি আর লসন এর সাক্ষী।'

গুঞ্জন উঠল লোকজনের মধ্যে। 'মার্শাল খুন হওয়ার দু'দিন পর এখানে এসেছে ও,' ভিড়ের মধ্য থেকে মরগানের পক্ষে সাফাই গাইল একজন।

'মার্শালকে খুন করার পর ঘুরে উত্তর দিকের ট্রেইল ধরে শহরে এসেছে ও,' ব্যাখ্যা দিল টোলবার্ট, সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। 'তো মরগান, অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে? মার্শালের খুনের দায়ে ফেঁসে যাচ্ছ তুমি।'

'উঁহুঁ, ভুল করছ। শহরে আসার দু'দিন আগের অ্যালিবাই আছে আমার। টুকসনে এক রাত কাটিয়েছি, ওখানকার হোটেলের রেজিস্ট্রারে আমার নাম পাওয়া যাবে। নিজের পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছ কেন? ভাল করেই জানো ফাঁসাতে পারবে না আমাকে, তুমি বললেই তো প্রমাণিত হলো না।'

'এত সহজ কি?'

মরগান সহসাই টের পেল ভিত্তিহীন একটা অভিযোগ তুলে কেন খোশ-গল্প করছে টোলবার্ট। আসলে সময় কাটাচ্ছে সে। ওদের পরিকল্পনায় আরেকজন শরীকদার জুটেছে। ডানে দু'পা সরে আসার সময় উল্টোদিকে, একটু বামে সেলুনের ছাদে দেখতে পেল লোকটাকে। পজিশন নিয়েছে। আসল কাজ সে-ই সারবে।

কিছুটা বিচলিত বোধ করল ও। এখানে ওর জেতার আশা কম, তিনজনে মিলে প্রায় নিশ্ছিদ্র একটা ফাঁদ পেতেছে। তবে আশার কথা একটাই, তৃতীয় লোকটার উপস্থিতি টের পেয়েছে মরগান যা জানে না ওরা।

'না, সহজ নয়,' শীতল কণ্ঠে স্বীকার করল ও। বাম দিকে সরে এসেছে। দুটো ইচ্ছে ছিল ওর, উল্টো টোলবার্টকে প্রলুব্ধ করা এবং রাস্তার দু'জনকে একইসাথে মোকাবিলা করার জন্যে সুবিধাজনক একটা অবস্থান নেয়া। 'অন্তত এখন বোঝা যাচ্ছে,' কথা চালিয়ে গেল ও। 'আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, আবার দেখা হয়ে গেল এখন। বলতেই হয় নাছোড়বান্দা লোক তোমরা। আমিও খুব ভয়ে আছি, শত্রুর সামনে পিঠ দিয়ে সনোরা যাওয়া খুব সহজ হবে না। ঠিক হত যদি পেছন দিকেও দুটো চোখ থাকত আমার।'

'কি বলছ?'

'শোনো, টেনিসনের শালা, বলছিলাম তোমার দিকে পিঠ দেয়া বোকামি হবে।'

রেগে কাঁই হয়ে গেল টোলবার্ট, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। 'ওখানেই দাঁড়াও, মরগান, নোড়ো না!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল সে। নিজে ডানে সরে যেতে পা বাড়াল।

এ সুযোগটাই নিল মরগান। চোখের পলকে পিস্তল উঠে এল ওর দু'হাতে। ভুলে গেল সামনের দু'জনকে, সেলুনের ছাদে চলে গেছে দৃষ্টি। আয়েশ করে

রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে লোকটি, গুলি করার জন্যে তৈরি। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল ও। লোকটাকে নড়ে উঠতে দেখে দৃষ্টি নেমে এল ওর, আগুন ঝরাল ডান হাতের কোল্ট। নিশানা ছাড়াই গুলি করেছে, স্রেফ টোলবার্টকে ব্যস্ত রাখার জন্যে। সেটাই দারুণ কাজে দিল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ব্যবধানে বাম হাতের সিক্সশ্যুটার থেকে গুলি করল ও। টোলবার্টের বাম বুকে একটা ফুটো তৈরি হলো, যখন ক্ষতটা থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করল ততক্ষণে পাশে আরেকটা ফুটোর সৃষ্টি হয়েছে। পিস্তল হাতে নিয়েই মারা গেল টোলবার্ট, পড়ে যাওয়ার সময় একটা গুলি ছুঁড়েছিল, ওটা কোথায় গেল তা কেউই বলতে পারবে না।

ভেলকি দেখেই কাত জেফ লসন। মরগানকে মেরে ফেলার সুযোগ ওরই বেশি ছিল। পিস্তল বের করেছিল, কিন্তু গুলি করা হয়নি। কপালে ত্রিনয়নের সৃষ্টি হওয়ার পরও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। অদ্ভুত এক কষ্ট, মায়া আচ্ছন্ন করল তাকে। মরার আগেও নিজের ভুল বুঝতে পারেনি।

বিস্ময় কখনও কখনও মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়, ভাবল মরগান। নিজের ভুলে মরেছে জেফ লসন, দৃঢ়তা ছিল না লোকটার। ডুয়েলের সময় চমকে যেতে নেই, এ শিক্ষা রপ্ত করতে পারেনি সে।

সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল মরগান। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে এ যাত্রা। পিস্তল রিলোড করে জট পাকিয়ে থাকা লোকজনের দিকে তাকাল, গুঞ্জন উঠছে ওদের মাঝে। পেছনে হসল্যারের পদশব্দেও ফিরল না ও। রাস্তা ধরে দু'দিকে যদ্দূর দৃষ্টি যায়, খুঁটিয়ে দেখল। সন্তুষ্ট হয়ে, আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে বুড়োর দিকে ফিরল।

'খোদার কসম, এরচেয়ে সংক্ষিপ্ত ডুয়েল আর দেখিনি!'

'কফি হবে?' হসল্যারকে থামিয়ে দিল মরগান।

'ওদের আগেই পিস্তলে হাত দিয়েছ তুমি!' ভিড়ের মাঝখান থেকে অভিযোগ করল একজন। 'একসাথে তিনটা খুন করেছ!'

ঝট করে ফিরল মরগান, ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে খুঁজল। 'আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কথাটা বলো,' আহ্বান করল ও।

কেউ এল না, এমনকি টুঁ শব্দও করল না।

'সামনে এসে কথাটা বলার সাহস তোমরা রাখো না, অথচ আশা করছ তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়াইয়ে ওদের পর পিস্তল বের করব আমি। জঘন্য তোমাদের শহর এবং তোমরা!' বলে আর দাঁড়াল না মরগান, সোরেলের লাগাম হাতে আস্তাবলে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে, বুড়োর কামরায় এসে বসল ও। কোণের স্টোভে পানি চড়িয়ে দিয়েছে হসল্যার। না তাকিয়েও মরগান টের পেল ওকে দেখছে বুড়ো।

'তোমার নাম জেমস মরগান নয়, নিশ্চিত আমি। ওরকম হলে অনেক আগেই নামটা শুনতাম। তোমার মত লোকেরা অন্যের গল্পের খোরাক না হয়ে পারে না।'

নিরুত্তর থাকল মরগান।

'বোধহয় চলে যাচ্ছ, না?'

'আজই নয়,' দৃঢ় হলো ওর চোয়ালের পেশী। ব্যাপারটার শেষ না দেখে

যাওয়ার ইচ্ছে মোটেও নেই। কার্টারের আর কত লোক আছে? এতগুলো প্রাণ তাকে দমানোর জন্যে যথেষ্ট নয় কি? খেলাটার আসল হোতা কে? কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে কুকুরের মত এক ডজন লোককে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে ওর পেছনে। অথচ টাকার কথা কারও জানার কথা নয়...কেবল একজন ছাড়া। তার পক্ষে আঁচ করা সম্ভব—মরগানের পরিচয়ের সাথে ওর স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলোর একটা যোগসূত্র আছে। আলফ্রেড টেনিসন।

চরম একটা সিদ্ধান্ত নিল ও। টেনিসনকে মোকাবিলা করা ছাড়া এখান থেকে এক পা-ও নড়বে না। তবে লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। নিজের কাজ হাসিল করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট করতে হয়নি তাকে, বরং তারই ইঙ্গিতে ঘটছে সবকিছু। ডজন খানেক লোকের মৃত্যুর কারণ এই লোকটাই।

ও বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কি করবে টেনিসন? জানার উপায় নেই। আর কত কূট-কৌশল তার মাথায় আছে খোদা মালুম। একসময় বেরিয়ে আসতেই হবে তাকে, আসতে বাধ্য করবে মরগান। তারপর মোকাবিলা করবে লোকটাকে। খুব সম্ভব সে নিজেই কার্টার নামে ক্যাকটাস হিলের ওপাশে রাজত্ব করছে, আর এপাশে আলফ্রেড টেনিসন নামে ধনী এক র‍্যাঞ্চার। দারুণ এক খেলা! লোকটার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়।

তাহলে হকিন্স কে?

'মরগান,' কফি পরিবেশন করার পর সামনের চেয়ারে এসে বসল হসল্যার। 'বোধহয় চলে যাওয়াই উচিত তোমার। শনিবার আজ। সব বাথানের পাঞ্চারে ভরে যাবে শহর। ওই ফাঁকে কার্টারের লোকজনও অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারবে। তেমন হলে তোমাকে ওরা খুঁজে নেবেই।'

'আমাকে থাকতে দেবে না নাকি?'

'না, তা কেন! তুমি থাকলে ভাড়া পাব। কিন্তু আজ রাতে ঝামেলা হলে নিরীহ লোকও হতাহত হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, সার্কেল-এম আর টেনিসনের পাঞ্চারদের মধ্যে যে কোন সময়ে লড়াই বেধে যেতে পারে।'

বুড়োকে নিরীখ করল মরগান। ভয়-ডর বলতে কিছু নেই মুখে। 'ঝামেলা ভয় পাও?'

'না, শুধু তোমার নিরাপত্তার দিকটা ভাবছি আমি,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল সে, ফের মগে কফি ঢালল। 'আরেকটা কাজ অবশ্য করতে পারো—ভাল হবে যদি আস্তাবল ছেড়ে কোথাও না যাও।'

উঠে দাঁড়াল ও। 'এখানেই থাকছি আমি। ঠিকমত ঘোড়ার যত্ন কোরো স্যাডল চাপিয়ে রাখার দরকার নেই। কফির জন্যে ধন্যবাদ।' বেরিয়ে এল ফুটপাথ ধরে উত্তরে এগোল মরগান। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হাঁটছে। পেছনে একদল অশ্বারোহীর খুরের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল, এইমাত্র শহরে প্রবেশ করছে একজন পাঞ্চারের একটা দল।

ডানে ব্যাংকের দিকে দৃষ্টি চলে গেল ওর। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেলিসা বডম্যান। বাইরে অপেক্ষারত চার পাঞ্চারের মুখে হাসি ফুটল, দ্রুত নিজেদের পাওনা বুঝে নিয়ে সরে পড়ল ওরা। অপেক্ষা করার ফাঁকে একটা সিগারেট

রোল করল মরগান।

ওকে দেখতে পেয়ে হাসল মেলিসা। প্রত্যুত্তরে নড করল মরগান, এগোতে গিয়েও থেমে গেল। ব্যাংকের ভেতর থেকে বেরিয়ে মেলিসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আলফ্রেড টেনিসন। সহাস্যে মেলিসাকে কিছু জিজ্ঞেস করল সে, উত্তরে মৃদু মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। মরগানের ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল টেনিসন, আড়ষ্ট হয়ে গেল কাঁধ দুটো। চটজলদি নিজেকে সামলে নিল সে, নির্বিকার হয়ে গেল মুখ। 'লিসা, পাই প্যালেসে গিয়ে বসো,' বেশ জোরেসোরেই বলল সে, মরগানের ওপর থেকে চোখ সরায়নি। 'দেরি হবে না আমার। সেলুনে গিয়ে পাঞ্চারদের পাওনা মিটিয়েই চলে আসব।' মেলিসার ডান হাত ধরে চাপ দিল সে, তারপর সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল।

'কেমন আছ, মরগান?' সামনে এসে সহাস্যে জানতে চাইল টেনিসন। 'আমাদের শহরটা বোধহয় ভাল লাগতে শুরু করেছে তোমার? নইলে এতদিন থাকতে না। যদ্দূর জানি যথেষ্ট তাড়া আছে তোমার।'

'নোংরা শহর,' নিচু স্বরে বলল মরগান যাতে কেবল টেনিসনই শুনতে পায়। 'এবং এখানকার বেশিরভাগ মানুষই তোমার মত নোংরা ও কপট।'

'তুমি বোধহয় বলতে চাইছ...' পেছনে মেলিসার উপস্থিতি টের পেয়ে থেমে গেল টেনিসন। শ্রাগ করে সরে গেল ওখান থেকে।

মেলিসা সামনে আসতে নড করল মরগান, সপ্রতিভ দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। পাল্টা ওর কুশল জানতে চাইল বডম্যান-কন্যা।

পাঞ্চারদের একটা দল পেরিয়ে গেল ওদের, ধুলো ওড়ায় কিছুটা দূরে সরে এল ওরা।

'চলো, পাই-প্যালেসে যাই,' প্রস্তাব দিল মেলিসা।

'ওখানে কি আমার যাওয়ার কথা? একটু পর টেনিসন আসবে, হলফ করে বলতে পারি তোমার সাথে আমাকে দেখলে খেপে যাবে ও।'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, নয় কি?' রূঢ় স্বরে বলল মেলিসা, বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করছে না। 'আমি তোমার সাথে এক কাপ কফি খেলে ওর অসুবিধে কি? ওর পছন্দ-অপছন্দে কিছু যায়-আসে না আমার।'

'ওকে যথেষ্ট সমীহ করে চলো তুমি, সম্ভবত ভয়ও পাও।'

ম্লান হলো না মেলিসা বডম্যানের হাসি। 'খুবই সত্যি কথা, কিন্তু এটা তো ঠিক আমাদেরকে একসঙ্গে কফি খেতে দেখলে আমাকে বা তোমাকে, কাউকেই খুন করবে না ও!' হালকা সুরে কথাগুলো বলে এগোল মেলিসা।

দ্বিধান্বিত পায়ে অনুসরণ করল মরগান। রহস্যময় লাগছে মেলিসাকে, টেনিসনকে ভয় পায় অথচ র‍্যাঞ্চারকে কেয়ার না করে ওর সাথে কফি খেতে চাইছে। পরস্পরবিরোধী আচরণ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এ মেয়ে টেনিসনের বাথানে একটা রাত কাটিয়েছে বিশ্বাস করতে পারছে না মরগান; এবং দু'জনকে পরস্পরের শত্রু বলা যাচ্ছে না এখন আর। ব্যাংকের সামনে টেনিসনের অপেক্ষায় ছিল মেয়েটা, নিশ্চিত মরগান। যে লোককে ভয় পাওয়ার কথা তার সাথে এমন সহজ আচরণ করা অস্বাভাবিক।

মরগানের ধারণা যেভাবেই হোক মেয়েটাকে পটিয়ে ফেলেছে ধুরন্ধর লোকটা। সমালোচনার দৃষ্টিতে যাচাই করল দু'জনকে– মেলিসা বডম্যান যতটা ভাল, ততটাই খারাপ টেনিসন। লোকটির মধ্যে ভাল গুণ কেবল কয়েকটা–সাহসী, বুদ্ধিমান এবং সুদর্শন সে। মেলিসাও অকপটে স্বীকার করে এসব। ক্যাসল টাউনে প্রথম যেদিন এসেছিল মরগান, বক্স-টি ক্রুদের তোপের মুখে পড়েছিল মেলিসা, পরে ফ্ল্যাগ-বিতে গিয়ে হুমকি দিয়েছে টেনিসন। এসবের পরও কিভাবে তার সাথে সহজভাবে মিশছে মেয়েটি?

পাই প্যালেসে কোণের একটা টেবিলে বসল ওরা। কফির ফরমাশ দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেলিসা। 'তোমার তো অনেক আগেই চলে যাওয়ার কথা।'

'পারছি না। তুমি যেমন টেনিসনকে এড়াতে পারছ না।'

হোঁচট খেল যেন মেয়েটা, চোখ-মুখের ভাব দেখে তাই মনে হলো মরগানের। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। 'কিন্তু এটাও ঠিক, ওকে এত সহজে ছাড়ছি না আমি। ওর এখানে টিকে থাকা আমার ওপর নির্ভর করছে। লজপোল পাইনের জায়গাটা ছেড়ে দিলে নিশ্চিন্তে একটা সাম্রাজ্য গড়তে পারে ও।'

'সেজন্যেই কি তোমার সাথে সহজ হতে চাইছে?'

'উঁ…অনেকটা সেরকমই।'

মিসেস উইলিয়ামস কফি পরিবেশন করার সময় আলাপে ছেদ পড়ল। নীরবে কফি পান করছে দু'জন, নীরবতা ভাঙছে না কেউ। দরজার দিকে মরগানের নজর। টেনিসন এখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই চলে যেতে চায়।

'তুমি তো টেনিসনকে চেনো,' কিছুক্ষণ বাদে জানতে চাইল ও। 'টেনেসিতে ওর একটা বাথান ছিল, বেশ বড়সড়। অথচ ওটা ছেড়ে এসে মরুভূমির মত একটা জায়গা বেছে নিয়েছে এখানে। একটু অস্বাভাবিক না? বোধহয় কারণটা বলতে পারবে তুমি, ম্যা'ম। আমার ধারণা, টেনিসন শুধু একজন বাথান মালিকই ছিল না, অন্য কিছু…'

'একই প্রশ্ন আবারও করলে, মি. মরগান,' অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিল মেলিসা। 'এসব জানতে চাইছ কেন?'

বিব্রত বোধ করল মরগান, মেলিসার কাছ থেকে এমন নির্লিপ্ত উত্তর আশা করেনি। 'ওর অতীত সম্পর্কে জানতে চাইছি।'

'সেটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?'

'অল্প সময়ের মধ্যে কোন লোককে বিচার করতে হলে তার অতীতটাই সবচেয়ে কাজের হয়ে দাঁড়ায়। এ দেশটা অনেক বড়, ম্যা'ম। এখানে ভালমানুষের পাশাপাশি খারাপ মানুষও আছে, নিজের অতীত ঢেকে রাখতে চায় কেবল খারাপ লোকেরাই।'

কি যেন বলতে চেয়েছিল মেলিসা, মরগানের শেষ কথায় থেমে গেল। বিদ্রূপ আর কৌতুকভরা চাহনিতে দেখল ওকে। 'কথাটা বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নয়। কারও কারও জন্যে অতীতটা একান্তই সমস্যার, শুধু তার নিজের জন্যে।

'টেনিসন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, ম্যা'ম।'

'দুঃখিত, সাহায্য করতে পারছি না। এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখি না আমি। তুমি যদি নাচার হও টেনেসিতে খোঁজ নিতে পারো। ওখানকার মার্শাল বোধহয় সাহায্য করতে পারবে তোমাকে। একটা তার করে দাও।'

বিস্মিত হলো মরগান। টেনিসনের অতীত গোপন করতে চাইছে মেলিসা বডম্যান! ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগল ওর। টেবিলের ওপর থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, নড করল। 'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। তোমার পরামর্শ মনে থাকবে আমার।'

'মি. মরগান?'

চলে আসছিল ও, থেমে ঘুরে তাকাল।

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল মেলিসা, কিছুটা বিচলিত এবং অনুতপ্ত দেখাচ্ছে। 'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি। যদি…'

'শুধু ওর নামটা বলো, ম্যা'ম। আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই আমার।'

যুগপৎ বিস্ময় আর অস্বস্তি দেখা গেল বডম্যান-কন্যার চোখে। 'এটাই তো ওর নাম!'

স্মিত হাসল মরগান, নিজের ওপর বিরক্ত—কৃতজ্ঞতার সুযোগেও নরম করতে পারেনি মেয়েটিকে। কোন লাভই হলো না।

'আমি শুধু জানি…এখানে আসার আগে খারাপ কিছু করেনি ও। টেনেসিতে খুব কমই থাকত সে, কেবল শেষের দুটো বছর ছাড়া। এর আগে বাউণ্ডুলের মত এখানে-সেখানে কাটিয়ে দিত।'

হতাশ হলো মরগান। শ্রাগ করে হাঁটতে শুরু করল, একরকম নিশ্চিত টেনিসনের ভয়ে মুখ খুলছে না মেয়েটা। ও কি ভুল করছে? টেনিসন হয়তো আদপে দোষী নয়, অন্তত ও যেরকম ভাবছে সেরকম না হলে? আনমনে মাথা নাড়ল মরগান, নিজের বিশ্বাসের ওপর আস্থা আছে ওর। হাজার মানুষ দেখেছে জীবনে, এদের ধাত বুঝতে শিখেছে। সাচ্চা লোক হতে পারে না টেনিসন, নিজের জীবন বাজি রেখে বলতে পারবে ও। বৈরী এ দেশটিতে একটা মানুষকে দেখে বা দু'একটা কথা শুনে বা আচরণে তার সম্পর্কে ধারণা করে নিতে হয়, মাঝে মাঝে দেখা যায় ওই ধারণাই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। চলার পথে যে কারও কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে, মুহূর্তের ব্যবধানে বদলে যেতে পারে পরিস্থিতি। নিজের সম্পর্কে বলে বেড়ায় না কেউ, সুতরাং তার আচরণ আর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই লোকটিকে চিনে নিতে হয়; আগাম ধারণা করে নিতে হয় লোকটি কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। বছরের পর বছর হাজারো মানুষ সম্পর্কে এমন ধারণা করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মরগান, এবং তাতে যে ভুল হয় না এর বড় প্রমাণ এখনও ওর বেঁচে থাকা।

আলফ্রেড টেনিসনের মত লোকের অতীত পরিষ্কার হতে পারে না।

পাই প্যালেস থেকে বেরিয়ে একটা সেলুনে ঢুকল ও। তিন ঘণ্টা পোকার খেলার ফাঁকে নজর রাখল লোকজনের ওপর। সন্ধের পর ভিড় বাড়তে বেরিয়ে এসে আস্তাবলের দিকে এগোল মরগান। পোর্চে এসে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ,

সিগারেট রোল করার ফাঁকে আশপাশে সতর্ক নজর চালাল। দুশ্চিন্তা করার মত কিছু নেই। আস্তাবলের ভেতর থেকেও কোন সাড়া আসছে না। সময় নিয়ে সিগারেট শেষ করল ও। মেলিসা বডম্যানের রহস্যময় আচরণ মনে পড়ছে বারবার, অনুমান আর বাস্তবের হিসাবের জের টানতে পারছে না বলে বিরক্তি লাগছে। অধৈর্য হয়ে হাল ছেড়ে দিল ও, আস্তাবলের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ওপরে উঠতে যাচ্ছিল মরগান, পেছনে হালকা পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল। হসল্যার। লোকটাকে দেখেই টের পেল কিছু একটা হয়েছে, নিদেনপক্ষে ওর জন্যে একটা খবর আছে।

'পালাও, মরগান! তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে তিনজন লোক। এখানেও এসেছিল ওরা, মিথ্যে বলে বুঝ দিয়েছি ওদের।'

'কার্টারের দল, না টেনিসনের?'

'মনে হয় না। ওদের ঘোড়া দেখে মনে হলো অনেক দূর থেকে এসেছে। এদের অন্তত একজন বন্দুকবাজ। অন্যরা ওকে অ্যাবল বলে ডাকছিল।'

পাগলাঘণ্টী বাজল মরগানের মনে। যা ভয় পেয়েছিল, তা-ই হয়েছে। কিন্তু কিভাবে ওর হদিস পেল ওরা?

আট

ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না মরগান। নিশ্চিত জানে কোন সূত্র রেখে আসেনি ও, তবু ঠিক ঠিক হাজির হয়েছে ওরা।

'কি বলেছ ওদের?' জানতে চাইল ও।

'বলেছি বেরিয়ে গেছ তুমি। ওরা জানতে চেয়েছিল কোথায় যেতে পারো, এখানে থাকছ কেন। উত্তরগুলো শুনে সন্তুষ্ট হয়নি কেউ। কাউকে এখানে রাখার জন্যে পরামর্শ দিচ্ছিল একজন। অন্যরা প্রস্তাবটা মানেনি বলে রক্ষা, নয়তো একেবারে পিস্তলের মুখে এসে পড়তে। সন্ত্রস্ত মনে হয়েছে লোকগুলোকে, বোধহয় আলাদাভাবে তোমার সামনে পড়ার ইচ্ছে নেই কারও।'

'কোন্ দিকে গেছে?'

'জেসন'স কর্নারে ঢুকতে দেখেছি। সম্ভবত ওখানেই আছে এখন, যদি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে না থাকে।'

'ঘোড়াটা?'

'তৈরি আছে। নিয়ে আসব?'

উত্তর দিল না মরগান, ভাবছে। পেছনের স্টল থেকে সোরেলটাকে নিয়ে আসতে পাওনা মিটিয়ে দিল ও।

'ওরা কারা? মনে হচ্ছে চেনো তুমি। ওদের সাথে তোমার সম্পর্কটা কি?'

'পুরানো শত্রুতা।'

'বাছা, তোমার দেখছি শত্রুর অভাব নেই। এভাবে বেঁচে থাকা খুব কঠিন।

এত শত্রু নিয়ে কি করে টিকে আছ, এটাই বেশি বিস্মিত করছে আমাকে। তুমি কে, মরগান? উঁহুঁ, চলনসই একটা উত্তরে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।'

'ওটাই আমার নাম,' নিস্পৃহ সুরে বলল মরগান।

অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বুড়ো। বোঝার চেষ্টা করল মরগান মিথ্যে বলেছে কি-না। কি বুঝল কেবল সে-ই জানে, ঘুরে চলে গেল নিজের কামরায়। 'অ্যাডিওস, মরগান। আশা করি আবার দেখা হবে।'

কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় ভঙ্গি করল মরগান, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। সেলুনের হৈ-হল্লা কানে আসছে। মূল রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য। স্যাডলে চেপে উত্তরে এগোল ও। ডানের গলিতে ঢুকে দু'তিনটে বাড়ি পেরিয়ে খোলা জায়গা হয়ে ফের ডানে মোড় নিয়ে আস্তাবলের পেছনে চলে এল। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বুলাল। 'এখানেই থাকিস, বাছা,' ফিসফিস করে বলল ও।

পেছনের দরজা খুলে গেল। আধো অন্ধকারে হসল্যারের ভীত চোখজোড়া দেখল ও।

'সমস্যায় পড়েছ নাকি?' দ্রুত জানতে চাইল বুড়ো।

ভেতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল মরগান। পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করে এগিয়ে দিল। 'দয়া করে এই কাজটা করে দাও। ওদেরকে গিয়ে বলো এখানেই আছি আমি।'

'সেধে ধরা দিতে চাইছ?'

তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল ও। 'ভেবে দেখলাম ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই উচিত। তিনটে লোককে পেছন পেছন নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। সেক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে আমারই ওদের মুখোমুখি হওয়া উচিত। ওরা তো লড়াই চায়, তাই না? আর আমিও সহজে ধরা দেব না। যদি পারে...' শ্রাগ করল ও, জিভ সহযোগে কাগজের শুকনো আঠায় ভিজিয়ে সিগারেট তৈরি করল।

'ভেবে বলছ?'

'এরকম ছোটাছুটি ভাল লাগছে না আর। নিশ্চিন্তে এই শহর থেকে বেরুব নয়তো এখানকার বুটহিলে একটা জায়গা নেব।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হসল্যার। শ্রাগ করে বেরিয়ে গেল এরপর।

'ওদের সাথে তুমি নিজে এসো না আবার। কিছুক্ষণ অন্য কোথাও কাটিয়ে দাও।'

সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টানতে শুরু করল মরগান। নিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে না। হাড়ে হাড়ে তিনটেকেই চেনে ও, মিসৌরির দিকে রওনা দিলেও আঠার মত পেছনে লেগে থাকবে ওরা, নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে। তারচেয়ে এখানে...একটু বাড়তি সুবিধে পাবে ও। ওরা জানে না তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে মরগান। ভয় কেবল অ্যাবল টেনারিকে নিয়ে, প্রথম সুযোগে লোকটাকে কুপোকাত করতে না পারলে খারাবি আছে ওর কপালে।

ঠিক বিশ মিনিট পর বাইরে লোকজনের সাড়া পেল ও। দ্রুত, নিঃশব্দে একপাশে সরে এল মরগান, পেছনের কামরার দরজার কাছে এমন এক জায়গায়

এসে দাঁড়াল যাতে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, মূল দরজা এবং অফিসরুমটা কাভার করতে পারে। হাতে দুটো পিস্তলই বেরিয়ে এসেছে। জানে ওকে দেখামাত্র গুলি করবে প্রতিপক্ষ। অ্যাবল টেনারিকে ভাল করেই চেনে, কথা বলার আগে গুলি ছোঁড়ে এ ভাড়াটে গানম্যান।

একসাথে দু'জন ঢুকল, দ্রুত ও নিঃশব্দে। দশাসই শরীর দেখে চেনা গেল অ্যাবল টেনারিকে। চোখের পলকে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে তাকে কাভার করছে অন্যজন। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল টেনারি, ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে তুলেছে পুরোপুরি। মরগানও তাই করেছে, এবং নিঃশ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে আছে। বুকে আশঙ্কা হয়তো ওর অবস্থান আঁচ করে ফেলবে টেনারি, আন্দাজের ওপর গুলি শুরু করবে। একসঙ্গে দু'জনকে সামলানো কঠিন হবে, যদি একজনকে বেচাল করা যায়, কিংবা খানিকটা অমনোযোগী করা যায়...নিদেনপক্ষে লাইন অভ ফায়ার থেকে যদি সরিয়ে দেয়া যায়–ওর সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ত। *তিন নম্বরটা কোথায়? বাইরে রেখে এসেছে, না পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার পাঁয়তারা করছে ব্যাটা?*

লণ্ঠনের আবছা আলোয় অশরীরীর মত মনে হচ্ছে বিশালদেহী টেনারিকে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে–ওপরের তলায় আছে মরগান। চোখে পড়ে না, সঙ্গীর উদ্দেশে আলতোভাবে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল সে, হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল তুলে সিঁড়ির দিকে এগোল। মরগানের দিকে পিছন ফিরে আছে এখন।

তার ছোট্ট এ ভুলটাই বাঁচিয়ে দিল মরগানকে।

তৃতীয় লোকটির অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল ও, আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মোক্ষম সময়–টেনারির মনোযোগ এখন ওপরের তলায়, আর কাভার দেয়া লোকটার মনোযোগ সিঁড়ির আশপাশে। কোন কিছু বলার আগেই দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে গুলি করল মরগান, দুটো পিস্তল থেকে একসঙ্গে। গুলির ধাক্কায় দেয়ালের সাথে মিশে গেল লোকটার দেহ। কমলা আগুন ওগরাল হাতের পিস্তল, ছাদে গিয়ে বিঁধল গুলিটা।

চরকির মত ঘুরল অ্যাবল টেনারি। মাঝপথে তাকে গুলি করল মরগান, ঘূর্ণন কিছুটা শ্লথ হয়ে গেল। পড়ন্ত অবস্থায় তীব্র গাল বকল গানম্যান; কিন্তু বিরতি নেই গুলি চালানোয়, নিশানা ছাড়াই সমানে গুলি করছে। মেঝেয় পড়ার পর শেষ চেষ্টা করল সে, নির্দ্বিধায় তার কপালে একটা সীসা পাঠিয়ে দিল মরগান।

চটজলদি পাশে সরে গেল মরগান। বাম হাতের পিস্তল কোমরে গুঁজে অন্য পিস্তলে টোটা ভরতে শুরু করল, দরজার ওপর চোখ। জানে আরও একজন আছে। পিস্তল রিলোড করেছে, এসময়ে দরজায় দেখা গেল তাকে। খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ওকে পেয়ে গেল লোকটা। শীর্ণ হাতে ভয়াল দর্শন কোল্টটাকে বেমানান লাগছে। সিঁড়ির দিকে তাক করা ছিল কোল্ট, ঘুরতে শুরু করেছে মরগানের দিকে। বিপদ বুঝে ডাইভ দিল মরগান, মেঝের সাথে শরীর মিশিয়ে দিল। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াহুড়োয় গুলি করল তালপাতার সেপাই, ফস্কে গেল। তবে মরগানেরটা ফস্কাল না। ঝাঁপ দেয়ার সময় হ্যামার

টেনেছে ও, উড়ন্ত অবস্থায় গুলি করল লোকটাকে। বাহুতে গিয়ে বিঁধল তপ্ত সীসা। গড়ান দিয়ে সরে গেল মরগান, শোয়া অবস্থায় পরের গুলি করল।

উঠে দাঁড়াতে যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও, ডান উরুর ভেতর যেন একটা গরম রড ঢুকে গেছে। ডান দিকে তাকাতে হুঁশ ফিরল। তালপাতার সেপাইকে নিয়ে এতক্ষণ ব্যস্ত থাকায় দরজার পাশের লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে সে, ওই অবস্থায় গুলি করেছে। মরগান আছে বেকায়দা অবস্থায়, পড়ে যাওয়ার সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পিস্তল ধরা হাত চলে গেছে ডান পাশে। লোকটাকে গুলি করতে হলে হাতটা সামনে আনতে হবে। দেখল ফের গুলি করার চেষ্টা করছে লোকটা। অসহায় বোধ করল মরাগন, মরিয়া হয়ে উঠল। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে গড়ান দিল বাম পাশে। ওর চুলে সিঁথি কেটে চলে গেল একটা গুলি, আরেকটা পাশ দিয়ে। পিস্তলধরা হাতে যখন লোকটাকে নিশানা করছে দেখল হাঁসফাঁস করছে ওর শিকার, ট্রিগার টানার মত শক্তিও পাচ্ছে না আর। আড়চোখে অ্যাবল টেনারি আর তালপাতার সেপাইয়ের দিকে তাকাল মরগান, নিথর পড়ে আছে ওরা।

লোকটার ওপর চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল মরগান। পিস্তল ছেড়ে দিয়েছে সে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ হাঁ করে বাতাস নিচ্ছে। ডান বুকের ফুটো থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। লোকটার দৃষ্টিতে কেবলই ঘৃণা; মৃত্যুর ভয়, বাঁচার আকুতি কিংবা অনুতাপ কোনটাই নেই।

'হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেল, তাই না, কার্লি?'

রক্তে ভরা একদলা থুথু মাটিতে ফেলল সে। 'জাহান্নামে যাও!'

'তুমি তো এ লাইনের লোক নও, কার্লি। ওই শুঁটকির সাথে ভিড়লে কোন্ লোভে? আমার স্যাডলব্যাগের টাকাগুলো, তাই না? বোধহয় জানতে না এখানেই দেখা পেয়ে যাবে, নয়তো ভেবেছ অ্যাবল টেনারি সাথে থাকলে কোন কাজই কঠিন নয়। মনে আছে, কার্লি, তিনটে বছর একসঙ্গে ছিলাম আমরা, সারা পশ্চিম চষে বেড়িয়েছি?'

কার্লি টেইমসের চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল এবার। 'হসল্যার বলেছে ওপরে আছ তুমি।'

'আমিই পাঠিয়েছি ওকে। আমার দুর্ভাগ্য সবার আগে তোমাকেই গুলি করতে হলো। এসবে না এলেও পারতে, কার্লি।'

কি যেন বলতে চেষ্টা করল কার্লি, রক্ত বেরিয়ে এল মুখে। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল মুখ, তারপর হঠাৎ করেই ক্লান্ত, ফ্যাকাসে দেখাল। 'এখানে আয়রন হক আছে...' শেষ করতে পারল না সে।

আয়রন হক!

শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মরগানের মেরুদণ্ড বরাবর, দিশেহারা বোধ করল ও। ইচ্ছে হলো এখুনি ঘোড়া ছোটায় মিসৌরির দিকে। এ ক'দিনের লাগাতার ছোটাছুটি আর মানসিক অস্থিরতায় নিজেকে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত মনে হচ্ছে। শরীরে একটা আঘাত নিয়ে আয়রন হকের মোকাবিলা করা সহজ হবে না।

মরে যাওয়ার আগে ওকে একটা ক্ষত দিয়ে গেছে কার্লি। উরুর মাংস ভেদ

করে চলে গেছে বুলেট, অনবরত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বহুকষ্টে শরীর টেনে নিয়ে কলের কাছে চলে এল মরগান। মেঝেয় বসে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল প্যান্টের অংশ। ভাগ্য ভাল এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা, ভেতরে থাকলে বের করার ধকল এ মুহূর্তে সহ্য করতে পারত না বোধহয়। প্রচুর পানি দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করল ও, তারপর গলা থেকে ব্যানডানা খুলে পট্টি বাঁধল। এটুকু কাজ করতেই হাঁপিয়ে উঠেছে, টের পেল মরগান।

নড়ার ইচ্ছে হলো না, চোখ বুজে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। সিগারেট রোল করল। এক লহমায় মনে পড়ে গেল অনেক কিছু–রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দুপুরে এখানে উপস্থিত হয়েছিল ও, ঘটনাচক্রে মেলিসা বডম্যানের সাথে পরিচয়…অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা, যাকে পাওয়ার লোভ মরগানেরও হয়েছিল; কপট আলফ্রেড টেনিসন, অদৃশ্য কার্টার আর বেপরোয়া কিছু লোক। হন্যে হয়ে ওকে খুন করতে চাইছে এরা, নাকি স্যাডলব্যাগের টাকাগুলো পেলেই বেশি খুশি হবে? এসবের মধ্যে আয়রন হকের ভূমিকা কি?

মিথ্যে বলেনি কার্লি, এ নিয়ে বাজি ধরতে রাজি মরগান। হারিয়ে যাওয়া আয়রন হকের অস্তিত্ব এখানে কে বহন করছে, কার্টার না টেনিসন? পশ্চিমে আয়রন হক একটা অতি পরিচিত নাম। নামটা এত বেশি উচ্চারিত হয়েছে যে লোকটার আসল নামই হারিয়ে গেছে। বহু আগে কলোরাডো, টেক্সাস আর মিসৌরির আশপাশে শোনা যেত ওর নাম। ডুয়েলে অনেক বিখ্যাত গানম্যানকে ধরাশায়ী করেছে সে–জেফরি লোগান, প্যাট সিমন্স, ইয়্যাট অ্যার্প, লো অ্যালেন…এদেরকে হটিয়ে দিয়েই তার পরিচিতি। একসময় বাউন্টি শিকারী হিসেবে খুব নাম করেছিল, ওয়েলস ফারগোর স্টেজগার্ডের চাকুরি করেছে দুই বছর। কিন্তু ডাকাতিতে সাহায্য করার অজুহাতে চাকুরি হারায় সে। তারপর শেষবার, অ্যাবিলিনে ক্র্যাফটার আর ফ্ল্যাগানদের পারিবারিক যুদ্ধে দেখা যায় তাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই লাপাত্তা হয়ে যায় আয়রন হক। অনেকের ধারণা ওই যুদ্ধে মারা পড়েছিল কিংবদন্তীর এই বন্দুকবাজ।

অসাধারণ ক্ষিপ্রতা, নিখুঁত লক্ষ্যভেদ আর অপরিসীম ধৈর্য–এ তিনটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম আয়রন হক। তার সম্পর্কে অসংখ্য গল্প চালু ছিল একসময়, আসল লোকটা গায়েব হয়ে যাওয়ায় সেসব গল্পও পরে হারিয়ে গেছে। বরাবরই নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছে এ গানম্যান, এবং সফলও হয়েছে। ছয়-সাত বছর তার হদিশ পায়নি কেউ, এবং সে নিজেও আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেনি।

এখানে, ক্যাসল টাউনেও স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হবে না সে, জানে মরগান। সবকিছুর পেছনে রয়েছে ওই লোকটাই। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করতে হবে তাকে।

বুড়ো হসল্যারের হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসার শব্দে বাস্তবে ফিরে এল মরগান। ওকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। 'খোদার কসম, আমার ধারণাতেও আসেনি তোমাকে জীবিত দেখব! ওরা তিনজন…' কথা শেষ না করে এগিয়ে এল সে, পরখ করল ওর জখম। 'ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। ওঠো, ওপরে পৌঁছে

দেই তোমাকে। তারপর ডককে নিয়ে আসব এখানে।'

বুড়োর সহায়তায় উঠে দাঁড়াল মরগান। 'পেছনের দরজায় পৌঁছে দাও আমাকে। স্যাডলে চাপব!' অধৈর্য স্বরে বলল ও।

'কি বলছ! এই অবস্থায় স্যাডলে চাপার ধকল সইবে না তোমার। কথা না শুনলে জোর করে নিয়ে যাব। এখন বোধহয় আমার সাথে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।' সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিল সে। বুড়োর কাঁধে ভর করে সিঁড়ির দিকে এগোল মরগান। টের পেল আসলেই দুর্বল বোধ করছে। হসল্যারের সাহায্য ছাড়া বোধহয় দশ-কদমও এগোতে পারত না।

প্রথম যখন এখানে এসেছিল, পাঁচটা মিনিটও ক্যাসল টাউনে থাকার ইচ্ছে ছিল না ওর, কিন্তু অন্তত একটা সপ্তাহ বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে। কার্লি টেইমসের ক্ষত তার সাথে আরও চার দিন যোগ করল, নিতান্ত অনিচ্ছায় শুয়ে-বসে দিনগুলো কাটিয়ে দিল জেমস মরগান।

একসময় বিরক্ত হয়ে পড়ল ও। একরাশ দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কা নিয়ে এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কাজ ছাড়া অযথা পাঁচটা মিনিটও কখনও কোথাও বসে থাকেনি ও। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কথাও নয় এখন। যে কোন মুহূর্তে এখানে উপস্থিত হতে পারে আরেকটা দল, এসব ক্ষেত্রে এমনই হয়—এক দলের ওপর ভরসা রাখে না কেউ। অন্তত জেমস মরগানের ক্ষেত্রে এটা ঠিক।

একেকটা দিন গড়ানোর সাথে সাথে মরগানের অস্থিরতা কেবল বাড়ছেই। নিজেকে অসহায়ও মনে হচ্ছে। এতদিনে মিসৌরি পৌঁছে যাওয়ার কথা ওর, তাহলে টেনারি বা তার মত কেউ নাগাল পেত না। অথচ বোকার মত জড়িয়ে পড়েছে এখানে, যেখানে বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই ওর, বরং প্রতি মুহূর্তে পৈত্রিক প্রাণের ঝুঁকি কেবল বাড়ছেই। বারবার ভাগ্যের সহায়তা পাবে না। সবচেয়ে বড় কথা অস্থির এ পশ্চিমে হাজারো বন্দুকবাজের মধ্যে ওর চেয়ে সেরা লোক নেই, কে বলতে পারে? বন্দুকবাজ সাধারণত বন্দুকের গুলিতেই মরে।

নিজের এ জীবনকে ঘৃণা করে মরগান। কিন্তু পালানোর বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় জানা নেই ওর। অনেক ঘটনার ওপরই কারও হাত থাকে না। এখানে যেমন হয়েছে, ওর সহজাত প্রবৃত্তিই মেলিসা বডম্যানকে বখাটে লোকের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। তাতেই বিপত্তির শুরু। নইলে যে শান্তিপ্রিয় জীবনের হাতছানি দেখছিল ওর মন, মিসৌরি গিয়ে হয়তো এতদিনে তার প্রাথমিক কাজ শুরুও করতে পারত।

এ ঝামেলাটা অচিরেই শেষ করতে চায় মরগান। নির্জন প্রেয়ারির অনন্ত দিগন্ত হাতছানি দিচ্ছে ওকে, রুক্ষ ট্রেইল ধরে ছুটে যেতে চাইছে মন। কিন্তু জেদ আর পরিস্থিতি আটকে রাখছে ওকে। যার কারণে এতকিছু তাকে ছেড়ে দেয়ার মত মানুষ জেমস মরগান নয়। যারা ওকে চেনে, জানে ভাঙবে তবু মচকাবে না ও। একবার যা মনস্থির করে, সেটা করে ছাড়ে।

পঞ্চম দিন সকালে নিচে নেমে এল ও। কোন জড়তা নেই, কেবল খানিকটা আড়ষ্ট ভাব। জানে একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। হসল্যারের কামরায় চলে এল।

স্টোভে কফির পানি চড়িয়েছিল বুড়ো, পদশব্দেও ফিরে তাকাল না।

'মরগান, একটা সিগারেট তৈরি করে দাও তো, আমার তামাক শেষ হয়ে গেছে,' অনুরোধ করল সে।

'কফির বিনিময়ে দেয়া যেতে পারে,' একটা চেয়ারে বসে সিগারেট রোল করা শুরু করল মরগান। 'অদ্ভুত ব্যাপার, এখনও তোমার নামই জানা হলো না, অথচ দুটো সপ্তাহ তোমার ওপর ভূতের মত চেপে আছি।'

'আমিও কি তোমার নাম জানি?'

বিষম খেল মরগান, তবে দ্রুতই সামলে নিল। 'না জানলেই ভাল,' খানিক ভেবে বলল ও। 'নামটা হয়তো ভাল লাগবে না তোমার। তারচেয়ে জেমস মরগান নামটা কি চলনসই নয়? কাজ চললেই হলো।'

'হ্যাঁ, কাজ অবশ্য কোন নাম ছাড়াও চলতে পারে। আমার বেলায় ঘটল যেমন, আমার নাম জানো না তুমি।'

'তোমার ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করিনি আমি, তোমার কাছেও জানতে চাইনি।'

'আমিও জানাইনি,' কফি পরিবেশন করার সময় বলল হুসল্যার। ঘরের ওপাশ থেকে একটা চেয়ার এনে ওর সামনে বসল। 'হাঁপিয়ে উঠেছ?'

উত্তর না দিয়ে কফিতে চুমুক দিল মরগান।

'এখানে কেন পড়ে আছ ঠিক বুঝতে পারছি না। চলে গেলেই বেশি মানাত তোমাকে, আর এত ঝামেলাও হত না। যদ্দূর বুঝেছি অনেক দূর থেকে এসেছ তুমি এবং ওই লিকলিকে লোকটাসহ তিনজন তোমার গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে হাজির হয়েছিল। মরগান, কিসের জন্যে তোমার পিছু লেগেছে ওরা? আর সবাইকে নিজের চাঁদমুখ দেখানোর জন্যে তুমিও যেন পণ করে বসে আছ, অথচ ভেতরে ভেতরে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যেও অস্থির।'

'আমার মতই শত্রুকে কখনও ক্ষমা করে না ওরা, কোন অবস্থাতেই না।'

'অন্য কারও জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'তা নয়, আসলে বুঝতে পারছি না ঠিক কে আমাকে কোণঠাসা করতে চাইছে। হতে পারে কার্টার, কিংবা টেনিসন।'

'কিন্তু এ পর্যন্ত যত লোক মারা গেছে, তাদের কেউই বক্স-টির ক্রু নয়, বরং কার্টারের আউটফিটের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

'টেনিসনের সব লোককে চেনো তুমি?'

'বেশিরভাগ।'

'ওদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে অন্তত গত এক সপ্তাহ দেখোনি?'

'ওরা তো মাত্র একদিন আসে শহরে, পে-ডেতে। গত শনিবারে ঠিকমত খেয়াল করিনি। আস্তাবলে ঘোড়া রাখে না ওরা, বেশিরভাগ ক্রু সেলুনের হিচিং রেইল ব্যবহার করে।'

হতাশ হলো না মরগান, তেমন কিছু আশাও করেনি। 'আয়রন হকের নাম শুনেছ?'

'বোধহয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হকিন্সের কথাই জানতে চাইছ?'

'শুধু হকিন্স, আর কিছু না?' উত্তেজিত হয়ে পড়ল মরগান, নিজের ওপর

রাগও হচ্ছে। আয়রন হক শুধুমাত্র একটা উপাধি, দৃঢ়তা আর জেদী স্বভাবের জন্যে এ নামে খ্যাতি পেয়েছে সে। আগেই বোঝা উচিত ছিল নামটা হকিন্স থেকে এসেছে, অথচ ঘুণাক্ষরেও সম্ভাবনাটা আসেনি ওর মাথায়।

'দুঃখিত, মরগান, বাকিটুকু জানি না। কিন্তু ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? সে তো বহু দিন নিখোঁজ। অনেকের ধারণা সত্যিই অ্যাবিলিনের যুদ্ধে মারা গেছে ও। আমার তো মনে হয় না নিজেকে আড়ালে রাখতে পেরেছে অসাধারণ এ লোকটা।'

'ক্যাসল টাউনের আশপাশেই আছে ওই লোক,' হেসে বলল মরগান।

লাফিয়ে উঠল বুড়ো, মেঝেয় পড়ে গেছে ঠোঁটের সিগারেট। 'কি বলছ! এখানে···এখানে আছে আয়রন হক!? কার পরিচয়ে?'

'যে কেউ হতে পারে। আমিও হতে পারি।'

'বোধহয় তামাশা করছ তুমি!' বিহ্বল দেখাল বুড়োকে।

উঠে গিয়ে খালি মগ ভরে নিল মরগান। 'মোটেই ঠাট্টা করছি না। এখানে এমন এক পরিচয় ওর, যার সাথে আসলেই কোন সম্পর্ক নেই। কার্টার হতে পারে, আবার টেনিসনও হতে পারে। তবে কার্টারের সম্ভাবনাই বেশি।'

'কার্টারকে চিনি না আমি, কখনও দেখিওনি। আর টেনিসন কখনোই পিস্তল ঝোলায় না। ওকে দেখে বরং পাকা গরু ব্যবসায়ী মনে হয়। এখানে এসে তাই প্রমাণ করেছে ও। নিজের জমিতে ঘাস নেই, তবু ফ্রি রেঞ্জের সুবিধা নিয়ে সবচেয়ে বড় স্টক গড়ে তুলেছে। লোকটা জানে কি করে উন্নতি করতে হয়!' মেঝেয় পড়ে যাওয়া সিগারেট নিভে গিয়েছিল, থেমে ফের ধরাল হসল্যার। 'অবশ্য ওর সম্পর্কে গুজব আছে, সে নাকি রাসলারদের নেতা। কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি কেউ। ম্যাকলয়ারীরা দোষারোপ করেছিল ওকে, দু'দিন আগে ওদেরকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দেশছাড়া করেছে টেনিসন। ডেভিড ম্যাকলয়ারী অবশ্য বেঁচে গেছে এ যাত্রা, পণ করেছে ফিরে আসবে সে, কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নেবে।'

'গিয়ে দেখো ট্রেইলের কোথাও পড়ে আছে ওর লাশ। টেনিসন ওকে অ্যাম্বুশ করলে একটুও অবাক হব না।'

'তুমি শুধু ধারণাই করছ।'

'হয়তো দু'দিন পর জানবে ধারণাটা মিথ্যে নয়।' উঠে দাঁড়াল মরগান। 'কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'বেরুবে নাকি?'

'চারপাশে চক্কর দিয়ে আসি। বসে থেকে শরীরে খিল ধরে গেছে।'

'ফ্ল্যাগ-বিতে?' হাসছে বুড়ো, চোখে কৌতুক।

শ্রাগ করে ঘোড়ার কাছে এল মরগান। একটু পর স্যাডলে চেপে রাস্তায় বেরিয়ে এল। কোথায় যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, একবার ভাবল নির্জন প্রেয়ারি ধরে ঘোড়া ছোটায়। আবিষ্কার করল ফ্ল্যাগ-বি বাথানের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। শহরের ট্রেইল এড়িয়ে কয়েকদিন আগে যেটা ধরে গিয়েছিল। বাথানটার উদ্দেশে আড়াআড়িভাবে ঘোড়া ছোটাল, কিছু সময় তো বাঁচবেই। তবে

কাজটা সহজ হলো না, মরগানের কেবলই মনে হচ্ছিল হয়তো পথ ভুল করবে। একমাত্র দিক নির্দেশনা ছিল দিগন্তের কাছে ক্যালট্রপ মাউন্টেনের আবছা অবয়ব। জানে এর কোলেই ফ্ল্যাগ-বি র‍্যাঞ্চ-হাউস। সোজাসুজি যেতে থাকলে একসময় পৌঁছে যাবে।

ঘণ্টাখানেক পর গন্তব্যে পৌঁছল ও। র‍্যাঞ্চ হাউসটা তখন প্রায় জনশূন্য। পাশের স্টেবল খালি, শুধু একটা গ্রুলা আছে। সব পাঞ্চাররা কাজে বেরিয়ে গেছে, ধারণা করল মরগান। বোধহয় মেলিসা বডম্যানও বেরিয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়ানো ক্লীভ অ্যালেন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ওকে। 'ভেতরে এসো, কফি খাবে।'

মাথা নাড়ল মরগান। 'মিস্ বডম্যানের কাছে এসেছিলাম, বোধহয় নেই ও?'

'দু'মাইল পুবে নদীর কাছে পাবে ওকে। কয়েকটা গরু পানি খেতে গিয়ে কাদায় আটকে গেছে। ওগুলোকে তুলে আনার কাজ তদারক করতে গেছে মেলিসা।'

আরও বেশ খানিকটা পথ পাড়ি দেয়ার আগে কফি হলে মন্দ হয় না–ভেবে স্যাডল ত্যাগ করল মরগান। কুকের পিছু নিয়ে খাবার ঘরে এসে বসল। 'বোধহয় বডম্যানদের সাথে অনেকদিন আছ তুমি? টেনেসিতেও ছিলে, তাই না?'

'ওখানেই আমার জন্ম,' গর্বভরে উত্তর দিল কুক।

'টেনিসনকে তো চিনতে, কেমন মানুষ ও?'

'ভাল-মন্দে মেশাল, অন্তত এখন। যদিও ওকে পছন্দ হয় না আমার। কথাটা অবশ্য ওর সামনাসামনি বলার সাহস হবে না।'

হাসল মরগান। 'ভয় পাও ওকে?'

'একসঙ্গে দু'জন লোককে পিটিয়ে প্রায় লাশ বানাতে দেখেছি ওকে। লোকটা অসম্ভব জেদী, তাছাড়া...'

কুক থেমে যাওয়ায় চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ও।

কিছু না বলে কফি পরিবেশন করল সে। চুমুক দিল মরগান। 'হকিন্স কে, জানো?'

'ওটা তো টেনিসনের নামের মাঝের অংশ।'

কিছুটা বিস্মিত হলো মরগান। নামের মাঝের অংশ নিয়ে দেশজোড়া পরিচিতির ঘটনা বোধহয় একমাত্র এটাই। তা-ও পরিবর্তিত। 'আয়রন হক' নামটার আড়াল থেকে টেনিসন এমনকি হকিন্সটুকু বের করাও দুঃসাধ্য। এটা সম্ভব হয়েছে পেশাগত কারণে লোকটার গোপনীয়তা রক্ষার কারণে। খ্যাতির চূড়ায় সে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু সেইসাথে নিজেকে আড়ালও করতে পেরেছে। মরগান ধারণা করল টেনিসন আর আয়রন হক যে একই ব্যক্তি তা হয়তো জানেই না ফ্ল্যাগ-বি কুক।

অনেকগুলো প্রশ্ন দোলা দিচ্ছে ওর মনে। ওকে মিথ্যে বলেছে মেলিসা! বলেছে হকিন্সকে চেনে না, টেনিসনের নির্দেশে করেছে কাজটা? লোকটাকে ভয় পায় মেয়েটি, অথচ টেনিসনের বাথানে একটা রাতও কাটিয়েছে। লোকটির সাথে ওর সম্পর্ক কি?

অজান্তে শ্রাগ করল মরগান। মেলিসা বডম্যানের ব্যাপারে কিছু আসে-যায় না ওর। এ মুহূর্তে টেনিসনের চেয়ে এ মেয়েটিকেই বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছে।

কিছুটা নিরাশ হলো ও। মেলিসার সাথে শেষবারের মত কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আগ্রহ বোধ করছে না আর। তাছাড়া যা জানার দরকার ছিল, ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছে। এখন কেবল শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা। টেনিসনের টুঁটি চেপে ধরবে ও, হোক সে আয়রন হক। ওসবে পাত্তা দেয় না মরগান। নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে ওর। দরকার হলে লোকটার বাথানে উপস্থিত হয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করবে।

তবে কার্টারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ঘুচছে না। হয়তো টেনিসনই ক্যাকটাস হিলের হাইড-আউটে কার্টার নামে আউট-লদের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। তেমন হলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

'ড্যানিকে চিনতে নাকি?'

'টেনিসনের ক্রুদের মধ্যে এই ছেলেটাই বেশি উদ্ধত। মাসখানেক আগে শহরে এক ভবঘুরেকে খুন করার পর থেকে মাটিতে পা ফেলছে না ছোকরা। দুই কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে ভাব করে যেন অসাধারণ এক বন্দুকবাজ হয়ে গেছে। টেনিসন ছাঁটাই করে দেয়ার পর আর দেখিনি।'

হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। ড্যানি হয়তো আসলে টেনিসনেরই লোক। নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানোর জন্যে ড্যানিকে ছাঁটাই করেছে, ভিড়তে দিয়েছে কার্টারের দলে। আর টেনিসন স্বয়ং কার্টার হয়ে থাকলে তো কথাই নেই।

কফির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল মরগান। বেরিয়ে এসে স্যাডলে চেপে শহরের ট্রেইল ধরল।

'মি. মরগান?' পেছন থেকে ডাকল ক্লীভ অ্যালেন।

পেছন ফিরে দেখল পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে কুক।

'রাস্তা ভুল করছ। মেলিসার সাথে দেখা করতে হলে পুবে যেতে হবে।'

'পরে আরেকদিন আসব, হয়তো,' কুকের বিস্মিত মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিল মরগান। মাথায় একটা পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। কার্টারের হাইড-আউটে গেলে কেমন হয়? গণ্ডায়-গণ্ডায় লোক লেলিয়ে দিয়েছে সে, ওর গায়ের চামড়াকে খুব সস্তা ভেবেছিল এরা। ব্যাপারটা ভাল লাগেনি ওর। একবার ওখানে ঢুকতে পারলে কার্টারের সাথে মোলাকাত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া লোকটার আসল পরিচয় খোঁচাচ্ছে ওকে।

মরগানের ধারণা ক্যানিয়নের ওই ট্রেইল ধরে যাওয়া-আসা করে আউট-লরা। ঘুরপথে যাওয়ার চেয়ে এটাই সহজ হবে। ঝুঁকি আছে তবু ওটা ধরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও।

সহসাই কোন কিছুতে আলোর প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর। এসব পরিস্থিতিতে এই প্রথম পড়েনি, তাই জানে কি করতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তি বশে তৎপর হয়ে উঠল ও। মাথা নিচু করে স্যাডলের সাথে মিশিয়ে দিল শরীর; সেইসাথে স্পার দাবাল। ওর দ্রুততম রিফ্লেক্সের কারণে বেঁচে গেল এ যাত্রা।

সশব্দে পাশ দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা।

পূর্ণগতিতে ছুটছে সোরেলটা। চোখ তুলে আততায়ীর অবস্থান আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও। ট্রেইল ছেড়ে লজপোল পাইনের বনে চলে এসেছে, সম্ভবত কয়েকশো গজের মধ্যে আছে লোকটা। হয়তো ডান দিকে পাথরের চাঙড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে।

স্যাডল হর্ন থেকে রাইফেল তুলে নিল ও। এসময় আবারও চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো। হাসি পেল মরগানের, ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারকে লাগানো সহজ ব্যাপার নয়। অথচ ঠিক তাই করতে চাইছে লোকটা। ভয় পেয়েছে সে, কাউকে অ্যাম্বুশ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে দু'জনের সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। লোকটির ভয় যুক্তিসঙ্গত, কারণ পাল্টা আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মরগান—সময় ও সুযোগমত।

কাছে-ধারে পায়ের শব্দ পেল ও, একটু পর ঘোড়ার খুরের শব্দ। বামে ওর সমান্তরালে ছুটছে একটা গ্রুলা, পাইনের ফাঁক দিয়ে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল। সোরেলকে ফের তাগাদা দিল ও, জানে কোথায় যাবে লোকটা। আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে চায়। একটা জুনিপার ঝোপ পেরিয়ে কোণাকুণিভাবে ঘোড়া ছোটাল মরগান। ঘোড়ায় চাপতে সময় লেগেছে লোকটির, এ সময়টুকু এগিয়ে থাকতে পারবে ও। ইতোমধ্যে আততায়ীর চেয়ে অন্তত বিশ গজ এগিয়ে গেছে।

আরও কিছুটা এগোল ও, তারপর ঘোড়ার ঘাড়ে আলতো চাপড় দিল। স্টিরাপ থেকে পা আলগা করে ঝাঁপ দিল ডান দিকে, শক্ত মাটিতে পড়ল শরীর। দুই গড়ান দিয়ে অ্যাসপেন ঝোপের পেছনে সরে এল। তখনও একই গতিতে ছুটে চলেছে সোরেলটা।

রাইফেল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মরগান, কান পাতল। নিঃশব্দ প্রকৃতির সাড়াই শোনা যাচ্ছে কেবল। খুরের শব্দ না পাওয়ায় ধারণা করল ঘোড়া ত্যাগ করেছে লোকটা, নয়তো হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে। চারপাশে কোথায় কি আছে মনে করার চেষ্টা করল ও, ধারণা করল ঝর্নার দিকে যাচ্ছে আততায়ী। লোকটার জায়গায় ও নিজে হলেও তাই করত। কার্টারের লোক হলে এ এলাকা ভাল করে চিনবে এবং ঝর্নার ওপরের ওই উপত্যকার কথাও জানবে নিশ্চয়ই। সেই পথ ধরে নেমে আসবে লোকটি, এবং ওর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করবে। মরগানের মত সে-ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ফেলেছে—এখন থেকে লড়াই হবে সেয়ানে সেয়ানে। একজন অন্যজনকে খুঁজবে, বাগে পেলে হত্যা করবে।

মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে দিয়ে ক্রল করে এগোল ও। এগোনোর সময় দু'হাতের ওপর পুরো শরীরের ভার পড়ছে। কান দুটো সজাগ ওর, যে কোন অস্বাভাবিক শব্দ শোনার আশায় সজাগ—ঘাসের ওপর দিয়ে হাত-পা ছেঁচড়ে নেয়ার কিংবা ছোট্ট একটা নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ—যাতে আততায়ীর অবস্থান জানা যাবে। উল্টোটা যাতে না ঘটে, পুরোমাত্রায় সচেতন ও। সারাটা বছর ট্রেইলে কাটে ওর, অনেক বিপদ আর বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার অভিজ্ঞতার কারণে ভাল করেই জানে কি করে নিঃশব্দে চলতে হয়।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে উদ্বেগ বাড়ছে ওর, ঘামছে দরদর করে। জানে অবস্থাটা যে কোন দিকে গড়াতে পারে, হয়তো হঠাৎ করে মুখোমুখি হয়ে পড়বে দু'জন, নয়তো ঠিক ওর পেছনে গিয়ে পৌঁছতে পারে লোকটা। এরপর কি হবে ভাবতেই গলা শুকিয়ে আসছে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে গাল দিল, কি অলক্ষুণেই না ক্যাসল টাউনে এসেছিল, থামার সিদ্ধান্ত নিয়ে কি চরম বোকামি করেছে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন। এরকম অস্বস্তিকর আর বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আর পড়েছে কি-না মনে করতে পারল না—একগাদা লোক হন্যে হয়ে খুঁজেছে ওকে অথচ এদের কাউকেই চেনে না। কেবল অন্ধের মত লড়াই করা, আগাম কিছু বোঝার উপায় নেই. যৎ কালে তৎ বিবেচনা। এরকম কোণঠাসা হয়ে লড়াই করা মোটেও সহজ নয়. পশ্চিমে টিকে থাকার জন্যে যোগ্যতমদের একজন বলে এখনও টিকে আছে মরগান।

এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে ও যেটা ঝর্নার একেবারে কাছেই। পাশে ঘন জুনিপার ঝোপ আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অনেকগুলো বোল্ডার। লজপোল পাইনের গাছগুলো কেবল নিরবিচ্ছিন্ন ছায়াই দেয়নি, আবছা অন্ধকারময় পরিবেশও সৃষ্টি করেছে। কিছু ক্যাকটাস আর জুনিপার পেরিয়ে এল মরগান, ধারণা করল সামনে কোথাও খোলা জায়গা আছে। একটা বোল্ডারের আড়ালে এসে নজর বুলাল চারপাশে, দশ হাত দূরে নিরেট পাথরের সারি, ওখানে পৌঁছতে পারলে সুবিধে পাবে।

ধৈর্য ধরে পড়ে থাকল ও, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছে না। ধূমপান করার তীব্র ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করল। বারবার মনোযোগ সরে যেতে চাইছে ওর, কিন্তু জোর করে ধরে রেখেছে। ক্ষণিকের একটা ভুল চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেটা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। ওর কাছে কিছু টাকা আছে, এবং তা কাজে লাগিয়ে বাকি জীবন উপভোগ করতে চায় মরগান। অনর্থক বেখেয়ালে প্রাণ দিয়ে সুযোগটা হাতছাড়া করার কোন মানে হয় না।

সহসা ত্রিশ গজ দূরে এক ঝলকের জন্যে লোকটাকে দেখতে পেল মরগান। বাম দিকে একটা অ্যাসপেনের পাশে সরে পড়ছে, মুহূর্তের জন্যে, তাই ভাল করে বুঝতে পারল না ঠিক দেখেছে কি-না। নিঃসাড় পড়ে থাকল ও, অ্যাসপেন ঝোপের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। মিনিট দশেক এভাবেই কাটল, তারপর একসময় বেরিয়ে এল লোকটা, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ওর ফেলে আসা পথের দিকে এগোল। আপনমনে হাসল মরগান, ও এতটুকু চলে এসেছে এখনও টের পায়নি ব্যাটা। চকিতে একটা পরিকল্পনা দোলা দিল মাথায়। লোকটাকে হাতে-নাতে ধরতে হলে এরচেয়ে ভাল কিছু আর হয় না।

কোন উদ্বেগ ছাড়াই পরের আধ-ঘণ্টা কেটে গেল। লোকটার ওপর চোখ রেখেছে ও, তার প্রতিটি নড়াচড়া মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। যখন বুঝল সময় হয়েছে, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। বিশ গজ দূরের একটা বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে লোকটা। ইচ্ছে করলে তার পিঠে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে মরগান। কিন্তু তা না করে রাইফেলের লেভার টানল ও। 'কোন চালাকি নয়, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াও!' আদেশ করল ও।

শক্ত হয়ে গেল লোকটার ঘাড়ের পেশী, এতদূর থেকেও বুঝতে পারল মরগান। কয়েক সেকেন্ড ঠায় পড়ে রইল সে। মরগানের আশঙ্কা হলো হয়তো হঠাৎ করে গড়িয়ে পাশে সরে কিংবা উঠে দাঁড়ানোর পর ঘুরে গুলি করার চেষ্টা করবে লোকটা। কিন্তু কোনটাই করল না সে, ওর দিকে পিছন ফিরে উঠে দাঁড়াল। 'যেভাবে আছ ওভাবে থেকে আগে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলো। তারপর পিস্তল। বেচাল দেখলে...' কথা শেষ না করে অপেক্ষায় থাকল ও, লোকটা নির্দেশ পালন করতে হাঁপ ছাড়ল। 'এবার ঘুরে মাটিতে বসে পড়ো। উঁহুঁ, লাফ দিয়ে লাভ নেই, তোমার কাছ থেকে অন্তত দশ হাত দূরে আছি আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

ব্লু আইকে দেখে বিস্মিত হলো মরগান। দো-আঁশলার চোখে যুগপৎ হতাশা আর ঘৃণা। ওর প্রতি লোকটির বিদ্বেষের কারণ বুঝতে পারল না। 'পা ছড়িয়ে বোসো, হলদে শেয়াল!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল ও।

জ্বলে উঠল ব্লু আইয়ের চোখ, ঘৃণায় বিবর্ণ হয়ে আছে মুখ। তীব্র গাল বকে পায়ের কাছে একদলা থুথু ফেলল, তারপর পা ছড়িয়ে বসল। 'দুর্ভাগ্য, অল্পের জন্যে গুলিটা ফস্কে গেছে। এবার তো হলো না, পরের জন্মে ঠিকই খুন করব তোমাকে!' তীব্র বিদ্বেষে কথাগুলো টানা বলে গেল সে।

হাসি পেল মরগানের। গাছের গুঁড়ির সাথে রাইফেল ঠেস দিয়ে রেখে পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট তৈরির আয়োজন করল। 'হয়তো, হয়তো বা না। যাক্‌গে, এটুকু নিশ্চই বুঝেছ আমাকে খুন করা তোমার সাধ্যের বাইরে? এ নিয়ে দু'বার চেষ্টা করেছ, নাকি আরও বেশি? হাল ছেড়ে দাও, সবাই সবকিছু পারে না, ওই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাওনি তুমি। এবার ভালয় ভালয় কিছু প্রশ্নের জবাব দাও, বেচাল কিছু করার চিন্তা কোরো না। তোমার মাথায় যদি খুনোখুনির ভূতটা এখনও থাকে তো লাফিয়ে কিংবা ছুটে এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারো, আমার হাতে রাইফেল নেই এখন।'

তাকিয়ে থাকল লোকটা। জানে বেচাল দেখলে নিমেষে তাকে ছ্যাঁদা করে ফেলতে পারবে মরগান।

'আর কেউ আছে তোমার সাথে?'

কথা বলল না লোকটা।

দেশলাইয়ের কাঠি বের করে নখে ঘষে সিগারেট ধরাল মরগান। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল দো-আঁশলার দিকে। 'শোনো, হলদে শেয়াল, আমার ধৈর্য খুব কম। তোমাকে জানে মারব না তা ঠিক, ভাবছি দু'ঊরুর মাঝখানে কিছু বুলেট পাঠাব। পরের জন্মে কিন্তু ওই জিনিসটা ছাড়াই চলতে হবে তোমাকে। তাই চাও তুমি, না কথা বলবে?'

'জাহান্নামে যাও তুমি!'

'আরেকবার জিজ্ঞেস করব না কিন্তু। সিগারেট শেষ করেই গুলি করব। যদি মুখ খোলো তাহলে ছেড়ে দেব, তবে ছোট্ট একটা কাজও দেব। একটা খবর পৌঁছে দিতে হবে একজনকে।'

চিন্তিত দেখাল লোকটাকে।

দ্রুত সিগারেট ফুঁকছে মরগান। 'সিগারেট শেষ হয়ে যাচ্ছে, ব্লু আই!' শীতল সুরে তাড়া দিল ও।

'আছে,' ছোট্ট করে উত্তর দিল সে।

ঠোঁটে সিগারেট রেখে হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল তুলে আনল ও। কক্ করে দ্রুত গুলি করল, দো-আঁশলার দুই উরুর ফাঁকে মাটিতে গিয়ে বিঁধল গুলিটা। থরথর করে কেঁপে উঠল ব্লু আইয়ের শরীর। ভয় ফুটে উঠল চোখে।

'ভাঁওতা দিচ্ছ তুমি,' সহাস্যে বলল মরগান, হালকা সুরে বললেও লোকটি টের পেল এখন আর তামাশার পর্যায়ে নেই ব্যাপারটা। 'আর কেউ যে নেই নিশ্চিত জানি আমি, থাকলে এতক্ষণ গল্প করতে পারতাম না আমরা। যাক্‌গে, আরেকটা মিথ্যে বললে সত্যিই খারাবি আছে তোমার কপালে।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'নেই,' দ্রুত উত্তর দিল।

'কার্টারকে চেনো?'

'চিনি।'

'সে আর টেনিসন একই লোক?'

'না, তা হবে কেন! বরং ওকে পেলে খুন করবে টেনিসন।'

'রাসলিঙের জন্যে?'

'কার্টার রাসলারদের জায়গা দেয় সেজন্যে।'

'তুমি কার্টারের ক্রু?'

মাথা নাড়ল ব্লু আই। 'কার্টারের ডেরায় থাকি আমি। টাকার বিনিময়ে সবকিছুর ব্যবস্থা করে সে, আমাদের নিরাপত্তার দিকটাও দেখে।'

'আমার পিছু নিয়েছ কেন তোমরা?'

'কার্টার আমাদের জানিয়েছিল অনেক টাকা আছে তোমার কাছে, কোনভাবে সাবাড় করতে পারলেই কেল্লাফতে। বলেছে তোমাকে ধরা সহজ হবে না, কিন্তু তুমি এতটা টাফ লোক বোধহয় ও নিজেই জানত না।'

'টাকার খবর কিভাবে জানল ও?'

'ড্যানি জানিয়েছে। আমার ধারণা টেনিসনই পাঠিয়েছিল ড্যানিকে, চালাকি করে কার্টারের কানে দিয়েছে খবরটা।'

'ড্যানিকে বলবে কেন সে?'

'টেনেসি থেকে একসঙ্গে এখানে এসেছিল ওরা। একসময় শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত ড্যানি, নিজের বাথানে ওকে কাজ দিয়েছিল টেনিসন। পুরো পাঁচ বছর কাজ করেছে ও। মামুলি কারণে হঠাৎ ওকে ছাঁটাই করেছে বক্স-টি। আসলে ইচ্ছে করেই কার্টারের কাছে ড্যানিকে পাঠিয়েছিল টেনিসন। সে চায়নি কার্টার কোন সন্দেহ করুক। কার্টার অবশ্য টের পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ড্যানি বিপজ্জনক নয় বলে আমল দেয়নি। তাছাড়া সবকিছু শেষ হওয়ার পর ছেলেটাকে ঠিকই শায়েস্তা করত।'

'মন দিয়ে শোনো, ব্লু আই। একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। যদি ঝামেলা না করো বেঁচে যাবে,' থেমে লোকটাকে যাচাই করল মরগান। মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে বাদামী চোখে কিছুটা হলেও প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। 'টেনিসনের

বাথানে যাবে প্রথমে, ওকে জানাবে আগামীকাল ক্যাসল টাউন ছাড়ব আমি। পাই প্যালেস বা ঢোকার মুখে যে আস্তাবল আছে ওখানে থাকব। সন্ধের আগে যে কোন সময়ে আমাকে পেতে পারে সে-বোলো ওকে আশা করব আমি এবং যেতেও বলেছি।'

'ওর প্রতি এত বিদ্বেষ কেন তোমার?'

'এ লোকটিই আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে তোমাদের। এতগুলো লোক আমার হাতে মারা পড়ল যাদের সাথে আমার বিন্দুমাত্র শত্রুতা ছিল না, কাউকে এর আগে দেখিওনি। অথচ তোমাদের লোভ আর ওর চক্রান্ত সারাক্ষণ আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে ক'টা দিন।'

'আমাকে খুন করতে পারে টেনিসন।'

'যা বলছি তা না করলে আমিই করব, খোদার কসম!' অধৈর্য হয়ে বলল মরগান। 'তোমার ওপর নজর রাখব আমি। যেখানেই যাও ধরে এনে ওখানটায় দুটো গুলি করব। বুঝেছ? এবার ঠিক করো আমার কথামত টেনিসনের বাথানে যাবে কি-না।'

'যাব।'

'তুমি রাসলার, জানে সে?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে আর সমস্যা কি?'

'তবুও, খবরটা দেয়ার পর যদি রেগে গিয়ে...'

'তা করবে না ও। তাছাড়া তুমি যাচ্ছ নিরস্ত্র অবস্থায়। তোমার প্রতি বিদ্বেষ নেই ওর। আসলে ঠাণ্ডা মাথার আস্ত একটা শয়তান ও। নিজের বাথানে নিরস্ত্র কাউকে খুন করে সম্মান নষ্ট করবে না। এখানে এই জিনিসটাই ওর একমাত্র সম্বল।'

'ও যদি না আসে?'

'তাহলে চলে যাব আমি, জানব আলফ্রেড টেনিসন আসলে একটা কাপুরুষ। নিজের সমস্যা নিজে মেটানোর মুরোদ নেই তার। তবে আসবেই সে, যে কোন কিছুর বিনিময়ে বাজি ধরতে রাজি আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না? ইচ্ছে হলে আমার স্যাডল ব্যাগের টাকাগুলো বাজি ধরতে পারো।'

'আমার কাছে পাঁচটা ডলারও নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিকই বলছ তুমি।'

রাইফেল তুলে নিল মরগান। 'ঘোড়া খুঁজে রওনা দাও, ব্লু আই। আবারও বলছি, চালাকি কোরো না। সোজা বক্স-টিতে যাবে, টেনিসনকে খবরটা দিয়েই চলে আসবে। এখানে রইল তোমার অস্ত্রসস্ত্র, ফিরে এসে নিয়ে যাবে, তারপর এ তল্লাট ছাড়বে। তোমার ওপর নজর রাখব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, পাশের ঝোপ থেকে গ্রুলাটাকে বের করে আনল। 'ঠিক বুঝতে পারছি না লোক হিসেবে কেমন তুমি, মরগান,' স্যাডলে চেপে বলল সে, কণ্ঠে দ্বিধার সুর। 'ইচ্ছে করলে খবরটা অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাতে পারতে, কিংবা নিজেই বক্স-টিতে যেতে পারতে। যাকগে, একটা সুযোগ পেয়েছি আমি, ভাগ্য তোমার হাতে মারা পড়িনি। আর দ্বিধা করছি না, ব্যবসাটা ছেড়েই দেব।

তবে এ তল্লাট ছাড়ার আগে তোমাদের ডুয়েলটা দেখে যাব ভাবছি। কাল শহরে থাকব আমি।'

'তোমার যা ইচ্ছে কোরো, কেবল খবরটা ওকে দাও, আর আমার সামনে এসো না। এলেও অস্ত্র থেকে হাত দূরে সরিয়ে রেখো।'

ব্লু আইয়ের অবয়ব দিগন্তে মিলিয়ে যেতে ফিরে চলল মরগান। ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চাইছে। ক্যাসল টাউনে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেবে সে, নিশ্চিত জানে ওর মুখোমুখি হতে আসবেই আলফ্রেড টেনিসন। কাল সকাল বা দুপুরে ক্যাসল টাউনের রাস্তায় দুর্ধর্ষ আয়রন হকের মোকাবিলা করতে যাচ্ছে ও, কিন্তু এ নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই মরগানের। লোকটার প্রতি কেবল ঘৃণাই অনুভব করছে ও।

ছয় বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল আয়রন হক। আগামীকাল ক্যাসল টাউনে আবার জন্ম হবে তার, মরার জন্যে।

নয়

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে এ পর্যন্ত নিরুদ্বেগে কেটে গেছে জেমস মরগানের। ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোদ ঝলমলে সকালটা মাটি করতে চায়নি। পাই প্যালেসে নাস্তা সেরে ঘুরে বেড়িয়েছে সারা শহরে। সেলুনে বসে পোকার খেলেছে, কয়েক পেগ হুইস্কি পান করেছে। দুপুরের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। রোদ একটু জাঁকিয়ে বসতে ফিরে এল আস্তাবলে, সোরেলটাকে তৈরি রাখল। সময় কাটছে না ওর, অবশ্য অধৈর্যও লাগছে না। আলফ্রেড টেনিসন উপস্থিত হওয়ার পর আর অল্প কয়েকটি মুহূর্ত থাকতে হবে এখানে, জানে ও, তারপর হয় ওর নয়তো টেনিসনের ছুটি। দু'জনের একজনকে মরতে হবে আজ। হয়তো দু'জনকেই, এমন ডুয়েল অনেক ঘটেছে–দু'জনের গুলিই পরস্পরের মরণ ডেকে এনেছে। ভয় পাচ্ছে না মরগান। ফয়সালা শেষ করার তাড়া অনুভব করছে, তারপরই শহর ছাড়বে।

আলফ্রেড টেনিসন একটা আস্ত হারামি। লোকটাকে শেষ করতেই হবে। বারবার ওকে আঘাত করেছে সে, আত্মরক্ষা করে কূল পায়নি মরগান। এবার সুযোগ এসেছে–প্রতিঘাতের।

আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করল মরগান। ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল। রাস্তাটা জনশূন্য, রোদের আঁচে তপ্ত হয়ে উঠেছে মাটি। পায়ের ভর বদল করে আরাম করে দাঁড়াল ও, হঠাৎ দেখতে পেল আলফ্রেড টেনিসনকে। ঠিক উল্টোদিকের সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছে। বরাবরের মত পরিপাটি পোশাক পরনে, কোমরে হোলস্টারসহ পিস্তলটাই শুধু নতুন। চকচকে বাঁট ওর মনে বিপদসঙ্কেত বাজাল যদিও তার কিংবদন্তীর নামটাই যথেষ্ট। মরগান খেয়াল করল টেনিসনের হাতে খবরের কাগজের একটা তাড়া দেখা যাচ্ছে।

ওর উদ্দেশে মৃদু নড করল আয়রন হক ওরফে আলফ্রেড টেনিসন। হেসে

আরও দু'পা এগিয়ে এল। 'দেরি করলাম নাকি, মরগান?'

ভ্রূকুটি করল মরগান। 'ঠিক সময়েই এসেছ, এবং দেখতে পাচ্ছি, তৈরি হয়েই।'

'তৈরি তো সবসময়েই। তুমি যখন এখানে প্রথম এসেছ, তখন থেকেই।'

'সন্দেহ আছে আমার। কিছু বেপরোয়া লোকের সাহায্য নিয়েছ তুমি। আমাকে পেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল ওরা, পারেনি। তোমার নিয়মেই খেলতে হলো আমাকে। নিজে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে যে চায় না, তাকে টেনে আনতেই হয়। তাছাড়া হারানো লোকটাকে খুঁজে বের করারও একটা তাগিদ ছিল। এখানকার লোকেরা জানবে আলফ্রেড টেনিসন আসলে কে, কেন সে এই বৈরী দেশে পিস্তল ছাড়া ঘুরে বেড়ায়। নিজের পরিচয় লুকিয়ে এখানে আর থাকতে পারছ না তুমি। এখন থেকে তোমার আসল পরিচয় জানবে সবাই।'

মাথা ঝাঁকাল টেনিসন। সারা মুখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক খেলা করছে, খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক ভাবও আছে। 'যাই বলো না কেন, খেলাটা কিন্তু দারুণ জমেছিল। কার্টারের দলটাকে কানা করে দিলে তুমি, অবশ্যই আমার দেয়া চালে। আর তোমাকেও পেয়ে গেলাম আমি। এখানে ক'টা দিন আটকে রাখতে চেয়েছি। কেন জানো?' হাতের কাগজের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এগুলোয় কি আছে, ধারণা করতে পারছ?'

অসহায় বোধ করল মরগান, সেকেন্ড কয়েক কিছুই বলতে পারল না। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল শেষ কশেরুকা পর্যন্ত। অস্বস্তি নিয়ে তাকাল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। 'পারছি,' নিজের কণ্ঠ অচেনা মনে হলো ওর। 'আট মাস আগের পত্রিকা ওটা।'

'একটু ভুল হলো, দুটো পত্রিকা। আরেকটা পাঁচ দিন আগের। নভেম্বরে টুকসনের এক ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছিল, পাঁচ লাখ ডলার লুট হলো। ডাকাতদের পেছনে লাগল ওয়েলস ফারগো, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। তবে ধারণা করল ডাকাতদের সংখ্যা চারজন। তারপর, সাত মাস...এর মধ্যে পুরো ব্যাপারটা ভুলতে বসেছে সবাই। তবে আশা ছাড়েনি ওয়েলস ফারগো। দশ দিন আগে মন্টানায় ধরা পড়েছে লুইফ বেক্সটার। তক্কে তক্কে ছিল ওরা, নোটগুলোর খবর পেতে গোপনে সেখানে চলে যায় এবং বেক্সটারকে খুঁজে পায়। চার দিন আগে ফাঁসি হয়ে গেছে বেক্সটারের, কিন্তু মরার আগে সঙ্গীদের নাম বলে গেছে সে। উইলিয়াস ডরেস ওরফে জেমস মরগান তাদেরই একজন।'

মৃদু হাসল মরগান যদিও চরম হতাশা কাটাতে পারছে না। 'খেলাটা তুমি শুরু করলেও আমিই শেষ করব। তোমার সাধের ইচ্ছে আপাতত পূরণ হচ্ছে না। লজপোল পাইনের ওই জায়গাটা পাচ্ছ না তুমি, মেলিসা বডম্যানকেও পাবে না।'

হাসল টেনিসন, ঠিক পিশাচের মত। 'মেলিসা আমার কি হয়, জানো?'

থমকে গেল মরগান। *মেলিসা বডম্যানের সাথে কি সম্পর্ক থাকতে পারে শয়তানটার?*

'স্ত্রী। ভালবাসার পর বিয়ে করা স্ত্রী। এখনও আমাকে ভালবাসে ও, আমিও।

আর শ্যন? ...ও আমার ছেলে। পৃথিবীতে দু'জন মানুষের চোখ দেখবে ছাইরঙা–একজন আমি, আরেকজন শ্যন। আমার আর লিসার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা মেয়ে, ভুল বোঝাবুঝি এবং ছাড়াছাড়ির কারণ ওটাই। তবে লিসা আর আমি পুরো ব্যাপারটা খুব শিগ্‌গিরই মিটিয়ে ফেলব।'

জেমস মরগান হতবাক। জীবনে এরচেয়ে বেশি কখনোই বিস্মিত হয়নি। মনে পড়ল মেলিসাকে টেনিসনের কাছে যেতে চাপ দিত মি. বডম্যান, টেনিসনের সামনে আসলে নিজেও দুর্বল বোধ করত মেলিসা, একটা রাতও কাটিয়েছে টেনিসনের সাথে। আর টেনিসন সম্পর্কে মিথ্যে বলেছে ওর কাছে। বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না মরগান, মাথা ধরে এল। এই একটি লোক, ওর জীবনে দেখা লোকগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কোনভাবেই একে বুঝতে পারছে না মরগান। লোকটা একাধারে কপট, অহঙ্কারী এবং ধুরন্ধর। পেছনের অতীতকে সে জয় করেছে, এমনকি মেলিসা বডম্যানকেও যার সাথে তিক্ত একটা সম্পর্ক ছিল তার।

সহসা বিপুল সতর্কতা গ্রাস করল মরগানকে। টেনিসনের ছাইরঙা চোখের দিকে তাকাল, চ্যালেঞ্জ সেখানে। ধীরে ধীরে তীব্র ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওর শরীর। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে সে হয়ে গেল উইলিয়াম ডরেস, দুর্ধর্ষ এক আউট-ল যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বোকা বানিয়েছিল ওয়েলস ফারগোর তুখোড় গোয়েন্দাদের। *কিন্তু ভজকট করেছে বেজন্মাটার শালা*, তিক্ত মনে ভাবল মরগান, *নইলে নির্বিঘ্নে মিসৌরি পৌঁছে যেতে পারতাম।* পুরো ব্যাপারটা চাপাই থাকত, ডাকাতির আগে যেমন ভেবেছে। তবু, ক্যাসল টাউনে আটকে না থাকলে বোধহয় কিছুই আসত-যেত না। জনতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিংবদন্তীর এই লোকটি যত নষ্টের গোড়া। এর প্রতি রোষের অন্ত নেই মরগানের। যেভাবেই হোক শেষ করতে হবে একে। টেনিসনের ছাইরঙা চোখে কাঁপন দেখতে পেল ও–তারমানে ড্র করতে যাচ্ছে শয়তানটা! বিদ্যুৎ খেলে গেল মরগানের হাতে।

ক্যাসল টাউনের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুতগতির আর ভয়ঙ্করতম ডুয়েল হলো ওটা।

সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে, তখন ফ্ল্যাগ-বি বাথানে পৌঁছল সে। হিচিং রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে গায়ের ধুলো ঝাড়ল প্রথমে, পোর্চ হয়ে বারান্দায় উঠে এল এরপর। ভেজানো দরজা ঠেলে র‍্যাঞ্চ-হাউসে ঢুকে পড়ল সে। ভেতরে কোন সাড়া নেই। মেলিসা বডম্যানের কামরার দিকে এগোল আগন্তুক।

সামনে এসে খানিক ইতস্তত করল সে, তারপর ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কামরাটা পরিপাটি করে গোছানো। নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে এগোল ও। ওপাশের জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেলিসা বডম্যান, জানালা গলে আসা বিকেলের রোদ মধুরঙা চুলগুলোকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল সে। ডাকল মেয়েটিকে।

চমকে ঘুরে তাকাল মেলিসা। 'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। পুরো ব্যাপারটা শেষ,' হাতের কাগজ দুটো এগিয়ে দিল ও। 'পড়ো।'

'কি আছে এসবে?'

'আট মাস আগে জেমস মরগান...'

'ওর ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই আমার,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল মেলিসা। 'লোক লাগিয়ে তুমিই হয়রানি করেছ ওকে, শেষে নিজেই বাকি কাজটুকু শেষ করেছ, তাই না? কিন্তু এত ঝামেলার কি দরকার ছিল? প্রথম দিনই শেষ করে দিতে পারতে ওকে, মাঝখানে এতগুলো লোক অযথা খুন হলো।'

'আমার দুটো উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তাতে। উপরি হিসেবে কার্টারের দলটা পঙ্গু হয়ে গেল। তাছাড়া প্রথমে নিশ্চিত ছিলাম না যে ও-ই উইলিয়াম ডরেস।'

'মিথ্যে বোলো না। তোমার আরও উদ্দেশ্য ছিল—ম্যাকলয়ারীদের শিক্ষা দেয়া, আমার কাছ থেকে জমিটা কেড়ে নিতে চেয়েছ।'

'খোদার কসম, লিসা, তা চাইনি আমি!'

'নিজের কানকেও অবিশ্বাস করব? লজপোল পাইনের ওই জমিটা চাওনি তুমি?'

'চেয়েছি, কিন্তু কেড়ে নিতে চাইনি। ন্যায্য দামে কিনতে চেয়েছি।'

'আরেকটু হলে আমাকে বাধ্য করতে তুমি! এখনও কি তাই চাও?'

'জায়গাটা আমার দরকার, তোমার চেয়ে বেশিই দরকার। আমার জমিতে ঘাস নেই, অথচ ওটা ব্যবহার করছ না তুমি। আবার বলেছ কাঁটাতারের বেড়া দেবে নিজের সীমানায়। তাহলে আমার এতবড় স্টক কোথায় চরবে?'

'সেটা আমি জানি?' ঝাঁঝিয়ে উঠল মেলিসা।

'কিন্তু ওই জমির প্রয়োজন হবে না, যদি ফ্রি রেঞ্জের সুবিধেটুকু আমি ভবিষ্যতেও পাই। তুমি এমন জেদী...অথচ দুটো বাথানকে একটাতেই রূপান্তরিত করতে পারি আমরা। আমাদের সম্পর্কটা তো ওরকমই।'

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে টেনিসনকে দেখল মেলিসা। 'এবার নিশ্চই সবাইকে বলা শুরু করবে?'

'টেনেসি থেকে যখন চলে এলে, সম্পর্ক গোপন রাখার কোন প্রতিশ্রুতি বিনিময় হয়নি আমাদের মধ্যে। এখানে এসে দেখলাম শ্যানের বাবার পরিচয় গোপন করেছ। খারাপ লাগলেও মুখ খুলিনি, কারণ আমি সবসময়ই সুখী করতে চেয়েছি তোমাকে। কেবল একটি ভুলই করেছি, স্বীকার করছি ওটা জঘন্য অপরাধ ছিল, ডোনা রাইস...'

'ওই বেল্লিক মেয়েমানুষটার নাম আমার সামনে উচ্চারণ কোরো না!' ঝামটে উঠে ফের টেনিসনকে থামিয়ে দিল মেলিসা।

অধৈর্য দেখাল বক্স-টি মালিককে। নড়েচড়ে শরীরের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল। 'ঠিক আছে, তুমি যা চাও, তাই হবে। বাথানের সীমানায় তারের বেড়া দাও, ওই জায়গারও দরকার নেই আমার। কেবল তোমাকে পেলেই হলো, আর কিছু চাই না!'

'তুমি আমাকে এত অপমান করার পরও তোমার সাথে থাকতে বলছ?'

'তুমি আমার স্ত্রী।'

প্রবলভাবে মাথা নাড়ল মেলিসা। 'আমাকে জোর করেছ তুমি! অস্বীকার করার পরও অধিকার চাপিয়ে দিচ্ছ। চালাকি করে তোমার বাথানে নিয়ে গেছ আমাকে, তারপর···হায় খোদা, এর আগে আমাকে, আমার ভালবাসাকে অপমান করেছ তুমি আর সেদিন···আমি নিজেই তা আরও বাড়িয়ে দিলাম! পাগলের মত তোমাকে চেয়েছি আমি। নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে আমার!'

টেনিসন অবাক হয়ে দেখল কাঁদছে মেলিসা। মেয়েটির আচমকা উপলব্ধি চমকে দিল ওকে। 'শ্যানের কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'জানাব ওর বাবা···'

'এখানেই আছে, নাম আলফ্রেড টেনিসন,' মেলিসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করল টেনিসন।

'না, এ পরিচয় ওকে দেব না আমি! দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল বডম্যান-কন্যা।

'কিন্তু সত্যটি জানার অধিকার আছে ওর।'

'আমার ছেলের ব্যাপারে আমিই সিদ্ধান্ত নেব, তুমি নও।'

স্মিত হাসল টেনিসন; আশান্বিত, ওষুধে ধরছে। মেলিসাকে তার চেয়ে বেশি আর কে চিনবে! জানে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা আর একটু সাহচর্য মেলিসাকে দুর্বল করতে যথেষ্ট; পুরানো ক্ষতের ঘা আর নেই এখন, সেখানে দরকার মমতার প্রলেপ। 'ও কি তোমার একার ছেলে?' এগিয়ে গিয়ে মেলিসার খুব কাছাকাছি দাঁড়াল, ভেজা নীল চোখের দিকে তাকাল। 'আমার সামনে একটিবার আনো ওকে, আমি ওর চোখের দিকে তাকাই, তারপর দেখব তোমার একার অধিকার কতটুকু গ্রহণ করে ও।'

'ফ্রেড, প্লীজ!' অসহায় দেখাল মেলিসাকে। 'চলে যাও তুমি। শ্যন জেগে গেলে আমার সর্বনাশ হবে। চলে যাও, ওই জায়গাটা ছেড়ে দেব আমি, এক শর্তে—কক্ষনো ওর অধিকার চাইবে না!'

মেলিসার কোমর পেঁচিয়ে ধরল টেনিসন। 'লিসা, আমি কি ক্ষমা পেতে পারি না?'

তাকে দেখল মেলিসা, বোঝার চেষ্টা করছে। 'এখন তুমি একটা জোচ্চোরে পরিণত হয়েছ, অথচ আগে···'

'কিন্তু লিসা, আমি যাই হই না কেন, তোমাকে ছাড়া যে চলবে না আমার! শ্যনকে আজই নিয়ে যাব আমি, সাথে ওর মা-ও যাবে।'

'যাব না আমি!'

'আমাদের মধ্যে আর কোন ডোনা রাইস আসবে না।'

'এরকম প্রতিশ্রুতি কি একবার দাওনি?'

আরও দশ মিনিট ধরে তর্ক করল ওরা। তারপর ক্ষুব্ধ মেজাজে পাশের কামরার দিকে এগোল টেনিসন, জানে ওখানেই শুয়ে আছে ছোট্ট ছেলেটা। দৌড়ে ওর সামনে এসে পথ রোধ করল মেলিসা।

'ওর কাছে যেতে পারবে না তুমি!'

'একশোবার যাব!' চেঁচাল টেনিসন। 'সরো!'

'না!'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'এরকম করছ কেন, লিসা? একটা ভুল করেছি বলে নিকৃষ্ট হয়ে গেছি? তোমাকে কথা দিয়েছি, কেবল একটা সুযোগ দাও! বুঝতে পারছি তোমার বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। শুধু নিজের কথাই ভাবছ তুমি, শ্যন কি কষ্ট পাচ্ছে না? আমি কি পাই না? আমি তো জানি ওই একটা ভুলের কারণে কি হারিয়েছি! অস্বীকার করতে পারবে এখনও আমাকে ভালবাস না? নইলে তোমাকে কাছে পেতাম সেদিন? আমাকে সহ্য করতে না পারলে ডিভোর্স দিচ্ছ না কেন? সবাইকে বলে দিলেই হয় আমি তোমার বখে যাওয়া স্বামী, তারপর কারও সাথে ঝুলে পড়লেই হয়? তোমাকে পেলে ধন্য হয়ে যাবে এ তল্লাটের যে কোন পুরুষ।'

'তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারি না আমি!'

'আবার আমাকে ক্ষমাও করতে পারছ না!' টেনিসনের সারা মুখে হাসির দ্যুতি দেখা গেল। মেলিসা বাধা দেয়ার আগেই ওকে নিজের দিকে টেনে নিল। 'এই মেয়ে, দ্বিধা কোরো না আর, শেষবারের মত বিশ্বাস করো আমাকে। তোমার অবচেতন মন তাই চাইছে। কিন্তু মুখে কেবল 'না না' করছ।'

নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল মেলিসা, কিন্তু পেরে উঠল না সুঠামদেহী লোকটির সাথে। একসময় আবিষ্কার করল টেনিসনের বাঁধনে আটকা পড়েছে পুরোপুরি। দেহের সাথে ওকে চেপে ধরেছে সে, এবং মুখটা নেমে আসছে। ছাইরঙা চোখ দুটোর দিকে তাকাল মেলিসা। হারানো বিশ্বাস খুঁজে পেল সেখানে, মুহূর্তে সব অতীত ভুলে গেল ও। আনন্দে জড়িয়ে ধরল টেনিসনের গলা। 'আমি এ জিনিসটাকেই ভয় পাই, ফ্রেড,' রুদ্ধ স্বরে বলল মেলিসা। 'তোমার স্পর্শ আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়! আর এ দুর্বলতার জন্যেই আমাকে ঠকিয়েছ তুমি। যদি আরেকবার ঠকাও, খোদার কসম, নিজেকেই খুন করব আমি!'

'নিশ্চিন্ত থাকো, মিসেস টেনিসন,' হেসে বলল টেনিসন, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সারা মুখ। 'আমারও শিক্ষা হয়েছে, আর ভুল করছি না। মেলিসা বডম্যানের মত মেয়ের স্বামীরা জীবনে ওরকম ভুল একবারই করে!'

***

দুর্ভোগ

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২

এক

'কি ব্যাপার, লাইমি*, গরম লাগছে খুব?'

সন্তর্পণে পরনের কোট খুলে চেয়ারের ব্যাক-রেস্টের সাথে ঝুলিয়ে রাখল জিম শেভার্ন। একটা সিগার ধরিয়ে প্রশ্নকর্তা, পাশের লোকটির দিকে তাকাল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, খেলার দিকে মনোযোগ নেই তেমন, প্রায় সারাক্ষণই হেরেছে। 'যা গরম পড়ছে, আমার মনে হয় সবারই কোট খোলা উচিত!' শার্টের হাতা গুটিয়ে কনুইয়ের ওপর তুলে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল শেভার্ন, চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

উল্টোদিকের লোকটিকে প্রায় শীর্ণদেহী বলা যাবে, 'বিল' নামে সম্বোধন করছে অন্যরা, প্রায় বোঝা যায় না এমন ভাবে ক্ষীণ একটু হাসল সে। স্রেফ অলস মন্তব্য বলে ধরে নিয়েছে শেভার্নের কথাটা। অন্যজন বেশ মোটাসোটা, শেভার্নের প্রস্তাবে লাল হয়ে গেছে ফর্সা মুখ। 'তুমি কি বলতে চাও চুরি করছি আমরা?' আচমকা তড়পে উঠল সে, চোখে চ্যালেঞ্জ।

'উঁহুঁ, তেমন কিছু বলিনি আমি,' নিরীহ সুরে সাফাই গাইল শেভার্ন; বলতে পারত সে না হলেও অন্তত একজন হাত সাফাই করছে। পরনে কোট না থাকলে কিছুটা হলেও সেই সম্ভাবনা কমে যায়।

তৃতীয় লোকটা কিছু বলল না, ইচ্ছে করেই ক্রমশ তেতে ওঠা পরিস্থিতিটায় ভ্রূক্ষেপ করছে না। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষায় আছে শেভার্ন, নাছোড়বান্দা মনে হচ্ছে ওকে—স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে কথাচ্ছলে আসলে অভিযোগই করেছে; অন্যরা কোট না খুললে চেয়ারে বসবে না, খেলাও শুরু হবে না। আচমকা নীরব হয়ে গেছে পুরো সেলুন, বারের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ফিরে তাকিয়েছে পোকার টেবিলের দিকে। শেভার্নের প্রস্তাব আর মোটকুর চ্যালেঞ্জ ডুয়েল পর্যন্ত গড়ালে বিস্মিত হবে না কেউ।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিল নামের লোকটি, ঠোঁটের কোণে লেপ্টে থাকা ক্ষীণ হাসি প্রসারিত হলো একটু। 'আসলেই গরম পড়ছে খুব,' কোট খোলার সময় একমত হলো সে।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে শেভার্ন। পলকের জন্যে ওর উরুতে বাঁধা জোড়া হোলস্টারের দিকে তাকাল মোটকু, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তৎক্ষণাৎ। চেয়ারে বসেই কোট খুলতে শুরু করল। অসহায় দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে তাকাল তৃতীয়জন, নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়াল কোট খোলার জন্যে।

মিনিট দুই পর খেলা শুরু হলো আবার। শেভার্ন টের পেল ঘণ্টা খানেক

---

* লাইমি : ইংরেজ নাবিক, ব্যঙ্গার্থে বা তুচ্ছার্থে সম্বোধন করা হয়েছে

আগে যেমন হয়েছিল, ভাল তাস পড়ছে শুধু হাতে।

বিতৃষ্ণার সাথে হাতের তাসে চোখ বুলাল তৃতীয় লোকটা, তারপর টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল তাসগুলো। 'আমি আর খেলছি না,' খেলা শুরুর পর এই প্রথম মুখ খুলল সে, চেয়ার ছেড়ে বারের দিকে এগোল। জায়গাটা দখল করতে আগ্রহী হলো না অন্য কেউ।

কোট খোলার পরও অনবরত ঘামছে মোটকু, এবং এবারও জিতেছে শেভার্ন। শার্টের কিনারা আরও তুলে দিল ও, বুঝতে পারছে ভাগ্য খুব বেশি সহায়তা করছে ওকে। সব টাকা নিজের দিকে টেনে এনে তাস শাফল শুরু করল, নিদারুণ অবহেলার সাথে কাজটা সারছে। একটু আগেও খানিকটা সন্দেহ ছিল মনে, কিন্তু এখন নিশ্চিত জানে আসলে কে চুরি করছে।

বিল নামের লোকটা এজন্যেই হাসছিল। জানত তার জোচ্চুরি ধরা পড়ে যাবে, এবং এখন ইচ্ছে করেই জিততে দিচ্ছে শেভার্নকে, যাতে দোষটা ওর ঘাড়ে চাপাতে পারে। আরও তিনটা পট জেতার পর বিলকে জিততে বাধ্য করল ও। কিন্তু বিল তাস শাফল করার পর দেখা গেল একই কাণ্ড—আবারও জিতল শেভার্ন।

'তোমার সাহায্য দরকার নেই আমার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও।

উৎসাহী দর্শকরা বিস্মিত হলেও নির্বিকার দেখাচ্ছে বিলকে। এখনও স্মিত হাসি লেগে আছে ঠোঁটে, বুকের সাথে প্রায় লেপ্টে ধরেছে নিজের তাস। 'কি বলতে চাও, লাইমি?' নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে জানতে চাইল সে।

সময় নিয়ে সিগারেটের গোড়া ছাইদানিতে পিষল শেভার্ন, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কাজটা করছে, একবারের জন্যেও প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকায়নি। 'তেমন কিছু নয়,' ছাইদানি থেকে চোখ তুলে সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকাল ও। 'বলেছি তোমার কাছে সাহায্য চাইনি আমি।'

'কিসের সাহায্য?' একটা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল লোকটা।

ন্যাকা! বেটাচ্ছেলেও ন্যাকা সাজে এমন পরিস্থিতিতে, লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবল শেভার্ন। আড়চোখে অন্যদের গম্ভীর মুখগুলো দেখল একবার। 'নিজেকেই সাহায্য করছ না কেন?' বিদ্রূপের স্বরে শেষে জানতে চাইল ও।

ক্রোধে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ, ধৈর্য হারিয়েছে এতক্ষণে। আচমকা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল হাতের তাসগুলো। তাস সরে যেতে মুঠিতে ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার দেখা গেল। কোন্ ফাঁকে বের করে এনেছে কেবল সেই জানে।

টেবিলের কিনারা থেকে গুলি করল শেভার্ন। চেয়ার সহ পেছনে ছিটকে পড়ল জুয়াড়ী, কপালে ত্রিনয়নের সৃষ্টি করেছে বুলেটটা। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল হতভাগ্য বিল।

নির্বিকার মুখে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিথর দেহটা দেখল শেভার্ন, তারপর চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। 'কি মনে হয় তোমাদের, ডুয়েলটা ফেয়ার ছিল, তাই না?' হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠানোর সময় মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

কেউই কিছু বলল না। স্থির হয়ে নিজের চেয়ারে বসে আছে মোটকু, হাত জোড়া টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছে। এখন আর লালচে দেখাচ্ছে না মুখ, বরং

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু চাহনিতে চাপা রাগ, সেটা বিল নাকি শেভার্নের প্রতি বোঝা যাচ্ছে না।

টেবিলের সব টাকা পকেটে ঢোকাল শেভার্ন, কেবল একটা ডাবল ঈগল বাকি রাখল। 'আশা করি ওর সৎকারের জন্যে বিশ ডলারই যথেষ্ট হবে।' লম্বা ঝুলঅলা কোট তুলে নিয়ে কাঁধের ওপর চাপাল ও, মুহূর্তের জন্যে ভাবল পরবে। পরমুহূর্তে মেক্সিকান বুল ফাইটারদের কথা মনে পড়তে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল। দুঃসাহসী বুল ফাইটাররাও কোন কোন সময়ে ষাঁড়কে উত্যক্ত করতে ক্লান্তি বোধ করে। কোট কাঁধের ওপর রেখেই সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ও, পোর্চে দাঁড়িয়ে সময় নিয়ে একটা সিগারেট রোল করল।

রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগোতেই পিছু হটতে বাধ্য হলো শেভার্ন। পাশের গলি থেকে ছুটে এল তপ্ত সীসা। আনাড়ীর মত একের পর এক গুলি চালাচ্ছে কেউ। কেবল প্রথমটাই কাছ দিয়ে গেল, কানের পাশে বিচিত্র শব্দ তুলে চমকে দিয়েছে ওকে।

হয়তো তৃতীয় লোকটাই খেপে গিয়ে আক্রমণ করেছে, ধারণা করল ও। তবে সঙ্গী জুটেছে তার। কোল্ট বের করে নিশানা ছাড়াই পাল্টা গুলি করল শেভার্ন। ক্ষীণ গোঙানি কানে এল ওর, মেয়েলি কণ্ঠই বলা উচিত; তারপর যেমন শুরু হয়েছিল, আচমকা শেষ হয়ে গেল লড়াই। পিস্তল হাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকল ও, শেষে বিপদের সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে হিচিং রেইল থেকে গ্রে-টাকে মুক্ত করল।

স্যাডলে চেপে শেষবারের মত চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও, বুঝতে চাইছে আরও কোন বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কি-না। ঘুমে অচেতন সারা শহর, দূরে গির্জার ঘণ্টা-ঘরে একটা বাতি জ্বলছে। আর কোন আলো নেই কোথাও। অশরীরীর মত দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি আর দালানগুলো, চাঁদের ম্লান আলোয় একেবারে জীর্ণ, রুগ্ন লাগছে মধ্যরাতের সোডা স্প্রিং-কে।

দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল শেভার্ন, কয়েকশো গজ ছোটার পর শেষ বাড়িটাও পেছনে পড়ে গেল। পেছন ফিরে দীর্ঘ মূল রাস্তার ওপর নজর চালাল ও, কেউ পিছু নেয়নি বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল।

নিজের প্রাণ আর হাজার খানেক ডলার নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ও। খুশি হওয়া উচিত। স্যাডল ব্যাগে মৃদু চাপড় দিয়ে নিজেকে অভিনন্দিত করল শেভার্ন, ভাগ্যিস শহর ছাড়ার আগে শেষ ড্রিঙ্ক গলায় ঢালার জন্যে গোল্ডেন ঈগলে গিয়েছিল! সোডা স্প্রিং-কে পুরোপুরি আদর্শ শহর বলা যাবে না, বিক্ষিপ্ত মনে ভাবল ও, কিন্তু কোন একদিন এমন একটা শহরে পৌঁছার পর হয়তো থেকে যেতে ইচ্ছে হবে। পশ্চিমের বিচ্ছিন্ন আরেকটা শহরে স্রেফ নিজের ভাগ্য যাচাই করেছে, সোডা স্প্রিং-এ ওর অভিজ্ঞতাকে এটুকুই বলা যেতে পারে।

ট্রেইলটা ক্রমশ চড়াইয়ে উঠে গেছে, ঘণ্টা দুই চলার পর প্রায় সমতল জমিতে পৌঁছে গেল শেভার্ন। সোডা স্প্রিং-এর আশপাশে ছিল স্যাগুয়েরো আর শোলা ক্যাকটাসের রাজত্ব, এখানে আছে কেবল খর্বাকৃতির জুনিপার আর ক্যাকটি ঝোপ। পর্যাপ্ত ঘাস নেই, পানির উৎসও নেই। তাছাড়া এমন এলাকায় প্রচুর

র‍্যাটল থাকে, ঘোড়ার জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, ওর চেয়ে স্ট্যালিয়নটারই বেশি দরকার।

শেভার্নের 'থায় স্যাভিলানো হ্যাট। কালো ওটা, চওড়া ব্রিম, সমতল ক্রাউন; সাধারণত স্প্যানিয়ার্ডরাই এ ধরনের হ্যাট পরে। তলাটা গভীর বলে ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর সময় গোল্ড প্যানের চেয়ে বেশি কাজে দেবে। কিন্তু এভাবে হ্যাটটা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু গোল্ড প্যানের তলাও পানি ধরে রাখার মত তেমন গভীর নয়। এরচেয়ে অনাকর্ষণীয় কোন হ্যাট পরা উচিত, ভাবল শেভার্ন—যাতে ভবঘুরে বা ভ্রমণরত কোন স্প্যানিয়ার্ড মনে না হয় ওকে, কিন্তু ওর কালো চুল আর গোঁফ ধারণাটা আরও পাকা করে ফেলে; তবে এর একটা সুবিধাও আছে—ইংরেজ নয় এমন লোকের কদর বেশি এ দেশে।

ট্রেইল থেকে কিছুটা দূরে ঝোপের আড়ালে ক্যাম্প করল শেভার্ন। স্যাডল ছেড়ে প্রথমে ঘোড়ার যত্ন নিল, স্যাভিলানোতে পানি ঢেলে খাওয়াল ওটাকে; মাথা মুছে শেষে দলাই-মলাই করে দিল। স্যাডল ব্যাগে সামান্য ওট অবশিষ্ট ছিল, তারই কিছু দিল স্ট্যালিয়নকে। তারপর বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ও। ক্লান্তি লাগছে না তেমন, তবু সুযোগটা হাতছাড়া করল না, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘোড়ার মৃদু হ্রেষাধ্বনি জাগিয়ে তুলল ওকে। প্রথমেই নড়ল না শেভার্ন, শুয়ে থেকে পরিস্থিতি বোঝার প্রয়াস পেল। তারাজ্বলা আকাশে লেগে আছে দৃষ্টি, কিন্তু সজাগ প্রতিটি ইন্দ্রিয়। ক্ষীণ খুরের শব্দ কানে আসছে, একটা পাথর গড়ানোর শব্দ হলো কোথাও—খুবই কাছে!

গভীর রাতে যে-ই এই ট্রেইল ধরে যাতায়াত করুক, সৎ লোকও হতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে শেভার্ন, জোড়া পিস্তল চলে এসেছে ওর হাতে। চারপাশে ঘুটঘুটে আঁধার, এবং নিঃসীম নীরবতা। কান সজাগ করে একই জায়গায় পড়ে থাকল ও, মিনিট কয়েক পর ধৈর্যের ফল মিলল—প্রথমে খসখসে একটা শব্দ, শেভার্নের সন্দেহ হলো হয়তো কোন র‍্যাটলের চলার শব্দ সেটা, কিন্তু পরে স্যাডলের খসখসে শব্দ শুনতে পেয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল। ঝোপের কিনারে সরে এসে ট্রেইলের ওপর নজর রাখল ও, আশা করছে শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে আগন্তুককে।

একজন নয়, দু'জন।

চোখ কুঁচকে সামনের পথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করল ও। সোডা স্প্রিং-এ শুনেছে সামনে কোথাও বসতি আছে। এই ট্রেইল ব্যবহার করার ষোলো আনা অধিকার আছে যে কারও; কিন্তু এ মুহূর্তে কারও সঙ্গ কামনা করছে না শেভার্ন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার চিবুক চেপে ধরল ও, পাছে ওটা কোন শব্দ করে ফেলে।

আচমকাই এল গুলিটা, নির্জন প্রান্তরের অটুট নীরবতা ভেঙে খান খান করে দিল। বিচিত্র সুর তুলে কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা। অল্পের জন্যে ও বেঁচে গেলেও ঘোড়াটা ধরাশায়ী হলো ঠিকই। হুড়মুড় করে ঝোপের ওপর ঢলে পড়ল স্ট্যালিয়ন, গড়িয়ে সরে গেল একপাশে। দেহের কয়েকটা পেশী কেঁপে

উঠল দু'একবার, তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

বেজন্মারা ঠিকই জানে কোথায় আছি আমি, দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল শেভার্ন। গড়ান দিয়ে কয়েক হাত সরে এল ও, চোখ তুলে দেখল ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে দুই 'বেজন্মা'—আবছা ভাবে সওয়ার সহ দুটো ঘোড়ার কাঠামো চোখে পড়ছে। সামনের লোকটার বুকে নিশানা করল ও, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

আচমকা যেন পেছন থেকে টেনে ধরেছে কেউ, স্যাডলে স্থির হয়ে গেল লোকটা। ঘোড়ার দুলকি চালের সাথে দোল খাচ্ছে দেহটা, তারপর গড়িয়ে স্যাডল চ্যুত হলো। ঘোড়াটা ছুটতেই থাকল। পিছু পিছু আসছে দ্বিতীয়জন।

অকস্মাৎ বাহুতে টান অনুভব করল শেভার্ন, নিশানা ছুটে গেল পরের গুলি করার সময়। বিড়বিড় করে খিস্তি করল ও, দেখল সরাসরি ওর দিকে ছুটে আসছে লোকটা। সমানে কমলা আগুন ওগরাচ্ছে হাতের পিস্তল। নিজের কোল্টের নল দিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল ও, কিন্তু একেবারে কাছে চলে এসেছে সে। চোখের সামনে তীব্র আগুনের ঝলক আর হাজারটা আতশ বাতি জ্বলে উঠতে দেখল শেভার্ন, পর মুহূর্তে আগের মতই অন্ধকার নেমে এল।

কয়েক সেকেন্ড পর কপাল আর চোখে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ অনুভব করল শেভার্ন। নিথর স্ট্যালিয়নের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, ঘোড়ার শরীরের উষ্ণতা পুরোপুরি সচকিত করল ওকে। তৎক্ষণাৎ আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হলো, জানে একজনকে নিকেশ করেছে, কিন্তু আশপাশেই আছে অন্য লোকটা। হাত চালিয়ে চোখ থেকে রক্ত মুছে ফেলল ও, আশা করল হয়তো দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে বসেনি। সন্তর্পণে পা নাড়ল। মনে হচ্ছে সবই ঠিক আছে। কিন্তু নড়াচড়া করার আগে অন্য লোকটাকে খুঁজে বের করা দরকার।

উল্টোদিকের পাহাড়ের দিকে তাকাল ও, বহু দূরে ক্ষীণ আলোর আভা চোখে পড়ছে। কাছেই করুণ সুরে ডেকে উঠল একটা কয়োট। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করল ও। একখণ্ড মেঘের আড়ালে পড়ে গেছে চাঁদ, তবে বেরিয়ে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

একটু পরেই ভুলটা বুঝতে পারল, পাহাড়টা আসলে মেঘের টুকরো। কালিগোলা অন্ধকার ওর মত কয়োটটাকেও ঠকিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠবে বেসিনের এই অংশ, রাইফেলে নিশানা করার মত আলো পাওয়া যাবে।

চাঁদিতে জ্বালা করছে ক্ষতটা, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে। রক্ত আর দৃষ্টিভ্রমের উৎপাত বন্ধ করতে রুমাল চেপে ধরল ও জায়গাটায়। কেউ নিশ্চয়ই নজর রাখছে, অপেক্ষায় আছে কখন নড়ে উঠবে নির্জীব দেহটা। পেছনে একটা ঘোড়ার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল ও। চোখের কোণ দিয়ে দেখল কাছেই জুনিপার ঝোপের পাশে বেড়ে ওঠা ঘাস মুখে টেনে নিচ্ছে একটা স্ট্যালিয়ন।

নিজেকে মাতাল মনে হচ্ছে ওর, সম্ভবত চাঁদির ক্ষতটাই দায়ী সেজন্যে। মাথাটা ভারী লাগছে, ভোঁতা যন্ত্রণার পাশাপাশি দপদপ করছে লাগাতার; সুস্থির ভাবে চিন্তা করতে পারছে না। অথচ এ মুহূর্তে সেটাই জরুরী, কারণ খুব কাছেই

ওঁৎ পেতে আছে বিপদ।

গত কয়েকদিনে পারতপক্ষে ঝামেলা এড়িয়ে চলেছে শেভার্ন, জানে ওর চেষ্টায় গাফিলতি হয়নি। পেছনে কঠিন কিছু মানুষকে নিয়ে ট্রেইলে চলার ইচ্ছে নেই ওর। চলার মধ্যে কেটেছে দুটো মাস–একের পর এক শহর বা বসতি পেরিয়েছে, কিন্তু কোন চিহ্ন বা শত্রুতা ফেলে যায়নি পেছনে। শুধু সোডা স্প্রিং-এর বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে।

পেছনে ঘাসের সাথে কাপড়ের খসখসে শব্দ শুনতে পেল শেভার্ন। নিশ্চিত ধরে নিয়েছে আগন্তুকদের দু'জনই জুয়াড়ী। শোধ নিতে এসেছে, এবং ওর স্যাডল ব্যাগের এক হাজার ডলার তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তির খাতিরে বলা যায় এখনও ওকে দেখতে পায়নি লোকটা, নইলে অনেক আগেই এক গুলিতে কাজ সেরে ফেলত। রক্তের গন্ধে নাক ঝেড়ে অস্বস্তি প্রকাশ করল স্ট্যালিয়নটা। সন্তর্পণে খানিকটা পাশ ফিরল শেভার্ন, আশা করল হয়তো শব্দ হবে না।

কিন্তু আশা পূরণ হলো না ওর। জুনিপারের শুকনো একটা ডাল ভাঙল মট্ করে। তৎক্ষণাৎ শব্দের পরোয়া না করে পুরো দেহ গড়িয়ে দিল ও। ভাগ্যিস, সময় মত সরে যেতে পেরেছে! নইলে এখনই ফুটো হয়ে যেত বুক। রাইফেলের নিশানা করাই ছিল যেন, শব্দ পেয়েই ভারী ক্যালিবারের গুলি পাঠিয়ে দিয়েছে লোকটা। আরেকটা গুলি বিঁধল মরা ঘোড়াটার শরীরে।

শুয়ে থেকেই পাল্টা গুলি করল শেভার্ন, রাইফেলের ঝলকের দু'পাশে পালাক্রমে গুলি চালিয়ে দুটো কোল্টই খালি করে ফেলল। গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মাটির সাথে রাইফেলের বাঁটের সংঘর্ষের শব্দ এল কানে। দীর্ঘক্ষণ মরা ঘোড়ার পেছনে নিথর পড়ে থাকল ও, কোল্টে তাজা বুলেট ভরে নিয়েছে। তারপর নিশ্চিত হয়ে হোলস্টারে কোল্ট ঢুকিয়ে চাঁদির ক্ষতের দিকে মনোযোগ দিল।

রুমাল দিয়ে আলতো ভাবে ক্ষতটা স্পর্শ করল ও, গভীরতা মাপল। ইতোমধ্যে রক্তক্ষরণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যান্টিন থেকে পানি ঢেলে রুমাল ভিজিয়ে শেষে ক্ষতটা পরিষ্কার করল। জানে এজন্যে পরে হয়তো আফসোস করতে হবে, কারণ কাছাকাছি পানির উৎস অন্তত পঞ্চাশ মাইল দূরে।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। জুয়াড়ীদের ঘোড়া দুটো শ'খানেক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, সন্ত্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে ইতোমধ্যে। জুনিপারের পাশে গজানো জিকেটনের সদ্ব্যবহার শুরু করেছে পুরোদমে। স্থানীয় ঘোড়া, ধারণা করল শেভার্ন। ওর বিশাল গ্রে ঘোড়াটা বিরান প্রান্তরের এসব ঘাসকে তুচ্ছ মনে করেছে।

শেভার্ন নিশ্চিত দু'জনকেই ধরাশায়ী করেছে। কিন্তু সত্যিই কি মরেছে ওরা? দ্বিতীয় লোকটা হয়তো স্রেফ আহত হয়েছে। একটু আগে শেভার্নের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওর দেহ পরখ করতে অবহেলা করেছে সে। একই অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইচ্ছে নেই ওর। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস আটকে রাখল ও, মানুষের ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে চাইছে। কয়েকশো ফুট দূরে স্টীম ইঞ্জিনের মত সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে ঘোড়াগুলো, ব্রিডলের টুংটাং আর স্টির‍্যাপের ভোঁতা

আওয়াজ ছাড়াও ঘাস টানার মচমচে শব্দ শোনা যাচ্ছে—ওসব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় থাকল, কিন্তু ওর সমস্যার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন মনে হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে।

জীর্ণ হ্যাটটা খুঁজে পেল ও, ঠিক চূড়ায় ফুটো হয়ে গেছে। কোল্টের নলের আগায় বসিয়ে হ্যাটটা তুলে ধরল, বিপদের আভাস পেতে এরচেয়ে ভাল কিছু আপাতত মনে পড়ছে না। কোন গুলি ছুটে এল না। বড়সড় একটা পাথর তুলে লোকটার অবস্থানের দিকে ছুঁড়ে মারল ও। এবারও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, ঘোড়ার সচকিত সচকিত কান নাড়ার শব্দই কেবল শুনতে পেল শেভার্ন।

চাঁদের আলোয় আরেকবার চারপাশে সতর্ক নজর চালাল ও। ক্রল করে নিঃশব্দে কয়েক গজ সরে এল মরা ঘোড়ার কাছ থেকে, তারপর সন্তর্পণে মাথা তুলল। দ্বিতীয় লোকটিকে দেখতে পেল এবার। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে আছে দেহটা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভাঁওতা দিচ্ছে না। তারপরও ক্রল করে এগোল ও, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে দেহটার ওপর। মিনিট কয়েক পর সিদ্ধান্তে পৌঁছল অন্তত একজন আর বিপজ্জনক নয় ওর জন্যে।

আরেকজন কোথায়? অজান্তে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। তেত্রিশ চলছে ওর, বাস্তবে যতটা সাহসী তারচেয়ে বেশি সাহসী হওয়ার ভান করে রুক্ষ কঠিন পশ্চিমে টিকে আছে বললে ভুল হবে। পড়ে থাকা রাইফেলটা সন্দিহান করে তুলেছে ওকে, জানে ক্ষীণতম নড়াচড়াই একজোড়া কোল্টকে গর্জে উঠতে প্ররোচিত করতে পারে।

ক্যাকটি ঝোপের কাছাকাছি পৌঁছল ও, ধারণা করেছে এবার অন্যজনের লাশ দেখতে পাবে। কিন্তু তেমন কিছুই নেই। চাঁদের আলো এতটাই উজ্জ্বল প্রায় দিনের আলোর মত স্পষ্ট চোখে পড়ছে সবকিছু। মনে পড়ল ওর ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার সময় ট্রেইলেই ছিল দুই জুয়াড়ী। অহেতুক এভাবে জুনিপার ঝোপের আশপাশে ক্রল করতে থাকলে যে কোন সময় একটা র‍্যাটল ছোবল মারতে পারে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঝটিতি মাথা তুলল ও, ইচ্ছে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ট্রেইলের ওদিকটা দেখে নেবে।

স্যাডল থেকে খসে পড়ার পর ক্রল করে কয়েক ফুট এগিয়েছে লোকটা, রক্তের ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি হয়েছে শেষ অবস্থানে। হাত বাড়িয়ে লোকটার কব্জিতে ধমনীর স্পন্দন পরখ করল শেভার্ন, নিশ্চিত হলো আর কখনও ক্রল করতে পারবে না জুয়াড়ী। কোল্ট হোলস্টারে ফেরত পাঠিয়ে উঠে দাঁড়াল ও এবার। ভাবছে ঘোড়া দুটোকে কিভাবে বাগে আনবে।

অকস্মাৎ অসঙ্গতিটা ধরা পড়ল ওর চোখে। দৃষ্টি নামিয়ে পড়ে থাকা লোকটিকে নিরীখ করল। জুনিপারের ওপাশে পড়ে আছে মোটকু, কিন্তু এ লোক একেবারেই অচেনা। অবশ্য জুয়াড়ীদের কাউকেই আগে থেকে চিনত না। বিল নামের শীর্ণ জুয়াড়ী সেলুনেই পটল তুলেছে, কিন্তু এ লোক…খেলা ছেড়ে যাওয়া লোকটার সাথে কোন মিলই নেই। প্রায় তরুণ বলা যাবে একে, সতেরো বা আঠারো হবে বড়জোর। বয়স আর কখনও বাড়বে না তার। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘোড়া ধরতে এগোল শেভার্ন।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে ঘোড়াগুলোর অসহযোগিতা টের পেল ও। খুব দূরে সরে যাচ্ছে না কোনটাই, একেবারে শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। লাগাম ধরার চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে একার ভিন্ন পথে চেষ্টা করল শেভার্ন। ভাবছে পানির লোভ দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করবে কি-না, পরমুহূর্তে মনে পড়ল ফুটো হয়ে গেছে হ্যাটটা।

পিছিয়ে গিয়ে এক জুয়াড়ীর হ্যাট তুলে নিল ও। কিন্তু এটাও ফুটো হয়ে গেছে। নতুন ফুটো নয় অবশ্য, স্টেটসনটার দশা একেবারে যাচ্ছেতাই, এতই জীর্ণ হয়ে গেছে যে কিনারার কাছে গাঁথুনি প্রায় খুলে গেছে। অন্য জুয়াড়ীর হ্যাট আলগা খড়ের তৈরি, কাজ হবে না। তারপরই ওর মনে পড়ল পানির গন্ধ আর ক্যান্টিন ভরা পানির শব্দই যথেষ্ট হবে।

মরা গ্রে-র কাছে এসে ক্যান্টিনের খোঁজে তল্লাশি চালাল। কিন্তু এবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে হলো ওকে। ঘোড়ার শরীরের নিচে পড়ে গেছে ওটা, ফেটে যাওয়ায় সব পানি বেরিয়ে গেছে। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে সামনে কোথাও পানি পাওয়া যাবে না।

একটা উপায়ই আছে এখন–সোডা স্প্রিং-এ ফিরে গিয়ে পানি আর নতুন ঘোড়া সংগ্রহ করতে হবে, এবং তারও আগে, অন্তত একটা ঘোড়া ধরতে হবে।

ফের চেষ্টা করতে গিয়ে এবার ভাগ্যের সহায়তা পেল শেভার্ন। সরে যাওয়ার মুহূর্তে জুনিপারের ডালে জড়িয়ে গেল লাগামের প্রান্ত, আটকা পড়ল স্ট্যালিয়নটা।

সোডা স্প্রিং-এর দূরত্ব মাইল দশ বা বারোর বেশি হবে না। এখনই যাত্রা করলে হয়তো সূর্য তেতে ওঠার আগেই কাজ সেরে আবার ট্রেইলে নামতে পারবে ও। সোডা স্প্রিং-এর মত ছোট্ট শহরে কেউ না কেউ আছে যে এ ঘোড়ার মালিককে চিনবে, কিভাবে ঘোড়াটা ওর কাছে এল সেই ব্যাখ্যা দিতে জান পানি হয়ে যাবে। ক্লান্তিকর ব্যাখ্যা এড়ানোর একটাই উপায় আছে।

স্ট্যালিয়নের স্যাডলে চেপে অন্যটাকে তাড়া করল শেভার্ন। মিনিট দশ পর দুটো লাশই আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে ফেলল অন্য ঘোড়ার পিঠে। তারপর ফিরতি পথে যাত্রা করল সোডা স্প্রিং-এর উদ্দেশে।

তিক্ত কিছু অনুভূতি হচ্ছে ওর, এভাবে ফিরে যাওয়া পছন্দ করতে পারছে না। পোকার বা জিতে নেওয়া এক হাজার ডলার কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও উপভোগ্য একটা আমেজ সৃষ্টি করেছিল ওর মনে, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

হয়তো শিগগিরই অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, প্যাকহর্সের পিঠে চাপানো লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে এই চিন্তাটাই খেলে গেল জিম শেভার্নের মনে।

দুই

শেভার্ন যখন সোডা স্প্রিং-এ পৌঁছল ভোর হচ্ছে তখন, পুব আকাশে লালিমা ফুটে উঠেছে, ভোরের তাজা বাতাসে তাপদগ্ধ দিনের আভাস নেই। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা সবাই জানে ঘণ্টা খানেক পরেই উত্তপ্ত হলকা ছড়াতে শুরু করবে সূর্য, তাতিয়ে উঠবে মাটির ওপর সবকিছু। উত্তাপ আর উৎকট ধুলোর অত্যাচারে এমনকি পশুরাও অধৈর্য হয়ে পড়বে। সেজন্যেই সাত-সকালে গেরস্থালি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই; লিভারি স্টেবল, সেলুন আর ড্যান্স হলগুলো পরিষ্কার করছে লোকজন।

দোকানের সামনের বোর্ডওঅক পরিষ্কার করছিল মার্কেন্টাইল স্টোরের মালিক টেকো মাথার উইলিয়াম কসবি, মুঠিতে পানি ভরা একটা বোতল ধরা তার–গ্রীন রীভারের পানি। একসময় হয়তো মিষ্টি পানি ছিল নদীটায়, কিন্তু ঘোলাটে রঙের ক্ষারীয় পানি হয়ে গেছে এখন। সেজন্যেই এ শহরের নাম সোডা স্প্রিং। লম্বা হাতলঅলা একটা ঝাড়ু তুলে নিয়েছে মাত্র, অভ্যাসবশত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল শহরে প্রবেশ করা আগন্তুকের দিকে, পরক্ষণে বোতলটা হাত থেকে খসে পড়ল তার।

লাশগুলো কম্বলে মুড়ে নিয়ে এলেই ভাল হত, উপলব্ধি করল শেভার্ন। সাত-সকালে মৃতদেহ দেখতে পছন্দ করে না কেউ, সেটা যারই হোক। বাড়তি কম্বল ছিল না সঙ্গে, থাকলেও অবশ্য কিছু যেত-আসত না, কারণ আগে বা পরে শহরের লোকজন ঠিকই জেনে যাবে। ছ'ফুট দীর্ঘ দুটো দেহ একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, পা বা মাথা বেরিয়ে পড়ত।

একই ভঙ্গিতে, শরীর টান টান করে স্যাডলে বসে এগোচ্ছে ও। বাম হাতে দুটো ঘোড়ার লাগাম, কিন্তু হোলস্টারের বাকলের ওপর স্থির হয়ে আছে ডান হাত। মুখ নির্বিকার কিন্তু চোখে সতর্ক চাহনি, সোডা স্প্রিং যে ওর জন্যে বিপজ্জনক জায়গা সেটা গতকালই প্রমাণিত হয়েছে। কারও কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করছে না, বরং তা এলেই বিস্মিত হবে।

সোডা স্প্রিং-এর অধিবাসীদের কারোই বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর প্যাকহর্সের পিঠে কি জিনিস রয়েছে, কিন্তু কাউকেই এ ব্যাপারে উৎসাহী মনে হলো না, এমনকি একটা প্রশ্নও করল না কেউ। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে দেখল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বাড়ির ভেতর মিলিয়ে গেল। অবস্থা দেখে ছেলেবেলার প্রিয় একটা খেলনার কথা মনে পড়ল শেভার্নের–একটা ঘড়ি ছিল ওর, ঘণ্টা দেয়ার সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত একটা কোকিল, কয়েক ডাক দিয়ে ফের সেঁধিয়ে যেত গোপন কুঠুরিতে।

কিন্তু ঘড়ির কোকিলের মত, এই মানুষগুলোর যে কেউ ডাক না দিয়ে একটা রিপিটার থেকে তপ্ত সীসা পাঠিয়ে দিতে পারে ওর উদ্দেশে। যে কোন খেলার

মতই, দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে এভাবে এগোনোর মধ্যে ষোলো আনা ঝুঁকি আছে—টোপ হিসেবে কাজ করছে এ শহরের দু'জন লোকের মৃতদেহ। কিন্তু এও সত্যি স্রেফ সামান্য জুয়াড়ী বা ঝামেলাবাজ লোক এরা, সাধারণ মানুষের কোন সহানুভূতি এদের প্রতি না থাকারই কথা।

কিন্তু ওদের একজন একেবারেই তরুণ। সতেরো বছরের একটা ছেলে কতটা বিতৃষ্ণা অর্জন করতে পারে? *সম্ভব*, ক্যান্সাসের কনফেডারেট পন্থী প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার উইলিয়াম রেনারের কথা মনে পড়ে যেতে আনমনে হেসে উঠল শেভার্ন, গৃহযুদ্ধের সময় অনেকেই এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এক জীবনে যতটা না শত্রুতা সৃষ্টি করা সম্ভব, এক বছরে তাই করেছে। কিন্তু ওর সন্দেহ সোডা স্প্রিং-এর অধিবাসীরা সামান্য এক তরুণকে খুন করার দায়ে খেপে না গেলেও ওকে হাসতে দেখলে ঠিকই বিদ্বেষ বোধ করবে। স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় করা খুনও স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেয় মানুষ, যদি সাথে আনুষ্ঠানিকতা বা গাম্ভীর্যের ভান থাকে।

স্টোর আর বাড়ির সামনের বোর্ডওঅক ধরে এগোচ্ছে কেউ, পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল। গতিপথ না বদলে এগোতে থাকল শেভার্ন, লোকটার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেও ভ্রূক্ষেপ করছে না। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ওর সমান্তরালে এগোচ্ছে লোকটি—ছোটখাট গড়ন, তরুণই বলা উচিত। যে কাজেই ছুটছে ছেলেটা, নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না। এভাবে ফিরে আসা ঠিক হয়নি, আবারও উপলব্ধি করল শেভার্ন। কোন চিহ্ন না রেখে বিদায় নিতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতি মোটেই সাহায্য করছে না ওকে।

যদি পানির জন্যে সোডা স্প্রিং-এ ফেরত না-ও আসত, কেউ অনুসরণ করলে 'লাইমি' বিরক্ত হয় সেটা দেখানোও অপরিহার্য ছিল বোধহয়। তবে ভিন্ন একটা উপায়ও ছিল, লোকগুলোর মাথা ছিলে রেখে গেলেই চলত। অ্যাপাচীদের ভাগ্যেই যত বাহ্বা জুটত। *এবং মরা মানুষের ঘোড়া নিয়ে অন্য শহরে পৌঁছতে?*—সরোষে নিজের উদ্দেশে বিদ্রূপ করল শেভার্ন।

আনমনা হয়ে যাচ্ছে প্রায়ই, ব্যাপারটা শঙ্কিত করল ওকে। আগেও এমন ঘটেছে, এবং অন্য লোকের ভাগ্যে এই অবহেলার করুণ পরিণতি ঘটতে দেখেছে ও। খুন করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে মানুষ, শেষ একটা ভুল করে বসে, প্রায়শই সেটা হয় ইচ্ছাকৃত। লাগাতার সাফল্য একই সঙ্গে অহঙ্কারী ও বেপরোয়া করে তোলে মানুষকে, ভুল ধারণা চেপে বসে মনে—সবকিছুই উৎরে যাবে কোন না কোন উপায়ে। পরোয়াহীন মানুষ প্রায় কফিনের কাছাকাছি বাস করে।

কিন্তু পরোয়া করে শেভার্ন। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ছেলেটার কাছে কোন পিস্তল নেই। অন্যদের মত ভান করছে না সে, শেভার্ন বা প্যাকহর্সের জোড়া লাশ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। নিজের চামড়ার ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া লাশ দুটো পৌঁছে দেওয়ার অন্য কোন সহজ পথ আছে কি-না, আনমনে ভাবল শেভার্ন। *নেই*, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। মৃত মানুষের ঘোড়া রাইড করতে হলে লোকটি কিভাবে মারা গেছে সেটা প্রথম সুযোগেই স্পষ্ট করা উচিত।

গোল্ডেন ঈগলের সুইং ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। ছেলেটা তাকে পেরিয়ে যেতে দৃষ্টি সরে গেল লোকটির। সতর্ক দৃষ্টিতে সেলুনটা জরিপ করল শেভার্ন, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ওখান থেকে কোন বিপদ আসবে না।

কি চায় ছেলেটা, নিজেকেই খুন করতে চাইছে? শেভার্ন আশা করছে আচমকা নায়ক হওয়ার খায়েশ হবে না কারও, এবং তারচেয়েও বেশি আশা করছে শেরিফের অফিস খুঁজে পেতে দীর্ঘ রাস্তার সবটুকু পাড়ি দিতে হবে না ওকে।

অন্তত একটা প্রত্যাশা পূরণ হলো ওর, মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি নিয়ে সোডা স্প্রিং-এর দীর্ঘ রাস্তার শেষ পর্যন্ত যেতে হলো না ওকে। আরও কয়েক গজ এগোনোর পর অফিসটা দেখতে পেল। দর্জি আর স্যাডলারির মাঝখানে সেটা, ভাঙা ফলস-ফ্রন্টের ফাঁক দিয়ে ডোবের কিনারা উঁকি দিচ্ছে। আড়চোখে দেখল শেরিফের অফিস থেকে কয়েক বাড়ি আগেই থেমে গেছে ছেলেটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যাডল ত্যাগ করল ও। রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ডেস্কের পেছনে মাঝবয়সী এক লোক বসে আছে। পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল সে, চোখে বিস্ময়। কিন্তু শেভার্ন জানে পুরোটাই ভান। বাজি ধরে বলতে পারবে অতি উৎসাহী অন্তত একজন 'কোকিল' কুঠুরি ছেড়ে পেছন দরজা দিয়ে এখানে এসে ওর আগমনের সংবাদ ঠিকই পৌঁছে দিয়েছে শেরিফের কাছে। ঘোড়াগুলোকে স্রেফ হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে ও, ওর আগেই পৌঁছতে পারবে যে কেউ।

'কি করতে পারি তোমার জন্যে?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল শেরিফ।

'এই ভদ্রলোকদের কাউকে চেনো তুমি?' নির্বিকার মুখে জানতে চাইল শেভার্ন, দরজা পথে প্যাকহর্সের বোঝার দিকে ইঙ্গিত করল।

এবার যেন শহরের লোকজন বুঝতে পারছে প্যাকহর্সে সামান্য কোন বোঝা নেই! তড়িঘড়ি দরজার দিকে এগোল ল-ম্যান, এতটা ক্ষিপ্রতা শেভার্নও আশা করেনি। অফিস থেকে বেরিয়ে হিচিং র‍্যাকের কাছে চলে গেল সে, প্যাকহর্সের চারপাশে ভিড় করা অতি উৎসাহী কিছু বাচ্চাকে খেদিয়ে দিল। কম্বল সরিয়ে শুকিয়ে যাওয়া মুখ দুটো দেখল মুহূর্ত খানেক, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরল ওর দিকে। 'হ্যাঁ, চিনি।'

'কি ধরনের লোক ছিল ওরা?'

'তোমার মত।'

'নিরপরাধ পথচারীদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইনি আমি, কিংবা অন্যের ঘোড়া নিকেশ করার অভ্যেসও নেই আমার।' স্থির দৃষ্টিতে শেরিফকে নিরীখ করল শেভার্ন। 'আমাকে খুন করতে পারলেই বোধহয় খুশি হত ওরা, চেষ্টায় গাফিলতিও ছিল না। কিন্তু আমার ঘোড়ার ওপর দিয়েই যত ঝামেলা গেছে। তোমার কাছে নিশ্চই পরিষ্কার হয়েছে লড়াইটা আত্মরক্ষার খাতিরেই করতে হয়েছে আমাকে?'

'প্রয়োজন নেই,' ক্লান্ত স্বরে বাধা দিল শেরিফ। 'তোমার মত টিনহর্নরা কে কাকে খুন করল তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। নিরপরাধ কোন লোককে যখন নিয়ে আসবে তখন দেখবে কি করি!'

এটা আশা করেনি শেভার্ন। 'আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছ না?'

'না। যে ঘোড়ায় চড়ে শহর ছেড়েছ তুমি, ওদের মাসট্যাঙগুলোর সাথে তার কোন পার্থক্য নেই, গুরুত্বও নেই। আমার ধারণা আইন ভাঙোনি তুমি।' আবারও লাশ দুটো পরীক্ষা করল সে, তারপর সশব্দে তামাকের রস ফেলল মাটিতে। 'মনে হচ্ছে ওরা মারা যাওয়ায় তোমার মতই সোডা স্প্রিং-এরও কিছুটা লাভ হয়েছে।'

রাস্তার ওপাশে 'ফাইন ফার্নিচার অ্যান্ড ফিউনেরাল'স শপ'। পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন লোক, একটা কফিন ধরে রেখেছে। শেরিফ নড করতে এগিয়ে এসে প্যাকহর্স থেকে লাশ নামাল তারা। লাগাতার একই অবস্থানে পড়ে থাকায় শক্ত হয়ে গেছে মৃতদেহ, ঘোড়ার খুরের মত বাঁকা হয়ে গেছে। কফিনে ঢোকানো সহজ হলো না। একসময় লাশ নিয়ে কেটে পড়ল লোক দুটো, ধমকে উৎসুক বাচ্চাদের আবারও দূরে সরিয়ে দিল শেরিফ।

ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো সে, স্থির দৃষ্টিতে জরিপ করছে শেভার্নকে। নীরবতা ভাঙছে না কেউই।

'পুরো একটা দিন নষ্ট হলো আমার,' শেষে মন্তব্য করল শেভার্ন।

উত্তর দিল না শেরিফ।

'কোন সাক্ষ্য বা বিবৃতি দিতে হবে?'

'না। ওদের বা তোমার, কারও অভাবই বোধ করবে না এই শহর। সোডা স্প্রিং-এর চৌহদ্দিতে তোমার ছায়াও যদি আর না দেখি তাহলে বলতে হয়, ঝামেলা চুকে গেছে।'

বহুদিন পর এভাবে শেভার্নের সাথে কথা বলল কেউ। জানে ভ্রূক্ষেপ না করাই উচিত, কিন্তু শেরিফের ঔদাসীন্য ত্যক্ত করছে ওকে। 'ভাবছিলাম...'

'কি ভাবছ আবার?'

'সত্যিই ঝামেলা চুকে গেছে কি-না।'

'ওদের কিছু বন্ধু আছে অবশ্য। কয়েকটা দিন ঘোরাঘুরি করো, দেখবে ঠিকই তোমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'তেমন কিছু ভাবছি না আমি,' শেভার্ন জানে মুখ বন্ধ রাখা উচিত ওর। গ্রাহ্য না করলেই হয়, কিন্তু মোটা গোঁফের ল-ম্যান অনেকক্ষণ ধরেই বিরক্ত করছে ওকে, এতটা যে নিজের কাছেই মানতে পারছে না। 'এরকম বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে শেরিফ হিসেবে তোমার আচরণ সত্যিই আন্তরিক! একজন আগন্তুককে যেহেতু পক্ষপাতই দেখাচ্ছ, আশা করি কয়েকটা সুবিধাও দেবে আমাকে?'

'বলে যাও।'

'ধরে নিচ্ছি চলে যেতে অসুবিধে নেই আমার। নিশ্চই বুঝতে পেরেছ পানি বা সাপ্লাই দরকার না হলে লাশগুলো ফেরত দিতে আসতাম না আমি। সাপ্লাই জোগাড় করার আগে শহর ছাড়ছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চই শহরের লোকজনের পাশের মুখোমুখি হতে হবে। এ অবস্থায় আমাকে কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

'তেমন কিছু মাথায় আসছে না আমার।'

'তাই?' হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে রেইল থেকে লাগাম খুলতে শুরু করল ও। *পাত্তা দিয়ো না, বেটা ভুড়ো ভামকে পাত্তা দেয়ার দরকার কি! শহর ছেড়ে চলে যাও!* এক ধরনের অনীহা পেয়ে বসেছে ওকে, কিন্তু শেরিফের পরবর্তী মন্তব্যে সেটাও চলে গেল–উল্লাস বোধ করল শেভার্ন।

'আসলে তুমি কি চাও, লাইমি?' থমথমে মুখে জানতে চাইল শেরিফ।

'টিনহর্ন বলে ডেকো আমাকে। তুমিই যেহেতু নামটা দিয়েছ...'

'বাজে প্যাচাল বন্ধ করো!'

'আমাকে তাড়ানোর ব্যাপারে বেশ উৎসাহী মনে হচ্ছে তোমাকে, যেন ভয়ে ভয়ে আছ পাছে কোন কিছু আবিষ্কার করে বসি কি-না।'

সরু হয়ে গেল শেরিফের চোখ। 'আসলে তুমি কি চাও?'

'রিওয়ার্ডের টাকা।'

শেরিফের চোখে-মুখে নিখাদ বিস্ময় দেখে দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল শেভার্ন–প্রসঙ্গটা এখনই চেপে যাওয়া উচিত, এবং দুই জুয়াড়ীর জন্যে কোন রিওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়নি।

নিচু স্বরে কিন্তু শুনতে অসুবিধে হবে না এমন ভাবে বিষোদ্গার করল শেরিফ। 'তুমি তো দেখছি আস্ত হারামী! ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এই শহরের লোকেরা হয়তো মত বদলে একটা নেক-টাই পার্টির আয়োজন করে ফেলবে, তার আগেই সাপ্লাই নিয়ে কেটে পড়ছ না কেন?'

স্যাডলে চেপে বসল শেভার্ন। হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে আলতো ভাবে স্পার দাবাল, মূল রাস্তা ধরে মার্কেন্টাইল স্টোরের দিকে এগোল ঘোড়া দুটো।

একবারের জন্যেও সরাসরি ওর দিকে তাকাল না টেকো দোকানি, ওকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে তার, যেন আশা করছে ছুটে এসে স্টোরে ঢুকবে কেউ। যত দ্রুত সম্ভব সাপ্লাই সংগ্রহ করল শেভার্ন, এ নিয়ে একই জিনিস দু'বার কিনতে হয়েছে ওকে। কিন্তু দুটো ঘোড়া নিয়ে রাইড করবে ও এবার, দেখা যাবে গ্রে-র চেয়ে স্থানীয় এই ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটতে পারে কি-না।

গ্রীন রীভারের এক বোতল পানি কিনল ও। এক হাতে প্যাকেট ভরা জিনিসপত্র নিয়ে দরজার দিকে এগোনোর সময় আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, 'তোমাদের শেরিফ কি সৎ লোক?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল দোকানি। 'ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছিল মি. বেলহ্যাম।'

জিম শেভার্নের জানা মতে বহু পাজি লোকই তাই করেছে। মন্তব্যটা প্রশংসাসূচক বলে ধরে নিল ও। নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হলো এবার, কিন্তু ঘুরে পোর্চে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। পাজি লোকের সমালোচনা করে কার্যত কোন লাভ হয় না। শেরিফ যদি সত্যিই সম্মানিত লোক হয়ে থাকে, তাহলে শেভার্নের পরোক্ষ অপমান বুঝতে অসুবিধে হত না তার, এবং নির্ঘাত উপযুক্ত জবাব দিত। *নিকুচি করি এসব ফিটফাট ভদ্রলোকের!* হাসিটা ম্লান হলো না ওর, পোর্চ ছেড়ে রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তায় পা রাখল।

'মি. শেভার্ন!'

ক্ষীণদেহী লোকটি এত আচমকা নড়াচড়া করেছে যে আরেকটু হলে মালপত্রের প্যাকেট ফেলে পিস্তল তুলে নিয়েছিল শেভার্ন। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল ও। উজ্জ্বল আলোয় চোখ সইয়ে নেওয়ার পর শেরিফের কথার সত্যতা উপলব্ধি করল—আরেকটু হলে সদ্য কৈশোর পেরুনো এক তরুণকে গুলি করে বসত। খুব বেশি হলে সতেরো হবে বয়েস, ভাল করে দাড়ি-গোঁফও গজায়নি। 'কি ব্যাপার, বাছা,' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও। 'কি হয়েছে?'

'তোমার হয়ে ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখছি আমি।'

'কিন্তু হিচিং রেইলটা যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে এই কাজ করছে,' নিরুত্তাপ সুরে বলল শেভার্ন। এই ছেলেটাই একটু আগে বোর্ডওঅক ধরে শেরিফের অফিসের দিকে ছুটছিল। রাস্তার দু'দিকেই সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও, দ্রুত হাতে প্যাকহর্সের স্যাডল ব্যাগে জিনিসপত্র ঢোকাচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ওর ব্যাপারে মুখ খোলেনি শেরিফ, অন্তত শহরের কাউকে প্ররোচিত করেনি। *কে যে কাকে ভুল বুঝেছে*, আনমনে ভাবল শেভার্ন।

মালপত্র গুছিয়ে দেখল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। বিরক্তি লাগছে শেভার্নের, তরুণের গায়ে পড়া ভাব পছন্দ করতে পারছে না। কিন্তু আরেকবার পিস্তল নিয়ে কোন তরুণের মুখোমুখি দাঁড়ানোরও ইচ্ছে নেই। পকেট থেকে দুটো কয়েন বের করে ছুঁড়ে দিল ও।

'না, স্যার,' কয়েন দুটো ফেরত দিয়ে দিল ছেলেটা।

স্যাডলে চেপে বসেছে শেভার্ন। 'তাহলে কি চাও তুমি?'

'তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও আমাকে।'

'আমার সঙ্গে! কোথায়?'

'যেখানে খুশি—এখান থেকে চলে যেতে পারলেই হলো!'

ওহ্, জেসাস! তেত্রিশ চলছে শেভার্নের, ছেলেটার বয়সে নিজে কেমন ছিল প্রায় ভুলতে বসেছে—কয়েকটা যুদ্ধ ওর তারুণ্যের অস্থিরতাকে প্রশমন করেছে। কেন আমার সঙ্গে যেতে চাইছ?'

'বুশ হ্যারল্ড আর রোয়ান গ্যান্টেলকে মেরেছ তুমি, আমার ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছ।'

এই প্রথম লোকগুলোর নাম শুনল শেভার্ন। হাসি চাপতে কষ্ট হলো ওর। কোন একদিন নিশ্চই খাঁটি জিনিসে পরিণত হবে এই ছেলে—ততদিন যদি বেঁচে থাকে। প্রায়ই ওর জোড়া কোল্টের দিকে চলে যাচ্ছে ছেলেটার চকিত চাহনি। 'মনে হচ্ছে পরিবার বলতে কেউ নেই তোমার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও। 'নাকি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে ওরা, কখনও তোমার চরিত্রের সৎ দিকটা উপলব্ধি করতে পারেনি?'

বিস্ফারিত হলো ছেলেটার চোখ। 'ঠিক!'

'স্রেফ অভিমান করে এক আগন্তুকের সঙ্গে অজানার পথে পা বাড়াবে? নীরস একঘেয়ে জীবন ছেড়ে চলে যেতে চাইছ, কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুছে শেষে বিপজ্জনক এক পেশায় নাম লেখাবে?'

হাঁ হয়ে গেছে ছেলেটার মুখ, মুখে কথা সরছে না।

রাস্তা ধরে ল-অফিসের দিকে তাকাল শেভার্ন, পুরো শহরের ওপর তীক্ষ্ণ নজর চালাল ফের। মনে পড়ল শহরের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোন বিপদ হয়নি ওর, শুধু অভব্য শেরিফ 'সামান্য' অপমান করার চেষ্টা করেছে ওকে। 'নিজস্ব ঘোড়া আর অস্ত্র আছে তোমার?'

নড করল তরুণ।

'স্যাডল এবং আর সব জিনিসপত্র?'

এবার আর ততটা আত্মবিশ্বাসের সাথে নড করল না ছেলেটা। তার মানে–শেভার্নের ধারণা–জিনিসগুলো কোত্থেকে চুরি করবে জানা আছে তার। পকেট থেকে ফের কয়েন দুটো বের করে তরুণের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল ও। 'একটা খাম আর এক তা কাগজ নিয়ে এসো।'

মুহূর্তের মধ্যে কাজ সেরে মার্কেন্টাইল স্টোর থেকে ফিরে এল তরুণ। কাগজে লিখতে গিয়েও মত বদলে ফেলল শেভার্ন, কোটের পকেট থেকে একতাড়া তাস বের করে একটার ভেতরের পিঠে নোট লিখল, তাসটা খামে ভরে মুখ বন্ধ করে দিল। 'শেরিফ জেসনকে দিয়ে এসো এটা,' ছেলেটার হাতে খামটা ধরিয়ে দিয়ে বলল ও। 'ফিরে এসে যোগ দিয়ো আমার সঙ্গে।'

প্রথমে আনন্দিত হলেও, শেষে দ্বিধা দেখা গেল তরুণের চাহনিতে। 'আমি কি এখনই আসতে পারি না?'

'আগে নোটটা দিয়ে এসো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও। 'একটা ঘোড়ায় রাইড করবে তুমি। অনায়াসে আমাকে ধরে ফেলতে পারবে।'

বিষণ্ণ মুখে নড করল ছেলেটা, তারপর ল-অফিসের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। স্পার দাবিয়ে এগোল শেভার্ন, ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে। সকাল ন'টা বাজে তখন।

কেউ পিছু নিচ্ছে কি-না জানা নেই ওর, তবে সূর্য আছে ওর পেছনে। আগামী চার ঘণ্টায় যাত্রাপথে কোথাও ছায়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অন্তত আশা করছে না শেভার্ন। লিভারি স্টেবলের সামনে থেমে ক্যান্টিন ভরার ফাঁকে ঘোড়াগুলোকে পর্যাপ্ত পানি পান করার সুযোগ দিল। দূরে ল-অফিসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ছেলেটা, শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখল ও। চার ঘণ্টা পর সূর্যের অবস্থান বদলে যাবে, অন্তত সরাসরি ওর পিঠে অত্যাচার করতে পারবে না আর। বিকেল নাগাদ টানা এগোনোর ইচ্ছে আছে ওর।

নিকুচি করি কাঠখোট্টা শেরিফের! কি করে এতটা উদ্ধত হয় সে? অবশ্য ল-ম্যান যে পুরোপুরি ভুল করেছে তা বলা যাবে না। আইন পড়া জিম শেভার্ন কি ধরনের মানুষ, বা ওর ভাগ্যে আসলে কি ঘটেছে জানছে কে!

'একটা শিশু নিখাদ সারল্য আর নিষ্পাপ মুখচ্ছবি নিয়ে জন্মায়, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে মুখটা বদলে যায়–যা হওয়া উচিত, তাই হয়–কর্মফলের বহিঃপ্রকাশ।'

'তেত্রিশ চলছে আমার,' নিজের বিবেকের সাথে তর্ক করল শেভার্ন।

'যথেষ্ট কাছাকাছি,' বলল ওর সত্তা।

'কিন্তু আমি কোন টিনহর্ন নই।'

'উঁহুঁ, বরং তারচেয়ে খারাপ।'

'কারণটা যুদ্ধ। একজন দেশপ্রেমিক ছিলাম আমি।'

পাজি লোকের মল মাত্র,' ড. জনসনের উক্তির প্রতিধ্বনি করল ওর বিবেক।

এখনও হইনি, স্বস্তির ব্যাপার অতীত জীবনের কিছু মানবীয় গুণাবলীর ছাপ রয়ে গেছে ওর মুখে। এবার সামলে নেওয়ার সময়, থিতু হওয়ার পালা। মানব গোষ্ঠীর সাথে শামিল হওয়ার উপযুক্ত সময়, পরিণতি ভাল বা মন্দ যাই হোক। হয়তো একটা সুযোগ পাবে ও।

ফেরার পথে অনেক কম বোঝা বইতে হচ্ছে মাসট্যাঙটাকে, ওর গ্রে-টা এরচেয়ে বেশি ওজন নিয়ে চলেছে। কিন্তু বেটা যেন মরুভূমির প্রখর তাপ উপভোগ করছে খুব। আর প্যাকহর্সটা ঠিক উল্টো মেজাজের, সকালে দুটো লাশ বয়ে নিয়ে গেছে ওটা, কিন্তু একবারের জন্যেও লীড রোপে টান পড়তে দিচ্ছে না। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল শেভার্ন। ট্রেইল আর শহর দুটোই চোখে পড়ছে। তরুণের চিহ্নও নেই।

'একটা লড়াই কি যথেষ্ট নয়?'

'যথেষ্ট, যদি আমরা জিততে পারি,' জবাবে বলল শেভার্ন।

'এখানেও কি দেশপ্রেমিক ছিলে তুমি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেভার্ন। ইদানীং প্রায়ই তর্কে হেরে যাচ্ছে। *'আজকে অন্তত ভাল একটা কাজ করেছি,'* সাফাই গাইল ও।

পেছনে, সোডা স্প্রিং-এ ওর ভাল কাজের নমুনা তখন ফলতে শুরু করেছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তরুণ, বুঝতে পারছে না জিম শেভার্নের পিছু নেবে নাকি শেরিফের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বোনকে খুলে বলবে সব। লোকটার পিছু নিলে ঘোড়া চুরি করতে হবে, আবার শেরিফের প্রস্তাব মানলে নিজের ইচ্ছেকে গলা টিপে হত্যা করতে হবে।

ক্রমে খেপে উঠছে সে। সবকিছু বড় অস্বাভাবিক, অন্যায্য মনে হচ্ছে। ওর সম্পর্কে নোটে কি লিখেছে মি. শেভার্ন? নিশ্চই ডাহা মিথ্যে হবে। শেরিফকে এমন খেপে উঠতে আর দেখেনি ও, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ।

তরুণের উদ্দেশে বাঁকা দৃষ্টি হেনে ফের নোটের ওপর চোখ বুলাল শেরিফ জেসন বেলহ্যাম, দ্বিতীয়বারের মত পড়ল নোটটা:

শেরিফ, দয়া করে তোমার 'ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন' শহরের এই নাগরিককে দেখে-শুনে রেখো, যতক্ষণ না আমার দুষ্ট এবং সংক্রামক সঙ্গ নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারে।
আশা করি ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাতে পারবে।

জিম শেভার্ন

তিন

শহুরে শব্দ আর বাড়ির ছায়াগুলো হারিয়ে গেল, ক্রমশ ছোট হয়ে এল দালানের আকৃতি, একসময় দৃষ্টির আড়াল হলো সোডা স্প্রিং-এর সবচেয়ে উঁচু দালান, গির্জাটাও। রুক্ষ ট্রেইল ধরে টানা এগোল জিম শেভার্ন, তপ্ত হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ঘোড়া দুটো, একসময় মৃত গ্রে-টাকে খুঁজে পেল ও—ততক্ষণে ওটার শরীরে কামড় বসিয়েছে কয়োটের দল।

স্যাডল ছেড়ে নামল শেভার্ন। ঘোড়া বেঁধে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা জিনিসপত্র থেকে যে ক'টা ব্যবহার করা সম্ভব তুলে নিল। প্রায়ই মরা গ্রে-র দিকে চলে যাচ্ছে দৃষ্টি, বিষণ্ন বোধ করছে। শেরিফ জেসন বেলহ্যামের মতে একেবারেই পাষাণ ও, কিন্তু ততটা বোধহয় হতে পারেনি এখনও। দুটো মাসট্যাঙ আর দুটো মৃতদেহ অসাধারণ একটা গ্রে-র বিপরীতে কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য লেন-দেন হতে পারে না, যেখানে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসেছে গ্রে-টা।

অকস্মাৎ দূরে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল শেভার্ন। ইন্ডিয়ানরা কি খেপে গেছে নাকি? সোডা স্প্রিং-এ কারও কাছ থেকে জেনে নিলে হত। শেষবারের মত জায়গাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ও। ইতোমধ্যে প্রায় শ'খানেক গজ উঁচু ট্রেইলে উঠে এসেছে ঘোড়া দুটো, কিন্তু সূর্য আর উত্তাপও উচ্চতার সাথে সঙ্গী হয়েছে।

গোল্লায় যাক সোডা স্প্রিং! কি কুক্ষণে যে শহরে ঢুঁ মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, এড়িয়ে গেলে এতক্ষণে সানফ্রান্সিসকো পৌঁছে যেত—ঝামেলা বা অযথা কিছু মূল্যবান সময় আর সম্পদ নষ্ট হত না।

দুই জুয়াড়ীও সুখী থাকত, এবং ও নিজে গ্রে-র স্যাডলে রাইড করত। মাসট্যাঙটা যথেষ্ট বাধ্য, কিন্তু আকারে ছোট হওয়ায় নিশ্চিন্তে স্যাডলে বসতে পারছে না শেভার্ন, প্রায়ই মনে হচ্ছে পায়ের ফাঁক গলে হয়তো সরে পড়বে ওটা।

দূরে আবারও পরপর দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল, প্রতিধ্বনি হলো না একটারও। স্টির‍্যাপের ওপর ভর দিয়ে সামনের এলাকা খুঁটিয়ে দেখল শেভার্ন, কিন্তু মাইলের পর মাইল বিরান প্রান্তর ছাড়া কিছু চোখে পড়ছে না। দূরে পর্বতমালার চূড়ায় তুষার জমা হয়েছে, শুভ্র বরফের মাঝখানে নীল শিরার মত উঁকি দিচ্ছে সবুজ গাছপালা। ট্রেইলের আশপাশে সবুজের কোন চিহ্ন নেই, বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে কোন রকমে টিকে থাকা ফ্যাকাসে চেহারার জুনিপার ঝোপই চোখে পড়ছে শুধু। কোথাও কোন ছায়া নেই, জীবনের চিহ্ন নেই...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, একসময় ওর সামনে চলে এল নিদাঘ সূর্য। সরাসরি চোখে পড়ছে আলো। হ্যাটের ব্রিম আরও নামিয়ে দিল শেভার্ন; শীতল

ছায়াঘেরা কিছু জায়গার কথা মনে পড়ছে প্রায়ই, ঝামেলা এড়ানোর জন্যে থামেনি কোনটায়। মনে করতে থাকলে তেষ্টা বেড়ে যাবে, সামান্য দুর্ভোগকেই দুর্বিষহ মনে হতে পারে ভেবে আমল দিল না। কিন্তু কিছুটা হলেও আচ্ছন্ন বোধ করছে, হয়তো প্রচণ্ড উত্তাপই দায়ী সেজন্যে। জোর করে নিজেকে সচকিত করল শেভার্ন, তারপর আচমকাই উপলব্ধি করল: একা নয় ও!

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না, কিন্তু নিশ্চিত জানে মাসট্যাঙ দুটো, জুনিপার ঝোপের কাছাকাছি আশ্রয় নেওয়া কাঁটাঅলা ব্যাঙের দল আর ও ছাড়াও অন্য কেউ এই খরতাপে দগ্ধ হচ্ছে। সন্দেহ চেপে রাখল শেভার্ন। কোন ইন্ডিয়ান যদি ওকে বুশওয়্যাক করতে চায়, ধরে নিতে হবে এরইমধ্যে সফল হয়ে গেছে সে। কোল্টের নাগাল থেকে হাত দুটো সরিয়ে রাখল ও, সতর্ক দৃষ্টিতে সামনের জমিতে নজর চালাচ্ছে। মাসট্যাঙের দুই কানের নড়াচড়া ওকে জানিয়ে দিল লোকটা বা জিনিসটা যাই হোক, সামনে কোথাও আছে।

দুই হাঁটু ঘোড়ার পেটের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল শেভার্ন, হাতের লাগাম যে কোন সময়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তৈরি। মাথা নেড়ে সামনে বাড়ল প্যাকহর্সটা। ঘোড়াকে আগে বাড়ানোর ভান করল ও, লাগাম নেড়ে তাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পার দাবাল। এই ফাঁকে পিস্তলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওর হাত। ঠিক তখনই মরা ঘোড়াটা দেখতে পেল।

বিশাল একটা রোয়ান পড়ে আছে ট্রেইলের পাশে। বেশিক্ষণ হয়নি মারা গেছে, সরু ধারায় ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে এখনও। ঘোড়াটার বিশ কদমের মধ্যে পৌঁছে গেল ও, আচমকা একটা রাইফেল দেখা গেল ঘোড়ার পিঠের ওপর। 'ওখানেই দাঁড়াও, মিস্টার!' কর্কশ একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

লাগাম টেনে ধরল শেভার্ন। রাইফেলের নল স্থির হয়ে আছে ওর বুক বরাবর, বিন্দুমাত্র নড়ছে না। পলকের জন্যে রাইফেলের পেছনে ধূসর রঙের কিছু চুল দেখতে পেল। 'আজকে এরইমধ্যে দু'জনের সঙ্গে লড়াই করেছি, একদিনের জন্যে যথেষ্ট এবং সাধ মিটে গেছে আমার,' কয়েক সেকেন্ড পর নীরবতা ভাঙল শেভার্ন। 'স্যাডল ছাড়তে পারি?'

'ধীর-স্থির লোক বেশি দিন বাঁচে, এবং সুখে থাকে।'

'প্রবাদটার প্রয়োগ খুব সীমিত। আমি যদি যথেষ্ট ক্ষিপ্র না হতাম...' কথাটা শেষ করল না ও, হাত থেকে লাগাম ছেড়ে দিল।

ধূসর চুলের একটা মাথা দেখা গেল রাইফেলের পেছনে, ইতোমধ্যে কণ্ঠ শুনে শেভার্নের ধারণা হয়েছে লোকটা বয়স্ক। 'দুঃখিত, স্ট্রেঞ্জার, এটা এমন এক দেশ যেখানে লোকজন প্রায়ই ভুলে যায় কিভাবে অন্যের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হয়,' ব্যাখ্যা দিল সে।

আমেরিকান উচ্চারণ ভঙ্গি, কিন্তু এই অঞ্চলের টান নেই। কয়েক মুহূর্ত ভাবার পর শেভার্ন ধারণা করল মরা ঘোড়ার পেছনে শুয়ে থাকা লোকটি জীবনের অন্তত কিছু সময় স্কটল্যান্ডে কাটিয়েছে। আচমকা টের পেল মাসট্যাঙ দুটো থেমে যাওয়ার পরই বরং গরম লাগছে বেশি, এতক্ষণ চলার পথে সূর্যের উত্তাপ এতটা অসহ্য মনে হয়নি।

মরা ঘোড়ার পেছনে উঠে দাঁড়াল লোকটি। বয়সটা নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে না, পঞ্চাশ থেকে সত্তর, যে কোন বয়সের হতে পারে। রোদপোড়া তামাটে ত্বক, ধূসর কাঁচাপাকা চুল। কোন হ্যাট নেই মাথায়, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এক কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'কাছের বসতিটা কত দূর?' জানতে চাইল শেভার্ন।

'ত্রিশ মাইল দূরে, এবং ওখানে কোন ডাক্তার নেই।'

এখান থেকে সোডা স্প্রিংও একই দূরত্বে, শেভার্নের ধারণা।

'তাছাড়া,' ক্লান্ত, দুর্বল স্বরে একমত হলো বুড়ো। 'অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকার দিকে যাবে তুমি, বুলেট বের করতে পারবে এমন অন্তত একজন লোক আছে সোডা স্প্রিং-এ।'

খোদা, আবার! নিজেকে সামলে নিল ও। 'রাইড করতে পারবে?'

'চেষ্টা করার আগে বলতে পারছি না।'

আকাশের দিকে তাকাল শেভার্ন। সূর্য ডুবতে অন্তত আরও কয়েক ঘণ্টা বাকি। সবগুলো ঘোড়াকে একত্রিত করে বাঁধল ও, তারপর ক্যান্টিন বের করে বুড়োর দিকে এগিয়ে দিল। ছোট্ট একটা চুমুক দিল সে প্রথমে, কাশি উঠতে নিরস্ত হলো ক্ষণিকের জন্যে। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা, কাঁধ থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে পুরোদমে।

একটু পর কিছুটা সামলে নিল বুড়ো। 'গেলার চেষ্টা না করে আগে বরং কিছুটা চুষে দেখা উচিত,' মন্তব্য করল সে। 'খুব বেশি তেষ্টা পেলে অবশ্য ভিন্ন কথা, সোডা স্প্রিং-এর কটু স্বাদের পানিও তোমার কাছে সুপেয় মনে হবে।'

'আমার সন্দেহ আছে কোন চোলাইখানা আছে ওখানে,' নিরাসক্ত স্বরে বলল শেভার্ন, জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছে। ভাবছে তেরপলের কাছাকাছি কিছু বোল্ডার এনে রাখতে হবে যাতে কয়োটেরা দূরে থাকতে বাধ্য হয়।

আরেক চুমুক পানি পান করল বুড়ো, এবার অবশ্য কোন অসুবিধে হলো না।

'ইন্ডিয়ানরা আক্রমণ করেছে তোমাকে?'

অদ্ভুত, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল বুড়ো। 'আমি নীল ম্যাকলেন্ডন,' শেষে বলল সে।

মৃদু নড করল ও, কিছুই বলল না।

'তুমি কি নতুন এসেছ এদিকে?'

'এই প্রথম।'

'লোকজন জানে বরাবরই ইন্ডিয়ানদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল আমার,' ব্যাখ্যা করল ম্যাকলেন্ডন।

দুই জুয়াড়ী? আনমনে ভাবল শেভার্ন—*অসম্ভব*। বুড়ো গুলি খাওয়ার বহু আগেই মারা গেছে ওরা। তাছাড়া উল্টো দিক থেকে এসেছিল লোকগুলো। এ অঞ্চলে হয়তো লোকজন বেশি নেই, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল, তবে খারাপ লোকের সংখ্যা কম নয়।

আচমকা চুলের মতই ফ্যাকাসে হয়ে গেল বুড়োর মুখ। শেভার্নের ধারণা হলো পুরো এক চুমুক পানি দেয়া ঠিক হয়নি তাকে। কারণটা অবশ্য ভিন্ন। হ্যাট

ছাড়া প্রখর সূর্যের নিচে কয়েক ঘণ্টা থাকতে হয়েছে তাকে, স্রেফ মনের জোরের ওপর টিকে ছিল। এখন সাহায্য পাবে জেনে জীর্ণ শরীর শিথিল হয়ে গেছে।

একটা কম্বলের ভাঁজ খুলে দুটো জুনিপারের সাথে টানটান করে বাঁধল ও। কিছুটা ছায়া পাওয়া যাবে এতে। ম্যাকলেন্ডনের ফ্যাকাসে মুখে রঙ ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যান্ডানা ভিজিয়ে বুড়োর মুখ মুছে দিল শেভার্ন। শার্ট খুলে ক্ষতটা জরিপ করল। রক্তক্ষরণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। 'বেঁচে যাবে তুমি,' শেষে বলল ও। 'বুলেটটা বের করতে হবে। এ মুহূর্তে তাপই বরং তোমার আসল শত্রু। মনে হয় না ত্রিশ মাইল রাইড করতে পারবে, যদিও ঢালু পথ বেয়ে নামতে হবে।'

'ঠিকই বলেছ।'

'কাজটা কে করেছে, চেনো?'

'চিনি,' স্মিত হেসে বলল বুড়ো। আর কোন ব্যাখ্যা দিল না।

'মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো একটা অভিশাপই তাড়া করছে আমাকে। এখানে বসে থেকে তোমাকে মরতে দেখা উচিত, নাকি সাহায্যের জন্যে যাওয়া উচিত আমার?'

'মরতে যাচ্ছি না আমি!' তিক্ত স্বরে বলল বুড়ো। 'শহরে গিয়ে শুধু বোলো ম্যাকলেন্ডন বিপদে পড়েছে।'

নড করল শেভার্ন। 'কিন্তু তোমার বন্ধুরা? ওরা তো ফিরে আসতে পারে, তাই না?'

'মনে হয় না। হারামজাদারা ভেবেছে মরে গেছি আমি।'

বুড়োর নাগালের মধ্যে একটা পানির ক্যান্টিন আর কিছু খাবার রাখল শেভার্ন। মুহূর্তের দ্বিধা শেষে গ্রীন রীভারের বোতলটাও পাশে রেখে দিল। 'ধীরে-সুস্থে খেয়ো, বুলেটের চেয়েও বেশি মানুষ মরেছে এটার কারণে।'

'আসল হুইস্কি নেই তোমার কাছে?' আচমকা স্কটিশ উচ্চারণে জানতে চাইল নীল ম্যাকলেন্ডন।

সহাস্যে মাথা নাড়ল ও। 'বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি।'

'একটা নাম তো আছে তোমার, নাকি?'

'জিম শেভার্ন। আর কিছু লাগবে তোমার?'

বুড়োর জন্যে বাড়তি কিছু করার নেই আর। রাইফেলটা লোড করা আছে। নিজের জন্যে যা করতে পারত, নীল ম্যাকলেন্ডনের জন্যেও তাই করেছে–যতটা সম্ভব আরামের ব্যবস্থা করেছে। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করব,' প্রতিশ্রুতি দিল ও, ভাবছে ঘোড়াগুলো কত দ্রুত ছুটতে পারবে। ইতোমধ্যে প্রায় বিশ মাইলের মত পাড়ি দিয়েছে।

'ওদেরকে বোলো বিপদে পড়েছে ম্যাকলেন্ডন,' পেছন থেকে আবারও বলল বুড়ো, স্মিত হাসি দেখা গেল ফ্যাকাসে ঠোঁটের কোণে, নীল চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আচমকা; স্যাডলে চাপছে তখন শেভার্ন, যে কারণে বুড়োর হাসি বা উজ্জ্বল চাহনি কোনটাই দেখতে পেল না।

যাত্রা শুরু করার পর শেভার্ন খেয়াল করল খুঁড়িয়ে চলছে প্যাকহর্সটা। খোঁড়া ঘোড়া মরুভূমিতে খুব সহজেই মরে। অতিরিক্ত মাসট্যাঙটাকে লীড হর্স হিসেবে

ব্যবহার করল ও, তারপর চলার পথে প্রায়ই ঘোড়া বদল করতে থাকল।

সোডা স্প্রিং-এ যখন আবারও পৌছল, রাত নেমেছে তখন। রাস্তায় আলো নেই, নেই চাঁদের আলোও। ল-অফিসে বোধহয় কাউকে পাওয়া যাবে না এখন, ভাবল ও। পুরো শহরে কেবল একটা বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে-গোল্ডেন ঈগলে, যেখান থেকে সমস্ত ঝামেলার শুরু হয়েছিল।

সেলুনের সামনে এসে থামল শেভার্ন। স্যাডল ছাড়ার সময় টের পেল সত্যিই ক্লান্ত বোধ করছে। হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকল ও। ছয়-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বারের আশপাশে। একটা টেবিল দখল করে আছে চারজন। সেলুনের একটা মেয়ে ওকে দেখতে পেল প্রথম। তারপরই আচমকা নীরব হয়ে গেল পুরো সেলুন। 'অদ্ভুত হ্যাট পরা লাইমি ফিরে এসেছে আবার!' বিড়বিড় করে বলল কেউ।

'শেরিফকে কোথায় পাব বলতে পারো কেউ?'

শেভার্নের প্রশ্নে উৎকণ্ঠা বা অস্বস্তি যেন আরও জাঁকিয়ে বসল সেলুনে। সোডা স্প্রিং-এ ইতোমধ্যে কুখ্যাত হয়ে গেছে ও, উপযুক্ত কারণও আছে। প্রথমবার এসেই জুয়ার টেবিলে খুন করেছে একজনকে, তারপর চব্বিশ ঘণ্টা না পেরুতেই দুটো লাশ নিয়ে ফিরে এসেছে। স্বেচ্ছায় কে কথা বলতে চাইবে এমন মূর্তিমান আপদের সঙ্গে?

ওকে সাহায্য করার ব্যাপারে কাউকেই উৎসাহী মনে হলো না, বরং প্যাকহর্সের পিঠে এবার কি নিয়ে এসেছে, সেটা দেখতেই বেশি আগ্রহী। অপেক্ষায় থেকে একসময় অধৈর্য হয়ে পড়ল শেভার্ন, কিন্তু সযত্নে বিরক্তি চেপে রাখল।

'তিন দরজা যেতে হবে আরও, পরের বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো-তাহলেই জায়গামত পৌছে যাবে-নরকে!' প্রায় নিরুত্তাপ স্বরে বলল বিশালদেহী বারটেন্ডার, শেষ পর্যন্ত অন্তত একজন সাহস সঞ্চয় করেছে ।

'শেরিফকে ডেকে আনছি আমি,' বলে পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা।

অপেক্ষার ফাঁকে একটা বীয়ার নিল শেভার্ন। স্পষ্ট টের পাচ্ছে অন্যদের কৌতূহলী দৃষ্টি ফুঁড়ে যাচ্ছে ওকে, কিন্তু কেউই প্রশ্ন করছে না। নিজেও মুখ খুলল না ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেলুনে ঢুকল শেরিফ জেসন বেলহ্যাম; উষ্কখুষ্ক চুল, চোখে ঘুমের রেশ লেগে আছে এখনও। 'একবার সতর্ক করেছি তোমাকে...' সরোষে বলতে শুরু করল সে, চোখে তীব্র অসন্তোষ।

'ম্যাকলেন্ডনের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি আমি।'

পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল সেলুনে, স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে শেরিফ। শেষে বোধহয় বুঝতে পারল ঝগড়া করার তালে নেই শেভার্ন, হাল ছেড়ে দিল সে। 'বলে যাও,' বিড়বিড় করল ল-ম্যান।

'একজন ডাক্তার আর একটা ওয়্যাগন নিয়ে যদি সময়মত পৌছতে পারো তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে সে। আরেকটা দিন রোদের মধ্যে টিকতে পারবে না বুড়ো। এই ফাঁকে কেউ কি আমাকে একটা তাজা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেবে?

যেটায় এসেছি মনে হয় না অতদূর পর্যন্ত যেতে পারব।'

সন্দিহান চোখে তাকিয়ে থাকল শেরিফ, শেষে কোমল হয়ে এল চাহনি। 'আবার যাওয়ার দরকার নেই তোমার, এরইমধ্যে বোধহয় একশো মাইলের মত ঘোড়া ছুটিয়েছ।'

'কিন্তু এ শহরের ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তি আছে আমার, এবং নিশ্চিন্ত না হয়ে কোথাও রাতও কাটাই না। তাছাড়া ম্যাকলেন্ডন লোকটা যেই হোক, ওর কাছেই আমার মালপত্র রেখে এসেছি।'

এবারও ব্যাখ্যা দিল না কেউ।

ডাক্তার আর লিভারি স্টেবলের হসলারকে জাগাতে দু'জনকে পাঠাল শেরিফ। এই ফাঁকে বীয়ারে শেষ চুমুক দিল শেভার্ন, ভাবছে সামান্য বীয়ারই সহ্য করতে পারে কি-না এখন, শরীরে যা ক্লান্তি। শেষবার ঘুমানোর পর কত পথ যে পাড়ি দিয়েছে মনে করতে পারল না। কয়েকটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে শরীর সোজা করে দাঁড়াল ও, কঠিন হয়ে গেছে পেশীগুলো। সেলুনের লোকগুলোকে নিজের ক্লান্তি সম্পর্কে জানতে দিতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত সবকিছুরই ব্যবস্থা হলো। শেভার্নের জন্যে তাজা ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে, ম্যাসট্যাঙের চেয়ে বড়জোর এক হাত লম্বা হবে, একটা বাকবোর্ডের পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছে ওটাকে। তেরপল দিয়ে বাকবোর্ডটা এমন ভাবে ঢাকা যে প্রেয়ারির স্কুনারের মত দেখাচ্ছে। কষ্টেসৃষ্টে স্যাডলে চাপল শেভার্ন, তারপর শেরিফের পাশাপাশি এগোল। আগেই বাকবোর্ডে উঠে বসেছে স্বল্পভাষী ডাক্তার।

স্যাডল থেকে দু'বার খসে পড়ার অবস্থা হলো ওর। একসময় ক্লান্তি আর ঘুমের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাকবোর্ডে চড়ে বসল, শক্ত পাটাতনে শুয়ে পড়ল, বন্ধুর ট্রেইলে বাকবোর্ডের লাগাতার লাফ-ঝাঁপ বা ধীর গতি কোনটাই বিরক্ত করতে পারল না ওকে। চোখ বুজতেই ঘুম নেমে এল। টানা ঘুমিয়ে জাগল পরদিন ভোরে।

ঘুম থেকে উঠে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল শেভার্ন, বুঝতে চাইছে কত দূরে এল। ঘণ্টাখানেক পর ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা। ততক্ষণে মারা গেছে নীল ম্যাকলেন্ডন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। মরা এক আগন্তুকের জন্যে এত খাটুনি! ভাবতেই অবাক লাগছে, নিজের ওপর কিছুটা বিরক্তিও জাগছে। ষাট মাইল বন্ধুর ট্রেইল পাড়ি দিয়েছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া দুর্ভোগ কোন কাজে আসেনি বুড়োর, লাভের মধ্যে আরেকটা দিন খুইয়েছে ও। হয়তো এখানে থাকাই উচিত ছিল, ম্যাকলেন্ডনের মৃত্যুর সময় কিছুটা হলেও সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারত।

কিন্তু ধুঁকে ধুঁকে মরার মত খারাপ ছিল না ম্যাকলেন্ডনের অবস্থা, অন্তত শেভার্নের তাই মনে হয়েছে। নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল ও, এদিকে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ডাক্তার।

'ও গুলি খেয়েছে আমাদের বলোনি কেন?' জানতে চাইল শেরিফ।

নিখাদ বিস্ময় নিয়ে মাঝবয়সী লোকটিকে দেখল শেভার্ন। 'তাতে কিছু যেত-

আসত? এ এলাকায় একেবারেই নতুন আমি, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি এ অঞ্চলে সামান্য কারণেও মারা যেতে পারে মানুষ।'

রাগে লাল হয়ে গেল শেরিফের মুখ, কিন্তু উত্তর দিল না।

'দ্বিতীয় শটে মারা গেছে ম্যাকলেন্ডন,' দীর্ঘ নীরবতা ভাঙল ডাক্তার।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল শেভার্ন। 'অসম্ভব!'

'তুমি কি ডাক্তার?' প্রশ্ন করল চিকিৎসক।

'আরে না! ওকে যখন রেখে গেছি, শুধু কাঁধে একটা ক্ষত ছিল। ওর বাঁচার সম্ভাবনা যদি নাই থাকত তাহলে এত পথ পাড়ি দিলাম কেন যেখানে ওই শহরে ফিরে যাওয়ার কোন আগ্রহ নেই আমার?'

'ঠিক আছে!' অধৈর্য স্বরে বলল সোডা স্প্রিং-এর ল-ম্যান। 'মানছি, নিজের দিকটা পরিষ্কার করেছ তুমি!'

'ওর রাইফেলটা এখনও লোড করা?'

অস্ত্রটা পরীক্ষা করল শেরিফ। '৫০ ক্যালিবারের স্প্রিংফিল্ড, চেম্বারে এক রাউন্ড তাজা বুলেট রয়ে গেছে তখনও।

'সিঙ্গেল শট, তাই না?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল জেসন বেলহ্যাম, শেষে নড করল।

বাকবোর্ডে ম্যাকলেন্ডনের মৃতদেহ তুলল শেরিফ আর ডাক্তার, এই ফাঁকে নিজের জিনিসপত্র গোছাতে ফিরে গেল শেভার্ন। আচমকা টের পেল সন্দেহের দৃষ্টিতে ওকে দেখছে অন্য দু'জন।

'ম্যাকলেন্ডন কে, জানো তুমি?'

'মি. বেলহ্যাম,' ক্লান্ত সুরে বলল শেভার্ন। 'আমি এমনকি এখনও জানি না তুমিই বা কে। এখানে নিজের সম্পর্কে মুখ খোলে না কেউ, দু'দিনের অভিজ্ঞতায় একটা কথা নিশ্চিত জেনেছি–একমাত্র সেন্ট পলের দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক!'

'প্যাচাল বন্ধ করো তো! তুমি কি জানো কে গুলি করেছে ওকে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছে চেনে।'

'তো?'

'তো কি?'

'বলেনি তোমাকে?'

'তথ্যটা আমাকে দেয়ার মত যোগ্য লোক মনে করেনি মি. ম্যাকলেন্ডন,' আচমকা অদ্ভুত একটা ব্যাপার মনে পড়ল শেভার্নের, ঘুরে মরা ঘোড়াটার দিকে তাকাল। 'সত্যিই মজার বিষয়!' স্বগতোক্তি করল ও।

'মজার বিষয়?'

'গ্রীন রীভারের একটা বোতল রেখে গিয়েছিলাম। ওটা দেখছি উধাও হয়ে গেছে!'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল। 'ইন্ডিয়ান?' শেষে মন্তব্য করল ডাক্তার।

'মি. ম্যাকলেন্ডন নিশ্চিত ছিল ইন্ডিয়ানরা আক্রমণ করেনি ওকে।'

'দ্বিতীয় শটের কথা বলছি আমি। কাঁধের ক্ষতের জন্যে নয়, বরং নতুন একটা

শটের জন্যে মারা গেছে নীল ম্যাকলেন্ডন। খুব কাছ থেকে ওকে গুলি করেছে কেউ।'

'সেটা যদি জানোই, তাহলে আমাকে সন্দেহ করছ কেন?'

দলা পাকানো একটা কাগজ বের করল শেরিফ, সতর্কতার সাথে ভাঁজ খুলে মেলে ধরল ওর সামনে। পড়ল শেভার্নঃ

দশ হাজার পশু, ঠিকমত দেখে-শুনে রাখতে পারলে সত্যিই লাভজনক সম্পত্তি হতে পারে। এক-তৃতীয়াংশ হবে তোমারও, শেভার্ন।

'পড়তে পারছ?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল শেরিফ।

'নিশ্চয়ই।'

'হস্তাক্ষরের ব্যাপারে কি বলবে?'

বুড়ো কোন মানুষের লেখা–হিজিবিজি, তবে পড়া যাচ্ছে। 'কি জানতে চাইছ তুমি?'

'সত্যিই কি বুড়ো লিখেছে এটা?'

স্থির দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে তাকাল শেভার্ন। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? আসলে কি জানতে চাও তুমি?'

'আমাকে যে নোট পাঠিয়েছ হস্তাক্ষরটা কিন্তু সেটার মতই মনে হচ্ছে।'

'তোমাকে পাঠিয়েছি…?' তারপরই গতদিনের ব্যাপারটা মনে পড়ল শেভার্নের। 'ওই ছেলেটার কথা বলছ তো? কিন্তু তাতে কি?'

'কিছুই না। দেখা যাচ্ছে একই হাতের লেখা।'

শ্রাগ করল শেভার্ন। 'মি. ম্যাকলেন্ডন একজন স্কটিশ। আমরা বোধহয় একই ধরনের শিক্ষকের কাছ থেকে পড়তে বা লিখতে শিখেছি।'

'তারপরও একই রকম মনে হচ্ছে।'

'ফালতু ব্যাপার!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল ও। 'স্কটিশরা বরাবরই কপারপ্লেট হরফ পছন্দ করে, হয়তো কিছুটা ধীর-স্থির আর স্পষ্ট লেখা হয় বলেই। তোমরা আমেরিকানরা যা অস্থির, স্বভাবের মতই টেনে-টুনে পেঁচিয়ে লিখতে পছন্দ করো। স্পেন্সার হরফে হয়তো দ্রুত লেখা সম্ভব, কিন্তু কপারপ্লেট হরফের লেখা পড়া ততোধিক সহজ। যাকগে, মি. ম্যাকলেন্ডনের নোটের সাথে আমার সম্পর্ক কি? এতে কি স্পষ্ট হয় খুনটা আমিই করেছি?'

'উঁহুঁ, নোটের লেখা কোন ভাবেই তোমাকে অভিযুক্ত করে না। ভাবতেই অবাক লাগছে নিজের সম্পত্তি এক আগন্তুককে দিয়ে গেছে মি. ম্যাকলেন্ডন, অথচ ওর পরিবার আছে!'

'আজব এক দেশ এটা এবং তারচেয়েও আজব চিড়িয়ায় ভরা!' ঘুরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল শেভার্ন, তারপর আচমকাই উপলব্ধি করল কাকে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে বুড়ো ম্যাকলেন্ডন।

চার

ব্যাপারটা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, রীতিমত খাপছাড়া, অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। নীল ম্যার্কলেন্ডনকে দেখে মনে হয়নি অসুস্থ ছিল, কিন্তু নিজের পরিবারকে বঞ্চিত করল কেন?

ঘুরে ডাক্তার আর শেরিফের মুখোমুখি হলো শেভার্ন। 'তোমাদের কথা বুঝতে ভুল না হলে ধরে নিচ্ছি নিজের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছে বুড়ো। এবার আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। যত দামই হোক, ম্যাকলেন্ডনের সম্পত্তি যদি সোডা স্প্রিং-এর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেও থাকে, সেটা গ্রহণ করছি না আমি! ফর্ক দিয়ে লোকজন পানি পান করে এমন যে কোন জায়গায় স্থির হতে পারি, কিন্তু এখানে থামছি না! এমনকি সোডা স্প্রিং-এর শেরিফ বদল হলেও মত পাল্টাবে না আমার।'

'বেশি দূরে যেতে হবে না,' শুকনো স্বরে বলল শেরিফ, থমথমে মুখ দেখে বোঝা গেল অন্তত এবার নীরবে অপমান হজম করছে। 'দশ মাইল সামনে গেলেই নীল ম্যাকলেন্ডনের বাথান।' শেভার্ন যেদিকে যাচ্ছিল সেদিক নির্দেশ করল সে। 'কিন্তু ওখানেও আমার কর্তৃত্ব রয়েছে। এবার প্যাচাল বাদ দিয়ে স্যাডলে চেপে শহরে ফিরে চলো।'

'দুঃখিত।'

'দুঃখিত?'

'সোডা স্প্রিং-এর কর্তৃপক্ষ আমাকে সতর্ক করেছে শহরে আমার আগমন ভাল চোখে দেখবে না কেউ।'

'নিকুচি করি তোমার! তুমি কি চাও বাগানে গিয়ে কেঁচো খুঁড়ে খাই আমি?'

বিস্ময় নিয়ে দু'জনের বাদানুবাদ দেখছে ডাক্তার।

'কোন অপরাধের অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে?'

'না।'

'তাহলে নিজের পথে যেতে পারো তুমি,' ঘোড়ার দিকে এগোল শেভার্ন, তারপর আচমকা লেখাটার কথা মনে পড়ল—কপারপ্লেট হরফের লেখাটা ওকে পড়তে দিয়েছিল শেরিফ।

'কি ধরনের লোক হলে এমন সম্পত্তি হাতছাড়া করতে পারে!'

নীরবতা নেমে এল। খুনীর সম্ভাব্য পরিচয় পেতে চারপাশে ট্র্যাক খোঁজা শুরু করল জেসন বেলহ্যাম, শেভার্ন নিজেও সাহায্য করল তাকে। কিন্তু তেমন কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না ওদের। ট্রেইল থেকে ক্যাম্পের দিকে সরে এসেছে বড়সড় একটা ঘোড়া, বিশ কদম দূর থেকে ম্যাকলেন্ডনকে গুলি করেছে অশ্বারোহী। তারপর গ্রীন রীভারের বোতলটা নিয়ে কেটে পড়েছে, অন্য কিছু স্পর্শ করেনি।

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা গোল্ড প্যান বের করল শেভার্ন, পানি ভরে এগিয়ে দিল ঘোড়ার উদ্দেশে। পানি শেষ করে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল ঘোড়াটা।

'দেখে মনে হয় না কোন মাইনার তুমি,' গোল্ড প্যানটার ওপর লেগে আছে শেরিফের দৃষ্টি।

তোমাকেও শেরিফ মনে হয় না আমার, বলতে চেয়েও নিজেকে সামলে নিল ও।

'পরিবারটা বিপদে আছে।'

'একটা দলিল লিখে দিচ্ছি, ওই সম্পত্তি চাই না আমার।'

'ব্যাপারটা তা নয়,' শুকনো, হতাশ সুরে বলল শেরিফ, খানিকটা হলেও বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'ম্যাকলেন্ডনদের ভাল-মন্দ দেখবে এমন লোককে কেবল কথায় নয়, কাজেও পারদর্শী হতে হবে।'

'ভাড়া খাটি না আমি।'

'না, আমারও তাই মনে হয়। যে ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিয়েছ তুমি, চেনো ওকে? ম্যাকলেন্ডনের ছেলে ও।'

ঘুরে শেরিফের মুখোমুখি হলো শেভার্ন। 'আসলে আমার কাছে কি চাও তুমি?'

'কৌতূহল হচ্ছে, জানতে চাইছি আসলে কি আছে তোমার মধ্যে। কেন নিজের পরিবারের চেয়ে তোমাকে শ্রেয় মনে করেছে ম্যাকলেন্ডন–সত্যিই যদি তাই করে থাকে! বেঁচে থাকতে বুড়োকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত লোকজন, কিন্তু একটা কথা বলত না কেউ।'

নীরবে অপেক্ষায় থাকল শেভার্ন।

'কেউ বলেনি যে সে বোকা। ...এবার কি দয়া করে সোডা স্প্রিং-এ গিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করবে?'

'এত করে বলছ যখন!' বিদ্রূপের স্বরে বলল শেভার্ন, স্যাডলে চেপে অপেক্ষায় থাকল। বাকবোর্ড ঘুরিয়ে এগোতে শুরু করল ডাক্তার।

'আগে গেলে ধুলো কম লাগবে,' বাতলে দিল শেরিফ।

এবং আমার পিঠ জরিপ করার লোকও বেশি থাকবে, মনে মনে বলল শেভার্ন। ক্ষীণ হেসে নড করল ও, কিন্তু বাকবোর্ডের পেছনেই থাকল।

আবারও যখন সোডা স্প্রিং-এ পৌঁছল ওরা, ডাক্তার আর শেরিফ তখন স্যাডলে বসেই ঢুলতে শুরু করেছে। গতরাতে কিছুটা হলেও বিশ্রাম পেয়েছে শেভার্ন, ক্লান্তি লাগছে না তেমন। সতর্ক দৃষ্টিতে শহরের একমাত্র রাস্তাটা জরিপ করল ও। ফাইন ফার্নিচার অ্যান্ড কিউনেরালস-এর সামনে থামল ওরা। 'তুমিই যেহেতু আসতে বাধ্য করেছ,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও। 'এবার নিশ্চয়ই কোথায় থাকতে পারি সেই পরামর্শও দেবে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল শেরিফ, চিন্তাটা যেন মাথায় আসেনি তার। 'মিজ বোম্যানের ওখানে চলে যাও,' স্বেচ্ছায় পরামর্শ দিল ডাক্তার।

'শহরের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন জায়গা,' একমত হলো জেসন বেলহ্যাম, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

নির্দেশ মত এগোল শেভার্ন।

মিসেস বোম্যান মোটাসোটা হাসিখুশি মহিলা, এক নজরেই পছন্দ হলো শেভার্নের। ভেতরে ঢোকার পরপরই ছোট একটা ছেলেকে ওর মালপত্র নিয়ে আসার ইঙ্গিত করল। ঘোড়া দুটোকে স্টেবলে নিয়ে গেল ছেলেটা। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকল শেভার্ন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। তরুণী এক মেয়েকে পেছনের আঙিনায় পানি গরম করার নির্দেশ দিল মহিলা।

'পানি গরম করো তোমরা?' আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে জানতে চাইল ও।

'সোডা স্প্রিং-এর পানি খুব ঠাণ্ডা,' ব্যাখ্যা দিল মিসেস বোম্যান, নিজেই দোতলার একটা কামরায় নিয়ে এল ওকে।

ধূলিমলিন জুতো খুলে মোটামুটি আরামদায়ক বিছানায় দীর্ঘদেহ বিছিয়ে দিল শেভার্ন। দারুণ ক্লান্তি লাগছে, দরজায় করাঘাতের শব্দে সচকিত হলো ও। তরুণী মেয়েটিকে অনুসরণ করে নিচে নেমে এল হলঘর হয়ে আরেক কামরায় ঢুকে রীতিমত বিস্মিত হলো। আশা করেছে গরম পানি পৌঁছে দেওয়া হবে কামরায়, কিন্তু টিনের তৈরি বাথটাব বসানো হয়েছে এখানে। সরু নালার ড্রেন পানি খালি করছে পেছনের বাগানে।

ওর কাপড়গুলো ধুতে নিয়ে গেল তরুণী। গা পরিষ্কার করতে প্রায় পুরো একটা সাবান খরচ করে ফেলল শেভার্ন, ফেনা হচ্ছে না তেমন। শেষে বিরক্ত হয়ে ইস্তফা দিল। শরীর থেকে ক্ষারের মিহি প্রলেপ ধুয়ে একটা কম্বল জড়াল গায়ে। হলঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল, বাইরের দরজা খুলে গেছে।

যে মুখটা দেখতে পেল, মানতেই হলো বিষণ্ন হলেও এমন অপূর্ব সুন্দর মুখ বহুদিন দেখেনি ও। শুধু কম্বলমোড়া একজন পুরুষকে সামনে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজার আড়ালে সরে গেল মেয়েটা। নিজের কামরায় ফিরে এসে কাপড় পরল শেভার্ন, বিছানায় শুয়ে একটা চুরুট ধরাল।

লাল-চুলো মেয়েদের নিয়ে পশ্চিমে বহু মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে, আদৌ এসবের কতটা সত্যি কে জানে। ভাবতেই বিস্ময় লাগছে ওর। তবে এরচেয়েও বেশি বিস্ময় বোধ করছে নিজেকে নিয়ে–এভাবে ছন্নছাড়ার মত কাটাতে থাকলে কোথায় গিয়ে থামবে শেষে? অন্যদের মত সৌভাগ্যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও, কারণ বরাবর যে কোন লড়াইয়ে বিজিতের পক্ষ নিয়েছে। এবার বোধহয় ভাগ্য পরিবর্তন করার সময় হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা এক লোকের কাছ থেকে একটা বাথান আর দশ হাজার পশুর উত্তরাধিকার নেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, যেখানে নিজের পরিবারকে বঞ্চিত করেছে লোকটি? ক্ষণিকের পরিচয় হলেও ওর ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেছে বুড়ো, অথচ গৃহযুদ্ধের শুরুতে আঠারোশো চৌষট্টির গোড়ার দিকেই নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে ও।

ডিনারের ঘণ্টার শব্দে যখন ঘুম ভাঙল ওর, উঠে দেখল ধোয়া কাপড় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কামরায়, আগের চেয়ে কিছুটা হলেও পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। সাফসুতরো হয়ে নিচে নেমে এল ও। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় দেখল অন্য অতিথিরা আগেই টেবিলে এসে বসেছে।

নেহায়েত দায়সারা গোছের পরিচয় হলো অন্যদের সঙ্গে। হলে দেখা লাল-চুলো মেয়েটি নেই টেবিলে। খাওয়ার দিকেই মনোযোগ দিল শেভার্ন। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় ঠিকমত পেটে পড়েনি কিছু। স্টু, বেকন, মাংস আর রুটি সহযোগে খাওয়া সারল ও। খাবারটা সুস্বাদু, রাঁধুনীর হাতের গুণেই বোধহয়–সোডা স্প্রিং-এর ক্ষার-মিশ্রিত পানি কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি খাবারের গুণগত মানে। সবশেষে কফি দেওয়া হলো, কিছুটা ক্ষারীয় স্বাদ থাকলেও অন্তত খাওয়ার অযোগ্য হয়নি। মিসেস বোম্যান পুরোপুরি সফল।

অন্যদের নির্লিপ্ত আচরণে বোঝা গেল ইতোমধ্যে ওর 'খ্যাতি' সম্পর্কে জেনে গেছে সবাই। খারাপ খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। বোম্যান'স হাউসে প্রায়ই এরকম বিতর্কিত চরিত্রের অতিথির সমাগম হয় কি-না কে জানে, আনমনে ভাবল শেভার্ন।

সোডা স্প্রিং-এ আদপে কোন চার্চ নেই। ফিউনেরালের কাজ তাই কবরের পাশে সারা হয়। পরদিন ভোরে নীল ম্যাকলেন্ডনের ফিউনেরালে যোগ দিল শেভার্ন। লোকজনের সমাবেশ হতাশ করল ওকে, গুটি কয়েক লোক উপস্থিত। দূর থেকেই ওর উদ্দেশে নড় করল ডাক্তার আর শেরিফ। কবরের পাশে চারটে চেয়ার রাখা, এর মধ্যে দুটো শূন্য।

কবরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা, পাশেই এক তরুণ। পেছন থেকে দু'জনকে দেখল শেভার্ন। একটু পর বুঝতে পারল এই মহিলাই বোম্যান'স হাউজে দেখা সেই লাল-চুলো যুবতী, আর ছেলেটা ওর সঙ্গে সোডা স্প্রিং ছাড়তে চেয়েছিল। নীল ম্যাকলেন্ডনের পরিবার।

রহস্যময় চরিত্র একেকজন!

মোমের মত চটচটে চামড়ার এক প্রীচার গৎ বাঁধা সুরে প্রার্থনা করছিল, প্রায়ই কেশে উঠছে। কিছুটা হলেও শঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে, যেন আশঙ্কা করছে কঠিন লোকটিকে ওর নিজ হাতেই কবরে শোয়াতে হবে।

ওদেরকে বোলো বিপদে পড়েছে ম্যাকলেন্ডন। নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে মিথ্যে বড়াই করেছিল বুড়ো, নাকি ভুল ধারণা করেছে? কিংবা সীমান্তের কাছাকাছি এই শহরের লোকজন নেহায়েতই অসামাজিক? গতকাল ভোরে সোডা স্প্রিং-এ ঢোকার ক্ষণটি মনে পড়ল ওর। সূর্য ওঠার আগেই প্রাত্যহিক কাজ শুরু করার জন্যে ঘুম থেকে জেগে ওঠে বেশিরভাগ লোক।

ওদেরকে বোলো বিপদে পড়েছে ম্যাকলেন্ডন। বুড়ো বলেনি যে এখানে খুব জনপ্রিয় সে–শুধু বোঝাতে চেয়েছে সোডা স্প্রিং-এ পরিচিত।

প্রার্থনা শেষে কবরের দিকে এগোল লাল-চুলো যুবতী, পাশে ডাক্তার আর ছেলেটা। কবরে কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলল মেয়েটা, ঘুরে দাঁড়াল এরপর। শেভার্ন খেয়াল করল শোকে কাতর নয় মেয়েটি, বরং কিছুটা হলেও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কোমরের ওপর থেকে সারা শরীর আড়ষ্ট, নাড়াচাড়া করছে না। সেজন্যেই হাঁটার সময় ওকে সাহায্য করছিল অন্য দু'জন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল শেভার্ন। সুন্দরী কোন মহিলার জন্যে মানসিক অক্ষমতা সত্যিই দুঃখজনক।

'মি. শেভার্ন?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও। যুবতীই ডেকেছে ওকে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, মুখ নির্বিকার, ভান করছে ওকে চেনে না।

'তুমিই কি আমার বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলে?'

নড করল ও।

'বিকেলে বাবার উইল পড়ে শোনানো হবে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল মেয়েটি।

শেভার্ন কোন উত্তর দেয়ার আগেই ফিরতি পথে এগোল যুবতী, ডাক্তার আর ছেলেটা সাহায্য করছে ওকে।

বদহজম হয়েছে যেন, এমন ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জিম শেভার্ন, বিতৃষ্ণা বোধ করছে। চুরুট ধরানোর ফাঁকে কবরের দিকে নজর চালাল, বেলচা দিয়ে মাটি ফেলছে দীর্ঘদেহী এক লোক, নিখাদ পাথরের মত কঠিন মুখ লোকটার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লিভারি স্টেবলের উদ্দেশে এগোল ও।

'চলে যাচ্ছ?' জানতে চাইল হসলার।

'উঁহুঁ, ঘোড়াগুলো দেখতে এসেছি,' চুরুট নেভানোর সময় বলল ও। ঘোড়াগুলোর কোনটাকেই এখন আর ক্লান্ত মনে হচ্ছে না, যথেষ্ট বিশ্রাম আর দানাপানি জুটেছে। 'ঘোড়াগুলোর মালিকানার ব্যাপারে আমাকে আশ্বস্ত করেছে শেরিফ, আগের মালিকদের সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?'

শ্রাগ করার সময় থোক্ করে তামাকের রস মাটিতে ফেলল লোকটা। 'লাল-মুখো মাসট্যাঙের মালিককে তুমি নিজেই নিয়ে এসেছ।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' হসলার সত্যিই সহজ সরল লোক নাকি ওর সঙ্গে রসিকতা করছে, বুঝতে পারল না শেভার্ন।

ফের শ্রাগ করে থুথু ফেলল হসলার। 'গোল্ডেন ঈগলে কিছু বেপরোয়া লোক সবসময়ই থাকে। শুনেছি ওখানে কয়েকটা পট জিতেছ তুমি। ওদের কেউই বোধহয় টাকাটা ফেরত নিতে চেয়েছিল।'

নতুন কিছু জানা হলো না। 'অন্য ঘোড়ার মালিক, তরুণ ছেলেটার ব্যাপারে কিছু জানো?'

'নেহায়েত ড্রিফটার! মনে হচ্ছে যুদ্ধের পর থেকে দোজখে পরিণত হয়েছে দেশটা। নানা কিসিমের ধান্ধাবাজ আর বন্দুকবাজ গজিয়ে উঠছে, এদের সামাল দেয়ার লোকের অভাব পড়ে গেছে।'

'ম্যাকলেন্ডন কে?'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল হসলার। 'তুমিই তো নিয়ে এসেছ ওকে, তাই না?'

'সত্যি। কিন্তু নামটা ছাড়া ওর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না।'

'পশ্চিমের পাহাড়ে বিশাল একটা বাথান আছে ওর। ইদানীং পড়শীদের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল, আমার ধারণা ঝামেলা থেকে চিরতরে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে সে।'

একমত না হয়ে উপায় নেই। হসলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল শেভার্ন। আরেকটা চুরুট ধরানোর সময় ভাবল কিভাবে সকালটা কাটাবে। সারা শহরে কেবল গোল্ডেন ঈগলে পোকার খেলা চলে, সেখানে কেউ

যদি ওকে পেছন থেকে গুলি করার ফিকিরে না-ও থাকে, মনে হয় না খেলতে রাজি হবে কেউ। সোডা স্প্রিং-এর প্রায় সবাই জেনে গেছে জিম শেভার্ন ওরফে লাইমিকে পোকারে ঠকানোর ফলাফল স্বাস্থ্যকর হয় না।

রাস্তার উল্টোদিকে ডোরাকাটা একটা খুঁটি দেখতে পেয়ে এগোল ও। ভেতরে ঢুকতেই টের পেল নীরব হয়ে গেছে পুরো দোকান, বুঝতে অসুবিধে হলো না এখানেও ওর কুখ্যাতি পৌঁছে গেছে। চেয়ার খালি হওয়ার অপেক্ষায় ছিল দুই লোক, কিন্তু আগে ওকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই।

'অপেক্ষা করব আমি,' বলল শেভার্ন। কিন্তু দু'জনেরই হঠাৎ জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, দ্রুত বেরিয়ে গেল একজন। অগত্যা একটা চেয়ারে বসে পড়ল শেভার্ন। 'কারও থালার খাবার কেড়ে নেই না আমি,' নাপিত সাবানের ফেনা দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলার আগে মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ও।

'ব্যক্তিগত ভাবে তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, মি. লাইম জুস,' চেষ্টাকৃত কোমল স্বরে বলল অপেক্ষারত অন্য খদ্দের। 'আসলে তোমার কাছাকাছি থাকারই ইচ্ছে নেই!' বলেই দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

'এই পানি দিয়ে কিভাবে এত ফেনা তৈরি করেছ?' নাপিতের উদ্দেশে জানতে চাইল শেভার্ন।

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল নাপিত। 'তোমার চুলের গাঁজলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তোমাকে বলেনি টাবের পাশে সবসময় সোডা অ্যাশের সরবরাহ থাকে। সাবান ব্যবহার করার আগে পানিতে কিছু সোডা মিশিয়ে নিতে হয়, পানি নাড়াচাড়া করার পর ফেনাটুকু তুলে নিলেই ক্ষারের পরিমাণ কমে যায়। কাপড়ের ক্ষেত্রেও একই কাজ করা উচিত, যদি না কেউ প্যান্ট বা ট্রাউজারের পা-কে স্টিল্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।'

ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে শেভার্নের কাছে, ক্ষার-মিশ্রিত পানির সঙ্গে আরও ক্ষার মেশালে পানির গুণগত মান না বাড়লেও অন্তত গ্রহণযোগ্য হয় কিভাবে? অবশ্য এ ধরনের আরেকটি রীতির কথা জানে ও–লোকোমোটিভ ট্রেনের বয়লারে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়।

প্রথম পোচ দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে নাপিত, তার দ্বিধা দেখে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল শেভার্ন। কিন্তু পরমুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল শরীর, অযথাই তটস্থ হয়েছে। নিচু ব্রিমের হ্যাট পরা এক লোক দরজায় উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখেই মত বদলে ফেলেছে।

'ওই লোকটা কে, মনে হচ্ছে ওকে চেনা উচিত?'

'এ শহরে থাকতে হবে আমার।'

'আমিও থেকে যেতে পারি,' উপহাসের সুরে বলল ও।

'গুড লাক। তোমার এবং শেরিফ, দু'জনেরই সৌভাগ্য কামনা করছি।'

মুখ ক্ষৌরি শেষ হওয়ার পর মিসেস বোম্যানের হোটেলের দিকে এগোল শেভার্ন, রাস্তায় যে কোন অস্বাভাবিক নড়াচড়ার ব্যাপারে সচেতন। খাবারের ঘণ্টার ঠিক আগ মুহূর্তে পৌঁছল ও। এবারও লাল-চুলো যুবতী অনুপস্থিত থাকল টেবিলে।

খাওয়া শেষ করে পোর্চে এসে দাঁড়াল শেভার্ন, চুরুট ধরিয়ে মাত্র টান দিয়েছে এসময় পাশে কারও উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হলো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল থামের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ ম্যাকলেন্ডন, কিছুটা দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে। 'উইলটা পড়ে শোনানো হবে,' বলল সে।

'এখন?'

নড করে পোর্চ থেকে নেমে গেল ছেলেটা।

অনুসরণ করল শেভার্ন, ল-অফিস ছাড়িয়ে অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল'র অফিসের দিকে এগোল। 'খুশি হও, বাছা,' পেছন থেকে বলল ও। 'তোমাকে ছাড়া খুব বেশি দূর যেতে পারিনি আমি, তাই না?'

চুপ করে থাকল ছেলেটা, বোধহয় শেভার্নের বিশ্বাসঘাতকতা ভুলতে পারেনি এখনও।

আগেই উপস্থিত হয়েছে লাল-চুলো। আড়ষ্ট হয়ে বসেছে চেয়ারে, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল শেরিফ।

কমবয়েসী আইনজ্ঞ ধবধবে ফর্সা, প্রীচারের মতই গলে যাওয়া মোমের মত ত্বকের রঙ। গালে কয়েকটা লালচে দাগ। আচমকা শেভার্ন উপলব্ধি করল সোডা স্প্রিং-এর অর্ধেক লোকই অস্বাভাবিক, তটস্থ। খারাপ পানি, বিশৃঙ্খল আইন, আড়ষ্ট মহিলা···বোধহয় এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে সবাই। স্বতঃস্ফূর্ততা বা স্বাভাবিক স্পৃহা কারও মধ্যে নেই। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল ও। ডাক্তার।

'আমার মনে হয় সবাই তৈরি আছি আমরা,' গম্ভীর স্বরে বলল আইনজ্ঞ। কেউ আপত্তি না করায় উইলকারীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিল সে কিছুক্ষণ।

সবিস্তারে ম্যাকলেন্ডনের যাবতীয় সম্পত্তির ফিরিস্তি দিল আইনজ্ঞ, খুব একটা ভ্রূক্ষেপ করল না শেভার্ন। অপেক্ষায় আছে কখন আসল কাজ সারবে লোকটা। ঘোষণাটা যখন এল, কাউকেই বিস্মিত মনে হলো না। জুডাস ম্যাকলেন্ডন, এবং মেয়ে, মিসেস জুলিয়া ব্রুকসকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিশ্চিত করা ছিল। জুডাসের সাবালকত্ব অর্জন এবং জুলিয়ার বৈবাহিক জটিলতা সহ সম্পত্তির অধিকার রক্ষা এবং নিশ্চিতকরণের শর্তে মি. জিম শেভার্নকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিকার দেয়া হয়েছে।

মেয়েটা তাহলে বিবাহিতা? মি. ব্রুকস কোথায়? শেভার্নই বা এখানে কেন? দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। ভাবছে নিজের এমন কোন শ্বশুর যদি থাকত, যে জীবনের শেষ মুহূর্তেও চরম বিদ্রূপ করে গেছে, উইল পড়ার অনুষ্ঠানে নির্ঘাত অনুপস্থিত থাকত। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতির সাথে ওর চিন্তার খুব একটা হের-ফের নেই।

কালো স্যাভিলানো হাতে তুলে উঠে দাঁড়াল ও। 'তোমাকে একটা দলিল লিখে দেব, মিসেস ব্রুকস,' লাল-চুলোকে আশ্বস্ত করল। 'নিজের ভাগ গ্রহণ করার ইচ্ছে নেই আমার।'

বিহ্বল দেখাচ্ছে আইনজ্ঞকে। 'আইন পড়েছ তুমি, মি. শেভার্ন?'

'কেমব্রিজে।'

'কিন্তু তোমার কথাবার্তা বা আচরণ মোটেই ইয়াঙ্কিদের মত নয়। আমার তো মনে হচ্ছে তুমি একজন ইংরেজ।'

'কাকতালীয় হলেও, ইংল্যান্ডেও একটা কেমব্রিজ আছে।'

আইনজ্ঞের বিভ্রান্ত মুখ দেখে বোঝা গেল ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান তার নিতান্তই কম। লোকটার প্রতি করুণা বোধ করল শেভার্ন। স্যাভিলানো মাথায় চাপিয়ে মিসেস ক্রুকসের উদ্দেশে বাউ করল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আইনজ্ঞের দিকে ফিরল আবার। 'কাগজপত্র তৈরি করো, সই করে দিচ্ছি আমি।'

'না!' তীক্ষ্ণ, দৃঢ় স্বরে বলল মিসেস ক্রুকস।

'নিজের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দান করতে চাইছ তুমি?'

'আমার স্বামী মারা গেছে, মি. শেভার্ন। ও একটা বাধা ছিল, কিন্তু এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না আর। জুডও শিগ্‌গিরই পূর্ণবয়স্ক হতে যাচ্ছে। তবুও আমাদের বাথানে তোমাকে স্বাগত জানাতে আপত্তি নেই আমার।'

পাঁচ

মুহূর্তের জন্যে আবারও বিভ্রান্ত, বিহ্বল হয়ে পড়ল শেভার্ন। 'আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি,' শেষে প্রতিবাদ করল। 'বুঝতে পারছ না এসব দলিল আসলে একটা সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে, ইচ্ছে করলে পরিচালনার ফি হিসেবে পুরো বাথানই দখল করে নিতে পারব আমি?'

অজানা কোন কারণে এবার কিছুটা সন্তুষ্ট দেখাল শেরিফ জেসনকে। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দরজা মেলে ধরল সে। 'গুড লাক,' বলে বেরিয়ে গেল।

আইনজ্ঞের দিকে তাকাল শেভার্ন, বিহ্বল দৃষ্টিতে ওকেই দেখছে সে। ফের যুবতীকে দেখল ও, তারপর জুডাস ম্যাকলেন্ডনের ওপর চকিত দৃষ্টি হেনে আইনজ্ঞের দিকে ফিরল। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওদের!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'কাগজ তৈরি করে রেখো, সবার মাথা ঠাণ্ডা হলে এ ব্যাপারে আবারও আলাপ করব আমরা।'

'সবার মাথা ঠাণ্ডাই আছে, মি. শেভার্ন,' বলল লাল-চুলো।

'আমারটা নেই!' বাউ করে বেরিয়ে এল শেভার্ন।

বাইরে তখন দারুণ গরম পড়ছে, দিনের সবচেয়ে উষ্ণ সময়। পুরো রাস্তাই ফাঁকা। বোর্ডওঅক ধরে শহরের মূল অংশের দিকে এগোল ও, বাড়ির কারণে কিছুটা ছায়া পাচ্ছে। ভাবছে ও, বোঝার চেষ্টা করছে কি থেকে কি ঘটেছে। ছোটবেলায় বহু নভেল পড়েছে যেখানে রেলরোড ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার পর এভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে তুচ্ছ ছেলেরা। কিন্তু বালক বয়স থেকেই ও বুঝতে শিখেছে গল্প আর বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন—এবং সেলুনের হালকা খাবার যতই সুস্বাদু হোক, বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না।

বড়ো নীল ম্যাকলেন্ডনকে অসহায় ভাবে খুন করেছে কেউ, এবং আরও

ঝামেলা আশঙ্কা করছে মিসেস ব্রুকস। মুখে না বললেও আচরণে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেছে, অন্তত শেভার্নের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তিনজন টাফ লোককে খুন করেছে ও, সেটা পরিস্থিতির কারণেই হোক, কিন্তু ফলশ্রুতিতে সোডা স্প্রিং-এ কঠিন, আপসহীন এক লোকের ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেছে ওর। অতএব, ও একজন বিশেষজ্ঞ। এক দার্শনিকের মন্তব্য মনে পড়তে ক্ষীণ হাসল শেভার্ন: শহরের বাইরে একজন বিশেষজ্ঞ স্রেফ একজন জারজ।

'মি. শেভার্ন?'

ঘুরে দাঁড়াল ও। জুডাস ম্যাকলেন্ডন। 'কি ব্যাপার?'

'প্লীজ, কাজটা নাও তুমি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেভার্ন। 'নিজেও জানো আসলে কি বলছ?' ছেলেটা উত্তর না দেয়ায় খেই ধরল, 'আমাকে দায়িত্ব নিতে বলছ তুমি, কিন্তু সেদিন বোনকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছ কেন?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল ছেলেটা। 'বাবা তখন বেঁচে ছিল।'

এভাবে ভেবে দেখেনি শেভার্ন। 'এটা একটা কারণ বটে,' স্মিত হেসে বলল। ভাবছে অস্বাভাবিক হলেও সত্যি যে বুড়ো ম্যাকলেন্ডনের মৃত্যুতে তার পরিবারের কাউকে খুব একটা হতাশাগ্রস্ত বা শোকাতুর মনে হচ্ছে না। নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার ঘটনা মনে পড়ল ওর, এই এতদিন পরও ঘটনাটা স্মরণ করতে পছন্দ করে না সে।

'নেবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাকলেন্ডনের কথা মনে করল শেভার্ন, মৃত্যুশয্যায় ওকে দারুণ এক উপদেশ দিয়ে গেছে লোকটা: *কেবল দুটো ব্যাপারে শঙ্কিত আমি—কখনও যদি পায়ে হাঁটতে বাধ্য হই এবং এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে।* সোডা স্প্রিং-এ এসে নিজের ঘোড়া হারিয়েছে ও, এবং এক মহিলার ভূত ঘাড়ে প্রায় চেপে বসেছে!

জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে এড়িয়ে গেল শেভার্ন। বোম্যান'স হাউসে এসে ভিন্ন পথ ধরল, ছেলেটাকে জানাল ভদ্রলোকেরা দিনের এসময়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে কাটায়। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ও, ভাবছে।

বাল্যকালের উচ্ছ্বাস খুব অল্প বয়সেই বিদায় নিয়েছে ওর জীবনে, বদলে জোড়া কোল্টের ওপর আস্থা অর্জন করেছে। আস্থাটা হয়তো খুব বেশিই। এবার বোধহয় স্থির হওয়ার সময় হয়েছে। সোডা স্প্রিং থেকে অনেক দূরে, তুষারশুভ্র ওই পর্বতশ্রেণীর কাছাকাছি থাকতে কেমন লাগবে?

মনে পড়ল স্রেফ একটা বাথান দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে। এমন নয় যে কাঠখোট্টা মিসেস ব্রুকস ব্যক্তিগত ভাবে কিছু চাইবে ওর কাছে, এমনকি মহিলা চপলা এক তরুণীতে রূপান্তরিত হলেও অবস্থার হের-ফের হবে না কারণ ও ওই মেয়ের চেয়েও তৎপর—ভদ্র, বনেদী এবং সুন্দরী কোন মহিলার বাড়ানো দু'হাত এড়ানোর ক্ষমতা ওর আছে।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে দেখা গেল মিসেস ব্রুকসকে। আগের মত আড়ষ্ট

দেখাচ্ছে না, প্রায় নিরুত্তাপ স্বরে উইশ করল সবাইকে। জুডের মধ্যে প্রবল আগ্রহ লক্ষ করল শেভার্ন। পরে নাস্তা শেষ করে যখন পোর্চে বেরিয়ে এল পেছনে তাকে দেখতে না পেয়ে স্বস্তি বোধ করল, ধারণা করল বোন বোধহয় 'টাইট' দিয়েছে জুডকে।

হার্নেস জুড়ছিল হসলার। দুটো বাকবোর্ড আর একটা ফ্রেইট ওয়্যাগন রয়েছে করালের পাশে, ওয়্যাগনের জ্যাক ঠিক করতে কসরৎ করছে এক লোক। গ্রীজ আর ময়লা লেগে আছে শার্টে। সোডা স্প্রিং-এর পানিতে ধুয়ে কখনও ওই দাগ উঠবে কি-না কে জানে, ভাবল শেভার্ন।

'ঘুরতে যাচ্ছে কেউ?' হালকা সুরে জানতে চাইল ও।

'বাকবোর্ড বা ওয়্যাগনগুলো চেনো না তুমি?' শিকলের সাথে একটা চামড়ার টিউব সেলাই করার ফাঁকে মুখ তুলে তাকাল হসলার। শেভার্ন মাথা নাড়তে হাসল সে। 'এগুলো তো তোমাদের ওয়্যাগন।'

গতকাল ওকে ভয় পাচ্ছিল বেটা, কিন্তু আজ যেন পরম বন্ধু মনে করছে! বিরক্তি চেপে রেখে স্টেবল থেকে সরে এল ও। কিছুক্ষণ ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করল। গোল্ডেন ঈগলে গিয়ে এক পেগ বীয়ার গিলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। ঝামেলাবাজ কারও মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া দীর্ঘ যাত্রার শুরুতে সামান্য একটা ঠাণ্ডা বীয়ার এমন কোন কাজ দেবে না। বোম্যান'স হাউসে ফিরে এল ও।

রিসেপশনে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল মিসেস ব্রুকস, চামড়ায় মোড়া একটা চেয়ারে বসে আছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। একটা লেজার দেখছিল নিবিষ্ট মনে, চোখ তুলে ওকে দেখতে পেয়ে মৃদু নড করল।

পাশের রকারে বসল শেভার্ন, স্যান্ডিলানো দিয়ে বাতাস করল নিজেকে। 'লিভারি স্টেবলের ওয়্যাগনগুলো সাজানোর নির্দেশ দিয়েছ, ম্যা'ম?'

'হ্যাঁ, মি. শেভার্ন।' লেজারটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল যুবতী।

এখনও মনস্থির করিনি, বলতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে লেজারের পৃষ্ঠায় চোখ বুলাল ও। 'এই কলামে ডি.বি বলতে কি বোঝানো হয়েছে, যেসব দেনা শোধ করতে হবে?'

'ডি.বি কিন্তু দেনার সংক্ষিপ্ত রূপ নয়। ডেথ বেনিফিট।'

'তাই?' আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। নিছক ছন্নছাড়া বা মারকুটে স্বভাবের জন্যে একটা এস্টেটের এক-তৃতীয়াংশ অফার করা হয়নি ওকে। কলাম ধরে হিসাবের ওপর চোখ বুলাল ও, ভাবছে অন্য শব্দ সংক্ষেপগুলোর মানে কি হতে পারে–ডিপ., কাট কিংবা পি. অ্যান্ড এল-এর মানে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু টি.আর.এন.কিউ মানে কি?

শ্রাগ করল ও। পরেও অর্থোদ্ধার করা যাবে এসবের। একেবারে শেষের লাইনটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। 'কেউ আশা করে না আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা তার মুখে পুরে দেবে অন্যরা,' মিসেস ব্রুকসের দিকে ফিরে জানতে চাইল শেভার্ন। 'কিন্তু নিজের সম্পত্তি ধরে রাখার চেষ্টা তো অন্তত থাকতে হবে। এখানে যেসব হিসাব আছে, তাতে মনে হচ্ছে আসলে তেমন কিছুই করোনি তোমরা।'

'ঠিকই ধরেছ। বাবার বয়স হচ্ছিল, ঠিকমত দেখাশোনা করতে পারছিল না। সাহসী, দৃঢ়চেতা কাউকে দরকার ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে একেবারে শেষ মুহূর্তে তোমাকে পেয়েছি আমরা। এর আগে অনেকেই এসেছে, আবার চলেও গেছে,' শেভার্নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করল না মিসেস ক্রুকস। 'যদি যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাতে পারো, হয়তো তোমার পুরস্কারের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারবে।'

'প্রশংসনীয় সততা দেখাচ্ছ তুমি, ম্যা'ম! কে, এবং কতজন?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'জানতে চেয়েছি কাকে এবং কতজনকে খুন করতে হবে?'

বিদ্রূপ আর কটূক্তির জন্যে তৈরি ছিল শেভার্ন, কিন্তু অপরূপা লাল-চুলোর নিষ্পলক দৃষ্টিই বরং শেষে অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে। 'আমার কাজ তো সেটাই, তাই না? তোমার বাবা এ-ই চেয়েছে, এবং তোমরাও তাই আশা করছ।'

'হ্যাঁ।'

'কি করে এতটা নিশ্চিত হচ্ছ যে তোমার পক্ষে যোগ দেব আমি?'

'কারণ সবকিছুরই পক্ষ-বিপক্ষ আছে। পুরো এলাকাই ভাগ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ভুল পক্ষ বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে আমার,' বলল শেভার্ন, ভুলতে পারছে না জীবনে দু'বার একই কাজ করেছে।

'আমার ধারণা এরইমধ্যে একটা পক্ষ বেছে নিয়েছ তুমি, মি. শেভার্ন।'

'কারণ আমি একজন আগন্তুকের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছি?'

'খানিকটা। কিন্তু তারও আগে, আমাদের দুই শত্রুকে খুন করেছ।'

ব্যাপারটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল। আর ক'জন আছে কে জানে! 'এ পর্যন্ত যা শুনেছি তাতে কোন বিচক্ষণ বা সতর্ক মানুষ তোমাদের সবুজ তৃণভূমিতে অবস্থান নিতে অনুপ্রাণিত হবে না।'

'তুমি কি সত্যিই সতর্ক মানুষ, মি. শেভার্ন? সতর্ক যদি হতেই, সোডা স্প্রিং-এর সবচেয়ে কুখ্যাত সেলুনে পোকার খেলতে যেতে না!' থেমে ওকে জরিপ করল মহিলা, তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে দৃষ্টি। 'আচ্ছা, তুমি কি ক্যান্সাসে গেছ কখনও? এখানে আসার আগে ক্যান্সাসে থাকতাম আমরা। গৃহযুদ্ধের সময় ওখানে কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর হামলার কথা শুনেছ তো?'

শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল শেভার্নের মেরুদণ্ডে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল মেয়েটিকে, নিজেকে বোঝাল অযথাই কল্পনা করছে। খুব বেশি হলে তেরো বা চোদ্দ ছিল তখন লাল-চুলোর বয়স। মেয়েটি ঠিক কতটা জানে? ওর নিশ্চয়ই জানা নেই সদ্য জেল ফেরত এক তরুণ কাজ নিয়েছিল কনফেডারেট পন্থী উইলিয়াম রেনারের, কিন্তু ক্যান্সাসে কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর জঘন্য হামলার সময় রুখে দাঁড়িয়েছিল মালিকের বিরুদ্ধে? মন্দ অতীত আর বিশ্বাসঘাতকতার সস্তা গল্পের কারণে কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর কুখ্যাত এক সদস্যের অপবাদ নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এতগুলো বছর? এমনকি মেক্সিকো গিয়েও স্বস্তি বা অপবাদ থেকে মুক্তি পায়নি তরুণ। স্বার্থান্বেষী মহলের রোষের শিকার হতে হয়েছে তাকে, পরিস্থিতির ফিকিরে পড়ে আরেকটু হলেই প্রাণ হারাতে বসেছিল!

একটা পোস্টার, সেটা মিথ্যে আর সত্যি যাই হোক যথেষ্ট শক্তিশালী।

নিজের ক্ষেত্রে তিক্ততার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে জিম শেভার্ন। উইলিয়াম রেনারের খুনের মিথ্যে অপবাদ, কিংবা কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক–সবকিছুর জের টানতে হচ্ছে ওকে। মরার আগে ওর চরম সর্বনাশ করে গেছে রেনার, সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে একটা ওয়ান্টেড পোস্টার ছাড়ার ব্যবস্থা ঠিকই করে গেছে। লোকটা খুন হয়ে যাওয়ায় মিথ্যেটা আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফেরারী হয়ে কাটাতে হচ্ছে ওকে প্রায় দশটা বছর।

দশ বছর আগের একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে সত্যটি কি আদৌ বের করা সম্ভব? পরিস্থিতি অন্যরকম হলে হয়তো সম্ভব হত, কিন্তু ক্যান্সাসের বেশিরভাগ লোকজন যুদ্ধের সময় উইল রেনারের ভূমিকা যেমন দেখেছে, তেমনি এও দেখেছে কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর হামলার আগে রেনারের হয়ে কাজ করত শেভার্ন। দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে কারও সমস্যা হয়নি। দু'একজন যারা আসল সত্যটি জানে, অল্প বয়সে বখে যাওয়া জিম শেভার্নের কি হলো বা না-হলো তাতে কি যায়-আসে তাদের? তাছাড়া কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর হামলার পরপরই আহত হয়ে ক্যান্সাস ছেড়েছে শেভার্ন, আর ও-মুখো হয়নি; গুটিকয়েক লোক জানে রেনার খুন হওয়ার দু'দিন আগেই মেক্সিকোর পথে রওনা দিয়েছে ও।

মহিলা ওকে চিনতে পেরেছে, অন্য সবার মত ভাবছে সত্যিই কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশ ছিল শেভার্নের? ওর অপর্যাপ্ত সতর্কতা বোধের প্রতি কটাক্ষ করতে দশ বছর আগের তিক্ত অতীত তুলে এনেছে আলোচনায়! সত্যিই তো, সতর্ক থাকলে কি উইল রেনারের হয়ে কাজ করত ও? কিংবা সোডা স্প্রিং-এ এসে ঝামেলায় জড়ায় নিজেকে? 'খুব বেশিদিন হয়েছে বিধবা হয়েছ তুমি?' নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল ও, সযত্নে এড়িয়ে গেল তিক্ত প্রসঙ্গটা।

মুহূর্তের জন্যে প্রশ্নটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করল মহিলা, তারপর আঙুলের কর গুনতে শুরু করল।

'তিন বছর?'

'না, তিন দিন।'

প্রচণ্ড ধাক্কার মত লাগল বিস্ময়টা। 'সত্যি? সোডা স্প্রিং-এর পরিবেশ সত্যিই বেদনার, অনেকেই এখান থেকে সরে পড়তে চাইছে… '

বিড়বিড় করে কি যেন বলল মহিলা, স্পষ্ট বোঝা গেল না। নীরবতা নেমে এল।

'ম্যাকলেন্ডন এস্টেটের পরিবেশ কেমন?'

'পরিবেশটা সুন্দর, কিন্তু পরিস্থিতি সুখকর কিছু নয়। কেউ যদি সত্যিই জীবনকে উপভোগ করতে চায়, তাহলে থাকতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

'তুমি কি ফিরে যাবে?'

'তুমি কি সারা জীবন এখানে কাটাবে?'

'স্থানীয় লোকজনের বিরোধিতার মুখে…,' বলতে শুরু করল ও, তারপর যুবতীকে হাসতে দেখে থেমে গেল। এই প্রথম কোন ম্যাকলেন্ডনের মুখে হাসি দেখতে পেয়েছে।

বয়স্ক এক বোর্ডার বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, 'নাইস ডে,' বলে পাশের

রকারে এসে বসল বুড়ো।

খুশি হয়ে একমত হলো শেভার্ন, জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মিসেস ব্রুকসের মুখ থেকে। রৌদ্রদগ্ধ রাস্তায় চোখ বুলাল ও, অন্যমনস্ক ভাবে শুনে গেল বুড়োর গল্প—যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করছে লোকটা। আসল প্রসঙ্গ ধরতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর, গৃহযুদ্ধ নয় বরং বহু পুরানো মেক্সিকান যুদ্ধের কথা বলছে সে।

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ম্যাকলেন্ডনদের রক্তে প্রাণশক্তি আছে, তবে বেশিরভাগ সময় সেটা চাপা থাকে। এত সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে কিভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারে মিসেস ব্রুকস, ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না ওর। যে কোন মহিলার চেয়ে সম্ভ্রান্ত, গর্বিত আচরণ মিসেস ব্রুকসের। হয়তো বেদনা আর তিক্ততাই গাম্ভীর্যের কারণ।

সমানে বকবক করে যাচ্ছে বুড়ো। শিগগিরই সোডা স্প্রিং ত্যাগ করবে কি-না, মিসেস ব্রুকসকে জিজ্ঞেস করতে চাইছে শেভার্ন, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ধূমপানের উসিলায় সরে এল ও। পোর্চে বেরিয়ে আসা মাত্র একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করল—ক্ষণিকের জন্যে হলেও, একঘেয়েমি ভরা সোডা স্প্রিং-এর নাগরিক জীবনে এখন আর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু নয় ও!

নতুন এক আগন্তুক এসেছে। দীর্ঘদেহী, রোদপোড়া রঙ তার। ঢুলছে লোকটার ঘোড়া, সরাসরি স্টেবলের দিকে এগোচ্ছে। সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বারটেন্ডার, জীর্ণ সাদা অ্যাপ্রন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখছে মার্কেন্টাইল স্টোরের মালিক। দূরে হার্নেসের ঝুনঝুন শব্দ শুনতে পেল শেভার্ন। কিছুক্ষণের মধ্যে চারটে ফ্রেইট ওয়্যাগন ঢুকল শহরে।

'সমস্যা হয়নি তো?' জানতে চাইল হসলার।

হাতের চাবুক গুটিয়ে রাখার সময় মাথা নাড়ল প্রথম টীমস্টার। আসন ছেড়ে নামার পর গোল্ডেন ঈগলের দিকে এগোল, আচমকা চোখাচোখি হলো শেভার্নের সঙ্গে; মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল, চাহনিতে ক্ষীণ সংশয়—প্রায় বোঝা যায় না, তারপর নিজের পথে এগোল। তাপদগ্ধ রাস্তার চেয়ে সেলুনের আরামদায়ক পরিবেশই বেশি কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে তার কাছে।

স্মৃতি হাতড়ে বেড়াল শেভার্ন, কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারল না। দেখা হওয়া সব লোককে মনে রাখা সম্ভবও নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোর্চের আরও ভেতরের দিকে সরে এল, দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্রেইটারদের কাজ দেখতে থাকল।

কয়েকজন মিলে মালপত্র সরাচ্ছে ওয়্যাগন থেকে। ছোট ছোট কিছু বাক্স তোলা হচ্ছে ক্যানভাসের হুড দিয়ে ঘেরা বাকবোর্ডে, দেখেই আচমকা ওর মনে পড়ল কেন সোডা স্প্রিং-এ অপেক্ষা করছে মিসেস ব্রুকস...

ঘুরে বোর্ডিং হাউসে ঢুকে পড়ল শেভার্ন। কয়েক গজ এগোতে সামনে মিসেস ব্রুকসকে দেখতে পেল। মাথার ওপর একটা ছোট্ট প্যারাসল* ধরে রেখেছে,

---

* ছাতা বিশেষ

হাঁটছে ধীর এবং আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। লিভারি স্টেবলই বোধহয় গন্তব্য, একই সঙ্গে যেটা স্থানীয় ফ্রেইট টার্মিনাল, হার্নেস ও স্যাডলের দোকান হিসেবে সেবা উপহার দিচ্ছে।

'এখনই?' জানতে চাইল শেভার্ন।

'হ্যাঁ।'

সহজ কথায় কিভাবে বলা যায়, উপায় খুঁজতে শব্দের ভাণ্ডার হাতড়াতে শুরু করল শেভার্ন। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল, শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে দীর্ঘ বাকবোর্ড যাত্রায় যাওয়া উচিত হবে না–সেই পরামর্শ ওর কাছ থেকে পাওয়ার আশা নিশ্চয়ই করে না মহিলা। 'আর কিছু করতে হবে?' শেষে জানতে চাইল ও।

'মিসেস বোম্যানের লেনদেন চুকিয়ে ফেলো। সময়মত রওনা দিতে পারলে হয়তো সন্ধের আগেই মোটামুটি একটা দূরত্বে পৌঁছে যেতে পারব আমরা।'

নড করে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল ও। ঘুরে বোর্ডিং হাউসের দিকে এগোতে শুরু করতে চোখের কোণ দিয়ে প্রথম টীমস্টারকে দেখতে পেল। শেরিফের অফিসের দিকে যাচ্ছে লোকটা।

ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল শেভার্ন। কারও পক্ষেই সবকিছু মনে রাখা সম্ভব নয়। শূন্য ল-অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে বিশালদেহী টীমস্টার। শেরিফ গেছে কোথায়? শহরে আসা ফ্রেইটারদের কেবল সে-ই দেখছে না?

মিসেস বোম্যানের পাওনা মিটিয়ে নিজের কামরায় এল শেভার্ন। সময় নিয়ে পরিষ্কার করল বহু পুরানো কোল্টজোড়া, তারপর মালপত্র গুছিয়ে নিচে নেমে এল। পোর্চে জুডাস ম্যাকলেন্ডনের দেখা পেল ও, বাকবোর্ড চালিয়ে নিয়ে এসেছে ছেলেটা। 'তোমার মালপত্র তুলে নিচ্ছি,' সোৎসাহে বলল সে। 'আমাদেরগুলোও তুলে নেব। তোমাকে লিভারি স্টেবলে যেতে বলেছে জুলিয়া, ওয়্যাগন বের করতে হবে।'

ছয়টা মাসট্যাঙ জোড়া হয়েছে ওয়্যাগনে। ঘোড়াগুলোর আকার আর ষাট মাইল দীর্ঘ চড়াইয়ের ট্রেইল বিবেচনা করল ও, কিছু বোঝাও থাকবে। কিন্তু এবারই প্রথম নয়। এখানকার যে কেউ ট্রেইল সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে।

লিভারি স্টেবলের শেডের নিচে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ক্রুকস, ভঙ্গিটা একটা পতাকার খুঁটির মতই ঋজু। 'ওয়্যাগনের চেয়ে কিন্তু বাকবোর্ডের গতি কম,' মনে করিয়ে দিল লাল-চুলো। 'এখনই রওনা দিতে চাইলে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে তোমার।'

'সব তৈরি?'

'হ্যাঁ, মি. শেভার্ন। দয়া করে জলদি করো।'

এত তাড়াহুড়ো করছে কেন মহিলা? শেভার্ন আশা করল ওয়্যাগনের মত ও নিজেও তৈরি আছে। মনে করার চেষ্টা করল শেষ কবে ছয় ঘোড়ার বিশাল ওয়্যাগন রাইড করেছে। আসনে চড়ে লাগাম তুলে নিল ও, বুড়ো আঙুল আর অনামিকার ফাঁকে রাখল লীড হর্সের লাগাম, আর শেষ দুই আঙুলের ফাঁকে রাখল

হুইলার টীমের লাগাম। ভাগ্য সহায়তা করলে হয়তো ঠিকমত ওয়্যাগন নিয়ে শহর ছাড়তে পারবে। লাগাম নেড়ে যাত্রা শুরু করল ও।

তন্দ্রালু বিড়ালের মত নড়ে উঠল ঘোড়াগুলো, দুপুরের তপ্ত রোদ থাকার পরও মাসট্যাঙের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে–কিংবা শেভার্নের নীরস হাতের কারণেই–যাত্রা শুরু করল। অর্ধেক মোড় ঘোরার সময় ছুটতে শুরু করল।

দাঁতে দাঁত চেপে দৃঢ় হাতে লাগাম চেপে ধরল ও। একপাশের দুই চাকা মাটি থেকে উঠে গেছে কিছুটা, তারপর সোজা হয়ে গেল। রাস্তা ধরে এগোল এবার। লাগাম টেনে ধরার সাথে সাথে খিস্তি করা উচিত ছিল, ভাবল ও, তবে সুখের কথা মাইল খানেক পর্যন্ত রাস্তাটা সোজাসুজি চলে গেছে, এবং ওপরের দিকে উঠছে ক্রমশ। ঘোড়াগুলোর ছুটে পালানোর সময় এটাই। চোখের কোণ দিয়ে সেলুনের সামনে শেরিফ আর বিশালদেহী টীমস্টারকে দেখতে পেল মুহূর্তের জন্যে, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দু'জন।

আচমকা ঝাঁকি খেতে শুরু করল ওয়্যাগন। মাথা থেকে উড়ে গেল ওর হ্যাট, পেছনের ক্যানভাস ঢাকা মালপত্রের ওপর গিয়ে পড়ল। উরুতে বাড়ি খাচ্ছে হোলস্টার জোড়া, শেভার্ন নিজেও স্থির থাকতে পারছে না সীটের সঙ্গে।

শেষ বাড়িটাও পেছনে ফেলে এসেছে ওয়্যাগন, মূল ট্রেইলে চলছে এখন। ধূলিময় ট্রেইল, পরিশ্রম হলেও তুমুল গতিতে ছুটছে ঘোড়াগুলো। সামলাতে পারবে না ভেবে প্রায় হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল শেভার্ন, কিন্তু ঠিক সেই সময় রণে ভঙ্গ দিল বজ্জাতগুলো। ততক্ষণে প্রায় মাইল খানেক চলে এসেছে ওরা, ট্রেইলের পুরু বালির স্তর আর চড়াইয়ের কারণে ঘোড়াগুলোর উৎসাহে ভাটা পড়েছে। আরও কয়েকশো গজ পর দুলকি চালে এগোতে থাকল। প্রায় হাঁটছে ছয়টা মাসট্যাঙ, থামতে চাইছে।

চাবুক চালিয়ে ওগুলোকে এগোতে বাধ্য করল ও, আরও আধ মাইলের মত এগিয়ে পশুগুলোর ইচ্ছে পূরণ হতে দিল। 'মনে হয় শিক্ষা পেয়েছিস তোরা!' ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল ও, কিন্তু ঠিকই জানে মোটেও শিক্ষা নেয়নি ত্যাঁদোড় মাসট্যাঙগুলো, একেবারে শেষ মুহূর্তে ছাড়া কিছুই শিখবে না এরা।

আপাতত ঝামেলা হবে না নিশ্চিন্ত হয়ে ব্রেকের খুঁটির সঙ্গে লাগাম বেঁধে পেছনে পাটাতনের ওপর চলে এল শেভার্ন, মালপত্রের ফাঁকে খুঁজে পেল স্যাভিলানোটা। ক্যানভাসের চেরা দিয়ে পেছনে সোডা স্প্রিং-এর দিকে তাকাল ও। কেউই অনুসরণ করছে না। না কোন বাকবোর্ড, না শেরিফ।

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকাল ও। ধারণা করল মাঝ দুপুর এখন। এ পর্যন্ত ক'বার এই ট্রেইলে যাওয়া-আসা করেছে? ঘোড়াগুলো গতি কমিয়ে হাঁটার গতিতে নেমে আসতে লাগাম নেড়ে তাড়া দিল ও।

একবার বেরিয়ে একটা অ্যাম্বুশে পড়েছে।

ফিরে এসেছে দুটো লাশ নিয়ে।

পানির সাপ্লাই নিয়ে বেরিয়েছে আবার।

নীল ম্যাকলেন্ডনের জন্যে সাহায্য চাইতে ফিরে এসেছে এরপর।

শেরিফ আর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে আবার।

ফিরে এসেছে ম্যাকলেন্ডনের মৃতদেহ নিয়ে।

'শান্তিপূর্ণ' এই ট্রেইলে সপ্তমবারের মত যাত্রা করেছে। 'আর কয়েকবার যাওয়া-আসা করতে হলে এই জায়গাটা ঘৃণা করতে শুরু কববে যে কেউ!' ক্রোধের সাথে স্বগতোক্তি করল শেভার্ন। চাবুক চালাল আবার, কিন্তু অনীহায় পেয়ে বসেছে ঘোড়াগুলোকে, গতি বাড়ল না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু বাগে আনা যাচ্ছে না ঘোড়াগুলোকে। অবশ্য লীড হর্সগুলো নিজেদের কাজের প্রতি মনোযোগী। সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পেতে হ্যাটের ব্রিম নিচু করে দিল শেভার্ন, নড়েচড়ে বসল আসনে। মনে আশঙ্কা এভাবে বসে থেকে হয়তো একসময় আড়ষ্ট হয়ে যাবে পাছার পেশীগুলো—ওয়্যাগনের রকিং বেঞ্চটা ক্রমশ অত্যাচারের একটা যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।

পেছনে সোডা স্প্রিং চোখে পড়ছে এখনও, শহর থেকে বের হওয়া ট্রেইলে সাদা দুটো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। বাকবোর্ড, ধারণা করল শেভার্ন। ওকে ধরতে আরও ঘণ্টা খানেক লাগবে।

'যদি এখনও অনীহা থাকে, দেখা যাক এবার কি করিস তোরা!' চাবুক চালানোর সময় বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল শেভার্ন। বিস্মিত হয়ে খেয়াল করল গতি বেড়ে গেছে ওয়্যাগনের। ঘোড়াগুলোর অস্বস্তির কারণ ধরতে অসুবিধে হলো না ওর। ট্রেইলের পাশে একটা র‍্যাটলকে দেখে ভয় পেয়েছে। ওয়্যাগন বেঞ্চের সাথে নিজের পশ্চাদ্দেশের সংঘর্ষ কিভাবে এড়ানো যায় ভাবতে শুরু করল ও। মিসেস ব্রুকস কিভাবে ব্যাপারটা সামাল দিচ্ছে?

চাঁদির ক্ষতে হাত বুলাল শেভার্ন, প্রায় বুজে এসেছে জায়গাটা। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, ভাবল ও। এখনও এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীল ম্যাকলেন্ডনের খুনী। লিভারি স্টেবলের সমস্ত ওয়্যাগন আর বাকবোর্ডের ব্র্যান্ড দেখেছে ও। কোনটারই ছিল না। মিসেস ব্রুকসকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কোন্ ব্র্যান্ডের হয়ে কাজ করছে স্বাভাবিক ভাবেই জানা উচিত ওর। আশপাশে ক'টা ব্র্যান্ড আছে, লাল-চুলোকে জিজ্ঞেস করতে পারত।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, এবং এবারও ঘোড়াগুলোই সতর্ক করল ওকে। বুড়িয়ে যাচ্ছে, নাকি গরমে ত্যক্ত হয়ে গেছে? কিন্তু এরচেয়েও উষ্ণ অঞ্চলে বহু দিন কেটেছে ওর, সবকিছু ঠিকমতই চলছিল। চোখ-কান খোলা রাখতে না পারলে···

পাশাপাশি দু'জন করে এগিয়ে আসছে চারজন লোক, ঢাল বেয়ে নামছে তারা, ফলে গতি ওয়্যাগনের চেয়ে অনেক বেশি। রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে আসা মাত্র ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো, নিজেদের মধ্যে একটা লাইন তৈরি করেছে। ওয়্যাগন থামিয়ে ব্রেক পোলের সাথে লাগাম বেঁধে রাখল শেভার্ন। 'পিছিয়ে যাও!' চিৎকার করল ও, একটা কোল্ট বেরিয়ে এসেছে হাতে। বিশাল অস্ত্রটা দুই মুঠিতে চেপে ধরেছে, নিশানা ঠিক মাঝখানের লোকটির বুক বরাবর।

তৎক্ষণাৎ হাত তুলল লোকটা। 'আরে, এ তো নেহায়েত অন্যায়! কোন কথাবার্তা নেই···'

'তোমার প্রশ্নের জবাবে বলছি, এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যে কোন

অঞ্চলেই শত্রুতা বা হামলার পূর্ব লক্ষণ—কাউকে ব্যাখ্যা করতে অসুবিধে হবে ন আমার। তোমার লোকদের ফিরে আসতে বলো, কারও হাত যেন চোখের আড়া না থাকে। তারপর তোমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করা যাবে।'

ধাপ্পাটা কাজে লেগে যেতে স্বস্তি বোধ করল শেভার্ন। ধীর গতিতে নিশানা করা লোকটার কাছাকাছি হলো অন্যরা, যদিও এগিয়ে আসছে এখনও। একসময় পিস্তলের নিশানার মধ্যে পৌঁছে গেল।

'কোন্ নরক থেকে এসেছ তুমি?' জানতে চাইল লোকটা। বিশালদেহী মানু সে, মুখটা লালচে। গোল্ডেন ঈগলে পোকারের প্রতিদ্বন্দ্বী মোটকুর কথা মনে পড় শেভার্নের।

পিস্তল নামাল না ও। 'এদিকে নতুন এসেছি, কিন্তু বদ মতলব নেই। কোন ট্রেইলে পাড়ি দেয়ার অধিকার আছে আমার, তাই না? কয়েকবার এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমাকে।'

'উত্তরটা সন্তোষজনক নয়, স্ট্রেঞ্জার,' ক্ষীণ হেসে বলল বিশালদে ট্রেইল ধরে কেবল অল্প কয়েকটা জায়গায় যাওয়া সম্ভব।'

'সানফ্রান্সিসকো যাওয়া যায় নিশ্চয়ই?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর হেসে উঠল। 'এখন আর যায় না। রেলরোড এখান থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরে। তাছাড়া, এই মা নিয়ে পাহাড় ডিঙাতে পারবে না।'

সত্যিই নিজের অবস্থান ভুলে গিয়েছিল শেভার্ন, মনে পড়ল উদ্যমী এখন আর সঙ্গে নেই। ওয়্যাগনের ব্যাপারে সচেতন হতে ভাবল ব্রেক পো সাথে লাগাম বেঁধে রাখা ঠিক হয়নি বোধহয়, নিজের হাতে তুলে নেওয়া উ ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করলে বিপদ হতে পারে।

ঘোড়া সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে দলের ডানদিকের লোকটার। কে ওপর লাগাম ফেলে রেখেছে সে, হাত দুটো মাথার ওপর তোলা। ঘোড়াটা ফিরতে ব্র্যান্ডটা দেখতে পেল শেভার্ন। অদ্ভুত ব্র্যান্ড। পাশাপাশি দুটো চ সাইকেলের মত দেখাচ্ছে। একটা চাকা অন্যটার চেয়ে ছোট।

'দয়া করে এক আগন্তুকের সামান্য কৌতূহল মেটাবে?' জানতে চাইল 'তোমাদের ব্র্যান্ডের নাম কি? মালিক কে?'

'সত্যিই মজার লোক তুমি, স্ট্রেঞ্জার,' সক্ষোভে বলল বিশালদেহী। এক কোল্টের মাজলের দিকে তাকিয়ে থাকা বোধহয় মেজাজ ধরে রাখার জন্যে য নয়। 'ম্যাকলেন্ডনদের হয়ে ফ্রেইটিং করছ অথচ গুস্টেনভেল্টের ডাবল-ও ব্র্যা কথা শোনোনি ভাবতেই অবাক লাগছে!'

'চেনা উচিত?'

'যে ঘোড়াগুলো রাইড করছ ওগুলো কি তোমার? একটায় ডাবল-ও ব্র্যা কোত্থেকে পেয়েছ ওটা?'

'ভুল করে আমার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছিল এক লোক,' ব্যাখ্যা ক শেভার্ন। 'বেচারা এত অনুতপ্ত হয়েছিল যে শেষে নিজেরটা আমাকে দি দিয়েছে।'

ডানদিকের লোকটা অন্যদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।

'আগে কি তুমিই মরতে চাও, নাকি মোটকুকে গুলি করব প্রথমে?' শীতল রে জানতে চাইল শেভার্ন।

আগে থেকে সঙ্কেত দেয়া ছিল যেন, একই সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল রজন। ডানদিকের লোকটা স্যাডল চ্যুত হলো প্রথমে, বিশালদেহীর উদ্দেশে রর গুলি করল শেভার্ন, কিন্তু লোকটার ঘোড়া লাফিয়ে ওঠায় মিস্ হলো। গড়ান য়ে ওয়্যাগনের পাটাতনে চলে এল ও, গুলির তুবড়ি ছোটাতে শুরু করেছে কগুলো।

গড়িয়ে মাটিতে পড়ল ও, ওয়্যাগনের সামনের চাকার কাছে। চিৎকার করে গে বাড়ল মাসট্যাঙগুলো, ব্রেক লেভার থাকার পরও সামনে এগোল ওয়্যাগন। ফুট উঁচু চাকার সামনে থেকে সময়মত সরে যেতে সক্ষম হলো শেভার্ন।

সমানে নিশানা ছাড়াই গুলি করছে তিনজন। ওয়্যাগনের নিচেও বাদ দিচ্ছে র্তর জন্যে নিজের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে ভাবল শেভার্ন, ভাবছে ওয়্যাগনে ব কি-না, তারপর ট্রেইলের পাশের একটা জুনিপারের আড়ালে সরে এল, সামনে থেকে সরে গেছে ওয়্যাগনটা।

জন ধরে নিয়েছে এখনও ওয়্যাগনের নিচে আছে ও। নির্দ্বিধায় লোকটার ফুটো করল শেভার্ন। আরও দুটো গুলি করল, নিশ্চিত জানে অন্তত একটা দেহীর শরীরে গেঁথেছে। আচমকা রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে দু'জন, অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আক্রমণ আসায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে লছে।

হাঁপাচ্ছে শেভার্ন, ওয়্যাগন থেকে লাফিয়ে পড়ায় কিছুটা হলেও আঘাত ছে কনুই আর বাহুতে। তেমন কিছু নয় অবশ্য। পিস্তল রিলোড করে হ্যাট নিল। শ'খানেক গজ এগিয়ে গেছে ওয়্যাগন, থেমে গেলেও মরিয়া হয়ে ম ছেঁড়ার চেষ্টা করছে মাসট্যাঙগুলো। ছুটতে শুরু করল ও, ভাবছে সময়মত ার আগেই উন্মত্ত পশুগুলো হার্নেস ছিঁড়ে ফেলে কি-না।

মিনিট কয়েক পরে ওয়্যাগনের পেছনে পৌঁছে গেল ও। হাত বাড়িয়ে লগেট চেপে ধরল, তারপর শরীর তুলে দিল পাটাতনে। দ্রুত সামনে এসে াম তুলে নিল হাতে, ব্রেক রিলিজ করে দিল–বিড়বিড় করে শান্ত করার চেষ্টা ল পশুগুলোকে। পেছনে টান মুক্ত হতে যেন স্বস্তি বোধ করল ঘোড়াগুলো, ত শুরু করেছে আবার।

ওয়্যাগন থামালেই বোধহয় ভাল হত, ভাবল শেভার্ন। পেছনে হয়তো বেঁচে দু'জনের কেউ, পরখ করা দরকার। তবে ঝামেলার হবে কাজটা, ওয়্যাগন তে থামাতে অন্তত কয়েকশো গজ পেরিয়ে যাবে। ট্রেইলের পাশে দুটো দেহ দেখে কি ভাববে মিসেস ব্রুকস?

ঘেমে গেছে ঘোড়াগুলো, থামতে চাইছে। কিন্তু থামল না শেভার্ন। তিক্ত মনে ক চালিয়ে গেল। শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের মুখ খুলে গেছে বোধহয়, টের পেল জা ভেজা লাগছে। এক কনুইয়ের কাছে চামড়া ছড়ে গেছে, সারাক্ষণ জ্বালা ছে। বিড়বিড় করে কঠিন পাথুরে মাটিকে গাল দিল ও। 'ছুটতে থাক বেটারা,

আগে শরীরে কিছু ক্ষত তৈরি কর্, তারপর থামতে দেব। বহু পথ পড়ে আছে সামনে। আরও মাইল খানেক ছুট, তাহলে হয়তো শিক্ষা হবে তোদের!'

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরই ইস্তফা দিতে হলো। সত্যিই হাঁপিয়ে গেছে ঘোড়াগুলো। বেচারা পশু! কখনও শিখবে না এরা। শেভার্ন নিজে কি শিখবে কখনও?

'আর কিভাবে ব্যাপারটা সামাল দেওয়া যেত?' বিড়বিড় করল ও।

'আন্তরিক একটা উত্তরে অযথা প্রাণনাশ এড়ানো যেত,' বলল ওর বিবেক।

'বুলেটও এড়ানো যেত?'

'বুলেটের ওপর নির্ভর করে যারা বেঁচে থাকে, বুলেটের কারণেই মারা পড়ে একদিন,' পাল্টা যুক্তি দেখাল ওর সত্তা।

'কিন্তু আমার দোষ ছিল না এতে।'

'অন্তত ফিরে যেতে পারতে তুমি, ওদের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতে। একজনও যদি বেঁচে থাকে, মিসেস ব্রুকস বা ছেলেটার ওপর চড়াও হতে পারে, তাই না?'

আকাশের দিকে তাকাল শেভার্ন। 'হয়তো তোমারই সাহায্য করা উচিত ছিল—সঙ্কীর্ণ ট্রেইলে বেজন্মা এই ওয়্যাগনটা ঘোরাতে আরেকজনের সাহায্য দরকার ছিল আমার!' উপলব্ধি করল অন্তত এবার বিবেককে যুক্তিতে হারাতে পেরেছে।

সোজাসুজি চলে গেছে ট্রেইল, অন্য দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হলো এবার। সীটের ওপর দাঁড়িয়ে পেছনে তাকাল ও। যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখা যাচ্ছে না, কিংবা জায়গাটা শনাক্ত করতে পারছে না, যদিও একেবারে সোডা স্প্রিং পর্যন্ত পুরো ট্রেইলই চোখে পড়ছে। চোখ কুঁচকে তাকাল ও, কয়েক মাইল দূরে সাদা ক্যানভাসের চলন্ত একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

ঘুরে ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিল শেভার্ন। কমে এসেছে সূর্যের তেজ, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডুব দেবে দিগন্তের ওপারে। ক্যাম্প করার মত যুৎসই একটা জায়গার খোঁজে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি চালাল ও।

ছয়

ট্রেইল থেকে কিছুটা পাশে ক্যাম্প করেছে শেভার্ন। সূর্য তখন ডুবে গেছে, গোধূলির লালিমায় রঙিন হয়ে আছে পশ্চিম দিগন্ত। পাহাড়শ্রেণী থেকে ভেসে আসছে পাইনের গন্ধ মাখা সুবাসিত বাতাস। ওয়্যাগন থামিয়ে হার্নেস থেকে ঘোড়াগুলোকে ছাড়িয়ে নিল ও, ক্লান্ত পশুগুলোকে খাবার দিয়ে কুঠার হাতে এগোল পাশের ঝোপের দিকে। সূর্যের আলো থাকতে থাকতে কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করার ইচ্ছে।

সারা দিনে মোটামুটি মাইল ত্রিশের মত পাড়ি দিয়েছে। সন্তোষজনক

কয়েক মিনিট পর ওয়্যাগন দুটো পৌঁছে গেল। এখনও পিঠ সোজা করে লীড ওয়্যাগনের আসনে বসে আছে মিসেস ক্রুকস, লাল চুল পরিপাটি। কিছুটা সমীহ আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল শেভার্ন, তারপর আচমকা মহিলার ফ্যাকাসে মুখ নজরে পড়ল। কুঠার ফেলে দ্রুত এগোল ও। কৃতজ্ঞ চিত্তে ওর বাড়ানো হাত চেপে ধরল মহিলা, এতটাই ক্লান্ত যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেভার্নের শরীরের ওপর।

পেছনের বাকবোর্ড থেকে ছুটে এল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। দু'জনে মিলে ঘাসের ওপর বিছানো বেডরোলে শুইয়ে দিল মিসেস ক্রুকসকে। হুইস্কির বোতলের খোঁজে নিজের ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করল শেভার্ন।

'সত্যিই বুঝতে পারছি না কি হয়েছে আমার!' ক্লান্ত স্বরে স্বগতোক্তি করল লাল-চুলো।

'সান-স্ট্রোক বলে একে। গরম আর আর্দ্রতার কারণেই এমন হয়েছে। তাপমাত্রা কমে গেলে ভাল লাগবে। পূর্ব প্রস্তুতি দূরে থাক, মনে হচ্ছে শুধু সান-স্ট্রোকই নয়, ট্রেইলের দুর্ভোগ বা দুর্ভাগ্যের ব্যাপারেও কোন ধারণা নেই তোমার···ট্রেইলে যতক্ষণ আছ এত পুরু আর কয়েক প্রস্থ কাপড় না পরলেও চলে, তাই না?'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া ক্রুকস, চোখ বুজে আছে।

শেভার্ন ধারণা করল এখানে মিসেস ক্রুকসের জীবন ওর মতই কিছুটা হলেও রোমাঞ্চকর। পুরো একটা দিন বাকবোর্ডের সীটে কাটিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে গেছে জুড। ছেলেটাকে ঘোড়াগুলো মুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে সাপ্লাইয়ের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও, আগুন জ্বেলে মাংস আর কর্ন সহযোগে খাবার তৈরি করল। শেষে নিজের ব্যাগপত্রের কাছে ফিরে এল। গ্রীন রীভারের বোতলটা খুঁজে পেল এবার। একটা কাপে সামান্য হুইস্কি ঢেলে একই পরিমাণ পানি মেশাল। পানীয়ের গুণগত মান আর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ভাবছে। মিসেস ক্রুকসের কাছে ফিরে এল ও।

'কি এটা?'

'অষুধ। স্বাদটা উপাদেয় নয়, সুতরাং এক চুমুকে খেয়ে ফেলো।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ মানল মহিলা, চুমুক দেয়ার পরপরই মুখ বিকৃত হয়ে গেল, কিন্তু একটু পরে ফ্যাকাসে মুখে খানিকটা রঙ ফিরে এল। 'জঘন্য স্বাদ তোমার এই অষুধের!' শুয়ে পড়ার সময় স্মিত হেসে মন্তব্য করল জুলিয়া ক্রুকস। 'পানির সঙ্গে মিশিয়ে জিনিসটা নষ্ট করার দরকার ছিল না!'

বাউ করল শেভার্ন। 'পরেরবার শুধরে নেব,' পাল্টা হেসে বলল ও, আগুনের কাছে গিয়ে তিনটে থালায় খাবার তুলে নিয়ে এল। ফিরে এসে দেখল কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে মিসেস ক্রুকস।

'সত্যিই অদ্ভুত,' বিড়বিড় করল জুলিয়া ক্রুকস।

'কি অদ্ভুত?'

'আমি তো জানতাম তোমার দেশের লোকেরা গমের তৈরি রুটি পছন্দ করে, অথচ তুমি কর্ন পোন পছন্দ করো।'

'কিছু দিন দক্ষিণে ছিলাম আমি।'

'কনফেডারেটদের সঙ্গে?' অননুমোদনের ক্ষীণ আভাস মহিলার কণ্ঠে।
'আরও দক্ষিণে, মেক্সিকোয়।
'তাতে বরং লাভই হবে।'
'কিভাবে?'
'আমাদের বেশিরভাগ লোকই ইংরেজি বলতে পারে না। ওদের সঙ্গে কথা বলতে হলে স্প্যানিশ জানা ছাড়া উপায় নেই।'
নীরবে খাওয়া শেষ করল ওরা। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল শেভার্ন, ভাবছে কিভাবে ট্রেইলের ঘটনাটা সম্পর্কে জানতে চাইবে। 'আসার পথে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমার?' কফিতে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল ও।
'অস্বাভাবিক?'
'ট্রেইলে নতুন কিছু চোখে পড়েনি?' দৃষ্টি সরিয়ে জুডের দিকে তাকাল ও, ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা।
'মনে পড়ছে না কিছু। বোধহয় আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল আমার।'
তারমানে মিসেস ব্রুকস বা জুড, কারও চোখে পড়েনি মৃতদেহ দুটো। কেউ বোধহয় ফিরে এসে লাশগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে, ধারণা করল শেভার্ন। অন্তত একজন যে মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যজনের ভাগ্যে কি ঘটেছে কে জানে। 'পেনি-ফার্দিং ব্র্যান্ডটা কি তোমার পরিচিত?'
'কি ব্র্যান্ড?'
'বাই-সাইকেলের মত দুটো চাকা, একটা আবার ছোট।'
'তুমি বোধহয় ওস্টেনভেল্টের কথা বলছ?'
'তোমার শত্রু?'
'বলা যায়।'
'আমিও তাই ভেবেছি। এদের চারজন প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল আমাকে।'
'তাই!? ঝামেলা হয়নি তো?'
'দু'জন পালিয়ে গেছে।'
'ওহ্!' চিন্তিত দেখাল মিসেস ব্রুকসকে।
ভোরের আগে বোধহয় চাঁদ উঠবে না, ভাবল শেভার্ন। মিসেস ব্রুকস বা জুড দু'জনেই দারুণ ক্লান্ত। এদিকে গত দুই রাত মিসেস বোম্যানের বোর্ডিং হাউসে ভালই ঘুমিয়েছে ও। সুতরাং রাতের প্রথম দিকটা ওরই পাহারা দেয়া উচিত।
'জুডের আগে আমাকে ডেকো,' বিড়বিড় করে বলল মিসেস ব্রুকস, বোঝা যাচ্ছে হুইস্কির প্রভাব শুরু হয়েছে।
নিভু নিভু আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল শেভার্ন, একটা জুনিপার ঝোপের কাছে বসল। নিবিষ্ট মনে রাতের শব্দ শুনছে। ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। গায়ে একটা কম্বল জড়াল ও, ধূমপান করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল। আনমনে ভাবছে কিভাবে এত নির্লিপ্ত থাকছে মিসেস ব্রুকস। মাত্র তিন দিন আগে বিধবা হয়েছে—এখন বোধহয় চার দিনে পড়ল? সুখকর কিছু নয়। পশ্চিমে জন্ম কিংবা বড় হলেও মিসেস ব্রুকস মনেপ্রাণে একজন স্কট। আশাহতের

যন্ত্রণা স্কটদের একটু বেশিই আহত করে, কারণ হৃদয়টা তাদের বরাবরই ভঙ্গুর। নইলে কেন এভাবে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে বেদনা ঢেকে রাখার চেষ্টা করবে মহিলা?

স্কটরা বরাবরই শেভার্নের কাছে ধাঁধার মত। বোঝা কঠিন মনে হয়েছে এদের। কিন্তু জানে এরা প্রায় প্রত্যেকেই উদার মনের মানুষ। হয়তো গরীব হতে পারে, কিন্তু ওদের আন্তরিকতা আর আতিথেয়তার গল্প এমনকি সুদূর পশ্চিমেও চালু আছে।

কোথাও করুণ স্বরে ডেকে উঠল একটা কয়োট। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুর মেলাল অন্যগুলো। গাঢ় কিছু ছায়া দেখা যাচ্ছে আকাশে, ওড়ার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। বাদুড়, ধারণা করল শেভার্ন।

'তুমিও তো বিশ্রাম নিতে পারো, মি. শেভার্ন,' ঘণ্টা তিনেক পর মিসেস ব্রুকসের কণ্ঠ শুনতে পেল ও।

'আর তুমি?'

'আমার তো মনে হচ্ছে কেউ না জাগালে দুপুর পর্যন্ত ঘুমাতে পারব।'

ওয়্যাগন থেকে নামার মুহূর্তটি মনে পড়ল শেভার্নের, সত্যিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল মহিলা। 'ব্যথা আছে এখনও?'

'স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নয়,' ক্ষণিকের জন্যে থামল জুলিয়া ব্রুকস। 'হয়তো খেয়াল করেছ আমার চলাফেরা খানিকটা আড়ষ্ট। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সেরে উঠতে বেশি দিন লাগবে না।'

'অস্ত্র আছে তোমার কাছে, ম্যা'ম?'

'একটা রাইফেল। কিন্তু যতবারই ওটা দিয়ে গুলি করেছি, কাঁধে চোট পেতে হয়েছে।'

'রাইফেলগুলো আসলে মেয়েদের শরীরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়নি,' ব্যাখ্যা দিল শেভার্ন। দেখল উঠে বসেছে লাল-চুলো, গায়ে কম্বল জড়ানো। নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ও, ঘুম নেমে এল চোখে। কিন্তু একটু পরই টের পেল কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে কেউ।

'মি. শেভার্ন?' ফিসফিস করে ডাকছে মিসেস ব্রুকস। 'কেউ বোধহয় আসছে এদিকে!'

'নিচের ট্রেইলে?' পাল্টা ফিসফিস করল শেভার্ন, চোখ খুলে চারপাশে তাকাল, তবে উঠল না। কান খাড়া করতে ব্রিডলের ঝনঝন আর চামড়ার খসখসে শব্দ শুনতে পেল পরিষ্কার। দ্রুত উঠে বসে বুট জোড়া পায়ে গলাল ও, হোলস্টারে কোল্ট জোড়া পরখ করে নিল। গুটি গুটি পায়ে নিজের বেডরোলের দিকে চলে গেল মিসেস ব্রুকস, জুডের মুখ চেপে ধরল এক হাতে, তারপর জাগাল ছেলেটাকে।

চাঁদ নেই আকাশে, মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ক্যাম্পের আগুন অনেক আগেই নিভে গেছে। তন্দ্রালু চোখ জোড়া সচকিত করল শেভার্ন, ধারণা করল ভোর হতে এখনও অন্তত ঘণ্টা খানেক বাকি। ধীরে ধীরে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া।

চোখ কুঁচকে ক্যানভাসে ঢাকা বাকবোর্ড আর বিশাল ফ্রেইট ওয়্যাগনের দিকে তাকাল শেভার্ন, ভাবছে তারার আলোয় কত দূর থেকে চোখে পড়বে ওগুলো। পকেট হাতড়ে বাড়তি গুলি বের করল, আনমনে ভাবছে আবারও সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে কি-না। এখনও একই ভাবে এগিয়ে আসছে নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী। তারপর, আচমকা থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা।

চোখ কুঁচকে নিচের ট্রেইলের দিকে তাকাল ও, আবছা আলোয় আগুয়ান ঘোড়া আর আরোহীকে স্পষ্ট দেখার চেষ্টা করছে। যে-ই এসে থাকুক, সাদা ক্যানভাস অন্তত চোখে পড়েছে তার। কোল্ট জোড়া বের করে অপেক্ষায় থাকল শেভার্ন। ক্যানভাস ঢাকা ওয়্যাগন বা বাকবোর্ড থেকে নিরাপদ দূরত্বে ক্যাম্প করেনি কেন ও? চরতে চরতে ঘোড়াগুলো কত দূরে সরে গেছে কে জানে!

'মিসেস ব্রুকস?' পরিচিত একটা কণ্ঠ শোনা গেল, কিন্তু শনাক্ত করতে পারল না শেভার্ন।

'কে তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল মহিলা।

'শেরিফ জেসন বেলহ্যাম।'

'সাবধানে এসো, হাতগুলো যেন দেখতে পাই,' বলল ম্যাকলেন্ডন-কন্যা, যুবতীর বুদ্ধিমত্তায় সন্তোষ বোধ করল শেভার্ন।

ঘোড়াটা আবার এগোতে শুরু করেছে, একটু পর উপত্যকার শুরুতে তারার আলোর বিপরীতে শেরিফ বেলহ্যামের ঋজু অবয়ব ফুটে উঠল। কিছুটা পিছিয়ে জুনিপারের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিল শেভার্ন, শেরিফের স্যাডল ত্যাগ করার অপেক্ষায় থাকল।

'ইংরেজ লোকটা আছে তোমাদের সঙ্গে?' প্রশ্নটা করার পর শেভার্নকে দেখতে পেল শেরিফ, মৃদু নড করল সে। 'এসবের জন্যে সত্যিই দুঃখিত আমি।'

'আমার স্বামীর নাকি আমার বাবার মৃত্যুর জন্যে?' অদ্ভুত নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস।

এবার আরও ব্যথিত দেখাল শেরিফকে।

মাঝবয়সী লোকটার জন্যে করুণা বোধ করল শেভার্ন, কিন্তু নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। 'সত্যিই অদ্ভুত লাগছে, শেরিফ,' মৃদু বিদ্রূপের স্বরে মুখ খুলল ও। 'এতটা পথ একা এসেছ তুমি!'

'হয়তো আজকের উসিলায় সারা বছরের কামাই নিশ্চিত হয়ে যাবে আমার!' খেপা সুরে পাল্টা জবাব দিল ল-ম্যান।

আগে বা পরে ব্যাপারটা ঘটবেই; জানে শেভার্ন—ল-অফিসের দিকে টীমস্টারকে যেতে দেখার পর থেকেই ধরে নিয়েছে। আচমকা ওর উপলব্ধি হলো কেন তাড়াহুড়ো করে সোডা স্প্রিং ছাড়তে চেয়েছিল মিসেস ব্রুকস। শেরিফকে নিরীখ করল ও—যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক, কোমরের সাথে লেপ্টে থাকা একমাত্র পীসমেকারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে হাত।

'সোডা স্প্রিং-এ ঢোকার বা বেরোনোর রাস্তা একটাই,' উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বরে মন্তব্য করল শেরিফ।

শেভার্নের মনে হলো সত্যিই বোধহয় নিষ্কর্মা লোক ও, অবাঞ্ছিত ভাবে

ঘোরাফেরা করছে সোডা স্প্রিং-এর আশপাশে, এ পর্যন্ত কয়েকবার শহরে প্রবেশ করেছে বা বের হয়েছে; অথচ সানফ্রান্সিসকোয় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর।

'সোডা স্প্রিং থেকে বহু দূরে থাকি আমরা,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল মিসেস ব্রুকস। 'স্রেফ সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে এত পথ পাড়ি দেবে না কেউ। এর আগে কখনও আমাদের দেখতে আসোনি তুমি। হঠাৎ দরদী হয়ে উঠলে যে? ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল না, শেরিফ, শহরের নিরাপদ বেষ্টনী ছেড়ে আসতে হলো তোমাকে? সোডা স্প্রিং-এ দেখা করলেই পারতে, তাহলেই এত কষ্ট করতে হত না!'

'কথাগুলো সত্যিই কঠিন, জুলিয়া, তোমার মনের অবস্থা চিন্তা করলে তাই বলতে হচ্ছে। তুমি কি জানো কেন এখানে এসেছি আমি?'

'না, এবং জানতেও চাই না। অতীত ভুলতে চাইছে শান্তিপ্রিয় এমন যে কোন লোককে খুঁচিয়ে ত্যক্ত করতে সিদ্ধহস্ত তুমি, না চাইলেও হয়তো তোমার সঙ্গে ঝামেলায় জড়াবে কেউ কেউ।' স্বামী আর বাবার মৃত্যুর পর এই প্রথম নির্লিপ্ততার মুখোশ খসে পড়ল জুলিয়া ব্রুকসের, স্মিত হাসি দেখা যাচ্ছে রহস্যময় ঠোঁটের কোণে, তবে কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর স্পষ্ট। 'সময়মত নিজের দায়িত্ব যদি না-ই সারতে পারো, সরে গিয়ে অন্য কাউকে কাজটা করতে দাও বরং।'

চালু মহিলা, আনমনে ভাবল শেভার্ন, আইন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। তারপরই ওর মনে পড়ল পুবের স্কুলে পড়াশোনা করেছে মিসেস ব্রুকস, ক্যাম্পাসে থাকত একসময়…গৃহযুদ্ধের শুরুতে…

'এক মিনিট,' বাধা দিল ও। ব্যাপারটা তুলতে চায়নি, অন্তত এখনই। 'জানতে পারি কি অভিযোগ নিয়ে সোডা স্প্রিং থেকে এত দূর ছুটে এসেছ?'

'তোমাকে প্রথম দেখার পরপরই বুঝেছি ঝামেলা তোমার আগে আগে চলে,' ওর দিকে ফিরে সরোষে বলল শেরিফ।

'অভিযোগটা কি?'

কিন্তু মিসেস ব্রুকসের কথা শেষ হয়নি এখনও, স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ পেল লাল-চুলোর কণ্ঠে। 'আইন সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে মি. শেভার্ন, ও হয়তো বলতে পারবে বেআইনী কাজ আর বৈধ কোন কাজ অবৈধ ভাবে করার মধ্যে ঠিক কতটা পার্থক্য।'

জুলিয়া ব্রুকসের দিকে ফিরল শেরিফ, অতিমাত্রায় সহিষ্ণু দেখাচ্ছে তাকে। 'আইনের কোন লোক যদি অসৎ উদ্দেশে ল-অফিস ব্যবহার করে, সেটা বেআইনী। কিন্তু বিপজ্জনক লোকের কাছে মার খাওয়ার চেয়ে ডেপুটিহীন কোন শেরিফ যদি নিজের বিবেকে কিছুটা সেলাই দেয়, তাহলে বেআইনী কাজটাই বদলে গিয়ে অবৈধ ভাবে করা কোন বৈধ কাজে পরিণত হয়।

'আশা করি তোমরা দু'জনেই বুঝেছ কি বলতে চাইছি,' থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাঝবয়েসী লোকটি। ক্ষণিকের জন্যে মিসেস ব্রুকসকে নিরীখ করল, তারপর আনমনে মাথা নাড়ল। 'কেবল একটা ব্যাপার অবাক লাগছে আমার, তোমার মত স্মার্ট মহিলা কি করে বারবার একই ভুল করছে। আবারও সামান্য একজন টিনহর্নকে রক্ষা করার জন্যে জেদ ধরেছ। তোমার জন্যে সত্যিই লজ্জিত

আমি, জুলিয়া। লাল চুল কোন উর্সিলা হতে পারে না–তুমি আর তোমার মা যখন ক্যান্সাসে ছিলে, তখনও হয়নি।'

'মি. শেভার্ন কিন্তু ক্যান্সাস থেকে আসেনি,' দৃঢ়, প্রায় অধৈর্য স্বরে বলল মিসেস ব্রুকস। 'যে কোন টিনহর্নই ব্রিটিশ বাচনভঙ্গি নকল করতে পারে। নিজের জন্ম বা অতীত সম্পর্কে ইতোমধ্যে যথেষ্ট ও সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়েছে মি. শেভার্ন। আরও কিছু চাইলে আমি দিতে পারি।'

ব্যাপারটা বিস্মিত করল শেভার্নকে। জানত মেয়েলি মেজাজের কারণে প্রায়ই নিজেদের বিপদে ফেলে দেয় মহিলারা, যুক্তি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না অজান্তে এমন পরিস্থিতির শিকার হয়। বহুবার শুনলেও এই প্রথম ঘটতে দেখছে অদ্ভুত ঘটনাটা। কিন্তু ওর প্রতি মিসেস ব্রুকসের কোন অনুরাগ থাকলেও, তার বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটায়নি মহিলা। তারপরই ওর মনে পড়ল পিস্তলে হাত চালু এমন লোককে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়েও জরুরী কাজে ব্যবহার করার দরকার হবে বিধবা লাল-চুলোর।

'হয়তো,' শুকনো, চিন্তিত স্বরে বলল শেরিফ। 'এভাবে হয়তো ওই ফ্রেইটারকেও সন্তুষ্ট করা সম্ভব।'

'জুড, একটা মোম জ্বেলে কাগজ-কলম নিয়ে এসো তো। আমি নিশ্চিত একটা সাক্ষ্য লিখে দিতে আপত্তি করবে না মি. শেভার্ন,' ঘুরে শেভার্নের দিকে ফিরল মিসেস ব্রুকস। 'যাক্‌গে, মি. শেভার্ন, তেষট্টিতে কোথায় ছিলে তুমি?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেভার্ন। অন্ধকারে কারও চোখের দৃষ্টি পড়া কঠিন হয়ে উঠেছে। 'বুঝতে পারছি না,' শেষে বলল ও।

'ভাল করেই জানো কি জানতে চেয়েছে ও,' সীমাহীন বিরক্তি ঝরে পড়ল শেরিফের কণ্ঠে। 'আঠারোশো তেষট্টি সালে কোথায় ছিলে তুমি?'

'ভেবে দেখতে হবে।'

'ভাবার জন্যে দশটা বছর পেয়েছ তুমি।'

'উঁহুঁ। আমার ধারণা ছিল গত কয়েকদিনের ঘটনা সম্পর্কে জানতে এসেছ তুমি। ভাবিনি আমি লক্ষ্ণৌতে ছিলাম নাকি কানপুরে গিয়ে রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছি তা নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা আছে তোমার।'

'শুনতে ভুল হলো নাকি, কোয়ান্ট্রিল বলেছ তুমি?'

'কোথায়?'

'কোথায় নয়, কার সঙ্গে!'

'লক্ষ্ণৌ বা কানপুর কোথায় জানো তুমি?' জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস।

'শুনেছি,' বিরস মুখে বলল শেরিফ, অসন্তোষ চেপে রাখছে না। 'নিশ্চই আশা করো না পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যে যুদ্ধ হচ্ছে তার কথা জানবে সবাই? মিসৌরিতে উইলিয়াম সি. কোয়ান্ট্রিলের ভূমিকার খবর না রেখে ভারতবর্ষে কিছু ইংরেজের সাফল্যের খবর রাখব, কিভাবে আশা করো তুমি? লরেন্স বা ক্যান্সাসের কেউ কেউ হয়তো আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু এখানে তেমন কিছু ঘটবে না। যুদ্ধের সময় তুমি অনেক ছোট ছিলে, জুলিয়া, হয়তো মায়ের কথাই ঠিকমত মনে নেই তোমার।'

সারাক্ষণ একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি জুডাস ম্যাকলেন্ডন। বিশ্বাস করা কঠিন কয়েকদিন আগে এই ছেলেটিই বিদ্রোহের বশে শেভার্নের সঙ্গী হতে চেয়েছিল। বাতি জ্বালিয়ে কাগজ আর কলম নিয়ে এল জুড। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষ্য লিখল শেভার্ন: তেষট্টির মাঝামাঝি থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত মেক্সিকোয় ছিল, যুদ্ধের ঠিক শুরুতে ক্যান্সাসে ছিল কিছুদিনের জন্যে, উইল রেনারের হয়ে কাজ করেছে মাস তিনেক।

'উইল রেনার?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল শেরিফ, কুঁচকে উঠেছে ভুরু। 'তার মানে কনফেডারেট তুমি?'

'আমি যাই ছিলাম, তাতে আর কিছু যায়-আসে না এখন।'

'যুদ্ধের সময় রেনার বা ওর সাঙ্গ-পাঙ্গের ভূমিকা কিন্তু ভুলে যায়নি মানুষ, ওর বেশিরভাগ লোকই কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তোমার নামে একটা পোস্টারও আছে। তাছাড়া অভিযোগ আছে রেনারকে খুন করেছ তুমি।'

স্মিত হাসল শেভার্ন, কিন্তু কঠোর হয়ে গেছে মুখ। 'কিন্তু কোন প্রমাণ নেই।'

'আছে। অন্তত একজনকে সাক্ষী হিসেবে পেয়েছি আমরা।'

নীরবে তাকিয়ে থাকল শেভার্ন, শেরিফের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছে। ভাবছে ঠিক কতটা আগ্রাসী হতে পারে জেসন বেলহ্যাম।

'বিবাদীর পক্ষে সাক্ষী আছে কি-না জানতে চাইলে না?' আচমকা সহাস্যে জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস।

বিব্রত দেখাল ল-ম্যানকে, ঘাড় ফিরিয়ে লাল-চুলোকে দেখল শূন্য দৃষ্টিতে। 'এমন কারও কথা শুনিনি...'

'যে কেউ এসে অভিযোগ করবে আর তা শুনে ছুটে আসতে পারবে তুমি, কিন্তু অন্য পক্ষেরও যে কিছু বলার থাকতে পারে, তা মানছ তো? মি. শেভার্নের হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি। ক্যান্সাসে রেনারের দুটো বাড়ি পরেই ছিল আমাদের বাড়ি। তখনকার মি. শেভার্নকে দেখেছি আমি, স্বচক্ষে কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর মুখোমুখি হতে দেখেছি ওকে। সারা শহরে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ওরা। মি. শেভার্নের মত গুটি কয়েক দুঃসাহসী লোক রুখে দাঁড়িয়েছিল, তা যথেষ্ট ছিল না বলেই হয়তো আজকে এই সন্দেহ, নইলে নতুন করে ক্যান্সাসের ইতিহাস লিখতে হত।'

'কি মূল্য আছে তোমার কথার?' উষ্মার সঙ্গে জানতে চাইল জেসন বেলহ্যাম, সন্দিহান এখনও। 'তোমার হয়ে কাজ করছে ও, তুমি যে ওকে রক্ষা করতে চাইবে এ আর নতুন কি!'

'আরও দুটো পরিবারের কথা বলতে পারি তোমাকে, শেরিফ। ওদের ঠিকানা দেব তোমাকে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারো কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর হামলার সময় জিম শেভার্নের কি ভূমিকা ছিল। এরা অন্তত মিথ্যে বলবে না, কারণ এই পরিবারগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছিল সে।'

'তাদের মধ্যে তুমিও একজন?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল শেরিফ।

'হ্যাঁ। মি. শেভার্নের হয়তো মনে নেই,' বলার মধ্যেই শেভার্নের দিকে তাকাল লাল-চুলো, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা। 'আমার সামনেই খুন হয়ে যায় মা।

মা সহ স্কুল থেকে ফিরছিলাম। পথে গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যাই। মি. শেভার্নই বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল আমাকে, সদর দরজায় নামিয়ে দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যায় ও। কোয়ান্ট্রিল বাহিনী তখন পিছু নিয়েছে ওর। তাড়া খেয়ে জনমের তরে ক্যাম্পাস ছাড়ল সে,' স্মিত হাসল মহিলা। 'আমাদের কাউকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগও দেয়নি।'

আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল শেরিফ, বুঝতে পেরেছে সুবিধে করতে পারবে না। শেভার্নের লেখা জবানবন্দিটা রোল করে পকেটে ভরল। তারপর পুরো ক্যাম্পের ওপর চোখ বুলিয়ে শ্রাগ করল। 'এত অল্পে সন্তুষ্ট নই আমি, জুলিয়া, অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আরও নিরেট প্রমাণ দরকার হবে শেভার্নের। এখানে তোমার স্বার্থ দেখছে ও, সুতরাং তোমার সাক্ষ্যে ক'জন জুরি সন্তুষ্ট হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'শহরে গিয়ে কাগজপত্র খুঁজতে থাকো, দেখো আমার নামেও একটা পোস্টার পাও কি-না!' নিখাদ বিদ্রূপের স্বরে বলল জুলিয়া ব্রুকস, শেরিফের ওপর চরম অসন্তুষ্ট হয়েছে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে না।

'কিন্তু উইল রেনারের খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি মিলবে না ওর,' প্রায় ঘোষণার সুরে বলল সে, পরিস্থিতি যা গড়িয়েছে তাতে মোটামুটি সন্তুষ্ট। মেজাজ নিতান্ত খারাপ না হলে গ্রেফতার এড়ানোর যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে এমন কাউকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে না, হয়তো এজন্যেও কিছুটা প্রসন্ন বোধ করছে। উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাটের কিনারা ছুঁ'ল শেরিফ। 'পরেরবার শহরে এলে দেখা হবে,' প্রতিশ্রুতি দিল সে, 'এ নিয়ে আরও আলাপ করব আমরা, জুলিয়া।' তারপর নিচু ট্রেইল ধরে এগোল ভোরের আলো ফুটতে থাকা দিগন্তের দিকে।

সামান্য একটা কম্বলের উষ্ণতা বোধহয় মিসেস ব্রুকসের আড়ষ্টতা কাটাতে যথেষ্ট হয়নি। শেভার্ন যখন ছড়িয়ে থাকা ঘোড়াগুলোকে একত্রিত করে যত্ন নিচ্ছে, ভাইয়ের সাহায্যে তখন আগুন জ্বালাল মহিলা।

একটু পর আগুনের কাছে এসে বসল শেভার্ন, নতুন একটা পরিবর্তন খেয়াল করল—শারীরিক আড়ষ্টতা সত্ত্বেও সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত দেখাচ্ছে জুলিয়া ব্রুকসকে। সবুজ চোখে গভীর চাহনি, দশ বছর আগের সামান্য একটা ঘটনা যে শেভার্নের জন্যে এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কল্পনাও করেনি বোধহয়। শেরিফ অভিযোগ নিয়ে না এলে বোধহয় ব্যাপারটা কখনোই প্রকাশ পেত না।

'সত্যিই কি তোমার নামে পোস্টার ছাড়া হয়েছে?' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল মহিলা।

কফির মগে চুমুক দেয়ার সময় মাথা ঝাঁকাল ও।

'মিথ্যে অভিযোগটা করেছে কে?'

'উইল রেনার।'

'বুঝেছি। তোমাকে বিপক্ষে যোগ দিতে দেখে খেপে গিয়েছিল বোধহয়। কিন্তু এতদিন পরও সামান্য এই অভিযোগটা...'

'সামান্য নয়, ম্যা'ম,' বাধা দিল শেভার্ন। 'রেনার খুন হয়ে যাওয়ার পর কেউই সামান্য হিসেবে দেখেনি। তাছাড়া আমার অতীতও লোকজনকে সন্দিহান

করার জন্যে যথেষ্ট ছিল।'

'অতীত?'

'তরুণ বয়সের পাগলামি বলতে পারো। স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে একটা স্টেজ লুঠ করতে গিয়েছিলাম দুই বন্ধু। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি সত্যিই স্টেজে টাকা থাকতে পারে। পিঙ্কারটনের দু'জন স্টেজ গার্ড ছিল সঙ্গে।' বলে থেমে গেল শেভার্ন, কফির মগ নামিয়ে রেখে সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

'তারপর?'

'একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়লাম। বিচারে ছয় বছরের জেল হলো।'

'ওহ্! কত ছিল তোমার বয়েস?'

'ষোলো। বাড়ি ফিরে এসে টের পেলাম ছয় বছরেও পাপমোচন হয়নি, নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হলো। জেল খাটা আসামীকে সন্দেহের চোখে দেখে সবাই, অবজ্ঞা, শীতল আচরণ··· বাধ্য হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, বাউণ্ডুলের মত ঘুরছি সেই থেকে।'

আনমনে মাথা নাড়ল জুলিয়া ব্রুকস। 'ইংল্যান্ডে গেলে কখন?'

'মেক্সিকো থেকে পালিয়ে চলে গেলাম।'

'কখনও তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগ পাইনি আমরা,' কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ পেল জুলিয়া ব্রুকসের কণ্ঠে। 'এই এতদিন পর···কি হবে তাতে? বরং তোমাকে ছোট করা হবে, অথচ ক্যাসাসের জন্যেই তোমার জীবনে এত দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আমি সত্যিই দুঃখিত, মি. শেভার্ন!'

'আজ যা করেছ সেটাই যথেষ্ট, ম্যা'ম,' সন্তুষ্টির সঙ্গে ঘোষণা করল শেভার্ন, সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবছে সকাল পর্যন্ত চারপাশে খানিকটা চক্কর দিয়ে সময়টা কাটিয়ে দেবে। ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে সরে এল ও, ঘোড়ার যত্ন নিল।

দিনের আলো বেড়ে গেলেও শেভার্ন খেয়াল করল মিসেস ব্রুকসের মুখের ঔজ্জ্বল্য বাড়েনি। এখনও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে যুবতীকে, যেন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ভাবছে জুলিয়া ব্রুকস শেষ পর্যন্ত প্রায়শই রোগাক্রান্ত মহিলায় পরিণত হয়ে যায় কি-না, কিংবা কে জানে হয়তো সময়ের আগেই সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু যতক্ষণ না নিজে মুখ খুলছে কৌতূহল নিবৃত্ত করার ইচ্ছে নেই ওর। বাকবোর্ডে উঠতে মহিলাকে সাহায্য করল ও।

রওনা দিল ওরা। মাসট্যাঙগুলো আজ ভিন্ন মেজাজে আছে, সূর্যের তেজ বেড়ে যাওয়ার আগেই যতটা সম্ভব পথ পাড়ি দিতে চাইছে যেন।

শেভার্ন জানে মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি শেরিফ, আগে বা পরে সোডা স্প্রিং-এর ওই ফ্রেইটারের সাথে 'ব্যবসা' চুকিয়ে ফেলতে হবে ওকে। ব্যাপারটার শ্রেয়তর দিক বিবেচনা করল। নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে–অন্তত একবারের জন্যে হলেও বিজয়ীর পক্ষ নিতে হবে, নইলে ম্যাকলেন্ডনদের সঙ্গেই ডুবতে হবে ওকে, এবং আরও ক'জন যে দাবি করবে কুখ্যাত কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিল ও···

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেভার্ন। গতরাতে পর্যাপ্ত ঘুম হয়নি। কিছুটা হলেও আচ্ছন্ন বোধ করছে–ঠিক তন্দ্রালু নয়, ছয় ঘোড়ার ওয়্যাগন চালানোর কাজটা মনের এক

অংশ ঠিকই চালিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু অন্য অংশটা নিরবিচ্ছিন্ন সুখী ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনার ফানুস ওড়াচ্ছে, যেখানে প্রতি দশ বছর পর পর নতুন ভাবে জীবন শুরু করে লোকেরা: নতুন নাম, নতুন পেশা কিন্তু পুরানো দিনের কোন স্মৃতি নেই। সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনিস বোধহয় এটাই: তিক্ত অতীতের অনুপস্থিতি।

নিজেকে সচকিত করল শেভার্ন। সূর্য এখন পিঠ তাতাচ্ছে, ক্লিফের দেয়ালে ঠিকরে যাচ্ছে সোনালি রোদ। ঢালের আকারে লাগাতার উঠে গেছে ট্রেইল, একেবারে দুর্গম না হলেও আয়াস-সাধ্য। মেস্কিট, জুনিপার আর ক্রিয়োসোট রয়েছে প্রচুর, এবং পাহাড়ী এলাকা বলে ওগুলোর বৃদ্ধি একটু বেশিই। মাইল খানেক দূরে ফর্ক আকৃতির পাইনের চূড়া দেখা যাচ্ছে। আকার বা আকৃতিতে প্রায় একইরকম–দেখতে দারুণ লাগছে। আর কিছু না হোক, খানিকটা ছায়া পাওয়া যাবে ওখানে।

হঠাৎ করেই গতি বেড়ে গেছে ঘোড়াগুলোর, সামনে কোথাও ছায়া পাওয়া যাবে ব্যাপারটা এরাও টের পেয়েছে। যথেষ্ট গরম পড়ছে, এবং দুপুর নাগাদ আরও পড়বে; প্রায় অসহ্য বোধ হচ্ছে শেভার্নের। সোডা স্প্রিং-এ মাঝ দুপুরেও এত গরম পড়ে না, হয়তো উচ্চতার কারণেই পাহাড়ে গরম বেশি। বুক ভরে শ্বাস টানল ও, ক্ষীণ কিন্তু সজীব পাইনের সুবাস টেনে নিল সানন্দে।

ওর ভারী ওয়্যাগনের চেয়ে যথেষ্ট দূরে আছে বাকবোর্ডগুলো, ধুলো থিতিয়ে আসার মত দূরত্বে। পাইনের ঝাড়ের কাছে যখন পৌঁছল শেভার্ন, ততক্ষণে রান্নার আয়োজন করেছে জুলিয়া ব্রুকস। ঘন পাইনের মাঝখানে ছোট্ট একটা ওঅটর হোল রয়েছে, এর আগে কেউ খুঁড়েছিল বোধহয়। চুইয়ে পানি জমা হচ্ছে সেখানে, তবে ওদের জন্যে যথেষ্ট। ঘোড়ার তেষ্টা মিটিয়ে সব ক্যান্টিন খালি করে ফেলল জুড, তারপর ভরে নিল ওঅটর হোল থেকে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে পানির দিকে ইঙ্গিত করল শেভার্ন।

'সোডা স্প্রিং-এর পানির চেয়ে ভাল,' ওকে আশ্বস্ত করল ছেলেটা।

'আর কত দূর যেতে হবে?'

'পনেরো মাইল।'

ঘোড়ার যত্ন শেষে হার্নেস জুড়ল শেভার্ন, ব্রিডল ঠিকমত লেগেছে কি-না পরখ করল, তারপর সব ঘোড়ার খুর আর মুখ নিরীখ করল। লাগাতার চড়াই বেয়ে উঠতে হলেও মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে ঘোড়াগুলো। ঘাড় ফিরিয়ে রান্নায় ব্যস্ত মিসেস ব্রুকসের দিকে তাকাল, মহিলার ক্ষেত্রে একই কথা বলতে পারলে বোধহয় খুশি হত–কারণ আগুনের পাশে ঢুলতে শুরু করেছে লাল-চুলো। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। 'শুয়ে পড়ছ না কেন তুমি?' প্রস্তাব করল শেভার্ন। 'কর্ন পোন তৈরি হয়ে গেলে জানতে পারব আমি।'

'নিশ্চই পারবে, মি. শেভার্ন।'

খানিকটা এগিয়ে ফ্যাকাসে, ক্লান্ত মুখটা জরিপ করল ও। 'আমাকে ঠিকমত চেনোও না, অথচ জেদী বাচ্চার মত আমার পক্ষে সাফাই গেয়েছ?'

'আগেরটা আগে সারতে দাও, মি. শেভার্ন।'

স্টুয়ের পাত্র আর ডাচ আভেনের দিকে তাকাল শেভার্ন, জুলিয়া ব্রুকসের

নির্লিপ্ততার কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। 'সব ঝামেলা বিদায় করে দেয়ার পর?'

'এখনই আলোচনা করা কি জরুরী?'

'যদি ইচ্ছে হয় তোমার। ...আঘাতটা কি খুব ভোগাচ্ছে তোমাকে?'

'মনে হচ্ছে তুলনা করার মত অবস্থায় নেই আমি।'

আগুনের দিকে তাকাল ও। আশা করছে এস্টেটে পৌঁছার পর মিসেস ব্রুকসের স্বাস্থ্য এবং মেজাজ, দুটোরই উন্নতি হবে। তবে এটা ঠিক গতকাল সকালে যাত্রা করার পর থেকে লাগাতার ধকল যাচ্ছে, তারপরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে মহিলাকে।

'তুমি তো সৈনিক ছিলে একসময়,' খেই ধরল মহিলা। 'কখনও গুলি লেগেছে তোমার?'

'কয়েকটা আঁচড় ছাড়া তেমন ভুগতে হয়নি আমাকে।'

'গুলি বিঁধেনি?'

এক হাতে চাঁদির ক্ষতটা স্পর্শ করল শেভার্ন, নতুন চামড়া গজাচ্ছে। ইতোমধ্যে একবার ওটাকে তুলে ফেলেছে ও।

'কাঁধের ক্ষত সারতে ক'দিন লাগে বলতে পারো?'

ঝটিতি ফিরে তাকাল শেভার্ন। 'গুলি লেগেছে তোমার? কখন?'

'আমার স্বামী মারা যাওয়ার পরপরই।'

ডান বগলের কাছে জায়গাটা ইঙ্গিত করল মহিলা। 'গুরুতর কিছু নয়, তবে আঁচড়ের চেয়ে বেশিই হবে। কিন্তু নড়াচড়া করলেই মনে হচ্ছে ক্ষতের মুখ খুলে যাবে।'

'ট্রেইলে বেরোনো উচিত হয়নি তোমার,' অন্যমনস্ক সুরে বলল শেভার্ন। 'সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে।' বিশদ জানার জন্যে উপযুক্ত এবং শালীন কিছু শব্দের খোঁজে শব্দের ভাণ্ডার হাতড়ে বেড়াল ও। গোল্লায় যাক ভদ্রতা! 'না চাইলেও তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়াতে হচ্ছে আমাকে, ম্যা'ম। হয়তো তোমার সঙ্গে তোমার বাবার বা স্বামীর সম্পর্কটা আরও ভাল করে জানা উচিত আমার।'

'স্রেফ বখে যাওয়া একজন মানুষ!' শীতল স্বরে বলল মহিলা। 'নিজের কানেই তো শুনলে, শেরিফ ওকে টিনহর্ন বলছিল।'

ক্ষোভ নাকি হতাশা প্রকাশ পেল বুঝতে পারল না শেভার্ন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহিলা। 'পঞ্চাশ বছরে বাবা যে জ্ঞান অর্জন করেছে আমি যদি আঠারোতে তা করতাম...' শ্রাগ করে থেমে গেল মিসেস ব্রুকস, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। 'সন্দেহ নেই ঠিকই বলেছে শেরিফ। আমার স্বামী আর তোমার মধ্যে বলতে গেলে কোন পার্থক্য নেই।'

অস্ফুট একটা শব্দ করল শেভার্ন। 'সত্যি, মিসেস ব্রুকস! কিন্তু আমি তো তোমাকে বড়জোর অস্ত্রের ধরন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারব!'

'ওহ্, ওভাবে বোঝাতে চাইনি আমি! শেরিফ তোমাকে কুখ্যাত লোক হিসেবে দেখলেও, আমার মনে হচ্ছে তোমার বর্তমান আচরণ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্রেফ আমার মা-র কথা মনে করছিলাম।'

'দুঃখিত, প্রসঙ্গটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ক্যান্সাসের ঘটনা তো তুমি জানোই। আমার চোখের সামনেই খুন হয়ে যায় মা। শহরের প্রায় সবাই যেহেতু ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করার পক্ষে ছিল তাই নির্বিচারে সবাইকে খুন করেছে কোয়ান্ট্রিল গেরিলারা। মানুষগুলো ছিল পুরোপুরি নিরীহ, কেউ কেউ হয়তো যুদ্ধেও যোগ দিয়েছে, কিন্তু যে কোন একটা পক্ষ বেছে নেওয়ার অধিকার যেমন ছিল, নিজেকে বাঁচানোর অধিকারও ছিল তাদের, তাই না? উইল রেনারের লোক বা গেরিলারা সেই সুযোগ দেয়নি কাউকে, নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর স্রেফ টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও তো অলিখিত কিছু নিয়ম থাকে, নিরস্ত্র শত্রুকে খুন করে না বিবেকবান কোন মানুষ। সামান্য এই দয়াটুকুও পায়নি ওরা।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেভার্ন।

'শুনেছি যুদ্ধ যুদ্ধই, মা তাই বলত আমাকে। সাম্প্রদায়িক যে কোন আচরণই বন্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু এটাই ছিল যুদ্ধের মূলমন্ত্র। হিংস্রতা কেবল হিংস্রতারই জন্ম দেয় যদ্দিন না একেবারে শেষে মানুষের মনে অন্যের জন্যে দয়া এবং সহানুভূতি জন্মায়।'

মহিলার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে এসবের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো শেভার্ন। ভাবছে স্বচক্ষে স্বামীকে মরতে দেখেছে কি-না মিসেস ব্রুকস। নিশ্চই তাই ঘটেছে, কারণ সে নিজেও একটা গুলিতে আহত হয়েছে। 'ট্রেইলের কোথাও ঘটেছে ঘটনাটা?'

'কি বললে?'

'কোথায় মারা গেছে তোমার স্বামী?'

'সোডা স্প্রিং-এ,' স্টুয়ের পাত্রের দিকে মনোযোগ দিল জুলিয়া ব্রুকস।

ঘোড়ার যত্ন শেষ করে একটা কফি পটে পানি নিয়ে এসেছে জুড, আগুনে বসিয়ে দিল কেতলিটা।

'আমার স্বামী মানুষটা ঠিক সুবিধের ছিল না। শেষদিকে পরস্পরের প্রতি আবেগ বা সহানুভূতি কোনটাই ছিল না আমাদের। ঝামেলা এড়াতে বাবা প্রায়ই টাকাপয়সা দিত ওকে...' থেমে গেল মহিলা, দ্বিধা ফুটে উঠেছে চোখে। 'বাবার শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করত ও। ব্যাপারটা সত্যিই হতাশ করে আমাকে, প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কয়েকবার খবর পাঠিয়েছিলাম ওকে, কিন্তু দেখা করা দূরে থাক, উত্তর দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। শেষে বাধ্য হয়ে শহরে গেলাম, দেখতে চাইছিলাম বাবার দেয়া টাকা কিভাবে জুয়া খেলে নষ্ট করছে সে।'

গল্পের শেষ দিকটা আঁচ করতে পারছে শেভার্ন। অনুভূতিটা সুখকর কিছু নয় ওর জন্যে। 'সোডা স্প্রিং-এ মাত্র একটাই জুয়ার হল আছে,' বিরস মুখে বলল ও।

'গোল্ডেন ঈগল। জোচ্চোর আর বুলি হিসেবে তখন কুখ্যাতি অর্জন করেছে আমার স্বামী। সেলুনের পেছনের দরজায় যখন পৌঁছলাম আমি, টের পেলাম কারও সঙ্গে তর্ক করছে ও। ...বাধ্য হয়েই ড্র করেছ তুমি, তাই না?'

স্থির দৃষ্টিতে মহিলাকে দেখছে শেভার্ন। 'জানতে আমার গুলিতেই আহত হয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, মি. শেভার্ন।'

'এও জানতে তোমার স্বামীকে খুন করেছি আমি?'

মাথা ঝাঁকাল মিসেস ব্রুকস, মুখ নির্বিকার।

'কিন্তু আমার ওপর বিদ্বেষ অনুভব করছ না!'

'অস্ত্র নিয়ে তুমি যদি নিজের জীবন বাঁচাতে পারো, তাহলে নিশ্চই ম্যাকলেন্ডনদের পক্ষেও দাঁড়াতে পারবে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি মি. ব্রুকসের মধ্যে যা দেখতে পায়নি, তেমন কিছুই তোমার মধ্যে চোখে পড়েছে আমার বাবার।'

'কিন্তু সে জানত না তোমার স্বামী আমারই হাতে...'

'জানতে পারলে খুশিই হত।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল এবার। ক্ষমা প্রার্থনা বা দুঃখ প্রকাশ করা ধাতে নেই শেভার্নের, তাছাড়া সেসব প্রকাশ করে হবেটা কি? ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত জুডাস ম্যাকলেন্ডনের দিকে তাকাল। 'আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে কেন ও?' শেষে নীরবতা ভাঙল, 'ও কি জানে না আমার কারণেই বিধবা হয়েছ তুমি এবং শরীরে একটা ক্ষত নিয়ে দীর্ঘ যাত্রার ধকল পোহাচ্ছ?'

'সবই জানে ও, মি. শেভার্ন। ওকে সাথে না নিয়ে বেচারার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছ তুমি।'

তাহলে আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল ও!

'আমার স্বামীকে পছন্দ করত জুড,' একই রকম শান্ত স্বরে যোগ করল মিসেস ব্রুকস। 'মাঝে মধ্যেই ভাবি এই বয়সের ছেলেরা কেন যে ছন্নছাড়া বেপরোয়া লোককে পছন্দ করে!'

এবং এভাবেই, সিদ্ধান্তে পৌঁছল শেভার্ন, *'বিজ্ঞতা'র খ্যাতি পেয়ে যাই আমরা*। জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে অন্ধভক্ত এক তরুণ বলে ধরে নিয়েছিল ও! স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তির কারণে এড়াতে পেরেছিল ছেলেটাকে, নিজের অজান্তে তরুণ আর শেরিফ দু'জনকেই বোকা বানিয়েছে। ছেলেটার পরিকল্পনা ও কিভাবে আঁচ করে ফেলেছে তা ভেবে নিশ্চই কূল পায়নি ওরা।

'এখন?'

'এখন কি, মি. শেভার্ন?'

'জুড নিজের ইচ্ছে পূরণ করার আগেই নিজের চামড়া বাঁচাতে চলে যাওয়া উচিত নয় আমার?'

'তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর। ওকে বুঝিয়েছি আমি।'

'তাই?'

'অদ্ভুত হলেও সত্যি, এক বাউণ্ডুলের ভূত মাথা থেকে সরতে না সরতেই আরেকজনের ভূত চেপে বসেছে ওর ঘাড়ে।'

'বলতে থাকো, ম্যা'ম। আমার আচরণ কি একেবারে অভব্য?'

'পুরোপুরি ভদ্র এবং খাঁটি ইংরেজদের মত!'

জুডাস ক্যাম্পের কাছে আসতে আলাপে ছেদ পড়ল। সাপার তৈরি হয়ে

গেছে। নিজের জন্যে এক বাটি স্টু আর কর্ন পোনের একটা চাক নিয়ে পাইনের সারির কাছাকাছি সরে এল শেভার্ন।

'খেয়াল করেছি রুটি খাও না তুমি, মি. শেভার্ন,' হঠাৎ বলল লাল-চুলো। 'ইংল্যান্ডের সব লোকই কি কর্ন পোন খেতে পছন্দ করে?'

সাত

আরেকটু হলেই থালাটা হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিল শেভার্ন। 'আসলে,' থালাটা সন্তর্পণে নামিয়ে রাখার ফাঁকে সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যার খোঁজে মাথা খাটাচ্ছে। 'ইংল্যান্ডে কর্ন বলতে যা বোঝায় এখানে গম, বার্লি, রাই বা যে কোন শস্যই কর্ন নামে পরিচিত। কর্ন বলতে তোমরা যেটাকে বোঝো আমরা সেটিকে বলি মেইজ, কিংবা কোন কোন সময় ইন্ডিয়ান কর্নও বলি।'

'কিন্তু জিনিসটা খাও তো, নাকি?'

'গরীব কিছু মানুষ মাঝে মধ্যে খায় বটে। গুজব আছে শেষবার দুর্ভিক্ষের সময় আইরিশদের কর্ন উপহার দিয়ে আসলে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টেনে খেই ধরল ও। 'কিন্তু মেক্সিকোতে খাওয়ার জন্যে এছাড়া তেমন কিছু নেই।

'উষ্ণ অঞ্চলে গম জন্মায় না তেমন, সেজন্যে স্থানীয় লোকজনের পক্ষে শস্য আমদানি করাও কঠিন। সময়ে বদলে গেছে মানুষের মনোভাব, কর্ন টরটিয়া, কর্ন টেমালেস, কর্ন সুপ, কর্ন মেন্যুডো কিংবা কর্নের তৈরি খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সবাই। স্থানীয় ধর্ম অনুসারে মেইজ গাছের সঙ্গে দেবতাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে।'

'মেক্সিকোতে অনেক দিন ছিলে?'

'আঠারোশো সাতষট্টি পর্যন্ত।'

'চলে এলে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেভার্ন। 'উনিশে জুনের ভোরে কোয়েরেটারোর বাইরে ছোট্ট এক পাহাড়ের কোলে একটা ফায়ারিং স্কোয়াডের আয়োজন করা হয়েছিল, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আরও বিশজনের সঙ্গে আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল ওরা। উইল রেনারের খুন কিংবা ক্যান্সাসের ঘটনার জন্যে নয়, বরং আমার অপরাধ ছিল একটাই, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হইনি...' বিস্ময় মিসেস ব্রুকসের মুখে, খানিকটা ভয়ও ফুটে উঠছে চাহনিতে। কিন্তু নির্বিকার মুখে বলে গেল শেভার্ন। 'দেশটা বেশ শান্তিপূর্ণ, যে কোন সরকারই আশা করে কিছু সময় পাবে তারা–যতক্ষণ না হিংস্রতা নির্মূল হয় এবং ইয়াঙ্কিরা আবারও অনধিকার চর্চা শুরু করে। কিন্তু সুযোগ পাননি সম্রাট, হুয়ারেজ সময় দেননি তাঁকে, বরং সম্রাটকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে ওঁর সমস্ত

অনুসারীকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন।'

'কিন্তু হুয়ারেজ তো জাতীয় বীর ছিল!'

'লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়া বিক্রির প্রস্তাবের সঙ্গে দেশপ্রেমের সমন্বয় সাধন করা বোধহয় সত্যিই কঠিন ছিল।'

'সত্যি, মি. শেভার্ন!'

'প্রস্তাবটা আমেরিকানরা ফিরিয়ে দেয় মাত্র একটা কারণে–দর কষাকষিটা ঠিক যুৎসই হয়নি, টেরিটরিটা স্বাধীন নাকি অধীন কোন রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে সেটাই ঠিক করতে পারছিল না।

'প্রস্তাবটা ব্যর্থ হতে ব্রাউনসভিল থেকে মাজাৎলান পর্যন্ত রেলরোড বিক্রি করার প্রস্তাব দেন হুয়ারেজ। স্বভাবতই ওঁর দেশের অর্ধেকটা গায়েব হয়ে যায়।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না, মি. শেভার্ন।'

'দলিলপত্র আছে। তোমাদের সংবাদপত্রেও এসেছে খবরটা। সম্রাট ছাড়াও স্থানীয় বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল হুয়ারেজকে। জেনারেল ডায়াজ আরেকজন 'খাঁটি' দেশপ্রেমিক, হুয়ারেজের জীবদ্দশায় সুযোগ পেলেই ঝামেলা করেছেন। বছর পাঁচেক আগে হুয়ারেজ নির্বাচনে হারার পর বিদ্রোহ শুরু করেন ডায়াজ। এই বিদ্রোহের শেষদিকে মারা যান হুয়ারেজ। কেবল তারপরই জেনারেল ডায়াজ জাতীয় বীর হিসেবে নিজের ভূমিকা রাখা শুরু করেন–চির প্রতিদ্বন্দ্বী মারা যাওয়ার পর।

'আমি নিশ্চিত জেনারেলও লোক দেখানো কান্নার পেছনে মিটিমিটি হেসেছেন–হুয়ারেজের প্রস্তাব মত দুই মহাসাগরকে সংযোগ করার কথা, বিনিময়ে জেনারেলকে স্বদেশ বিসর্জন দিতে হত। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, হুয়ারেজের মাতৃভূমিও একই।'

জ্বলজ্বল করছে মিসেস ব্রুকসের চোখ। জুডের মুখে কোন বিকার নেই।

'মরিয়া হয়ে নিজের অবস্থান ধরে রাখেন সেনর হুয়ারেজ, একটু একটু করে হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চল। সম্রাটের অনুগত বাহিনী একসময় নিউ অর্লিন্সে সরে যেতে বাধ্য করে ওঁকে, সামান্য বিদ্রোহীর মত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হন হুয়ারেজ। নিজেদের মধ্যে তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত গ্রিংগোরা, প্রয়োজনীয় অস্ত্রের যোগানও ছিল না। তারপর গৃহযুদ্ধ থেমে যেতে, ইউরোপ থেকে শান্তি প্রক্রিয়ার চাপ আসার পর, নিজের ভাগ্য বদলে ফেলেন হুয়ারেজ। প্রয়োজনীয় অস্ত্রের যোগান থাকায় ক্ষমতা ফিরে পেতে অসুবিধে হয়নি ওঁর।

'এভাবেই নিজেকে অস্বস্তিকর এক অবস্থায় আবিষ্কার করেন জেনারেল ডায়াজ। জাতীয় এক বীরের বিরুদ্ধে নগ্ন ভাবে বিদ্রোহ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বীরদের সমাধিতে শিরোমাল্য অর্পণ আর নিজের চোখের জলে পানি ছিটিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না ওঁর।

'সেনর হুয়ারেজ কেমন ধরনের বীর বা দেশপ্রেমিক ছিলেন সেটা তুমিই ঠিক করে নিয়ো, ম্যা'ম। যদি রাজা ক্যালিফোর্নিয়া বিক্রি করতে সফল হতেন তাহলে মেক্সিকোর ইতিহাস হয়তো নতুন করে লিখতে হত। ব্রাউনসভিল থেকে

মাজাৎলান পর্যন্ত যদি কাল্পনিক একটা রেখা টানা হয়, এর উত্তরে যত মেইনল্যান্ড এবং যোজকের দক্ষিণের এলাকা, সবকিছু চলে যেত আমেরিকার দখলে। ম্যাসাচুসেটস-এর মত ছোট্ট একটা এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত জাতীয় বীরকে।'

'তুমি দেখছি দারুণ আপত্তি করছ, মি. শেভার্ন।'

'নিজের সম্পদ হারাতে চায় না কেউ। অন্য কিছু নয়, বরং সম্রাটের মানহানি করার চেষ্টাই বেশি ত্যক্ত করেছে আমাকে। গণতন্ত্রের কথা বলা খুব সহজ-গ্রীক পণ্ডিতরা নিজেরাই শিখেছে এতে খুব একটা কাজ হয় না। তোমাদের দক্ষিণে, প্রতিবেশী দেশে কি জনপ্রিয় কোন সরকার গঠিত হয়েছে কখনও? কিংবা ছন্নছাড়া, ঠিকানাহীন প্রতিটি মানুষ কি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে? আসলে সত্যিকার ভুক্তভোগী হচ্ছে তারাই-খেটে খাওয়া কিছু মানুষ যারা কখনও ভোটাধিকার দাবি করেনি, এতটাই অশিক্ষিত যে একটা ভোটের গুরুত্বও এদের অজানা, কিন্তু এদের প্রত্যাশা একটাই-সমৃদ্ধ নয় বরং শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশে বাস করার অধিকার।'

'কিন্তু একজন সম্রাট...' প্রতিবাদ করতে চাইল লাল-চুলো।

'খোদা রক্ষা করুন রাণীকে!' বাধা দিল শেভার্ন। 'তিনি যেন আজীবন সমৃদ্ধি আর সুখে থাকেন। কিন্তু প্রতি নির্বাচনের সময় নতুন নতুন ধান্ধাবাজ লোকদের দেখতে হয় আমাদের, তাদেরকেই নির্বাচন করতে হয়।'

নীরবে মগে কফি ঢালল মিসেস ব্রুকস।

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শেভার্ন। কিন্তু জানে এখানেই শেষ হয়নি ব্যাপারটা। ভেবেছিল তর্ক করে হয়তো কিছুটা প্রাণশক্তি ফিরে পাবে মিসেস ব্রুকস, কিন্তু এখনও ফ্যাকাসে নির্লিপ্ত রয়ে গেছে মহিলা। 'কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিশ্রাম নেওয়া উচিত তোমার,' খাওয়া শেষে বলল ও। 'শক্তি ফিরে পেতে হবে, নইলে যাত্রার ধকল সামলাতে পারবে না।'

'আমি ভালই আছি...'

'মোটেই না। তুমি যদি বিশ্রাম না নাও তাহলে হয়তো বিকল্প চিন্তা করতে হবে। আমার আপত্তিকর সামর্থ্য বাদ দিলেও, ক্ষতের পরিচর্যা করতে হলে কাপড় খুলতে হবে তোমার।'

নিমেষে চুলের মত লাল হয়ে গেল জুলিয়া ব্রুকসের অপূর্ব সুন্দর মুখ। বিনা বাক্যব্যয়ে বেডরোলে শুয়ে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে শেভার্নের দিক থেকে। এই ফাঁকে থালা-বাসন ধুয়ে টুকিটাকি অন্যান্য কাজ সেরে ফেলল শেভার্ন আর জুড।

'সামনের রাস্তা কেমন?' জানতে চাইল শেভার্ন।

'চলনসই,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ছেলেটা।

'পেছনে যে পথ ফেলে এসেছি তারচেয়ে ভাল?'

'প্রায় একই।'

'তোমার বোনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'বহু লোকের দুশ্চিন্তার খোরাক ও।'

সেটা সত্যি, ভাবল শেভার্ন। 'যতটা দেখাচ্ছে তারচেয়ে বেশি অসুস্থ ও। তুমি

কি চাও না ও বেঁচে থাকুক?'

আচমকা ধৈর্য হারিয়ে ফেলল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। 'তামাশা করছ?'

ছেলেটাকে আশ্বস্ত করল ও, সত্যিই কোন তামাশা করছে না। 'সামনের ট্রেইল কেমন, আমার ওয়্যাগনের সাথে একটা বাকবোর্ড বেঁধে টেনে নেওয়া যাবে?'

'জুলিয়া যাতে শুয়ে থাকতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

ওয়্যাগনে আরও দুটো মাসট্যাঙ জুড়ল শেভার্ন, তারপর বাকবোর্ডের সঙ্গে জোড়া লাগাল। প্রায় দুপুর হয়ে গেল কাজটা সারতে। ওয়্যাগনের মালপত্র অদল-বদল করল, খাবারের প্যাকেট দিয়ে শূন্য জায়গা ভরল। ওজনের ভারসাম্য থাকবে এবার। সবশেষে জুলিয়া ক্রুকসকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, যতটা ভেবেছিল লাল-চুলোর ওজন তারচেয়ে বেশ কম মনে হওয়ায় রীতিমত বিস্মিত হলো। 'এবার নিশ্চই আরাম বোধ করছ?' মহিলাকে বেডরোলের ওপর শুইয়ে দিয়ে জানতে চাইল ও। 'শিগ্গিরই যাত্রা শুরু করব আমরা, আর কিছু লাগবে তোমার?'

'শুধু রাইফেলটা।'

বাকবোর্ড থেকে ভারী রাইফেলটা নিয়ে এল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। এবার আগে আগে চলল শেভার্ন, যাতে পেছনের বাকবোর্ডের ওপর নজর রাখতে পারে ছেলেটা। পাইনের সারির ফাঁক গলে মন্থর গতিতে এগোল ওয়্যাগন, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ছায়া পাচ্ছে ওরা। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল শেভার্ন, বুঝতে চাইছে পরিবর্তনটা কিভাবে নিয়েছে মিসেস ক্রুকস। মহিলা তখন হয় ঘুমিয়ে পড়েছে নয়তো জ্ঞান হারিয়েছে।

আটটা মাসট্যাঙ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওয়্যাগন। আগে ছয়টাকে সামলাতে কসরৎ করতে হয়েছে, কিন্তু এবার যেন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে শেভার্নকে। তাছাড়া পেছনের বাকবোর্ড তো আছেই। প্রায়ই এদিক-ওদিক বেঁকে যাচ্ছে বাকবোর্ড, সামলে রাখা কঠিন হচ্ছে, মাসট্যাঙগুলোও বেয়াড়া আচরণ শুরু করেছে। আরেকটা টানা দৌড় দরকার, ভাবল ও, তাহলেই হয়তো শান্ত হবে ঘোড়াগুলো।

লাগাতার চড়াই বেয়ে উঠতে হলেও ঘোড়াগুলোর উদ্যমে ঘাটতি দেখা গেল না, হয়তো ট্রেইলের চারপাশে সবুজের সমারোহ বাড়ছে বলেই। পেছনে মরুভূমি ফেলে এসেছে ওরা, আশপাশে এখন অ্যাসপেন, পাইন, ট্যামারেক-এর বিক্ষিপ্ত বন চোখে পড়ছে। পাশের জমিতে ঘাস দেখা যাচ্ছে, একই সাইজের সব-যে পশুই খেয়েছে প্রায় গোড়া পর্যন্ত ঘাস টেনে নিয়েছে। পশুদের মধ্যে এর আগে এতটা নিয়মানুবর্তিতা দেখেনি শেভার্ন। ফের পেছন ফিরে তাকাল ও, কিন্তু একই ভাবে স্থির পড়ে আছে মিসেস ক্রুকস।

তৃণভূমিতে পশু চরার কথা, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে চোখে পড়বে। শেভার্ন ভাবছে কিভাবে এমন অনুর্বর জায়গায় র‍্যাঞ্চিং করছে ম্যাকলেন্ডনরা। কি মাস চলছে এখন? মে-র শেষ হবে বোধহয়। মে-তেই যদি ঘাসের এই দুরবস্থা হয়

তাহলে সেপ্টেম্বরে কি দশা হবে? নিঃসন্দেহে বেসিনে ঝামেলা হওয়ার একটা কারণ এটা।

ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেল, কিন্তু সচল প্রাণের কোন নমুনা দেখা গেল না। সামনে পাহাড়শ্রেণীর বুকে তুষারশুভ্র বরফের চাঙড় চোখে পড়ছে, যেন মুক্তোর বিশাল দানা একেকটা। পর্যাপ্ত পানির যোগান রয়েছে এমন উপত্যকা আছে ওপরে কোথাও, সারা শীতেও ঘাস থাকার কথা–কিন্তু হরিণ আর অ্যান্টিলোপ যে একচেটিয়া সুযোগ পাচ্ছে না, দেখেই বোঝা যায়। আশপাশে এমন কোন চিহ্ন নেই যাতে বোঝা যাবে গরু চরছে খর্বাকৃতির ঘাসে ভরা এই তৃণভূমিতে।

সামনে বিক্ষিপ্ত ভাবে জন্মেছে কিছু পাইন। আচমকা কামানের গোলার মত ওয়্যাগনের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা কিছু। নিমেষে হোলস্টারে হাত বাড়াল শেভার্ন, তারপরই টের পেল উড়ন্ত একটা স্কুইরেল চমকে দিয়েছে ওকে। ফের নীরব হয়ে গেল ট্রেইল, আটটা মাসট্যাঙের লাগাতার নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। শক্ত হাতে লাগাম চেপে ধরল ও, পাছে ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করে বেয়াড়া ঘোড়াগুলো।

জুড বলেছিল পনেরো মাইল। এতক্ষণে অন্তত অর্ধেকটা পাড়ি দিয়েছে ওরা। ঘোড়াগুলো নতুন উদ্যমে ছুটছে যেন সামনের বাঁক পেরুলেই বিশ্রাম পাবে। কিন্তু বাঁক পেরিয়ে আসতে জিপসীদের ক্যারাভানের মত একটা ওয়্যাগন দেখতে পেল শেভার্ন।

কাত হয়ে পড়ে আছে ওয়্যাগনটা। ক্যানভাসের আচ্ছাদন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও। আসনের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল শেভার্ন, লাগাম টেনে ধরেছে। একসময় থেমে গেল ওয়্যাগন। ব্রেক সেট করে লাফিয়ে নামল ও, ট্রেইলের পাশে এসে বিধ্বস্ত ওয়্যাগনের চারপাশ জরিপ করল। ওপাশে পড়ে আছে এক বুড়ো, ইন্ডিয়ান বা মেক্সিকান হবে। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে মৃত।

'আরকেডিও!' সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল জুড, বাকবোর্ড থামিয়ে ছুটে আসছে।

'তোমাদের লোক?'

নড করল ছেলেটা।

গুলিতে মারা গেছে বুড়ো। ডান বাহু গুঁড়িয়ে দিয়েছে বুলেট, তারপর বুকের ভেতরে ঢুকে গেছে। মরার আগে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে লোকটা। আড়চোখে জুডের দিকে তাকাল শেভার্ন, ভাবছে নির্মম ও কঠিন মৃত্যু তরুণ ম্যাকলেন্ডনের মধ্যে কি প্রভাব ফেলে। অস্থির বা উদ্বিগ্ন হলেও তা সযত্নে চেপে রাখতে সক্ষম হয়েছে জুডাস ম্যাকলেন্ডন, নির্বিকার মুখে তেরপল আনতে বাকবোর্ডের কাছে ফিরে গেল সে।

একটু পর মৃতদেহটা বাকবোর্ডে তুলল ওরা।

'ক্যারাভান থেকে কিছু নিয়ে আসতে চাও?' জানতে চাইল শেভার্ন।

'কোত্থেকে?'

'ওয়্যাগন থেকে।'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় ভুগল জুড, তারপর ক্রল করে উল্টে পড়ে থাকা ওয়্যাগনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। বেঁকে যাওয়া কিম্ভূত কিমাকার যীশুর মূর্তি আর একটা ছবি নিয়ে বেরিয়ে এল সে একটু পর, এমন ছবি চার্চে দেখেছে শেভার্ন। প্রোট্যাস্ট্যান্ট হাতে বিধ্বস্ত কিন্তু পবিত্র জিনিসগুলো ধরতে হচ্ছে বলেই হয়তো কিছুটা বিব্রত দেখাচ্ছে জুডকে। 'রিটাবলো,' ব্যাখ্যা করল সে। 'পরিবারের কাছে ওর গুরুত্ব অনেক।'

'বেঁচে থাকলে যতটা গুরুত্ব থাকত, ততটা বোধহয় আর নেই এখন,' বলল শেভার্ন। দু'জনে মিলে এরপর ট্রেইল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল ওয়্যাগনটাকে। 'আর কত দূর?'

'চার বা পাঁচ মাইল।'

ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এল ও। আসনে বসে ব্রেক রিলিজ করার ফাঁকে পেছন ফিরে স্থবির পড়ে থাকা মিসেস ব্রুকসের দিকে তাকাল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। মনে মনে গাল বকছে নিজেকে, আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল ব্যাপারটা। সোডা স্প্রিং-এ সামান্য একটা প্রশ্ন করলেই সমস্ত রহস্য বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু অতি মাত্রায় সতর্ক ছিল ও, কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে শেষে স্থানীয় কারও প্রতি ঋণী হয়ে পড়তে চায়নি, কিংবা নতুন কোন আপদও জোটাতে চায়নি। শহর থেকে ষাট মাইল দূরে আর আট হাজার ফুট ওপরে চলে এসেছে এখন, দশ হাজার পশু আছে এমন একটা বাথানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ব্র্যান্ডহীন একটা বাথান। ম্যাকলেন্ডনরা যে এলাকায় জনপ্রিয় নয়, তাতে বিস্ময়ের কি আছে!

যে বুড়োর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল ও, সে-ই বলতে পারত ওকে। অন্যরাও বলতে পারত। *"ওদের বোলো ম্যাকলেন্ডন খবর পাঠিয়েছে!"* ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে নিজের সুসম্পর্কের জন্যে গর্ব করেছে স্কটিশ বুড়ো। প্রথম হয়তো সে-ই এসেছে এখানে, তার পুরস্কারও পেয়েছে। কিছু কিছু ব্যাপারে সহনশীল পশ্চিমের লোকেরা, ধৈর্য ধরে মেনে নেয় অপছন্দনীয় জিনিস; কিন্তু আগ বাড়িয়ে বিরক্তিকর প্রশ্ন করে না, যদি না কোন আগন্তুক ওর মত অন্যদের দৃষ্টি কাড়ে।

বংশানুক্রমিক ভাবে ঝামেলাবাজ এবং পরিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এসব লোক; ক্ষমা করতে সক্ষম, এমনকি ভুলতেও সক্ষম, কিন্তু বাপের শত্রুতা পরের প্রজন্মের জন্যে রেখে যেতে অনিচ্ছুক। ম্যাকলেন্ডনদের কোন ব্র্যান্ড নেই, সেটাও ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু একটা পাপ ক্যাটলম্যানরা কখনও ক্ষমা করতে রাজি নয়।

'*দশ হাজার পশু, দেখে-শুনে রাখতে পারলে দারুণ সম্পত্তি হতে পারে,*' বিড়বিড় করল শেভার্ন।

'কি বলছ?' মিসেস ব্রুকসের কণ্ঠ শুনতে পেল শেভার্ন, শেষ পর্যন্ত জেগে উঠেছে।

'দশ হাজার পশু, দেখে-শুনে রাখতে পারলে দারুণ সম্পত্তি হতে পারে,' আবারও বলল ও।

'আমার ধারণা ইতোমধ্যে সংখ্যাটা বোধহয় কমে গেছে। ঝামেলা শুরু

হওয়ার পর আর রাউন্ড-আপ করিনি আমরা।'

'কত দিন ধরে চলছে?'

'কয়েক মাস।'

'তার আগে কখনোই ঝামেলা হয়নি?'

'না, যদ্দিন না অন্যরা আমাদের জমিতে গরু চরানোর চেষ্টা করেছে।'

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল শেভার্ন।

'মনে হচ্ছে খেপে গেছ তুমি, মি. শেভার্ন? আমি যতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, এর মধ্যে কিছু ঘটেছে নাকি?'

'কয়েকটা ব্যাপার ঘটেছে, মিসেস ক্রুকস। কিন্তু সেজন্যে নয়, নিজের ওপরই বিরক্তি লাগছে আমার।'

'তাই?'

'পুরো মানবজাতিই টিকে আছে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর,' তিক্ত স্বরে বলল ও। 'নির্জলা মিথ্যে ত্যক্ত করে আমাদের, কারণ সেটা নিয়ম বা রীতির ব্যতিক্রম।'

অস্বীকার করার উপায় থাকল না লাল-চুলোর।

'কিন্তু সজ্ঞানে কাউকে বিভ্রান্ত করাকে কি বলবে?' নাক সিটকে বলল শেভার্ন। 'কেউ নিশ্চই আমাকে বলতে পারত দশ হাজার পশু বলতে আসলে দশ হাজার ভেড়া বুঝিয়েছে মি. ম্যাকলেন্ডন!'

আট

'ইংল্যান্ডের লোক কি ভেড়া পোষে না?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল মিসেস ক্রুকস।

'নিশ্চই, প্রচুর,' স্বীকার করল শেভার্ন। 'একশো বছর আগে দখলদার সব কৃষককে তাড়িয়ে না দিলে হয়তো আমেরিকাও এতদিনে পুরোপুরি স্পেন হয়ে যেতে পারত, ভেড়ার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ আর জায়গা তৈরি করত ওরা।'

'ভেড়া লালন-পালনের ব্যাপারে আপত্তি আছে তোমার?'

'আমার মতামতের দাম কি! তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো আত্মরক্ষা করার ন্যূনতম তাগিদও নেই আমার মধ্যে? নাকি খুশি হয়েই ভেড়াকে ঘৃণা করা উচিত? কিন্তু আদৌ কতটা কাজে আসবে ব্যাপারটা, যেখানে বিরোধী মতের লোকের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি?' ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, তারপর বিষণ্ন স্বরে যোগ করল: 'এমনকি মার্সেনারিরাও যৌক্তিক কারণ ছাড়া মরতে দ্বিধা করে।'

'কিভাবে অযৌক্তিক হলো, মি. শেভার্ন? কি কাপড় পরেছ তুমি? সূতী কাপড় পরে ঘুমাও তো?'

'আমাকে প্রভাবিত করার দরকার নেই!' অসন্তোষ চেপে রাখল না শেভার্ন, অজান্তে গলা চড়ে গেছে। 'বরং তোমার মাথামোটা প্রতিবেশীদের বোঝানোর চেষ্টা করো—ভেড়া কখনও ঘাস নষ্ট করে না কিংবা পানিও ঘোলা করে না।'

'এখানে আমরাই প্রথম এসেছি, তাতেও কিছু যায়-আসে না?'

'ইন্ডিয়ানদের আগে?'

'মনে আছে, ক্যান্সাসের কথা বলেছিলাম তোমাকে? মা মারা যাওয়ার পর এখানে আসি আমরা, শোক আর যুদ্ধের সহিংসতা ভোলার জন্যেও এমন শান্তিপূর্ণ একটা জায়গা দরকার ছিল আমাদের। ঝামেলা চাননি বলেই পাহাড়ে বসতি করেছেন বাবা, শুরুতে খানিকটা অসুবিধে হলেও শেষপর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছেন। পাহাড়ে গরু পোষা যায় না, মি. শেভার্ন, ভেড়ার বাথান করাই সব দিক থেকে সুবিধাজনক। শান্তিতেই ছিলাম আমরা। ইদানীং বসতির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও শুরু হয়েছে।'

বিশ্রী একটা গন্ধ লাগছে, ধোঁয়ার গন্ধ। বাতাস ভারী হয়ে আছে। তর্ক করতে যেয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল শেভার্ন, আশা করছে মহিলাও নীরব থাকবে। দক্ষিণ থেকে ঝড়ো বাতাস বয়ে আসতে গন্ধটা প্রকট হলো আরও।

মনোবিজ্ঞানের এক অধ্যাপকের মন্তব্য মনে পড়ল ওর, লোকটির অদ্ভুত ধারণার কারণে প্রায়ই তামাশা করত ছাত্ররা। অধ্যাপকের মতে দৃষ্টিগ্রাহ্য বা শ্রুতিযোগ্য যে কোন উদ্দীপনার চেয়ে সাধারণ বিষয়বুদ্ধিই মানুষের সত্তার গভীরতা স্পর্শ করতে সক্ষম। ভেড়ার ক্ষেত্রে সেটা বলা যাবে না। ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারলে খুশি হত শেভার্ন। জানে কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, প্রায় অবচেতন মন থেকে আশা করল পেছনের ওই মহিলার সাথে এতটা অন্তরঙ্গ না হলেই বোধহয় ভাল হত।

কিন্তু ঠিক ওর পেছনে চলে এসেছে মিসেস ব্রুকস, একটা বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকটা দেখার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ নামিয়ে ওর দিকে তাকাল, শঙ্কা মহিলার চোখে।

'একই আশঙ্কা আমিও করছি,' মৃদু স্বরে একমত হলো ও।

ঢাল বেয়ে উঠে গেল ওয়্যাগন, ম্যাকলেন্ডন এস্টেট আর সামনের বিশাল আঙিনা স্পষ্ট চোখে পড়ল এবার। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল শেভার্ন, পোড়া কোন বাড়ি দেখতে কারোই ভাল লাগার কথা নয়।

একসময় বাড়ি ছিল, কিন্তু এখন কেবলই ধ্বংস স্তূপ; পড়ে থাকা ছাইয়ের স্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাড়ি, স্টেবল, বার্ন কোনটাই আস্ত নেই। উপত্যকার ওপাশে পাইনের সারির ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা খুঁটি নীরবে নিষ্ঠুর কাজটার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আঙিনার এক কোণে বসে ছিল বয়স্কা এক মহিলা, ওয়্যাগনের শব্দে ফিরে তাকাল–চোখে আশঙ্কা আর বিস্ময়। মিসেস ব্রুকসকে চিনতে পেরে অস্ফুট চিৎকার করে ছুটে এল মহিলা।

আট মাসট্যাঙের ওয়্যাগন থামিয়ে জুলিয়া ব্রুকসকে নামতে সাহায্য করল শেভার্ন। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল দুই মহিলা, অনর্গল স্প্যানিশে কথা বলে যাচ্ছে মিসেস ব্রুকস, কিন্তু স্কটিশ টান ঠিকই রয়ে গেছে।

পেছনে বাকবোর্ড নিয়ে পৌঁছে গেছে জুড, বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। বিধ্বস্ত বসতি আর শোকাতুর পরিবারের কাছে ফিরে আসার এমনই এক স্মৃতি ভেসে উঠল শেভার্নের মানসপটে কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। বাকবোর্ড আর

ওয়্যাগন থেকে ঘোড়া ছাড়িয়ে নেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও, আশা করল এই ফাঁকে নিজেদের সামলে নেবে ম্যাকলেন্ডনরা।

র‍্যাঞ্চ হাউসের জন্যে উপযুক্ত জায়গাই পছন্দ করেছিল ম্যাকলেন্ডন। সারা উপত্যকা জুড়ে অ্যাসপেন আর পাইনের ঝাড়, সারাক্ষণ ছায়া আর প্রশান্তি বিলাচ্ছে যেন। পেছনে পাহাড়শ্রেণী, আর পাশেই অগভীর ক্রীক। ঢেউ খেলানো উপত্যকায় নয়ন জুড়ানো সবুজ ঘাস, যে কেউ গর্বিত হবে এর মালিক হলে। কেবল একটা অসঙ্গতিই চোখে পড়ছে—নিরাপত্তার দিকটা ঠিক সংগঠিত নয়। উপত্যকার ওপাশ থেকে, কিংবা দু'পাশ থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসে আক্রমণ করতে পারবে যে কেউ। ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে নিশ্চই নিশ্চিন্ত ছিল নীল ম্যাকলেন্ডন, ধারণা করল শেভার্ন, নয়তো নিজের হেডকোয়ার্টার হিসেবে সুন্দর কিন্তু খোলামেলা জায়গা পছন্দ করত না।

হার্নেস থেকে ঘোড়া ছাড়িয়ে একপাশে সরিয়ে নিল শেভার্ন। জুড, তার বোন কিংবা বয়স্কা মহিলা এখনও শোক সামলে উঠতে পারেনি।

'আয়ার,' বয়স্কার কণ্ঠ কানে এল শেভার্নের, মানে গতকাল। সম্ভবত আগুন লাগার কথা বলছে মহিলা। পড়ে থাকা ছাইয়ের স্তূপ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার আর আংশিক পোড়া কিছু কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল ও। অন্যরা সামলে ওঠার আগেই সাপার তৈরি করে ফেলল।

'আলগোনোস মুয়েরটস?' বয়স্কাকে জিজ্ঞেস করল শেভার্ন, জানতে চাইছে আশপাশে কোন মৃতদেহ আছে কি-না। তৎক্ষণাৎ বাকবোর্ডে নিয়ে আসা মৃতদেহটার কথা মনে পড়ল। জুডের দিকে ফিরে তাকাল ও, তরুণ ম্যাকলেন্ডনও ভুলে গেছে লোকটার কথা। 'ওর স্বামী?'

নড করল ছেলেটা।

আবারও বোধহয় শোকের পর্ব শুরু হবে। কাপুরুষের ভূমিকা নিতেই পছন্দ করল শেভার্ন, সরে এল আঙিনা থেকে। 'সাপারের দিকে খেয়াল রেখো, পুড়ে না যায় যেন,' মিসেস ব্রুকসের উদ্দেশে বলল ও, আশা করছে ভাই-বোন মিলে দুঃসংবাদটা দেবে মহিলাকে। জুডের বাকবোর্ডে তল্লাশি চালিয়ে একটা কোদাল খুঁজে পেল, সেটা তুলে নিয়ে আঙিনা ছাড়িয়ে কিছুটা এগোনোর পর কবরস্থানটা খুঁজে পেল। খোলা একটা জায়গা পছন্দ করে খুঁড়তে শুরু করল ও। পেছনে করুণ বিলাপের শব্দ শুনে বুঝতে পারল তিক্ত, জঘন্য কাজটা সেরে ফেলেছে ভাই-বোনের যে কেউ।

স্বামীর উপযুক্ত সৎকার হোক, মনে-প্রাণে চাইছিল মহিলা, কিন্তু তাকে প্রভাবিত করতে কষ্ট হলো শেভার্নের—কোন প্রীস্ট বা ক্যাথলিক কোরামের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু যাবে-আসবে না, সেজন্যে সারারাত জেগে থাকারও মানে হয় না। 'তোমার স্বামী যে ভাল মানুষ ছিল সেটা শুনিয়ে দেওয়ার জন্যে কাউকে দরকার নেই ঈশ্বরের,' ব্যাখ্যা করল ও, কিন্তু বলল না যে প্রায় পুরো একটা দিন তপ্ত রোদে পড়ে ছিল লোকটি, সেটা পুষিয়ে দেওয়ার জন্যে কোন দয়া, সহানুভূতি বা ধর্মীয় নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

মেক্সিকানকে গোর দিতে দিতে আঁধার নেমে এল। লণ্ঠনের ফ্যাকাসে

আলোয় অর্ধ-সিদ্ধ সাপার খেল ওরা। 'এখন কেমন বোধ করছ, ম্যা'ম?' মিসেস ব্রুকসের উদ্দেশে জানতে চাইল শেভার্ন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাল-চুলো। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মি. শেভার্ন।'

'কেন?'

'নিজেদের ঝামেলায় তোমাকে জড়িয়েছি আমরা।'

শরীরে ক্লান্তি এতটাই যে নির্দোষ মিথ্যে বলতে ইচ্ছে করল না শেভার্নের। 'কাল এ নিয়ে আলাপ করব আমরা,' জুডের দিকে ফিরল ও। 'জুড, রাতের প্রথম দিকটা পাহারা দিতে পারবে তো?'

'মনে হয় পারব।'

কম্বলের ভাঁজ খুলে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল ও। ঘুমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ক্লান্তি সত্ত্বেও কাজটা সহজ হলো না। দশ হাজার পশু দেখাশোনা করার জন্যে–হোক না ভেড়া–বেশ কয়েকজন লোক লাগার কথা। কোথায় এরা? ভেড়াগুলোই বা কোথায়? সকালে বয়স্কা মহিলাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

আচমকা ঘুম টুটে গেল ওর। মুখ চেপে ধরে ওকে জাগাতে চাইছে কেউ। চোখ মেলতে মিসেস ব্রুকসের উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেল শেভার্ন। 'কি হয়েছে?' মহিলা হাত সরিয়ে নিতে ফিসফিস করে জানতে চাইল ও।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল লাল-চুলো মহিলা, মিষ্টি একটা সুবাস দোলা দিয়ে গেল শেভার্নকে।

'এদিকে আসছে কেউ!' ফিসফিস করে জানাল মিসেস ব্রুকস।

পায়ে বুট গলিয়ে ঝোপের দিকে সরে গেল শেভার্ন, পরখ করল হোলস্টারেই আছে কোল্ট দুটো। বয়স্কা মহিলাকে ঘুম থেকে তুলে আরেক দিকে সরে গেছে জুড আর মিসেস ব্রুকস। অপেক্ষায় থাকল শেভার্ন, ঘণ্টার মৃদু শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ করেই টের পেল অযথা আশঙ্কা করছে। 'কোয়েইন!?' শুধাল ও।

'ইউসেবিও,' স্প্যানিশে উত্তর দিল লোকটা।

অপেক্ষায় আছে শেভার্ন, দেখতে চাইছে লোকটি কে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত: কোন কাউবয়ই ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা ঝোলায় না।

মাঝবয়সী মানুষ ইউসেবিও, রোদপোড়া রঙ তার। ঘন কালো গোঁফ, আর তারচেয়ে কুচকুচে কালো চুল, এমনকি কাঁধেও কিছু চুল গজিয়েছে। শেভার্নের চেয়ে কিছুটা খাটো হবে সে, কিন্তু চওড়ায় প্রায় দ্বিগুণ। পাহাড়ে ভেড়ার তদারক করে, শেষবার মাসখানেক আগে এসেছিল। লবণের যোগান ফুরিয়ে যেতে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে।

আবছা অন্ধকার ভেদ করে এস্টেটের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল সে, নমুনাগুলো দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আনমনে মাথা নাড়ছে, ঢোক গিলে অস্ফুট শব্দ করল। শেভার্নের বুঝতে সময় লাগল যে মাঝবয়সী লোকটি সদ্য বিধবা হওয়া মহিলার ছেলে বা ভাতিজা জাতীয় কেউ হবে।

'ওদিকে কোন সমস্যা হয়নি তো?' স্প্যানিশে জানতে চাইল শেভার্ন।

'না, কেন হবে?' ইংরেজিতে বলল ইউসেবিও, কিন্তু শেভার্নের স্প্যানিশ যতটা শুদ্ধ মেষপালকের ইংরেজিও ততটাই বিশুদ্ধ। 'বক্স ক্যানিয়নে আছে সব

ভেড়া। ক'দিন ওদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এ বছরটা মনে হয় ভালই কাটবে। নেকড়ে বা কয়োটের ঝামেলা নেই, কোন আচমকা ইংরেজির স্টক ফুরিয়ে গেল তার। 'ট্রোটানাও নেই।'

'চুলকানি,' জানাল মিসেস ক্রুকস, কিন্তু তারপরও শেভার্ন বুঝতে পারেনি দেখে ব্যাখ্যা করল: 'মাঝে মধ্যে অদ্ভুত এক রোগে পেয়ে বসে ভেড়াগুলোকে, পাগলের মত আচরণ শুরু করে দেয়। পশম চুলকে চামড়া তুলে ফেলে ওরা, শেষ পর্যন্ত মরেই যায়।'

'প্রতিকার নেই?'

'অসুস্থ ভেড়াগুলোকে মেরে ফেলতে হয়,' বলল ইউসেবিও। 'গত পাঁচ বছর তাই করতে হয়েছে আমাদের। এবারই ব্যতিক্রম।'

সাধারণ আলাপচারিতা বোধহয় শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল, অন্তত সাময়িক ভাবে। ঘুমাতে গেল অন্যরা, কিন্তু কম্বলের উষ্ণতায় নিজেকে মুড়ে রেখে ভোরের অপেক্ষায় থাকল জিম শেভার্ন। অনুতাপের সঙ্গে উপলব্ধি করল এমন একটা বয়সে পড়েছে যখন মাঝরাতে এক কাপ গরম কফিও সহ্য করছে না ওর পেট। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল, আর যাই হোক অন্তত কোন ভেড়া নয় ও, কোন চুলকানিও পেয়ে বসেনি ওকে। সারা দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভেবে কাঙ্ক্ষিত একটা সমীকরণে পৌঁছার চেষ্টা করল।

সবকিছু মোটামুটি সহজ। এখানে প্রথম এসেছিল নীল ম্যাকলেন্ডন, যেভাবেই হোক ইন্ডিয়ানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তৈরি করেছিল, এবং উন্নতি করেছে নিজের। কিন্তু অন্যরা আসতে শুরু করল একসময়, ছোট ছোট হোমস্টেডার বা র‍্যাঞ্চাররা ভিড় করতে থাকল আশপাশে। এদের মনোভাব পরিষ্কার, দেশটা আর যাই হোক ভেড়ার জন্যে নয়, কিংবা ম্যাকলেন্ডনদের একারও নয়। সম্ভবত ম্যাকলেন্ডনরাও একই তিক্ততার শিকার।

সকালে হয়তো জানা যাবে ইউসেবিওর পালে ক'টা ভেড়া আছে, কিংবা ওর দলে ক'জন হার্ডার আছে। কে বলবে অন্য পালগুলো ক্যাটলম্যানদের সহিংস আক্রমণের শিকার হয়নি!

গরু, ভেড়া আর কৃষকের ত্রিমুখী চিরন্তন দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আগেও শুনেছে শেভার্ন। এই দেশে, এ পর্যন্ত কৃষকরা তেমন সুবিধে করতে পারেনি, তাই প্রতিযোগিতায় এদের ভূমিকা কমই। গরু আর ভেড়ার মালিকেরাই বরং পরস্পরের সাথে সংঘাতে জড়িয়েছে বেশি। একজন আরেকজনের পালে স্ট্যাম্পিড করিয়ে মেরে ফেলেছে হাজার হাজার পশু। অপরের ব্যবসার ক্ষতি করার সুযোগ পেলে ছেড়ে দেয়নি কেউ। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু ম্যাকলেন্ডনদের ভেড়াই মারছে না প্রতিপক্ষ, বরং সুযোগ পেলে ম্যাকলেন্ডনদের খুনও করছে।

গোলাপী আভা ছড়িয়ে উদয় হলো রক্তিম সূর্যের, ভোরের উন্মেষে তখন লাল হয়ে গেছে শেভার্নের চোখ। কোল্ট জোড়া পরখ করে প্রাতঃকাজ সারার জন্যে ক্রীকের ধারে চলে গেল ও। ফিরে এসে দেখল অন্যরা জেগে গেছে। কিছুটা হলেও স্বাভাবিক দেখাচ্ছে মিসেস ক্রুকসকে, যদিও পুরোপুরি সুস্থ হতে অনেক

বাকি। 'নতুন কোন ব্যথা অনুভব করছ না তো?' জানতে চাইল ও।

'না, মি. শেভার্ন।' না হওয়ায়ই যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মহিলাকে।

'লন্ডন আর এডিনবার্গের মেডিক্যাল স্কুলে নতুন একটা রীতির প্রচলন হয়েছে। স্যার জোসেফ লিস্টারের মতে পুঁজ হচ্ছে পচনের মূল উপসর্গ, এবং সংক্রমণ ছাড়াই ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকায়।'

'শুনতেই অদ্ভুত লাগছে।'

'সত্যিই তো, নাকি?' তিক্ত স্বরে বলল জিম শেভার্ন। হাত-পায়ের ক্ষত সারাতে বেশিরভাগ শল্য চিকিৎসকই পরের সন্ধির কাছে হাত বা পা কেটে ফেলত, মনে পড়ল ওর, কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই সংক্রমণ হয়ে যেত পরের সন্ধিতে। দুটো কেস করার মাঝখানে যন্ত্রগুলো সিদ্ধ করার ইচ্ছে বা সুযোগ বোধহয় কারোই ছিল না। সামান্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটি লন্ডন থেকে আমেরিকায় আসতে কয় শতাব্দী লাগবে? 'কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে,' মহিলাকে আশ্বস্ত করল ও। 'হাতটা কয়েকদিন ব্যবহার না করলেই দ্রুত সেরে যাবে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল জুলিয়া ব্রুকস। 'সবার আগে হয়তো নিজের স্বাস্থ্যই পুনরুদ্ধার করা উচিত আমার।' ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'ম্যাকলেন্ডনদের মধ্যে শুধু তুমি আর জুডই বেঁচে আছ?'

নড করল মহিলা।

'শিগগিরই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে তোমাদের।'

'সিদ্ধান্ত?'

'সমস্ত পশু জড়ো করে বাজারে নিয়ে যেতে পারো তোমরা।'

'এবং সবকিছু ছেড়ে দেব?' জেদ আর অসন্তোষে জ্বলে উঠল মিসেস ব্রুকসের চোখ, তৎক্ষণাৎ শেভার্ন জেনে গেল অন্তত এই ব্যাপারটা কখনও ভেবে দেখেনি মহিলা।

'তোমার জন্যে ব্যাপারটা হয়তো ভিন্ন,' ক্ষণিকের নীরবতা শেষে কোমল স্বরে যোগ করল লাল-চুলো। 'সেটাই স্বাভাবিক, মি. শেভার্ন। এখানে কোন সংস্পর্শ নেই তোমার, দায়ও নেই। আমাদের ঝামেলায় তোমাকে জড়ানোর জন্যে সত্যিই দুঃখিত আমি। বলো তো ঠিক কতটা ঋণ আমাদের, একটা ড্রাফট লিখে দিচ্ছি, তাহলেই মুক্তি পেয়ে যাবে তুমি।'

বাউ করল শেভার্ন। 'কোন ঋণই নেই, মিসেস ব্রুকস, বরং আমিই তোমাদের প্রতি ঋণী।'

পরিষ্কার বিস্ময় দেখা গেল লাল-চুলোর চোখে।

তীব্র সন্দেহ ধুকপুক করছে শেভার্নের মনে। 'তোমার স্বামীর নামের প্রথম অংশটা কি, ওকে কি বিল বলে ডাকত অন্যরা?'

'না।'

'তাহলে বলতেই হচ্ছে, মি. ব্রুকসও আমার মত দুর্ভাগ্য আর প্রতারণার শিকার। মনে আছে গোল্ডেন ঈগলে পোকার খেলছিলাম আমরা? বিল নামের ধুরন্ধর এক লোক চুরি করছিল, নিজের দোষ আমার ঘাড়ে চাপানোর জন্যে আমাকে জিতিয়ে দিচ্ছিল সে। তাসে সমস্ত দক্ষতা ব্যবহার করে সেটা ঠেকানোর

চেষ্টা করছিলাম আমি। পরিণতিতে...' শ্রাগ করল শেভার্ন। 'ওখানে ছিলে তুমি, দেখেছ কি ঘটেছে।'

'আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না, মি. শেভার্ন!'

'খেলাটা সৎ হলে শেষপর্যন্ত কে যে জিতত কিংবা পরিস্থিতি কত দূর গড়াত বলা মুশকিল। কিন্তু আমার ধারণা ভেড়া থেকেই এই ঝামেলার শুরু। অন্য লোকগুলো সম্ভবত মি. ব্রুকসের বন্ধু ছিল, এদের অন্তত একজন ওস্টেনভেল্ট বাথানের কেউ হবে। তাকে সন্দেহ না করে পরস্পরকে সন্দেহ করেছি আমি আর মি. ব্রুকস। অথচ ওই লোকটাই আসল চাল চেলেছে, রাগের বশে মি. ব্রুকস পিস্তল বের করায় আমাকেও ড্র করতে হয়েছে। ...কেউ টিনহর্ন বলে ডাকলে অসন্তুষ্ট হই আমি। আমার জেতা এক হাজার ডলার কি নেবে তুমি?'

'না, মি. শেভার্ন। কিন্তু বিনিময়ে যদি তুমি নিজের সার্ভিস দাও, কৃতজ্ঞ থাকব।'

তর্ক করার সুযোগ রাখেনি মিসেস ব্রুকস, নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে শেভার্নের। তবে মহিলাকে এখন আর একটু আগের মত নিস্তেজ দেখাচ্ছে না। 'শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম নাও এবার,' নির্দেশ দিল ও। 'চারপাশে চক্কর দিতে যাচ্ছি আমি, দেখা যাক ব্যবহার করার মত কি কি জিনিস অবশিষ্ট আছে।'

ছাইয়ের স্তূপ দিয়ে শুরু করল ও, জুড আর ইউসেবিও যোগ দিয়েছে সঙ্গে। লোহার তৈরি কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস পেল, বেশিরভাগই ব্যবহার করা যাবে আবার। হাতুড়ি আর কোদালে নতুন করে হাতল লাগাতে হবে। রান্নাঘরের ছাইয়ের নীচে কয়েকটা তামা আর কাদা মাটির তৈরি পাত্র পাওয়া গেল। তামার তৈরি একটা পালঙ্ক এমন ভাবে বেঁকে গেছে যে চেনাই যাচ্ছে না। মানুষ, ঘোড়া বা ভেড়া খেতে পারে এমন কিছু নেই, কিংবা তার ন্যূনতম অবশেষও নেই। 'এস্টেটে ক'জন লোক থাকত?'

'বলা মুশকিল,' জানাল জুড। 'মাঝে মধ্যে বিশ, এমনকি ত্রিশজনও থাকত। অন্য সময়ে তিন-চারজন।'

সোডা স্প্রিং-এ দেখা পে-রোলটা মনে পড়ল শেভার্নের। সব ডি.বি–ডেথ বেনিফিট নিয়ে, যদিও দেনা মনে করেছিল ও, তালিকাটা বিশাল ছিল। মাঝে মধ্যেই নিশ্চই মেষপালকদের অ্যাম্বুশ করেছে ক্যাটলম্যানরা।

খুঁটি দিয়ে ছাই সরাচ্ছে ওরা। অন্যদের মনে কি চলছে ধারণা করতে পারছে শেভার্ন–বাড়িটা আবার তৈরি করে কি হবে যদি পুনরায় বাঁচানো না যায়, যদি আবারও হিংস্র প্রতিবেশীরা এসে পুড়িয়ে দেয়? 'কি যেন ব্র্যান্ডটার নাম, দুটো চাকার চিহ্ন? ওদের বাথান কত দূরে?' জানতে চাইল ও।

'ওস্টেনভেল্ট?'

'ওরাই কি সবচেয়ে কাছে?'

'কাছে, এবং সবচেয়ে বড়। ঢাল ধরে পনেরো মাইল নিচে ওদের জমি।'

'নিচে?' কান খাড়া হয়ে গেছে শেভার্নের।

জুড আর ইউসেবিও নিশ্চিত করল ঠিকই শুনেছে ও।

'ভাবছি এই ক্রীকটা যদি হঠাৎ দিক বদলে ফেলে তাহলে পনেরো মাইল

নিচের লোকজনের কি হবে!'

মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল অন্য দু'জন, শেষে তিক্ত হাসল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। 'নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ওদেরকে খুঁজে বের করার ঝামেলা পোহাতে হবে না আমাদের!'

'খুব দ্রুত এখানে চলে আসবে ওরা,' যোগ করল ইউসেবিও। 'কারণ ঢালের ওপাশে তখন আর কোন পানি থাকবে না!

'এবার বলো জায়গাটা কোথায়,' জানতে চাইল শেভার্ন। 'ঠিক কোথায় ক্রীকের গতিপথ বদলে দিতে পারি আমরা?'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আগ্রহ হারিয়ে গেল ওদের। শেভার্ন জানে পাহাড়ী ঝর্নার গতিপথ সাধারণত গভীর হয়, মাটির নিচে প্রবাহ থাকাও বিচিত্র নয়; যে কোন ক্যানিয়ন পানির মূল স্রোতকে বিভক্ত করে ফেলতে পারে, কিংবা ভুল দিকে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি উপত্যকা থেকে না বেরিয়ে হয়তো ফিরে আসবে আবার, ভিন্ন কোন পথে।

তবে, ক্রীকের গতিপথ বদল করুক বা না-করুক, চারপাশে খানিকটা চোখ বুলিয়ে এলে বোধহয় মন্দ হবে না। 'এরকম কোন হুমকি কেউ দিয়েছে কখনও?' জানতে চাইল ও। ওর ধারণা ঢালের নিচে লোকগুলোর মনে ভেড়ার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ছাড়াও অন্য কিছু আছে হয়তো—কে বলতে পারে সর্বক্ষণ এমন আশঙ্কার মধ্যে কাটছে না তাদের?

বুড়ো ম্যাকলেন্ডন যদি কখনও ওস্টেনভেল্টদের মনে এই ভয় ধরিয়ে দিয়েও থাকে, জুড বা ইউসেবিও কেউই এ ব্যাপারে কিছু জানে না। মিসেস ব্রুকসকে জিজ্ঞেস করতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল শেভার্ন। ক্রীকের পাড় ধরে নিচের দিকে নামতে শুরু করল ও, মনে করার চেষ্টা করল আসার পথে ওপরে ওঠার সময় কেমন দেখেছিল অঞ্চলটা। আসলে ট্রেইল আর আটটা ঘোড়ার ওপর পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল ওর, অন্য কোন দিকে নজর দিতে পারেনি।

ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অন্য দু'জন। দ্রুত লয়ে, কিছুটা বিকৃত স্প্যানিশে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

'সেনর?'

ফিরে তাকাল ও, আগেই উত্তেজনার আঁচ পেয়েছে অন্য দু'জনের কণ্ঠে। সবুজ এক উপত্যকায় পৌঁছে গেছে ওরা, এক কোণে সদ্য তৈরি একটা কবর দেখা যাচ্ছে। খুব বেশি হলে এক বা দু'দিন আগের। ক্রীকের ঠিক দশ হাতের মধ্যে ওটার অবস্থান।

'কার এটা?' বিস্ময় প্রকাশ করল জুড।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে কবরটা দেখছে ইউসেবিও, হয়তো বিপদ বা অমঙ্গলের পূর্বাভাস পেতে চাইছে। আসার পথে ট্রেইলের পাশে পড়ে থাকা মেক্সিকানের দেহটা মনে পড়ল শেভার্নের—ইউসেবিওর বাবা বা চাচা হবে লোকটি—পোড়া এবং বিধ্বস্ত একটা ক্যারাভানের পাশে পড়ে ছিল। খুনীদের নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতার পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু এখানে কাউকে গোর দিল কেন? 'তুমি বরং ক্যাম্পে ফিরে যাও, একটা কোদাল নিয়ে এসো,' জুডকে প্রস্তাব করল ও।

'ওটা খুঁড়বে নাকি?'

'যদি না সহজ কোন উপায় দেখাতে পারো—পরখ করে দেখতে চাই আমি, ঘুরে ইউসেবিওর দিকে ফিরল শেভার্ন। 'শত মাইলের মধ্যে কোন প্রীস্ট নেই, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল বিশালদেহী মেষপালক, এবং সেজন্যে কিছুটা হলেও যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে। ক্রীকের ধারে এসে বসল ওরা, ইউসেবিওকে একটা চুরুট অফার করল শেভার্ন, অপেক্ষায় আছে কখন কোদাল নিয়ে ফিরে আসবে জুডাস ম্যাকলেন্ডন।

'স্প্যানিশ শিখেছ কোথায়?' হালকা সুরে জানতে চাইল ইউসেবিও।

'দক্ষিণে।'

'ক্যাবরোনিস!'

'ওখানকার লোকজনদের পছন্দ করো না তুমি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল শেভার্ন।

থোক করে মাটিতে থুথু ফেলল ইউসেবিও। 'বিপ্লবের নিকুচি করি! মেক্সিকোয় কি হচ্ছে তাতে কি যায়-আসে আমার? তুমি কি মনে করো আমি একজন খাঁটি মেক্স?'

শেভার্ন অবশ্য ঠিক তাই ধারণা করেছে।

'স্পেন থেকে এসেছে আমার পূর্বপুরুষরা। তিনশো বছর ধরে আছি এখানে। দক্ষিণে বিপ্লব ঘটাতে চাইছে কিছু শুয়োরের বাচ্চা! ভাল কথা, কিন্তু আমি নিজে কোন বিপ্লব শুরু করতে যাচ্ছি না! স্প্যানিশ আর্মি, প্রীস্ট—একে একে সবাই চলে গেল। শত ঝামেলা সামাল দিয়ে থাকতে হলো এই আমাদের, ইন্ডিয়ানদেরও সামলাতে হলো। আমেরিকানরা এল একসময়, ভাল কথা। কিন্তু মেক্সিকানরা আবারও বিপ্লব চাইছে, গোল্লায় যাক ওরা! নতুন করে ঝামেলা শুরু করার দরকার কি? ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।'

'এখনও ঝামেলা হচ্ছে?'

'আগের মত বেশি নয় অতটা। সেনর ম্যাকলেন্ডন ওদের ভালই শিক্ষা দিয়েছেন।'

দ্বিতীয় মত পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আরও কিছু প্রশ্ন করার ছিল শেভার্নের, কিন্তু জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে ফিরে আসতে দেখে নিবৃত্ত করে নিল নিজেকে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজটা ও-ই শুরু করল প্রথম।

নরম, আলগা মাটি। সহজেই খোঁড়া যাচ্ছে। জুড ওকে বিশ্রাম দেওয়ার আগে প্রায় ফুটখানেক খুঁড়ে ফেলল শেভার্ন। দশ মিনিট নাগাদ আরও দুই ফুট আলগা মাটি সরিয়ে দিল ওরা, শেভার্নের কৌতূহল এবার বিস্ময়ে রূপ নিল। একটা কবরের অস্তিত্বই যেখানে অস্বাভাবিক, অন্যের জীবন কিংবা সম্পত্তির প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র দয়া নেই, নিয়ম মাফিক ছয় ফুট খোঁড়া তাদের পক্ষে আরও অস্বাভাবিক নয় কি? কবর খোঁড়ারই কি দরকার ছিল? 'কি মনে হয়, কাকে গোর দিয়েছে ওরা?' জানতে চাইল ও।

কেউই কিছু বলল না। একে তো হার্ডারদের সংখ্যা বেশি, তারওপর প্রায়

প্রত্যেকেই নিখোঁজ–নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না কার কবর হতে পারে এটা। আচমকা সন্দেহ হলো শেভার্নের, আন্দাজ করতে পারছে হতভাগ্য লোকটির পরিচয়। শিকারকে গোর দেয়ার ঝামেলায় যাবে না বুশহোয়্যাকাররা, তবে ন্যূনতম এই সম্মানটুকু নিজেদের কারও প্রতি দেখাবে। তাই বলে ত্রিশ মাইল দূরে মারা গেছে এমন একজন লোককে এখানে এনে কবর দেবে? বাড়িতে নিয়ে যায়নি কেন? ব্যাপারটা কেবলই ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর হয়ে গেল গর্তটা, খাটো ইউসেবিওকে এখন আর বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে তাকে উঠে আসতে সাহায্য করল শেভার্ন, নিজে নেমে গেল খোঁড়াখুঁড়ি করতে। ইঞ্চি কয়েক খুঁড়তেই শক্ত ধাতব কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলো কোদালের। হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল ও, তারপর সন্তর্পণে মাটি সরিয়ে দিল। নিশ্চিত হলো এর নিচে মাটি খোঁড়া হয়নি। প্রায় ছয় ফুটেরও বেশি খুঁড়েছে ওরা, কিন্তু ফলাফল–শূন্য একটা কবর!

শ্রাগ করল ইউসেবিও। 'কাউকে না কাউকে তো গোর দিতে এসেছিল ওরা, কিন্তু দিল না কেন? শুধু শুধুই ছয় ফুট মাটি খুঁড়েছে?'

প্রশ্নটা ধাঁধার মত লাগছে শেভার্নের কাছে। সহজ প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা জানা নেই। ক্রীকের কাছে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চুরুট ধরাল, তারপর চিন্তিত মনে ক্যাম্পে ফিরে এল।

'প্রথম সুযোগেই এখান থেকে সরে পড়া উচিত,' মিসেস ব্রুকসকে নিজের মতামত জানাল ও।

'কোন কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না আমি!'

'আমিও না,' নিস্পৃহ স্বরে বলল শেভার্ন। 'কিন্তু কাউকে প্রতিরোধ করা যাবে না এখানে, ইচ্ছে করলেই আমাদের আক্রমণ করতে পারবে যে কেউ। খানিকটা ওপরে বা এমনকি নিচে নেমে যেতে পারি আমরা, এমন কোন জায়গায় ক্যাম্প করতে পারি যেখানে সহজে আক্রমণ করতে পারবে না শত্রুপক্ষ।'

মিসেস ব্রুকস ওর যুক্তি মেনে নিলেও ধাঁধায় পড়ে গেল শেভার্ন, বুঝতে পারছে না কি করবে। জুড আর ইউসেবিওর উদ্দেশে নড করল ও, দু'জনেই ঘোড়ার তদারক করছে। 'ইউসেবিওকে সমর্থ মানুষ মনে হচ্ছে,' জুলিয়া ব্রুকসের দিকে ফিরে বলল। 'তোমার পক্ষে লড়াই করবে ও?'

'বলতে পারছি না, মি. শেভার্ন। কিন্তু, আমার ধারণা, যারা ওর বাবাকে খুন করেছে কিংবা ওর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের ওপর নিশ্চই খুশি হওয়ার কথা নয়?'

'তোমার ভাই?'

'আনাড়ী মনে হয় ওকে?'

'আনাড়ী তো অবশ্যই, কাজের সময় কতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারবে তা বলতে পারছি না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, রাইফেল ব্যবহার করতে গেলে ক্ষতের মুখটা খুলে যাবে।'

'আসলে কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি বোধহয়,' চিন্তিত স্বরে বলল লাল-চুলো। 'কিন্তু সব হার্ডারদের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকলে···হয়তো কয়েকদিন,

কয়েক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে। তাছাড়া আদৌ ক'জন বেঁচে আছে কে জানে! ফিরে না এলে কারও ব্যাপারেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।'

'সত্যি কথা বলতে কি, এখানে থাকাটাই বিপজ্জনক। নিরাপদ কোথাও সরে যেতে পারলে ভাল হত। সোডা স্প্রিং-এ...'

'উঁহুঁ, ওখানে যাব না। মুহূর্তের জন্যেও শহরটায় নিরাপদ বোধ করিনি আমি!'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল শেভার্ন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আশপাশে বন্ধু বা হিতাকাঙ্ক্ষী নেই ম্যাকলেন্ডনদের। সম্ভবত পুরো পৃথিবীতেই নেই।

'আরও কিছু অসুবিধে আছে,' যোগ করল মিসেস ক্রুকস। 'ইউসেবিওর কথাই ধরো। বেশি দিন থাকতে পারবে না ও, হার্ডাররা তদারক করতে না পারলে দু'একদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে ভেড়ার পাল, নেকড়ের অসহায় শিকারে পরিণত হবে। রাউন্ড-আপ করতে হয়তো গ্রীষ্মের পুরো মরসুম চলে যাবে, যদি না ততদিনে সবগুলোই নেকড়ের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।'

'ডাবল-ওর ক'জন গানহ্যান্ড আছে?'

'নিশ্চিত জানি না, তবে আমার ধারণা ওদের যে ক'টা গরু আছে, তার তুলনায় কাউহ্যান্ডের সংখ্যা বেশি।'

'শুধু ওরাই?'

'উঁহুঁ, আরও কয়েকটা ছোট আউটফিট আছে, নিচে আমাদের জমি দখল করেছে সবাই।'

'তোমাদের জমি?'

'তোমার যা ইচ্ছে বলতে পারো, মি. শেভার্ন। কিন্তু ম্যাকলেন্ডনরাই আগে এসেছে এখানে।'

'কখনও নিজের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছ তোমরা?'

'নিচের জমি কোন সময়েই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, অন্তত আমাদের কাছে। কারণ গরুর চেয়ে ভেড়া অনেক বেশি পরিশ্রমী প্রাণী, পাহাড়ে থাকতেই ভালবাসে এরা।'

নড করে সরে এল শেভার্ন, বিধ্বস্ত বাথানের চারপাশে আরেকবার চক্কর দিল। মনে পড়ল গুটিকয়েক লোক উপস্থিত ছিল ম্যাকলেন্ডনের ফিউনেরাল অনুষ্ঠানে। নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, অন্যরা যতটা ভাবে নিজেকে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করত নীল ম্যাকলেন্ডন। নিজের অদূরদর্শিতার কারণেই কি পরিবার আর সাধারণ এই মানুষগুলোকে বিপদে ফেলেনি সে?

অবশ্য নীল ম্যাকলেন্ডনের দূরদর্শিতা থাকলেও বোধহয় কাজ হত না। কারণ এদের শেষ দেখতে চাইছে কেউ–সম্ভবত ওস্টেনভেল্টরা। একবার যখন খবর ছড়িয়ে পড়বে যে ম্যাকলেন্ডনদের সাথে আছে জিম শেভার্ন...কিন্তু এরইমধ্যে ডাবল-ওর সঙ্গে লড়তে হয়েছে ওকে। এখন আর ফিরে আসার উপায় নেই।

দশ হাজার পশু। একটা ভেড়ার মূল্য কমপক্ষে এক ডলার। এর এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে কি করবে ও? মাত্র একটাই উপায় আছে। শত্রুর সংখ্যা যখন

অনেক বেশি তখন অপেক্ষা করে লাভ হয় না।

একটা মাসট্যাঙে স্যাডল চাপিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল শেভার্ন। ঢেউ খেলানো জমি পড়ে আছে দু'পাশে, ছোট ছোট দুটো পাহাড় টপকে আরও ওপরে উঠে এল, দৃষ্টিসীমার পরিধি বাড়ল এবার। দূরে বহু নিচে আবছা ভাবে সবুজ তৃণভূমি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা কেবিন, কিন্তু তৃণভূমিতে কোন গরু বা ভেড়া নেই।

বাঁক পেরিয়ে বিশাল এক মেসায় উঠে এল ও। পেছনে পাহাড়ের নিরেট শরীর, পাশেই ঢালু জমি ওপরে পাহাড়শ্রেণীর চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। অন্তত মাইল খানেক হবে, চূড়ায় জমে থাকা বরফের চাঙড় দেখে ধারণা করল শেভার্ন। চোখ নামিয়ে নিচের জমির দিকে তাকাল, মেসাটা ক্রীক থেকে প্রায় সিকি মাইল ওপরে এবং এস্টেটের চেয়ে অনেক নিরাপদ। উচ্চতার কারণে পেছন বা পাশ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই। বরং এখান থেকেই অনায়াসে আক্রমণ করা যাবে। মেসায় উঠে আসার রাস্তা একটাই–ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হবে, ঘুমিয়ে না থাকলে কোন ক্রমেই ওদেরকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

ক্যাম্প করার জন্যে যুৎসই একটা জায়গা বেছে নিচে নেমে এল ও। ভাবছে ফ্রেইট ওয়্যাগনগুলো মেসায় ওঠানো যাবে কি-না। খুব বেশি ভারী। জুড আর ইউসেবিওকে বাকবোর্ড থেকে মাল খালাস করার নির্দেশ দিয়ে একটা সুযোগ নিতে মনস্থির করে ফেলল। আটটা মাসট্যাঙকে বেশ খাটাল এবার। সব সাপ্লাই মেসায় শিফট করতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল, দুটো বাকবোর্ডও স্থানান্তর করে ফেলেছে। তেরপলের একটা অস্থায়ী শেড তৈরি করেছে একপাশে।

বয়স্কা মহিলা, যার নাম এখনও জানা হয়নি শেভার্নের, নিজেই ওপরে উঠে এল। কিন্তু মিসেস ব্রুকসকে নিয়ে সমস্যা হলো। বাকবোর্ডে চড়ে ওপরে উঠতে গেলে পড়ে যেতে পারে মহিলা, কিংবা জখম থেকে রক্তক্ষরণও শুরু হতে পারে। শেষপর্যন্ত কাঠ আর অ্যাসপেনের শাখা দিয়ে একটা চেয়ার তৈরি করল শেভার্ন। মিসেস ব্রুকসকে তাতে বসিয়ে জুড আর ও মিলে ওপরে নিয়ে এল। মহিলার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে কান দিল না দু'জনের কেউ।

লবণ আর অন্যান্য সাপ্লাই নিয়ে ভেড়ার পালের কাছে ফিরে যাবে ইউসেবিও, প্যাকহর্সে মালপত্র চাপিয়ে পোড়া এস্টেটের কাছে অপেক্ষায় আছে সে। শেভার্ন ঢাল বেয়ে নেমে আসতে একটা হাত তুলল শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে।

কাবার্ডে রাখা রাইফেলটা একনজর দেখল শেভার্ন, ভাবছে সাদাসিধে হার্ডার ঠিক কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে। ওর ধারণা জুডের চেয়ে খুব বেশি চালু নয় সে। 'কখনও রাইফেলটা ব্যবহার করেছ?'

'ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে।'

'সতর্ক থেকো। এবার কিন্তু ইন্ডিয়ান নয়, সাদাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে ওটা।'

নড করে স্যাডলে চাপল বিশালদেহী হার্ডার। দ্রুত হাতে ঘণ্টাটা খুলে ফেলল ঘোড়ার গলা থেকে। ঢাল বেয়ে ক্রীকের দিকে এগোল সে, একসময় হারিয়ে গেল পাইনের আড়ালে। ফিরতি পথে ওপরে উঠতে শুরু করেছিল শেভার্ন, ঠিক এসময়

মৃদু শিসের শব্দ শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখল মেসার ওপর এক ফালি কাপড় নাড়ছে বয়স্কা মহিলা।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল শেভার্ন, দ্রুত মেসায় পৌঁছতে চাইছে।

ওপরে ওঠার পর মহিলার উত্তেজনার কারণ দেখতে পেল। ক্রীকের কাছে দু'জন লোক দেখা যাচ্ছে, ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে না বরং গতকাল যে পথ ধরে ওয়্যাগন নিয়ে উঠে এসেছে ও, সেটাই অনুসরণ করছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকগুলোকে দেখল শেভার্ন, ভাবছে একটা স্পাই-গ্লাস হলে ভাল হত। অবশ্য তার দরকার হলো না, একটু পর স্পষ্ট দেখা গেল দু'জনকে।

দু'জনেই বিশালদেহী, তুলনায় ঘোড়াগুলোকে বেশ ছোট লাগছে। শহুরে কাপড় পরনে—পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি এবং হাল ফ্যাশনের। হোলস্টার বা পিস্তল দেখা না গেলেও স্যাডল বুটে কারবাইনের নল উঁকি দিচ্ছে। নিজেদের লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করছে না কেউ।

'চেনো ওদের?' মিসেস ব্রুকসের উদ্দেশে জানতে চাইল শেভার্ন।

মাথা নাড়ল মহিলা।

পোড়া এবং বিধ্বস্ত এস্টেটের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে লোক দুটো। এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে দু'জনের কেউই আশা করেনি এখানে এসে ধ্বংস স্তূপ দেখতে পাবে। কাছাকাছি হলো দুটো ঘোড়া, মুহূর্তের জন্যে কি যেন আলাপ করল দু'জনে। তারপর মুখ তুলে মেসার দিকে তাকাল একজন, দেখতে পেল ওদের।

'মিসেস ব্রুকস?' চড়া স্বরে ডাকল লোকটা।

হাত নাড়ল শেভার্ন।

ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাল দুই আগন্তুক। 'মি. ব্রুকস?' কাছাকাছি এসে জানতে চাইল একজন।

'আমি নই,' স্বীকার করল শেভার্ন। 'কিন্তু মিসেস ব্রুকস আছে এখানে।'

লোকগুলোর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক আছে, অবচেতন মন বলছে শেভার্নকে। রেলরোড ব্যবসায়ীদের মত প্রচুর টাকা নয়, কিন্তু ব্যাংকার বোধহয়—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'জনের আভিজাত্য আর চাপা উৎসাহ লক্ষ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। *কিভাবে খবরটা এত দ্রুত পৌঁছল ওদের কানে?*

পুড়ে যাওয়া র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল একজন। 'ইন্ডিয়ান?' জানতে চাইল সে। 'কিন্তু আমি তো শুনেছি এই অঞ্চলটা নিরাপদ।'

'প্রচুর অসভ্য লোক এখনও হ্যাট পরে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল শেভার্ন। ঘুরে মিসেস ব্রুকসের দিকে ফিরল, কোন রকমে তৈরি একটা কাউচে বসে আছে মহিলা। কাউচের অর্ধেকটা চাদর দিয়ে ঢাকা। 'মিসেস ব্রুকস।'

হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল ব্যাংকার। 'মাইকেল টেড্রো,' নিজের পরিচয় দিল সে। 'সন্দেহ নেই মি. ব্রুকসের বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে অবগত আছ তুমি, ম্যা'ম?'

'কিছুটা।'

থমকে গেল টেড্রো, ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা দেখা গেল চাহনিতে, তারপর আড়চোখে ছাইয়ের স্তূপের দিকে তাকাল। 'তুমি বোধহয় অসুস্থ, ম্যা'ম.'

গাম্ভীর্যের সুরে বললেও প্রায় আনুষ্ঠানিক শোনাল কথাটা। 'আমরা বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি?'

মাইকেল টেড্রো মানুষটা চটপটে, ঘটে বুদ্ধিও রাখে বেশ। পরিপাটি থাকতে পছন্দ করে বোধহয়। দিনে দুটোর বেশি ড্রিঙ্ক করে না কখনও, সিদ্ধান্তে পৌঁছল শেভার্ন। কিন্তু সঙ্গের লোকটি, বয়সে অনেক তরুণ এবং পরিপাটি পোশাক পরনে থাকলেও অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে ওর মনে।

চাপা বিস্ময়ের সাথে শেভার্নকে দেখছে সে। 'এর আগে কোথাও দেখা হয়েছে আমাদের?' জানতে চাইল সে, কণ্ঠে দ্বিধা।

'পৃথিবীটা খুব ছোট জায়গা,' লন্ডনের স্পষ্ট উচ্চারণে বলল শেভার্ন। 'এখানে সবই সম্ভব।'

'মনে হয় না।'

মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। বিড়বিড় করে কি যেন বলল বয়স্কা মহিলা, বুঝতে পারল না শেভার্ন।

'তুমি কি মিসেস ব্রুকসের প্রতিনিধিত্ব করছ?'

'না। ওর সঙ্গেই কথা বলতে হবে তোমাদের।'

বিরক্ত দেখাল তরুণ ব্যাংকারকে, একটা ভুরু উঠে গেছে কপালে। 'মি. ব্রুকসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল আমাদের, ওর অনুপস্থিতিতে অন্য কারও সঙ্গে রফা করার উপায় নেই, আইনও সেটা মেনে নেবে না...'

'আমারও তাই ধারণা,' মুখ খুলল জুলিয়া ব্রুকস। 'বেহিসেবী স্বামীকে স্ত্রীর সম্পত্তি ওড়ানোর অধিকার দেয় আইন, কিন্তু স্ত্রীটি যখন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, আইন কোন সাহায্যই করে না তাকে।'

'অসুখী এবং ত্রুটিপূর্ণ এক পৃথিবীতে বাস করি আমরা, ম্যা'ম,' দার্শনিক সুরে বলল টেড্রো।

'কিন্তু এমন এক পৃথিবী যা কিছুটা হলেও এগিয়ে গেছে,' বলল শেভার্ন। 'মিসেস ব্রুকস এখন আর কারও স্ত্রী নয়, বরং বিধবা ও।'

পরস্পরের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল দুই অতিথি। ক্ষণিকের জন্যে হতাশা, তারপর মরিয়া দৃষ্টি ফুটে উঠল যুবকের চোখে। 'তাহলে,' শ্রাগ করে বলল টেড্রো। 'বলতেই হচ্ছে সান্তা ফে থেকে দীর্ঘ পথ অযথা পাড়ি দিয়েছি আমরা, এবং ফিরতি রাইডটাও একই রকম দীর্ঘ ও নিষ্ফলা হবে।' ঘুরে মিসেস ব্রুকসের দিকে ফিরল সে। 'যদি না মি. ব্রুকসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওর ইচ্ছে পূরণ করো তুমি, ম্যা'ম। শর্তগুলো একই থাকবে।'

'কিসের শর্ত, এখনও কিন্তু কিছুই শুনিনি আমি!'

'এই বাথানটা বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিল মি. ব্রুকস। বিশ হাজার ডলার দিতে রাজি আছি আমরা।'

নয়

স্থির দৃষ্টিতে শেভার্নের দিকে তাকিয়ে আছে মিসেস ব্রুকস। আগে পাত্তা না দিলেও পরিস্থিতির পরিবর্তনে, সরাসরি বাথান বিক্রির প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে এখন–শেভার্নের মতামত জানতে চাইছে।

আরেকটু হলে শেভার্ন বলতে যাচ্ছিল টাকাটা নিয়ে বেসিন ছেড়ে কেটে পড়া উচিত, আচমকাই টের পেল গোলমালটা কোথায়। দেখল একই সময়ে বদলে গেছে লাল-চুলোর মুখোভাব, অসঙ্গতিটা সেও ধরতে পেরেছে–মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল অপূর্ব সুন্দর মুখটা, উদাস দৃষ্টিতে তাকাল তৃণভূমির দিকে। কামড়ে ধরায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পুরুষ্টু ঠোঁট জোড়া। বেচারী! ওই জঘন্য লোকটিই ছিল ওর স্বামী!

'মি. ব্রুকসের স্বাক্ষর করা কোন কাগজ আছে তোমাদের কাছে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল শেভার্ন।

কোটের পকেট থেকে একটা পোর্টফলিও বের করল টেড্রো। ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করে এগিয়ে দিল। হস্তাক্ষরটা দেখল শেভার্ন–আগে কখনও দেখেনি। চিঠির বক্তব্য একেবারেই পরিষ্কার:

সোডা স্প্রিং, উত্তর মেক্সিকো

প্রিয় মি. টেড্রো,

মনে হচ্ছে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। এখনও যদি ইচ্ছে থাকে, পুরো জায়গাটাই পঁচিশ হাজার ডলারে পেতে পারো তুমি।

তোমারই বিশ্বস্ত,
জে. ব্রুকস

নীরবে মিসেস ব্রুকসের হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিল শেভার্ন।

নির্বিকার মুখে চিঠিটা পড়ল মহিলা। 'কোথাও নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে,' বলল শেষে, মুখটা পাথরের মতই ভাবলেশহীন, কিন্তু চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে নিজেকে সামলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। 'এই বাথান আমার বাবার, মি. ব্রুকসের কোন অধিকার নেই এখানে!'

'মি. ব্রুকস আর তোমার প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য মাত্র পাঁচ হাজার ডলার,' মন্তব্যের সুরে যোগ করল শেভার্ন।

'দর কষাকষির সময় এরকম পার্থক্য থাকেই,' ফের দার্শনিক সুরে বলল মাইকেল টেড্রো। 'যাই হোক, বাথানটা বিক্রি করতে না চাইলে কিছুই করার নেই আমাদের, ব্যর্থ হয়েই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'চিঠিটা দরকার তোমাদের?' জানতে চাইল শেভার্ন।

শ্রাগ করল ব্যাংকার। 'তোমার দরকার আছে?'

'স্থানীয় কোর্টে হয়তো মামলা উঠতে পারে, তেমন হলে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে দাঁড়াবে ওটা।'

সঙ্গীর দিকে তাকাল টেড্রো, পরিস্থিতির পরিবর্তনে নিদারুণ অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে যুবককে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল সে, হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'দিয়ে দাও ওকে,' শেষে বিড়বিড় করে সম্মতি দিল, কণ্ঠে হতাশা বা অসন্তোষ কোনটাই চাপা থাকল না।

চিঠিটা নিয়ে ধন্যবাদ জানাল শেভার্ন।

দুই ব্যাংকারকে রাতটা এখানেই থেকে যাওয়ার প্রস্তাব করল মিসেস ব্রুকস। নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল টেড্রো। 'সত্যিই কি ইন্ডিয়ানদের ভয় নেই ট্রেইলে?' শেষে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে।

'ইন্ডিয়ানদের নিয়ে ভয় নেই,' তথ্য যোগাল শেভার্ন। 'কিন্তু নিচে আমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সতর্ক থেকো।'

হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল মাইকেল টেড্রো, তারপর স্যাডলে চেপে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনকে চলে যেতে দেখল ওরা। দুই ব্যাংকার ক্রীকের ওপাশে পাইনের আড়ালে হারিয়ে যেতে চিঠির দিকে মনোযোগ দিল শেভার্ন, আরেকবার পড়ার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তোমার স্বামীর লেখা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, ম্যা'ম।'

'কেন দুঃখ হবে তোমার? কিসের জন্যে?' জুডের মেজাজী প্রশ্ন।

তরুণ ম্যাকলেন্ডনকে দেখল শেভার্ন, কিছু বলল না। ভাবছে ব্যাপারটা বোধহয় মিসেস ব্রুকসেরও বোধগম্য হয়নি।

'চিঠিটা নিয়েছ কেন, মি. শেভার্ন?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল লাল-চুলো।

কিছু না বলে চিঠির তারিখের দিকে নির্দেশ করল ও।

'তাতে কি?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জুড।

'আইনত মি. ব্রুকস শুধুমাত্র তখনই বাথান বিক্রির প্রস্তাব দিতে পারে যখন তোমার বোন ওটার উত্তরাধিকার পাবে। এপ্রিলের তিন তারিখে লেখা হয়েছে চিঠিটা, অথচ তোমার বাবাকে আমি ট্রেইলে খুঁজে পেয়েছিলাম এর ঠিক তিন সপ্তাহ পর।'

মুহূর্তে বদলে গেল ছেলেটার মুখ। কষে যেন গালে চড় মেরেছে কেউ, ফ্যাকাসে বিব্রত দেখাচ্ছে জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে। ক্ষণিকের জন্যে সন্দিহান চাহনি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, নিদারুণ বাস্তবতা তো উপলব্ধি করলই উপরন্তু সমস্ত জেদ আর অসন্তোষও হারিয়ে গেল ক্ষুব্ধ ম্যাকলেন্ডনের মন থেকে। মুহূর্ত খানেক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বোনের দিকে, তারপর ঘুরে হেঁটে চলে গেল।

মিসেস ব্রুকসের মন্তব্যটা মনে পড়ল শেভার্নের। উঠতি বয়সের তরুণরা কেন নিজের আদর্শ হিসেবে ছন্নছাড়া বেপরোয়া লোককে বেছে নেয়? বেচারা জুড!

প্রথমে ওর নায়ককে খুন করেছে শেভার্ন। এবার নীল ম্যাকলেন্ডনের খুনের পেছনে ব্রুকসের সম্ভাব্য ভূমিকা উন্মোচন করেছে।

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছে মি: টেড্রো,' তিক্ত স্বরে বলল জুলিয়া ব্রুকস।

'কিভাবে?'

'সত্যিই ত্রুটিপূর্ণ এক পৃথিবীতে বাস করছি আমরা।'

নিজ হাতে খুন করেছে এমন লোকের নিন্দা করে কাজের কাজ কিছু হবে না, জানে জিম শেভার্ন। 'আমি বরং ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখছি,' নিজেকে সামলে নিয়ে প্রসঙ্গ বদল করল ও। 'চাই না কেউ আমাদের হাঁটতে বাধ্য করুক।' শেষবারের মত চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল, তারপর স্যাডলে চেপে এস্টেটের কাছে নেমে এল। ল্যাসো ছাড়াই চরতে থাকা চারটে ঘোড়া ধরল। ফিরে এসে দেখল কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে জুড, গম্ভীর মুখে বসে আছে বোনের পাশে।

ছেলেটার সঙ্গে প্রথম দেখার কথা মনে পড়ল শেভার্নের, ওর সঙ্গে শহর ছাড়ার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছিল। ঘটনাটা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হোক না কেন, জুড তখনও জানত না যে ওর বাবা মারা গেছে…কিন্তু সতেরো বছরের কোন তরুণের মনে আসলে কি চলছে কখনও কি নিশ্চিত বলতে পারে কেউ–সত্যিই কি প্রতিশোধ নিতে ওর সঙ্গী হতে চেয়েছিল জুড, নাকি ওকে দেয়া ব্যাখ্যাটাই নির্জলা সত্যি? নিজের অতীত স্মরণ করল শেভার্ন, তিক্ত অনেক ঘটনা ঘরছাড়া হতে বাধ্য করেছে ওকে–অপরিবর্তনীয়, ত্রুটিপূর্ণ এক পৃথিবী পাল্টে ফেলার নেশায়!

এই এত বছর পরও কিছুই বদলায়নি, কেবল ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হয়েছে। মিসেস ব্রুকসের জন্যে হয়তো কিছুটা আশার সঞ্চার করেছে ও, এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে ম্যাকলেন্ডনদের স্নায়ুযুদ্ধে খানিকটা হলেও ভারসাম্য নিয়ে এসেছে; কিন্তু তারপরও বলা যায় বুটের ধুলো ঝেড়ে সানফ্রান্সিসকোর দিকে যাত্রা করার সুযোগ এখনও রয়েছে। ওর মত অস্থির স্বভাবের মানুষের জন্যে থাকার জায়গা হতে পারে না এটা। ভেড়ার বাথান? অসম্ভব!

'হয়তো ওদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করাই উচিত ছিল!' ম্লান স্বরে স্বগতোক্তি করল জুলিয়া ব্রুকস।

'হয়তো,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল শেভার্ন। 'তোমার স্বামীর হয়তো যথেষ্ট দূরদৃষ্টি ছিল–আজকের দিনটা দেখতে পেয়েছিল সে, তোমাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই বাথান বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।'

'সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমাদের জন্যে ওর সদিচ্ছা যদি সত্যিই থাকত, তাহলে বাবাকে এভাবে মরতে হত না!'

মেসার এক পাশে রান্নার আয়োজন করেছে বয়স্কা মহিলা। মহিলাকে মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজ আর মরিচ মেশাতে দেখেছে শেভার্ন, ওর ধারণা দক্ষিণ থেকে আসার পর এ পর্যন্ত যত স্টু খেয়েছে এটা বোধহয় সবচেয়ে 'গরম' হবে। সাধারণ কর্নের তৈরি টরটিয়ার পরিবর্তে গমের ময়দা দিয়ে সোপাপিলা তৈরি করছে মহিলা। ময়দার মণ্ড তৈরি করার পর বেলুনি দিয়ে রোল করল প্রথমে, তারপর ত্রিকোণাকৃতির রুটির মত কেটে ফেলল। শেষে মাংসের ছোট ছোট টুকরো ভেতরে ঢুকিয়ে গরম তেলে ভেজে ফেলল।

এই প্রথমবারের মত শেভার্ন অনুভব করল ঠিকই বলেছে ইউসেবিও। নেপোলিয়নের বিদ্রোহের সুযোগে নিউ স্পেনের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই এখানে, পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করছে এরা—বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ ভাবে। প্রতিবেশী মেক্সিকানদের প্রতি এদের না আছে কোন আগ্রহ, না আছে কোন সহানুভূতি। এমনকি মাতৃভূমি স্পেনের প্রতিও এদের কোন পিছুটান বা দায় নেই।

'এভাবেই হয়তো তোমার সমস্যা মিটে যায়!' জুলিয়া ব্রুকসের নিচু স্বরের মন্তব্যে সংবিৎ ফিরে পেল শেভার্ন।

'কি বললে?'

'বাথানটা বিক্রি করে দিলেই সব সমস্যা চুকে যাবে। নিজের ভাগ নিয়ে চলে যেতে পারবে তুমি, আমি আর জুডও অন্য কোথাও গিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারব।'

'আমি ভেবেছি বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহিলা। 'এছাড়া আর কি করতে পারি আমি!'

আচমকা গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল জুডাস ম্যাকলেন্ডনের। 'লড়াই করব!' সরোষে প্রস্তাব করল সে। 'এই অঞ্চল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার আগেই ডাবল-ও-কে শায়েস্তা করতে পারি আমরা!'

শ্রাগ করল শেভার্ন। 'বিকল্প কিছু নেই আমাদের সামনে। গুলি করতে পারো তুমি?'

'পিস্তলে আনাড়ী বলতে পারো, কিন্তু রাইফেলে কখনও নিশানা মিস করিনি।'

'সত্যিই টিপ ভাল ওর,' একমত হলো বোন।

যা ভেবেছিল, বয়স্কার তৈরি স্টু গিলতে সত্যিই হিমশিম খেতে হলো শেভার্নকে। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও, ভাবছে এই সুযোগে কানের ময়লাগুলো গলে বেরিয়ে যাবে কি-না। আড়চোখে দেখল নীরবে খাচ্ছে অন্যরা, কারও কোন সমস্যা হচ্ছে না। কোন রকমে স্টু শেষ করে আগুন গরম কফি গলায় ঢালল ও, ঝালটা চলে যাওয়ার পর একটা চুরুট ধরাল। অশান্ত একটা মাসট্যাঙকে দেখতে ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে গেল জুড।

'তোমাকে রক্ষা করার মত সামর্থ্য কি সত্যিই আছে ওর?' কয়েক হাত দূরে বসা মিসেস ব্রুকসের উদ্দেশে জানতে চাইল শেভার্ন।

'চলে যাচ্ছ তুমি?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল লাল-চুলো।

অপূর্ব মুখটা জরিপ করল শেভার্ন, মহিলা হয় অসাধারণ অভিনেত্রী নয়তো ও থাকুক বা না-থাকুক সত্যিই তাতে কেয়ার করে না। দৃষ্টি সরিয়ে কোল্টের দিকে নজর দিল ও, মেকানিজম পরখ করার পর পকেট হাতড়ে বাড়তি অ্যামুনিশন বের করল। 'ভাবছি চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসব,' পিস্তল রিলোড করার সময় পাল্টা নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'কারও মুখোমুখি পড়ে গেলে ক্যাম্পে ফিরে আসা বোধহয় ঠিক হবে না, জায়গাটা চিনে ফেলবে ওরা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আস্তানার কথা ওরা না জানছে…'

'সেটা কি ঠিক হবে, মি. শেভার্ন?'

'কিন্তু শত্রুপক্ষের অপেক্ষায় এখানে বসে থেকেই বা কি লাভ! অবরোধ করে রাখলে পানি বা সাপ্লাই পাব না আমরা। মেসার ওপর থাকায় হয়তো খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারছি, কিন্তু একেবারে নিরাপদ নই আমরা। কেবল একটা সুবিধাই পাচ্ছি—আচমকা হামলা করে আমাদের চমকে দিতে পারবে না কেউ।'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি।'

'কালকের মধ্যে যদি ফিরে না আসি, সোডা স্প্রিং-এ চলে যেয়ো। ব্যাংকার দু'জনকে বোধহয় পাবে ওখানে। প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখো তখন।'

মাইকেল টেড্রোর কাছ থেকে নেওয়া চিঠিটা মিসেস ব্রুকসের হাতে ধরিয়ে দিল শেভার্ন। ক্যাম্প থেকে সরে এসে স্যাডলে চাপল, তারপর ঢাল বেয়ে এস্টেটের দিকে নামতে শুরু করল। দ্বিধায় ভুগছে ও, জানে না কাজটা ঠিক হচ্ছে কি-না। সাধারণ বুদ্ধি বলছে বিশ হাজার ডলারের এক-তৃতীয়াংশ কামাই করার এরচেয়েও সহজ উপায় আছে। ক্রীক ধরে মাইল কয়েক চলে এল ও, একসময় সোডা স্প্রিং-এর ট্রেইলে পৌঁছে গেল।

কাজটা কঠিন হবে না, এখান থেকেই ক্রীকের গতিপথ বদলে দেয়া সম্ভব। কিন্তু ফলাফলটা হয়তো আশানুরূপ না-ও হতে পারে, হয়তো শহরের দিকে চলে যাবে পানির স্রোত, মাঝখানের মরুভূমিই পুরোটা শুষে নেবে।

আকাশে জ্বলজ্বল করছে হাজার তারা, জোনাকি পোকারা ছুটাছুটি করছে ইতস্তত। যতই ভাবছে ক্রমে সন্দিহান হয়ে উঠছে শেভার্ন, পানির গতিপথ বদলানোর দরকার হবে না বোধহয়। তাতে বরং সতর্ক হয়ে যাবে শত্রুপক্ষ, পানি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই জেনে যাবে ম্যাকলেন্ডনরা ফিরে এসেছে এস্টেটে।

ইতোমধ্যে, যদি সত্যিই মাথায় ঘিলু বলে কিছু থাকে ওর, চলার মধ্যে থাকলে সানফ্রান্সিসকো পৌঁছে যাবে একসময়। বিদ্বেষপূর্ণ এই অঞ্চল ছেড়ে যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারলেই হলো। কখনও কি সংঘাত থেকে মুক্তি মিলবে, অন্যের ঝামেলায় নিজেকে জড়ানো ছাড়া পথ চলতে পারবে না? ওকে আটকে রাখার মত কিছুই নেই এখানে। আসলেই নেই—কেবল বিশ হাজার ডলারের এক-তৃতীয়াংশ ছাড়া। এমনকি মিসেস ব্রুকস যদি ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করে, তা-ও নয়। কিভাবে ভেড়ার সঙ্গে রাত কাটায় লোকেরা?

'কিন্তু তুমি নিজেই ঝামেলাটা তৈরি করেছ,' মনে করিয়ে দিল ওর সত্তা।

'উচিত হয়েছে! আমি যখন টেক্সাসের পথে ছিলাম তখনই চিঠিটা লিখেছে ব্রুকস, এতে কোন দায় ছিল আমার? এমন এক ট্রেইল পেছনে ফেলে যাচ্ছি পিঙ্কারটনের অন্ধ কোন গোয়েন্দাও গন্ধ শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলতে পারবে আমাকে।'

'ব্রুকসকে খুন করেছ।'

'বরং বেচারীকে সাহায্য করেছি। ব্রুকসের হাতে যদি আমিই খুন হয়ে যেতাম তাতে মিসেস ব্রুকসের কোন লাভ হত?'

বেরসিক ঘোড়াটা আচমকা হোঁচট খেতে বিবেকের উত্তর আর পেল না শেভার্ন। শক্ত পাথুরে জমির ওপর মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়েও কোন রকমে সামলে নিল মাসট্যাঙ। স্যাডল থেকে খসে পড়তে যাচ্ছিল শেভার্ন, স্টিরাপ থেকে পা

পিছলে গেছে। দুই পা দিয়ে ঘোড়ার শরীর চেপে ধরল ও, বিড়বিড় করে শান্ত করার চেষ্টা করল ঘোড়াকে।

কয়েক পা পিছিয়ে এসেছে মাসট্যাঙ। বেচারার রহস্যময় আচরণের কারণটা এবার দেখতে পেল শেভার্ন। একেবারেই অস্বাভাবিক। চোখ কুঁচকে তাকাল ও, তারার আলোয় খুব কমই চোখে পড়ছে। আরেকটু হলে খোলা একটা কবরে পা রাখত ঘোড়াটা! কবরের বাইরে খুঁড়ে তোলা পাথুরে মাটিতে পা হড়কে গিয়েছিল ওটার।

ঘোড়াটাকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল ও, চারপাশের শব্দ মন দিয়ে শুনল। অস্বাভাবিক কিছু নেই, দেখাও যাচ্ছে না যেটা বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি বলছে খুব কাছেই বিপদ আছে কোথাও।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, স্যাডলে এক চুলও নড়ছে না শেভার্ন। জোনাকি আর অন্যান্য নিশাচর পোকারা ছুটছে অবিরাম, মাঝে মধ্যে শরীরের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে। স্যাডল ছেড়ে কবরের ভেতরটা দেখতে চাইছে ও, এবার হয়তো কোন লোক আছে ভেতরে; কিন্তু অবচেতন মন সতর্ক করছে ওকে, লাগাতার তাগাদা দিচ্ছে—এখান থেকে সরে পড়ো!

বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, নিজের উদ্দেশে শুধাল শেভার্ন, *এর আগে কখনোই এমন শঙ্কিত হওনি।* চোখ কুঁচকে গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকাল ও, ক্রীকের মৃদু শব্দ শুনছে—ন্যূনতম ধারণা পেতে চাইছে যে মাসট্যাঙ আর ও একা নয় এখানে। কিন্তু তেমন কোন সাড়া নেই। তারপরও, স্যাডল থেকে নামল না শেভার্ন—মন সাড়া দিচ্ছে না।

পুরো ব্যাপারটাই যুক্তিহীন, প্রায় অর্থহীন। ফিরতি পথে এগোতে গিয়েও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল ও। নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারে, হয়তো উপযুক্ত কারণও তৈরি করে নেবে মন; ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না কেউ। কিন্তু ও নিজে ঠিকই জানবে, অন্যরা জেনে যাওয়ার আগেই সমস্ত আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

'দরকার নেই, শেষে বিপদে পড়বে!' সতর্ক করল ওর সত্তা।

ভ্রূক্ষেপ করল না শেভার্ন। কিন্তু মূর্খের মত সাহসী হওয়ায় খুব একটা লাভ নেই বোধহয়। জানে খুব বেশি ঝুঁকি না নিয়েও গর্তের ভেতরটা দেখা সম্ভব। পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করল, বুটের সাথে কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাল। তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল গর্তের ভেতর। ডানাহীন জোনাকি পোকার মত খসে পড়ল কাঠিটা। গর্তের তলায় পৌঁছে কয়েক সেকেন্ড হিসহিস শব্দ করল, তারপর মোলায়েম সালফারে আগুন ধরল।

গর্তটা খালি নয়। ম্লান আলোয় মুহূর্তের জন্যে জীর্ণ খবরের কাগজ, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা আর ভাঙাচোরা একটা ক্রেট দেখতে পেল শেভার্ন। খবরের কাগজের এক প্রান্তের ছোঁয়া পেল আগুন, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো পুরো গর্ত। শেভার্নের তটস্থ নার্ভে নাড়া দিয়ে গেল আলোটা, তাছাড়া আলোর বিপরীতে থাকায় বহু দূর থেকে স্পষ্ট চোখে পড়বে ওকে। লাগাম টেনে মাসট্যাঙকে পিছিয়ে আনল, আলতো স্পার দাবিয়ে সরে এল জায়গাটা থেকে।

শ'খানেক গজ দূরে থামল ও, অকারণ শঙ্কা বোধ করায় নিজের ওপর বিরক্ত, এবং লজ্জিত। শত্রুপক্ষের কেউ আশপাশে থাকলে অনায়াসে দেখতে পেত ওকে। এভাবে বোকার মত ঘোড়া ছোটানোও ঠিক হয়নি। যদি আরেকটা গর্তে পড়ে যেত?

থামার আগে আরও কয়েক গজ এগোল ঘোড়াটা। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল শেভার্ন। কবরের মুখ থেকে লাগাতার ধোঁয়া উঠছে, যেন অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে কোন আগ্নেয়গিরি থেকে।

সাহস হারিয়ে ফেলেছ, নিজেকে তিরস্কার করল ও, *ম্যাকলেন্ডনদের পক্ষে দাঁড়ানোর আশা বাদ দিয়ে তোমার বরং সানফ্রান্সিসকোর ট্রেইল ধরা উচিত।* কি জন্যে ভয় পেয়েছে ও? কমবয়েসী ঘোড়া বা লংহর্নের পালের মতই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, কারণটা কি?

আচমকাই বিস্ফোরিত হলো কবরটা, কামানের গোলার মত বিকট শব্দ ভেঙে দিল নির্জন পাহাড়ী এলাকার নিস্তব্ধতা। আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো ছোট ছোট নুড়িপাথর আর বালি।

তাহলে ধারণাটা একেবারে মিথ্যে ছিল না! সহজাত প্রবৃত্তির নির্দেশই মেনে চলা উচিত ওর। এখান থেকে চলে গেলেই ভাল করবে, গর্তটা পরখ করে দেখা উচিত হয়নি।

ইতোমধ্যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে ঘোড়াটা। প্রথমে অন্ধের মত ঘুটঘুটে আঁধারে ছুটতে হয়েছে, তারপর গর্তে বিস্ফোরণ, তীব্র আলোর ঝলকানি, নুড়িপাথরের ঝড় এবং স্যাডলে বসা লোকটির বেয়াড়া আচরণ–সব মিলিয়ে দ্বিধান্বিত, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওটা। তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে সামনের দু'পা আকাশে তুলে দিল মাসট্যাঙ, সামলে নেওয়ার কোন সুযোগই পেল না শেভার্ন। পিঠ থেকে ওকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে ঘোড়াটা। স্টির‍্যাপ থেকে পা সরে গেছে ওর, স্যাডলে বসে থাকতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। টানের চোটে ওপরে উঠে গেল একটা স্টির‍্যাপ, শেভার্নের উরুতে আঘাত করল। তীব্র ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপল ও, ভয় হচ্ছে স্যাডল চ্যুত না হলেও হয়তো আগামী কয়েকটা দিন খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে।

দৃঢ় হাতে লাগাম টেনে ধরল ও, স্যাডলের সাথে চেপে বসেছে শরীর। ভদ্র আচরণ করার সময় নেই এখন। লাগামের প্রান্ত দিয়ে সপাটে আঘাত করল ঘোড়ার মুখে, একইসঙ্গে তীব্র গালের তুবড়ি ছোটাল। অবস্থা বেগতিক দেখে হাল ছেড়ে দিল ঘোড়াটা, কিংবা শুভবুদ্ধির উদয় হলো হঠাৎ, লাফ-ঝাঁপ বন্ধ করে ক্রীকের পাড় ধরে ছুটতে শুরু করল। ইতোমধ্যে একটা স্টির‍্যাপ দখল করে নিয়েছে শেভার্ন, স্যাডলের সাথে মিশে আছে কোন রকমে। তীব্র বেগে দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেল ঘোড়াটা, মুক্ত স্টির‍্যাপটা ফের আঘাত করল ওর উরুতে।

মিনিট দশ পর হয়রানির শেষ হলো। তারার আলোয় নির্জন উপত্যকায় থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা, পরিশ্রমের কারণে হাঁপাচ্ছে। 'সত্যিই দুঃখিত,' দুঃখ প্রকাশ করল শেভার্ন। 'সওয়ারী তোর মতই সমান রসিক বা বুদ্ধিমান হবে আশা

করার অধিকার আছে তোর!'

পরিশ্রান্ত মাসট্যাঙ ওর অজুহাত মেনে নেওয়ার আগেই নিজেকে সামলে নিল শেভার্ন। কোন কিছুই কি ঠিকমত ঘটতে পারে না? ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে ও, আত্মবিশ্বাসী দৃঢ়চেতা একজন মানুষ। অথচ একটু আগেই আতঙ্কিত, দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল। নিশ্চিত জানে না ঠিক কি উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিল কিংবা কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু বহু দূর থেকে শোনা যাবে এমন কোন বিস্ফোরণ ঘটানোর ইচ্ছে অন্তত ছিল না। কিংবা নিজে খোঁড়া হয়ে ফিরে আসার সাধও ছিল না; ঘোড়া আর ওর ওপর দিয়ে ধকল কম যায়নি–আগামী ক'দিন হয়তো খোঁড়া হয়ে থাকবে দু'জনেই।

ফাঁদটা যে-ই তৈরি করুক, ফলাফল দেখতে আসবে সে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করল শেভার্ন, আশা করছে সহজ কোন পথে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারবে, এবং পথে আক্রান্ত হতে পারে এমন কোন জায়গায় যেতে হবে না কিংবা আকাশের বিপরীতেও অবস্থান নিতে হবে না। তাহলে অজ্ঞাত শত্রুর জন্যে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু নিরাপদেই ক্যাম্পে ফিরে এল ও।

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল ওস্টেনভেল্টদের উড়িয়ে দিয়েছ তুমি!' কিছুটা উপহাসের সুরে মন্তব্য করল জুডাস ম্যাকলেন্ডন।

স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়াকে একপাশে নিয়ে এল শেভার্ন, কিছুটা হলেও খোঁড়াচ্ছে। ওর দুরবস্থা সম্পর্কে ভাইয়ের চেয়ে বোনকেই বেশি সচেতন মনে হলো। 'মনে হচ্ছে তোমাকেই উড়িয়ে দিয়েছে ওরা!' হালকা সুরে মন্তব্য করল মিসেস ব্রুকস, তারপর বয়স্কা মহিলাকে বলল কি যেন–এত দ্রুত যে ধরতে পারল না শেভার্ন। লক্ষ করল তখুনি তৎপর হয়ে উঠেছে মহিলা, ওর ব্যাগ হাতড়ে গ্রীন রীভারের বোতলটা বের করে ফেলল।

'খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! সময়ের কাজ সময়ে সারার বুদ্ধি মহিলাদের দিয়েছেন তিনি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোতলের মুখ খুলল ও। দুই ঢোক গলায় ঢেলে, বুট খুলে কম্বলের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। ব্যথা সত্ত্বেও কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। পরে যখন ঘুম ভাঙল, দেখল মাঝ আকাশ পেরিয়ে গেছে রূপালি চাঁদ।

ওরা কিভাবে জানতে পারল গর্তের কাছে যাব আমি? ওর মনে কি চিন্তা চলছে কারও পক্ষেই আঁচ করা সম্ভব নয়, এমনকি ওর বিবেকের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না। কে জানবে স্রেফ কৌতূহলের বশে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি গর্তে ফেলবে জিম শেভার্ন?

এ ধরনের ফাঁদ আগেও দেখেছে ও–যুদ্ধক্ষেত্রে। পিছু নেওয়া শত্রুদের বোকা বানাতে এরকম ফাঁদের জুড়ি নেই। কিন্তু কোন রকম টোপ বা উস্কানি ছাড়া একেবারে জায়গামত পৌঁছে গেছে ও...বড় অস্বাভাবিক, নেহায়েত গর্দভ না হলে এরকম দৈবাৎ যোগাযোগ আশা করবে না কেউ। দূরে করুণ স্বরে ডেকে উঠল একটা কয়োট, ডাকটা যেন ওর দ্বিধাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, ওকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে আয়োজন করা হয়নি ফাঁদটার। বরং স্রেফ কাকতালীয় ভাবে ফাঁদে পড়েছে ও। হয়তো কারও জন্যেই

তৈরি করা হয়নি ওটা। পরে এর হোতা কিংবা টার্গেট সম্পর্কে জানতে পারবে। সেজন্যে সময় দরকার, দরকার ওর ক্ষতগুলো সেরে ওঠার ফুরসত।

'মি. শেভার্ন, জেগে আছ?' লাল-চুলোর মৃদু স্বর শুনতে পেল শেভার্ন।

'দুর্ভাগ্যক্রমে।'

'তোমার আঘাতগুলো কি মারাত্মক?'

'উঁহুঁ, তেমন গুরুতর নয়। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে।'

'ভাবছি আমাদের মধ্যে কে আগে সেরে উঠবে।'

'কেমন বোধ করছ তুমি?'

'ভাল। মনে হয় তাপ আর রক্তক্ষরণের জন্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এখন যেহেতু যাত্রার ধকল নেই, আর পাহাড়ী পরিবেশও সামলে উঠতে সাহায্য করছে আমাকে।'

'তারপরও লড়াই চালিয়ে যেতে চাইছ?'

'খোদা যদি সাহায্য করে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল শেভার্ন। 'ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে দোষ নেই, দায়ও নেই। এই ব্যাপারটা সবসময়ই উপকারী।'

'তুমি বোধহয় আস্তিক নও, মি. শেভার্ন?'

'সেটা নির্ভর করে আমাকে কিসে বিশ্বাস করতে বলো তার ওপর।'

'অবশ্যই একমাত্র খোদায়!'

'ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব?'

আলাপচারিতার সমাপ্তি হলো এখানেই। তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল শেভার্ন, নিজের ইতিকর্তব্য ছাড়া আর সবকিছুই ভাবছে: এভাবে আর কত রাত কাটাতে হবে, যদ্দিন না কোথাও স্থির হওয়ার ইচ্ছে হবে? তেমন জায়গা কি আদৌ খুঁজে পাবে? হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়া উচিত। আরও দূরে কি কোন জায়গা আছে? সানফ্রান্সিসকো পৌঁছে জানার চেষ্টা করবে।

ধীরে ধীরে অন্যদের মত সহজ, গভীর হয়ে এল জুলিয়া ব্রুকসের শ্বাস-প্রশ্বাস, একা হয়ে গেল শেভার্ন। দুই ব্যাংকারের দৈবাৎ উপস্থিতি সম্পর্কে ভাবছে। বিশ হাজার ডলার কি যুক্তিসঙ্গত অফার? পরিস্থিতির বিচারে অবশ্য যৌক্তিকই মনে হয়, কারণ নাছোড়বান্দা শক্ররা ম্যাকলেন্ডনদের চারপাশে ভিড় করেছে, বৃত্তটা ক্রমশ ছোট করে আনছে...

অফারটা ন্যায্য। বুড়ো নীল ম্যাকলেন্ডনের উইলে দশ হাজার পশুর কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি ভেড়ার দাম এক ডলার এবং বাথানটা চালু অবস্থায় থাকলে হয়তো অন্যায্য বলা যেত অফারটাকে। কিন্তু ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে র‍্যাঞ্চ হাউস, মেষপালকরা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। দয়া দেখাতে এত দূর ছুটে আসেনি ব্যাংকাররা।

'বাবার শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করত আমার স্বামী!'

ম্যাকলেন্ডনের শত্রু আর জামাতা জানে, এমন কি জানা নেই জুড বা জুলিয়া ব্রুকসের? নিজের হত্যাকারীর পরিচয় জানত বুড়ো, কিন্তু বলেনি ওকে। বললেই বোধহয় ভাল হত।

ব্যাংকার দু'জন নিশ্চয়ই যাত্রা বিরতি করবে সোডা স্প্রিং-এ। দু'একদিন থাকাও বিচিত্র নয়। বেসিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করবে, এটাই স্বাভাবিক, সান্তা ফে-র উদ্দেশে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করার আগে অপেক্ষায় থাকবে বিপদগ্রস্ত ম্যাকলেন্ডনরা প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে। হয়তো এখানকার ঝামেলার খবর শোনেইনি বেটারা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেভার্ন। কিছুই জানা নেই ওর। কোমরে লাগাতার ব্যথা হচ্ছে, আসলে পুরো শরীরেই চাপ চাপ ব্যথা। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে ভালই ভুগিয়েছে ওকে মাসট্যাঙটা। আজ রাতে আর ঘুম হবে না। কম্বল ছেড়ে উঠে পড়ল ও, তারপর তাজা একটা মাসট্যাঙে স্যাডল চাপাল।

'আবার?' তন্দ্রালু স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করল মিসেস ব্রুকস।

'হ্যাঁ,' দাঁতে দাঁত চেপে স্যাডলে চাপল শেভার্ন।

ঢালু পথ বেয়ে একশো গজ নেমে গেল ঘোড়াটা, প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে শেভার্নের শরীরে, এতটা যে পরে সমান জমিতে পৌঁছার পর মাসট্যাঙটা দৌড়াতে শুরু করলেও কোন ব্যথা অনুভব করল না, সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে গেছে স্নায়ুগুলো।

চড়াইয়ের মাঝপথ থেকে খোলামেলা জায়গার শুরু, অন্য একটা ট্রেইলে যথেষ্ট আড়াল রয়েছে। সামান্য বিপদের আশঙ্কা থাকলেও খোলা পথটাই পছন্দ করল শেভার্ন। ক্রীকের কাছে বিস্ফোরণের ফলাফল দেখতে যদি কেউ আসত, এতক্ষণে ম্যাকলেন্ডনদের পোড়া বাড়ির আশপাশে নিশ্চই উঁকিঝুঁকি দিত।

সোডা স্প্রিং-এর ট্রেইল পেরিয়ে আরও কয়েক মাইল এগোল ও। প্রতি মুহূর্তে শরীরে, বিশেষ করে কোমরে ব্যথা অনুভব করছে। গান পাউডারের পোড়া গন্ধ পাচ্ছে এখন। মাসট্যাঙের গতি কমিয়ে ক্রীকের পাড় ধরে এগোল ও। কবরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, গর্তটা বিশাল হয়ে গেছে এখন।

ঘোড়াটাকেও ক্লান্তিতে পেয়ে বসেছে। শেভার্ন নিজে যতটা না ক্লান্ত তারচেয়ে বেশি ব্যথায় পর্যুদস্ত। ধীরে ধীরে সময় পেরিয়ে গেল, পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে, সূর্য উঠতে বড়জোর ঘণ্টা খানেক বাকি। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, ক্যাম্প ছাড়ার পর এই প্রথম চারপাশ কিছুটা হলেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, দুলকি চালে ঘোড়া ছোটানোর সুযোগ হলো।

ক্রীকটা খুব বেশি চওড়া নয় এদিকে, বরং কিছুটা সরু হয়ে এসেছে। নিচের বসতির দিকে ক্রীকের গতিপথ বদলে দেওয়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল জুডাস আর ইউসেবিও। উপত্যকাটা প্রায় আধ-মাইল প্রশস্ত, কিন্তু নিচে ঘাসের অভাব নেই, ম্যাকলেন্ডন এস্টেটের কাছাকাছি যেমন দেখেছে–ঘাসের গোড়া পর্যন্ত খেতে পারেনি ভেড়ার দল।

স্যাডল ছাড়ার সময় দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করল ও, জমির ঘাস পরখ করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ভেড়ার দল চরেছে, কিন্তু তারপরও ক্ষুধার্ত একটা গরু চরতে পারবে কয়েক মাস, এই মুহূর্তে ওর ঘোড়াটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ওস্টেনভেল্টরা ঠিক কতটা জমি ক্লেইম করেছে? ক'টা গরু আছে ওদের? অথচ গরু চরানোর সামান্য চিহ্নও নেই আশপাশে!

আরও কয়েক মাইল এগোল ও, জানে ওস্টেনভেল্টদের হেডকোয়ার্টার থেকে বেশি দূরে নেই। নাক কুঁচকে বাতাসে গন্ধ শুঁকল, কিন্তু উল্টোদিকে কোন আগুন জ্বালানো হলেও বেরসিক বাতাস গন্ধটা এদিকে বয়ে নিয়ে আসছে না। পুব আকাশে রঙ ধরতে শুরু করেছে, ফুরফুরে বাতাস বইছে। পাইনের সুবাসিত বাতাস। কয়েকশো গজ দূরে দৃষ্টি চলে যাওয়ার মত আলো ফুটেছে। ধীরে ধীরে সন্দেহটা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে: চারপাশে প্রচুর ঘাস, দীর্ঘ তাজা এবং কিন্তু পর্যাপ্ত গরু চরছে না। ওস্টেনভেল্টরা তাহলে কিসের বাথান করছে?

প্রবল বিতৃষ্ণা বোধ করছে শেভার্ন। আজকের অভিযানও যদি অসম্ভবের পেছনে অর্থহীন ছোটাছুটি প্রমাণিত হয় তাহলে পুরো দিনটাই হারাতে হবে ওকে, কারণ ফিরে গিয়ে স্রেফ বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। পাহাড়ের কিনারার দিকে তাকাল ও, আচমকা ক্রীকের বাঁকের কাছে প্রথম গরুটা দেখতে পেল।

লংহর্ন। খুব একটা হৃষ্টপুষ্ট নয়। আমদানী করা ষাঁড়ের ব্রীডিং ঘটিয়ে যে গরুর জাতের উন্নতি করা সম্ভব, এখানকার লোকেরা তথ্যটা বোধহয় জানে না। ঘোড়া থামিয়ে উপত্যকায় সতর্ক নজর চালাল শেভার্ন। স্পার দাবাতে যাচ্ছিল, ঠিক এসময়ে বাঁকের মুখে কালো ধোঁয়া চোখে পড়ল। সন্তর্পণে এগোল ও, দেখল নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াটা। কেউ বোধহয় নাস্তা তৈরি করার জন্যে আগুন জ্বালিয়েছে। ভাল করে তাকাতে দেখল পোলের তৈরি একটা দালান আছে সেখানে।

দালান ছাড়িয়ে উপত্যকাটা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে, শেষে ক্যানিয়নের মুখে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ছোট ছোট চারণভূমি দেখা যাচ্ছে, আর আছে ঘন গাছপালা। অনায়াসে ওখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে, তবে বসতির এত কাছাকাছি যাওয়া উচিত হবে না বোধহয়। গরুর জন্যে আকর্ষণীয় যে কোন জায়গা ওর জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ গরু মানেই রাইডার, আর রাইডার থাকা মানে কুকুরও থাকতে পারে। র‍্যাঞ্চ হাউসের এত কাছাকাছি কুকুরের উপস্থিতি একেবারে অসম্ভব কিছু নয়।

ন্যাড়া ঢালের ওপর দৃষ্টি রেখে স্পার দাবাল ও, সচেতন যাতে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কারও চোখে পড়ে না যায়। নিচে কোথাও ডেকে উঠল একটা মোরগ।

মিনিট বিশেক পরে, সিকি মাইল দূরের এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল ও, থেমে নিচের দিকে তাকাল। ঘোড়াটাকে পাহাড়ের ওপাশে রেখে এসেছে। ঘাসের ওপর বসে ক্যান্টিনটা পাশে রাখল। ধরেই নিয়েছে দীর্ঘ এবং তাপদগ্ধ একটা দিন কাটাতে হবে এখানে। কেউ যদি স্রেফ ঘুরতেও এদিকে চলে আসে, অনায়াসে দেখে ফেলবে ওকে। তবে চুরুট টানার ইচ্ছেটাকে যেহেতু গলা টিপে রেখেছে, আপাতত কারও কৌতূহলী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই।

ডাবল-ও র‍্যাঞ্চ হাউস জরিপ করল শেভার্ন। উপত্যকা থেকে দেখার সময় মাত্র একটা অংশ চোখে পড়ছিল, উচ্চতার সুবিধার জন্যে এখন মূল দালান ছাড়াও বার্ন, করাল···সবই দেখতে পাচ্ছে। পোল করালে প্রায় এক ডজন ঘোড়া; বাঙ্ক হাউসে লোকজনের সাড়া টের পাওয়া যাচ্ছে, ঘুম থেকে উঠছে বোধহয়। করাল

ছাড়িয়ে কৃক শ্যাকের দিকে এগোল কয়েকজন।

এর আগে কোন র‍্যাঞ্চ হাউস দেখে কখনও করুণা বোধ করেনি শেভার্ন, আজ করতে হলো। স্রেফ কেবিন বলা যেতে পারে 'বড়সড়' বাড়িটাকে, খুব বেশি হলে একটা কামরা আর বাঙ্ক হাউস আছে। অবশ্য কেউ যদি ভেতরটা পাল্টে ফেলে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা; কিন্তু বাইরে থেকে লগের তৈরি জোড়া চোখে পড়ছে না। সব মিলিয়ে হয়তো এক ডজন লোক থাকতে পারবে, যদি না ডাবলিং করে থাকে এরা। এক কোণে কৃক শ্যাক, ছাতের কিনারা ধসে পড়ায় লগের তৈরি একটা খুঁটি বেরিয়ে পড়েছে।

করালের খুঁটিতে ঘুণ ধরেছে, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে হিচিং রেইলের কাঠ। ওঅটর ট্রাফগুলো এতটাই ক্ষয়ে গেছে যে পানি ধরছে না তেমন। করালের পেছনে মরচে পড়া একটা নিড়ানি যন্ত্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু শস্যের কোন চিহ্ন নেই সারা এলাকায়। সম্ভবত নতুন করে ঘাস গজিয়ে ওঠার আগে শেষবার ব্যবহার করা হয়েছিল ওটা।

চুরুটের জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল শেভার্ন, মনে পড়ল সকাল এখন। চুরুট ধরানো ঠিক হবে না। দেখল কৃক শ্যাক থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন, ঢেকুর তুলে দাঁত খিলাল করছে। তারপর করালে গিয়ে ঘোড়ার সাজ পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঠিক ওর কানের কাছে নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া। চমকে ফিরে তাকাল শেভার্ন, ভাবছে কিভাবে পিকেট তুলে এখানে চলে এসেছে ঘোড়াটা। কিন্তু ঘোড়াটা ওর নয়। স্যাডল পরানো ইঁদুর রঙা একটা মাসট্যাঙ, খোঁড়াচ্ছে খানিকটা।

ঘোড়াটার খোঁজে কেউ এখানে চলে এলেই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। দ্রুত পিছিয়ে এল ও, কিন্তু অনুসরণ করল ঘোড়াটা। 'ভাগ বেটা, বাড়ি যা!' চাপা স্বরে ঘোড়াটাকে ক্ষান্ত করার প্রয়াস পেল শেভার্ন, হ্যাট দিয়ে ওটার চিবুকে বাড়ি লাগাল। কিন্তু মুখ সরিয়ে নিল ঘোড়াটা, তারপর আচমকা ওর হ্যাট কামড়ে ধরে কেড়ে নিল।

এমন ট্রিক ঘোড়াটা শিখল কোত্থেকে! বিস্ময় নিয়ে ভাবছে শেভার্ন। এদিকে মোটেই ভয় পাচ্ছে না খোঁড়া মাসট্যাঙ, খেলাটা যেন দারুণ উপভোগ করছে, ওর কাছাকাছি হলো আরও। শেভার্ন হ্যাট পুনরুদ্ধার করতে হাত বাড়াতে মুখ সরিয়ে নিল, খোঁড়া পায়ে দুটো লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে চলে গেল। ঘোড়াটা একটা মেয়ার, আবিষ্কার করল শেভার্ন।

কপালে ঘাম জমছে, টের পেল ও, নড়াচড়ার সময় কোমরে ব্যথা পাচ্ছে। বেরসিক মেয়ারটা নির্মম তামাশা করছে ওর সঙ্গে, কাছে গেলেই সরে যাচ্ছে। ব্যথা থাকায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে শেভার্নের চলা, রিফ্লেক্স ধীর হয়ে গেছে, খোঁড়া হলেও তাই প্রতিবারই ওকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হলো মেয়ারটা। ধীর গতিতে ঢাল বেয়ে নেমে গেল ওটা, সরাসরি করালের দিকে এগোচ্ছে। দাঁতের সারির ফাঁকে শেভার্নের স্যাভিলানো হ্যাটটা ধরে রেখেছে এখনও।

দশ

যে-ই কৌশলটা শিখিয়ে থাকুক, নিশ্চই ভাবেনি কাউকে বিপদে ফেলবে অতি উৎসাহী নিরীহ ঘোড়াটা। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই খোলা জায়গায় চলে যাবে মাসট্যাঙ, স্যাভিলানোটা অনেক দূর থেকে চোখে পড়বে যে কারও। এই অঞ্চলে এটাই বোধহয় একমাত্র স্যাভিলানো। র‍্যাঞ্চ হাউসের লোকজন নিশ্চই শুনেছে অদ্ভুত হ্যাটটার মালিক জিম শেভার্ন; দু'দিন আগে ট্রেইলে ওর মুখোমুখি হয়েছিল চারজন, জীবিত দু'জনের কেউ আশপাশে থাকলে ঠিকই চিনতে পারবে।

খেল খতম! নিচু স্বরে শিস বাজানোর সময় ভাবল শেভার্ন। আশা করছে করালের লোকগুলো ঘোড়ায় স্যাডল পরানোয় ব্যস্ত থাকবে, খোঁড়া মাসট্যাঙের খুরের শব্দ হয়তো কারও কানে যাবে না। প্রথমে থমকে দাঁড়াল মাসট্যাঙটা, তারপর ঘুরে ফিরল ওর দিকে, বড়বড় চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শেভার্ন, সিদ্ধান্ত নিল আর কখনও বিবেকের সাথে তর্ক করবে না।

ধীরে ধীরে ফিরতি পথে এগিয়ে এল ঘোড়াটা, ওর কাছ থেকে দু'হাত দূরে থামল। শেভার্নের পায়ের কাছে ফেলল হ্যাটটা। স্যাভিলানো তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় চাপাল ও।

চলে যাচ্ছে না ঘোড়াটা, তেমন কোন লক্ষণই নেই। মাসট্যাঙের মালিক বোধহয় এরইমধ্যে খোঁজ করতে শুরু করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে এদিকে চলে আসবে নিশ্চই। নিজের ঘোড়ার লাগাম টাইট করল শেভার্ন, স্যাডলে চেপে বসতে উদ্যত হলো, স্যাডল হর্ন চেপে ধরেছে এক হাতে। 'চলে যা, বোকার হদ্দ!' চাপা স্বরে গাল দিল ও, কিন্তু সাহসের চূড়ান্ত দেখাচ্ছে ঘোড়াটা। ওর পেটে গুঁতো দিয়ে পকেটে মুখ ঢোকানোর চেষ্টা করছে। 'চিনি নেই আমার কাছে! নে, চুরুট আছে!' বলে বাড়িয়ে ধরল ও একটা।

চুরুটটা বোধহয় পছন্দ হয়েছে মাসট্যাঙের, আরেকটার জন্যে ওর কোমরে গুঁতো মারছে। হ্যাট দিয়ে সপাটে ওটার মুখে বাড়ি মারল শেভার্ন। পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা, অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। হ্যাট নেড়ে ওটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল ও, ভুলেই গিয়েছিল সারা শরীরে ব্যথা। তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে নিঃশ্বাস আটকে এল ওর, অজান্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, মুহূর্তের জন্যে দুটো সূর্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। কিন্তু কাজ হয়েছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোতে শুরু করেছে ইঁদুর রঙা মাসট্যাঙ, শেভার্নের সঙ্গে খুনসুটি করার কিংবা চুরুট খাওয়ার খায়েশ মিটে গেছে।

দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল ক্রমশ, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, স্পষ্ট অনুভব করতে পারল জিম শেভার্ন।

ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে কেউ, চিৎকার করছে লোকটা: 'নেলি, কোথায় গেলি? আরে, কোত্থেকে এল ঘোড়াটা?'

পাহাড়ের কোল থেকে খোলা উপত্যকায় ঢুকল লোকটা, ঠিক শেভার্নের মাথার কাছে। এখনও হাঁটুর ওপর বসে আছে শেভার্ন, দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। সূর্যের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, হ্যাটটা মাথায় চাপাল ও।

শেভার্ন টের পেল ওর চেয়ে বরং আগন্তুকই বেশি বিহ্বল হয়ে পড়েছে, থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা। সওয়ারী এবং সওয়ার, দু'জনেই দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে। স্রেফ রিফ্লেক্সবশত শেভার্নের হাতে উঠে এসেছে কোল্ট দুটো, আগন্তুকের বুক বরাবর নিশানা করে রেখেছে।

'ওহ্, জেসাস!' শ্বাস টানার ফাঁকে বিস্ময় প্রকাশ করল লোকটা, 'এ যে লাইমি!'

নড়ল না শেভার্ন। এখনও হাঁটু গেড়ে আছে, দু'হাতে দুই কোল্ট, ব্যথা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। শেষে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল। একটা বে ঘোড়া দেখতে পেল সামনে, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ছেলে। দেখে মনে হচ্ছে নড়তেও ভুলে গেছে, মাথার ওপর হাত না তুললেও বুকের সামনে আড়াআড়ি করে রেখেছে।

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'নেমে এসো তো, বাছা, সব খবর শোনাও আমাকে।'

তাকিয়ে থাকল ছেলেটা, ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয় করল। তারপর দ্রুত স্যাডল ছাড়ল।

একটা কোল্ট নেড়ে ইঙ্গিত করল শেভার্ন। 'আরাম করে বোসো।'

'আ-আমাকে খুন করবে না তো?'

'কোন কারণ দেখাতে পারবে যেজন্যে তোমাকে খুন করা উচিত?'

'আমি জানতাম না ঘোড়াটা ওই মহিলার।'

'কার?'

'জানি না!'

ধীরে ধীরে ট্রিগারে চাপ বাড়াল শেভার্ন।

'মিজ ব্রুকসের!'

'খুব খারাপ!' একটা পিস্তল হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ও, অন্যটা আগের মতই রইল।

'কি খারাপ?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল তরুণ।

'ঘোড়া চোরদের শাস্তি নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার?'

শঙ্কিত চাহনিই বলে দিচ্ছে জানে সে। সতেরো হবে ছেলেটার বয়েস, জুডাস ম্যাকলেন্ডনের বয়সী। ফর্সা মুখে কয়েকটা ফুটকি চিহ্ন রয়ে গেছে এখনও।

'নাম কি তোমার?' জানতে চাইল শেভার্ন, ছেলেটা উত্তর না দেওয়ায় যোগ করল: 'ঘোড়া চোর চেনা-অচেনায় অবশ্য কিছু যায়-আসে না, বয়সটাও যথেষ্ট হয়েছে তোমার।'

'কিন্তু ওরা সবাই একই কাজ করছে!' প্রতিবাদ করল ছেলেটা।

'তাহলে নিশ্চিন্তে বলা যায় দড়ির খুব কাছাকাছি আছে প্রত্যেকে।'

'আমি জানতাম না ঘোড়াটা মিজ ব্রুকসের!'

'কিন্তু এটা তো জানতে যে ঘোড়াটা তোমার নয়। যাক্‌গে, প্রসঙ্গটা বরং কিছুক্ষণের জন্যে বাদ দেয়া যাক। কখনও এরকম জোড়া কোল্ট দেখেছ?'

'আর দেখতে না পেলেই বরং খুশি হব। কিন্তু তাতে কি, ফাঁসিতে না ঝোলালেও নিশ্চয়ই গুলি করে মারবে আমাকে!'

'সময়ই সেটা বলে দেবে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ও। 'এবার আমার ঘোড়াটা তৈরি করো তো। ঘোড়ার ওপাশে যেয়ো না আবার। তাহলে কিন্তু ঘোড়ার আশা ত্যাগ করতে হবে আমাকে, যদিও তোমারটা পেয়ে যাব।'

'নিজের ঘোড়াকেও গুলি করবে তুমি?'

'তুমি যদি বাধ্য করো।'

নির্দেশ তামিল করল ছেলেটা। ইতোমধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছে শেভার্ন, তবে বিপর্যস্ত শরীরে তরুণের সামনে স্যাডলে চাপার ইচ্ছে নেই। 'মেয়ারটাকে একটা লীড রোপ দিয়ে বাঁধো এবার।'

'ম্যাকলেন্ডনদের কাছে ফিরিয়ে নেবে ঘোড়াটা?'

'তুমি নেবে।'

পরিস্থিতিটা সুখকর নয়, তবে মৃত্যুর চেয়ে শ্রেয়তর, বুঝতে অসুবিধে হলো না তরুণের। বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ তামিল করল সে, মেয়ারটাকে নিয়ে এসে দেখল নিজের ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে আছে শেভার্ন, অন্য হাতে কোল্ট।

'জনি!' নিচে, র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে চেঁচাল কেউ। 'নিকুচি করি তোমার, ছোকরা! আবার কোথায় ডুব দিয়েছ?'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা।

'দরকার হলে খুন করব তোমাকে,' স্রেফ খোশগল্প করছে যেন এমন সুরে বলল শেভার্ন। 'ব্যাপারটা তোমার ওপর নির্ভর করছে, কাউকে নিজের চেহারা না দেখিয়ে কিংবা কিছু না জানিয়ে যদি ক্রীকের কাছে পৌঁছে যেতে পারো, তাহলে কিছুই বলার নেই আমার। এবার এগোও, বাছা, নিঃশব্দে এবং গাছের আড়ালে থেকো। খুব বেশি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ো না। আমার কোল্টগুলো কিন্তু একশো গজ দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করে। দেখেছ তো, এগুলো একটু ভিন্ন চেহারার? বুলেটগুলোও বিশেষ ভাবে তৈরি, এক্সপ্লোসিভ বুলেট। পঞ্চাশ গজ দূর থেকেও গুলি লাগলে নির্ঘাত তোমার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে যাবে।'

'তেমন কিছুই করব না,' বলে স্যাডলে চাপল ছেলেটা, মেয়ারের লাগাম হাতে এগোল অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল শেভার্ন, ছেলেটাকে কিছু দূর এগোতে দিল, তারপর নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চাপল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল ও, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে এগোনোর তাড়া দিল।

'জনি, কি হলো তোমার? এক্ষুণি ফিরে এসো!'

'আসছি,' উত্তর দিল শেভার্ন, স্পার দাবিয়েছে এবার।

শঙ্কা আর উদ্বেগ নিয়ে এগোল ও, আশঙ্কা করছে উপত্যকায় ডাবল-ও রাইডারদের মুখোমুখি হয়ে পড়বে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না, হয়তো অন্য কোন

উপত্যকায় চলে গেছে লোকগুলো। ছেলেটার ঠিক একশো গজ পেছনে থাকল ও। ইঁদুর রঙা মেয়ারের ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না, প্রায়ই মাথা নাড়ছে আর ছোটার সময় অযথা বেশি শব্দ করছে। মাঝে মধ্যে পিছিয়ে পড়ছে, ওটাকে লীড করে নিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছে জনি।

'এভাবে নিজেকে না জড়ালেও পারতে!' ভেতর থেকে বলে উঠল শেভার্নের সত্তা। ওর মনে পড়ল পণ করেছে আর তর্ক করবে না বিবেকের সঙ্গে। *'ছেলেটাকে বিপদে ফেলেছ তুমি! ওর ওপর চড়াও হওয়ার কি দরকার ছিল?'*

'ওকে যেতে দিলেই ভাল হত? ফিরে গিয়ে অন্যদের বলে দিত আমার কথা!'

'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ! ছেলেটার একটা সুযোগ পাওয়া উচিত!'

'ম্যাকলেন্ডনরাও তা পেতে পারে—পাওয়া উচিত।'

এবার আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কোমরে লাগাতার ব্যথা অনুভব করছে ও, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। ভাবছে ছেলেটাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত কি করবে। এই বয়সে বহু তরুণ ফাঁসিতে ঝুলেছে এই অপরাধে। কিন্তু আরেক তরুণের মৃত্যুর কারণ হওয়ার ইচ্ছে নেই শেভার্নের।

বিস্ফোরিত কবরের কাছে পৌঁছে গেছে ছেলেটা। মুহূর্তের জন্যে সেদিকে তাকাল জনি, তারপর নির্বিকার মুখে এগোল একই পথ ধরে। স্পার দাবিয়ে দূরত্ব কিছুটা কমিয়ে আনল শেভার্ন, ভাবছে কিভাবে ফাঁসির আতঙ্কে অস্থির জনির সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে পারে। 'তুমি খুঁড়েছ এটা?' জানতে চাইল ও।

বিস্ময় ছেলেটার চোখে।

'জানো কে করেছে কাজটা?'

আবারও মনে হলো উত্তরটা জানা নেই জনির।

'ম্যাকলেন্ডনদের ঘোড়া চুরি করা ছাড়া আর কি অপরাধ করেছ?'

'কিছুই না!' আতঙ্কের বদলে উষ্মা প্রকাশ পেল জনির কণ্ঠে।

'ভেড়া মেরেছ?'

উত্তর নেই।

'মেষপালকদের খুন করেছ?'

'হার্ডারদের খুন করার মধ্যে দোষের কি আছে!' বিড়বিড় করে বিদ্বেষ প্রকাশ করল জনি।

'সত্যিই দোষের কিছু নেই, যদি সেটা আইনের দৃষ্টিতে ঠিক হয়। কিন্তু কোন উস্কানি ছাড়া যদি কাউকে খুন করো, ঘোড়া চুরির মত একই সাজা হবে তোমার।'

'জ্ঞান দেয়ার দরকার নেই আমাকে! আগে বা পরে ঠিকই আমাকে খুন করবে তুমি। তোমার সঙ্গে অহঙ্কারী, অত্যাচারী ম্যাকলেন্ডনদের পার্থক্য কি!'

'অহঙ্কারী এবং অত্যাচারী?'

কোন উত্তর এল না এবার।

'ম্যাকলেন্ডনরা কি ক্ষতি করেছে তোমার?'

'ইয়াঙ্কিদের নিকুচি করি!'

এবার কিছুটা পরিষ্কার হলো বোধহয়, অন্ততঃ শেভার্নের কাছে তাই মনে

হচ্ছে। বেসিনের একটা অংশের লোক এখনও আঞ্চলিকতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, ভাবতেই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর। 'আমিও একজন ইয়াঙ্কি*!'

'জানি না তুমি কি। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি কখনও কোন যুদ্ধে হারোনি।'

হাসি চাপতে সত্যিই হিমশিম খেতে হলো ওকে। 'একটা নয়,' স্বীকার করল শেভার্ন, কিন্তু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করল না আসলে দুটো যুদ্ধে হেরেছে এবং তৃতীয়টিতে প্রায় নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন। 'গৃহযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত ভাবে কোন ক্ষতি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল ও, ভাবছে খুব বেশি হলে সাত হবে তখন ছেলেটার বয়স। জেনে কি হবে ওর?

'নিজেকে ছাড়া কিছুই হারানোর ছিল না আমার।'

গৃহযুদ্ধের পরের কঠিন ও তিক্ত সময়টা স্মরণ করল শেভার্ন। ক্ষতিগ্রস্ত, স্বজনহারা পরিবারগুলো তখনও সামলে উঠতে পারেনি, ফসলের অপেক্ষার ফাঁকে আধপেটা অবস্থায় কাটাতে হয়েছে অনেককে। ওর নিজের ক্ষতিও কম হয়নি। 'ভাবছি কিভাবে তোমার জীবন বাঁচানো যায়,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল ও।

জনিকে দেখে মনে হলো কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, ট্রেইল আর মেয়ারের দিকে মনোযোগ।

'আমি যেখানে বড় হয়েছি, ভেড়া-মারার জন্যেও ওখানে ছেলেদের ফাঁসিতে ঝোলায় লোকজন।'

এবারও কোন উত্তর এল না।

'ছোট ছোট অপরাধের জন্যে অবশ্য কিছু ওঅর্ক-হাউস আছে, জেলখানা না বলে শুদ্ধিখানা বলা উচিত—গরীব হয়ে জন্মানো তেমনই একটা অপরাধ। স্কিলির কথা শুনেছ কখনও, ওঅর্ক-হাউসের সবচেয়ে চালু খাবার?'

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা শুধু তুমিই জানো।'

'হয়তো তুমিও কিছুটা জানো। ওঅর্ক-হাউসে পৌঁছার পর শুধু এ জিনিসই জুটবে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দেবে না ওরা, কিন্তু তুমি নিজেও চাইবে না কারণ ওটা এতই ঝাল। ছেলেরা প্রথম দিকে জিনিসটা খেতেই পারে না। ক্ষুধামন্দা কাটানোর জন্যে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হয় ওদের।'

স্যাডল হর্নে স্থির হয়ে থাকল ছেলেটার চোখ। 'সেটাও মনে হয় খুব খারাপ নয়,' শেষে বিড়বিড় করে বলল সে। 'নিদেনপক্ষে দিনে একবার তো খাবার দেয় ওরা, তাই না?'

নিজের খেলায় হেরে গেছে ও। ছেলেটা সামনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে বলে স্বস্তি অনুভব করল, কারণ আচমকা ওর চোখ ভিজে ওঠা দেখতে পায়নি সে। হয়তো ওর বিবেকই ঠিক বলেছে, আনমনে ভাবল শেভার্ন, বখে যাওয়া এই তরুণের একটা সুযোগ পাওয়া উচিত।

ক্রীকের পাশের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ঘোড়া তিনটে, এখনও পেছনেই আছে

---

* (আমেরিকায়) নিউ ইংল্যান্ড বা উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক

শেভার্ন। ছেলেটাকে নিয়ে কি করবে তাই নিয়ে ভাবছে।

'বহু লোককে খুন করেছ তুমি, এমনকি তরুণরাও বাদ যাচ্ছে না,' বলল ওর বিবেক, কণ্ঠে উপহাস।

'প্রশংসাটা ফিরিয়ে দিতে এদের প্রায় সবাই মুখিয়ে ছিল!' ক্ষুব্ধ মনে উত্তর দিল শেভার্ন।

'কি ব্যাপার, কার সঙ্গে কথা বলছ?' বিস্ময়ের সুরে জানতে চাইল জনি।

'কিছু না। অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'এখানে তো আর কেউ নেই!'

সহসা উৎসাহ বোধ করল শেভার্ন, আশা করছে পটাতে পারবে জনিকে। 'টেলিগ্রাফের কথা শুনেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা।

'নতুন জিনিস। কেবল কথা বললেই হয়, তার বা সংযোগ লাগে না।'

'সত্যি? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'সোডা স্প্রিং-এর শেরিফের সঙ্গে।'

স্পষ্ট অবিশ্বাস দেখা গেল ছেলেটার চোখে।

'কি বললে?' কাঁপতে থাকা ঘোড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল শেভার্ন। 'হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছি। তুমি কি অপেক্ষা করবে?'

'আমি কেন শুনতে পাচ্ছি না?' দ্বিধান্বিত স্বরে জানতে চাইল জনি।

'কারণ মেশিনটার সঙ্গে সংযোগ বা সংস্পর্শ নেই তোমার,' ব্যাখ্যা করল ও, তারপর ফের কাল্পনিক 'টেলিগ্রাফ'-এর দিকে মনোযোগ দিল। 'হ্যাঁ, শেরিফ, পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে। উঁহুঁ, কাগজ লিখে দিতে পারব না। আমি বরং ওর বর্ণনা দেই...' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, আড়চোখে দেখল সবিস্ময়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছে জনি; অসম্ভব ঘটনাটা বিশ্বাস করবে কি-না বুঝতে পারছে না, কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছে শেভার্নের আচরণে, তবে দ্বিধাও কাটছে না। হয়তো বড়দের মুখে টেলিগ্রাফ, গ্যাসের বাতি, স্টীমবোট বা আধুনিক ট্রেনের কথা শুনেছে।

'সতেরো-আঠারো হবে ওর বয়েস,' ঘোড়ার কানের কাছে বলে যাচ্ছে শেভার্ন। 'বেয়াড়া পিচ্চি একটা আঁচিল! খড়ের তৈরি একটা হ্যাট ওর মাথায়, জুতার তলায় সোল নেই। মেটে রঙের একটা ডান মেয়ারে রাইড করছে, স্যাডলের বয়স ঘোড়াটার দ্বিগুণ হবে।' থেমে ও-প্রান্তের কথা শোনার ভান করল ও, তারপর নির্বিকার মুখে জনির দিকে ফিরল। 'শেরিফ আমাকে আশ্বস্ত করেছে শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করবে না তোমাকে।'

'কে বলল সোডা স্প্রিং-এ যাচ্ছি আমি?'

'আমিই ধরে নিয়েছি। চিন্তা কোরো না, শহরে পৌঁছার পরপরই তোমার ফাঁসি দ্রুত কার্যকর করবে লোকজন, সেরকমই ব্যবস্থা করে রাখবে শেরিফ। ব্যস্ততার জন্যে যেতে পারব না আমি, কালপ্রিটরা যাতে নেক-টাই পার্টিটা ভেস্তে দিতে শহরে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমার।'

'কালপ্রিট?'

'র‍্যাঞ্চে তোমার বন্ধুদের কথা বলছি।'

'ওদের নিয়ে কি করবে তুমি?'

'বিচক্ষণ মানুষ ওরা, কি করছে পুরোপুরি সচেতন। এবার কি তুমি...'

'শহরে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু র‍্যাঞ্চে তোমার বন্ধুরা এত সহজে ছাড়া পাবে না। ভাল করে শুনে রাখো, তুমি যদি শহর থেকে পালানোর চেষ্টা করো, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় পিছু নেবে শেরিফ। সামান্য এক ঘোড়াচোরের পিছু নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না ওদের, ধরা মাত্র ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চাইবে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল শেভার্ন, ছেলেটাকে ভড়কে দেয়ার সময় দিল। 'সময় থাকতে রওনা দাও, সোডা স্প্রিং এড়িয়ে টেক্সাসের দিকে চলে যেয়ো না আবার। আইন পিছু নিয়েছে এমন সব লোকেরা অবশ্য ওখানে নতুন ভাবে জীবন শুরু করে, কিন্তু এতটা সাহস বা বয়েস হয়নি তোমার, বাছা।' ছেলেটার মুখ জরিপ করল ও, জানে তথ্যটা ঠিকই মাথায় ঢুকেছে জনির, কিন্তু চেপে রাখতে চাইছে। 'যাক্‌গে, সোডা স্প্রিং-এর ট্রেইলে চলে এসেছি আমরা।'

'তাহলে একাই আমাকে শহরে পাঠাচ্ছ?'

'ঠিক। যথেষ্ট স্মার্ট তুমি, আশা করি এখানে ফিরে আসার সাহস করবে না। শহরে যাওয়া ছাড়া তো তোমার কোন উপায় দেখছি না! জানো তো সোডা স্প্রিং-এর ওপাশে বিশ মাইলের মধ্যে কোন ওঅটর হোল নেই? সুতরাং পালানোর চিন্তা ভুলেও মাথায় এনো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা দিল জনি। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখল শেভার্ন, পুরো আধ-ঘণ্টা। একসময় দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল জনির অবয়ব।

মেয়ারের লীড রোপ হাতে তুলে নিয়ে এস্টেটের ট্রেইল ধরল শেভার্ন। দপদপে ব্যথা হচ্ছে কোমরে, ঘোড়ার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে সেটা।

সূর্যের দিকে তাকাল ও। মাঝ-সকাল পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। খোলামেলা জায়গায় এভাবে ঘুরে বেড়ানো মোটেই উচিত হচ্ছে না, পেনি-ফার্দিং রাইডারদের কেউ যদি জনির খোঁজে এদিকে আসত? আতঙ্কিত একটা ছেলে ফিরে আসছে না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আধঘণ্টা ট্রেইলে চোখ রাখার দরকার ছিল না। জনিকে চিনতে ভুল না হয়ে থাকলে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় টেক্সাসে পৌঁছার আগে থামবে না ছেলেটা। ঘোড়া চুরির দায়ে ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে বরং সুস্থ ঝামেলাহীন একটা জীবন শুরু করতে পারবে সে।

এস্টেট ছাড়িয়ে মেসার ট্রেইল ধরল শেভার্ন, নির্বিকার মুখে ছাইয়ের স্তূপ দেখল একবার। মেসার ওপর ছড়ানো ছিটানো বাকবোর্ডের মাঝখানে তৈরি ক্যাম্পে পৌঁছল একটু পর। জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আগের চেয়ে খানিকটা চাঙা লাগছে মিসেস ব্রুকসকে।

'ব্লসম!' সবিস্ময়ে চিৎকার করে ছুটে এল লাল-চুলো, উদ্ধার করা মাসট্যাঙের গলা জড়িয়ে ধরল আনন্দে।

স্যাডল ছেড়ে নিজের ঘোড়ার যত্ন নিল শেভার্ন, তারপর বাকবোর্ডের ছায়ায় বেডরোলে বসে পড়ল। জায়গাটায় কয়েক ঘণ্টা ছায়া থাকবে। শুয়ে স্যাভিলানো

দিয়ে মুখ ঢাকল ও।

ঘুম থেকে ওঠার পর দেখল তখনও ফিরে আসেনি জুড। 'জুড ফিরে এলে ওকে এখানেই থাকতে বোলো,' লাল-চুলোর উদ্দেশে বলল শেভার্ন। 'তোমাদের ওপর চোখ রাখতে পারবে ও। তাছাড়া ক্যাম্পে অন্তত একজন পুরুষ থাকা উচিত।'

শেষ বিকেলের লালিমার ছোপ লেগেছে আকাশে, চোখ কুঁচকে নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল জুলিয়া ব্রুকস। ঘুরে শেভার্নের পাশে এসে দাঁড়াল। 'দোষটা আমারই, হাতে কোন কাজ না থাকায় অস্থির হয়ে পড়ছিল ও। আমিই ওকে...'

'কোথায় ও?'

'পাশে একটা ক্যানিয়ন আছে, ঘোড়াগুলো ওখানেই রেখেছে। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি-না দেখতে গেছে।'

শেভার্ন খেয়াল করল ক্লান্তি, অসুস্থতা বা বিষণ্নতার পরও পুরোপুরি রমণীয় দেখাচ্ছে জুলিয়া ব্রুকসকে—কোথাও এতটুকু ঘাটতি নেই, পরিপূর্ণ এক নারী।

'এস্টেট হয়ে কারও পক্ষে কি আমাদের অগোচরে নিচের উপত্যকায় যাওয়া সম্ভব?'

'সম্ভব, তবে চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

মহিলার দিকে তাকাল শেভার্ন।

'চোদ্দ বছর বয়স থেকে এই পাহাড়ে কেটেছে আমার,' ব্যাখ্যা করল লাল-চুলো। 'বেশিরভাগ সময় ব্লসমের পিঠে। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, গুরুত্বহীন বিষয়ে আলাপ করে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে লাভ নেই। ধন্যবাদ, মি. শেভার্ন। ফিরে আসার সময় কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'তেমন কিছু নয়,' ব্যাখ্যা করল ও।

'তুমি নিশ্চিত ছেলেটা ফিরে আসবে না?'

শ্রাগ করল শেভার্ন।

'তোমার কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করেছিলাম।'

'তুমি কি মনে করো বাচ্চা ছেলেদের প্রলুব্ধ করছি আমি?'

'তা করছ না জেনে খুশিই হয়েছি।'

'ক'টা ভেড়া বা ঘোড়া আছে, ধারণা করতে পারছ?' প্রসঙ্গ বদল করল ও।

'উঁহুঁ, পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, স্রেফ আন্দাজ। সোডা স্প্রিং-এ যখন গিয়েছিলাম, কিছু হার্ডার ছিল তখনও, কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে ওরা। এর সবই অবশ্য রোজাওরার ধারণা।'

তাহলে এটাই বয়স্কা মহিলার নাম। 'ভেড়া?'

'কার তদারক করবে ওরা? ভেড়া নেই বলেই তো চলে গেছে।'

'তাহলে পেনি-ফার্দিং ভেড়াও মারছে?'

'কি বললে, মি. শেভার্ন?'

'নিচের উপত্যকার লোকগুলোর কথা বলছি—ওস্টেনভেল্ট বাথানের পাঞ্চার বা রাইডার।'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা ওরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। ছোট ছোট আরও কয়েকটা আউটফিট আছে অবশ্য। কিন্তু এদের কেউই নিজের গরুর বদলে আমাদের ভেড়ার মাংস খাওয়া ছাড়া তেমন ক্ষতি করেনি, আমরাও কখনও পাত্তা দেইনি। এসব হবেই। এরচেয়ে খারাপ কিছু করছে কি-না জানা নেই আমাদের, অন্তত তেমন কোন ঘটনা ঘটতে দেখেনি কেউ। কিন্তু কি নামে যেন ডাকলে ওদের, পেনি···শব্দটা কি?'

ব্যাখ্যা করল শেভার্ন। বড় চাকাঅলা একটা বাই-সাইকেল, যেটাকে ইংল্যান্ডের বড়সড় পেনির মত দেখায়, তুলনায় ছোট চাকাকে দেখায় ফার্দিং-এর মত।

'ওভাবে কখনও ভাবিনি,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল মিসেস ব্রুকস। 'ঠিকই বলেছ তুমি।'

'কখনও কি ভেবেছ কেন বেসিন থেকে তোমাদের তাড়ানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা?'

প্রশ্নটায় থমকে গেল মহিলা, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। 'হয়তো ভেড়া আর গরুর চিরন্তন বিবাদের কারণেই।'

'অন্য কোন কারণ নেই?'

'না, মি. শেভার্ন।'

প্রসঙ্গটার সমাপ্তি ওখানেই হলো। পানির মজুদ শেষ হয়ে গেছে ওদের, জুড না থাকায় একমাত্র পুরুষ হিসেবে কাজটা ওকেই করতে হবে। একটা ঘোড়ায় যতগুলো সম্ভব ক্যান্টিন আর পাত্র নিয়ে চেপে বসল শেভার্ন, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ক্রীকের উদ্দেশে।

পেনি-ফার্দিং বোধহয় ইতোমধ্যে জেনে গেছে তাদের আরও এক রাইডার নিখোঁজ হয়েছে। এ ক'দিনে ওদের ক'জন মারা গেছে? যে দুটো লাশ নিয়ে শহরে ফিরে এসেছিল ও, দু'জনেই কি ডাবল-ও পাঞ্চার? পরে ট্রেইলের গোলাগুলিতে অন্তত একজন মারা গেছে এবং না মরলেও গুরুতর আহত হয়েছে আরেকজন, নিশ্চিত শেভার্ন। আরও ক'জনের মুখোমুখি হতে হবে ওকে?

ইতোমধ্যে হয়তো শত্রুপক্ষের ধারণা হয়ে থাকবে লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা; বেঁচে থাকা ম্যাকলেন্ডনরা হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও, যাওয়ার আগে এস্টেটের ছাইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

দুরাশা! ওরা ঠিকই জানবে, জিম শেভার্ন ওরফে লাইমি বেঁচে আছে এখনও। বেসিনের সবাই, এমনকি কিছু ফ্রেইটারও জানে যে বেঁচে আছে ও। কিছুদিনের মধ্যে ওরা জেনে যাবে আবারও পাইকারী হারে খুন করতে শুরু করেছে জিম শেভার্ন।

'তোমার বরং বাস্তব অবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

'আবারও তুমি?' কয়েক ঘণ্টা ঘুমানোর পরও কোমরের ব্যথাটা যায়নি ওর, বিবেকের সঙ্গে তর্ক করার মুড এখন মোটেই নেই।

'জনি নামের ওই ছেলেটার মাথায় আজগুবি জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়ার বদলে

বরং ওকে জিজ্ঞেস করতে পারতে পেনি-ফার্দিং-এর ক'জন রাইডার আহত বা নিহত হয়েছে, মোট ক'জন আছে ওদের, কিংবা ঠিক কত গরু আছে ডাবল-ও-র।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যান্টিন আর পাত্র ভরতে শুরু করল শেভার্ন। ক্লান্ত না হলে হয়তো ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে আরও মনোযোগী হতে পারত। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবং সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে এখন। ও বরং অন্য এক তরুণকে নিয়ে ভাবছে এখন, ক্যাম্পের চারপাশে রেকি করার বুদ্ধিটা জুডের মাথায় আসতে পারে। ইচ্ছে করলে ক্রীকের ধারে কিংবা একেবারে নিচের উপত্যকায়ও চলে যেতে পারে সে, জুডের বয়সটাই এমন যে সুযোগ পেলে অতি উৎসাহী হতে দ্বিধা করবে না। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক।

আচমকা শীতল বাতাস দোলা দিল ওকে। দক্ষিণ আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে। শেষ বিকেলের আলো ঝিমিয়ে এসেছে, চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে হঠাৎ। যে কোন সময়ে বৃষ্টি নামবে। দ্রুত ক্যান্টিন ভরে যখন মেসার কাছাকাছি চলে এল ও, ততক্ষণে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

মিসেস ব্রুকসের সঙ্গে তেরপলের নিচে এসে দাঁড়াল শেভার্ন, দেখল উদাস দৃষ্টিতে তেরপলের কিনারা দিয়ে চুইয়ে পড়া বৃষ্টির পানি দেখছে বয়স্কা মহিলা।

আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস, জোর বাতাস বইছে। বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে ওদের শরীরে। ঝড় আর ঠাণ্ডার কারণেই কোমরের ব্যথাটা বেড়ে গেল কি-না, আনমনে ভাবছে শেভার্ন। বোধহয় না। পুরানো ব্যথা বা ক্ষতের ক্ষেত্রে সচরাচর এমন হয়। 'বৃষ্টিটা কি অনেকক্ষণ থাকবে?'

'বছরের এই সময়ে বেশিক্ষণ থাকে না,' জানাল জুলিয়া ব্রুকস।

কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হলো, বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। জুডও ফিরে আসেনি। দূরে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে থাকা ঘোড়াগুলো দেখল শেভার্ন, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবক'টা, বাকবোর্ডের চাকার সঙ্গে লাগাম বাঁধা। ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া উচিত, এ সুযোগে বিশ্রাম নিতে পারবে। ক্যানিয়ন থেকে তাজা ঘোড়া নিয়ে আসা দরকার, যেগুলোর তদারক করতে গেছে জুড। 'চোখ-কান খোলা রেখো,' বলে একটা ঘোড়ায় চাপল শেভার্ন। ভাবছে ওর মতই মিসেস ব্রুকসের ক্ষতটাও একই পরিমাণ জ্বালাচ্ছে কি-না।

ঝড়ের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে না ও। এই অঞ্চলে বৃষ্টি নিশ্চয়ই আশীর্বাদের মত, কদাচিৎ দেখা যায়। স্বভাবতই বৃষ্টির মধ্যে কাজ করবে না কেউ। কিন্তু নিরাপদ ক্যাম্প থেকে বেরোনো ছাড়া উপায় নেই ওর, শিগগিরই ঘোড়াগুলো রাউন্ড আপ করতে না পারলে ছড়িয়ে পড়বে; শেষে অন্ধকারে খুঁজতে গিয়ে বিস্ফোরক ভরা আরেকটা গর্তে পড়বে না কে বলতে পারে!

পাশের উপত্যকায় নেমে আসার পর উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে ওঠা শুরু করল শেভার্ন। কয়েকশো গজ উঠে চারটে ঘোড়াকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। সব ঘোড়ার লাগাম একত্রিত করে ফিরতি পথ ধরল ও।

'এখানে কি করছি আমি?' বিরক্তির সঙ্গে স্বগতোক্তি করল শেভার্ন। 'ভেড়ার তদারকি করে নিশ্চয়ই সানফ্রান্সিসকো যাওয়া যাবে না?'

মিসেস ক্রুকস নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় মহিলা, এবং পুরোপুরি সুস্থ হলে এখনকার চেয়েও কাঙ্ক্ষিত, আকর্ষণীয় মনে হবে তাকে। বাবা, স্বামী কিংবা বগলের কাছে এক খাবলা মাংস হারানোর শোক ঠিকই সামলে নিতে পারবে লাল-চুলো। আর জুডাস ম্যাকলেন্ডন এখনও ওর কাছে একটা ধাঁধার মত, একেবারে নিস্পৃহ থাকছে ছেলেটা...আচমকা শেভার্ন উপলব্ধি করল কেন এত চুপচাপ থাকছে তরুণ। ওকে খুন করার কোন পরিকল্পনা ছিল না তার। বেসিনের অশান্তি বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল ছেলেটাকে, এতটাই যে ওর সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিল—যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারলেই কৃতার্থ হত। কিন্তু এখন বিবেকের দংশন অনুভব করছে, পরিস্থিতি অসহায় করে তুলেছে ওকে—অসহায় বোনকে ছেড়ে গিয়ে ভুল করতে যাচ্ছিল এই উপলব্ধি অপরাধবোধ এনে দিয়েছে ছেলেটার মধ্যে।

ছেলেটা কোথায় আছে কে জানে। বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে পেনি-ফার্দিং রাইডারদের মুখোমুখি পড়ে যায়নি তো? তেমন হলে কপালে খারাবি আছে ওর। বয়স কম বলে কারও দয়া পাবে না। ম্যাকলেন্ডনদের খুন করছে ওরা, ভেড়া বা হার্ডারদের মারছে নির্বিচারে। বয়স কোন বাধা হতে পারে না নিষ্ঠুর লোকগুলোর কাছে।

হয়তো শুধু প্রতিহিংসার কারণেই ম্যাকলেন্ডনদের বিরুদ্ধাচরণ করছে না ওরা। ম্যাকলেন্ডনদের জমির ওপর লোভ নেই ওদের, কারণ জমির অভাব নেই এখানে; গরু আর ভেড়ার বিরোধকেও ততটা গুরুত্ব দিতে নারাজ শেভার্ন। জমি আর র‍্যাঞ্চিংই যদি আসল কারণ হত তাহলে হাড্ডিসার গুটিকয়েক গরুর দিকে মনোযোগ দিত ওস্টেনভেল্টরা। বেসিনের অশান্তির পেছনে এরচেয়েও গূঢ় কোন কারণ আছে...সেটা পরিষ্কার না জানলেও আন্দাজ করতে পারছে ও। পরিচিত শত্রুর পরোয়া করছে না ওরা, ভয়ও পাচ্ছে না; হয়তো শেভার্নই অপরিচিত শত্রুকে ভয় পেতে বাধ্য করতে পারে ওদের।

ইতোমধ্যে খেলাটা ভালই শুরু করেছে ও, ভেবে খানিকটা প্রশান্তি অনুভব করল শেভার্ন। র‍্যাঞ্চ হাউসের এত কাছাকাছি থেকে একটা ঘোড়া আর তরুণ এক ছেলের অদৃশ্য হওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা করতে শুরু করেছে ওরা? বৃষ্টি থেমে গেলে, আবারও নিচের উপত্যকায় যাবে ও, প্রমাণ করবে ছাইয়ের ভস্ম থেকেও উঠে দাঁড়াতে পারে ম্যাকলেন্ডনরা।

মেসার কাছাকাছি এসেছে ঠিক এসময়ে ভারী রাইফেলের গুলির শব্দ ভেঙে দিল সুনসান নীরবতা। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল শেভার্ন, ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে। স্রেফ রিফ্লেক্সবশত হাতে উঠে এসেছে কোল্ট জোড়া। রাইফেলের শব্দ—ঠিক এরকম ভারী, গম্ভীর শব্দ শুনতে পেয়েছিল গোল্ডেন ঈগল থেকে বেরিয়ে আসার সময়, পেছন দরজা থেকে ওকে আক্রমণ করেছিল মিসেস ক্রুকস, তখন অবশ্য জানত না এসব। বোঝা যাচ্ছে কাঁধে চোট পাবে জেনেও ভারী রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছে মহিলা। ওকে সতর্ক করার জন্যে, নাকি সত্যিই বিপদে পড়েছে?

দ্বিতীয় শটের অপেক্ষায় থাকল শেভার্ন, কিন্তু অনেকক্ষণ পরও এল না।

অবশ্য আসবে না, ধরেই নিয়েছে ও। হয়তো ভারী রাইফেলের রিকয়েলের ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মিসেস ব্রুকস, ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে নতুন করে।

দূরে কম ক্যালিবারের কিছু অস্ত্রের শব্দ শোনা গেল এবার। ভুয়া কি-না নিশ্চিত হতে পারল না শেভার্ন। বোকার মত ভেবেছে বৃষ্টি বা ঝড় থামার আগে এমন কিছু ঘটবে না। কিন্তু আগেই আঁচ করা উচিত ছিল। বহু দিনের সৈনিক জীবনে ও কি দেখেনি যুদ্ধের প্রথম দুর্লঙ্ঘ্য ও পবিত্র আইন হচ্ছেঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সারা উচিত সবচেয়ে খারাপ আবহাওয়ায়? শত্রু যখন আক্রমণ আশা করে না তখনই হামলা করার মোক্ষম সময়!

লড়াই কি বৃষ্টি নিয়ে এল, নাকি ডিমের কাছে ফিরে এসেছে মুরগীর বাচ্চা? বৃষ্টির মধ্যে এখানে অপেক্ষায় থেকে দর্শনশাস্ত্র চর্চা করলে হবে, নাকি ক্যাম্পে ফিরে মহিলাকে সাহায্য করা উচিত? ওপরে গিয়ে অন্যদের সাথে যোগ দিলেও, পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। রোজাওরা বোধহয় জানেই না কিভাবে গুলি ছুঁড়তে হয়। তাছাড়া, যা অন্ধকার, টার্গেট চোখে পড়লে তো! হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে কয় রাউন্ড গুলি করতে পারবে জুলিয়া ব্রুকস?

একটা ঘোড়াও নেই ওদের সঙ্গে! ইতোমধ্যে ঘেরাও না হলেও, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মেসা থেকে সরে যেতে পারবে না ওরা। ঘোড়া নিয়ে মেসায় চলে যেতে পারে শেভার্ন, কিন্তু চিহ্ন অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না পেনি-ফার্দিং রাইডারদের। মাথা নেড়ে আইডিয়াটা বাতিল করে দিল ও, তারপরই ধারণাটা এল মাথায়—শত্রুপক্ষ হয়তো ধরে নিয়েছে মহিলাদের সঙ্গে ওপরেই আছে শেভার্ন। হামলাকারীদের পেছনে গিয়ে অবস্থান নিতে পারলে ভাল হত। স্যাডল ছেড়ে একটা ঝোপের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে রাখল ও। কোমরের ব্যথায় কুঁচকে উঠেছে মুখ।

বৃষ্টি বেড়ে গেছে হঠাৎ, মুষলধারে পড়ছে এখন। দৃষ্টিপথে ধোঁয়াটে একটা পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে যেন, আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শেভার্ন জানে শত্রুপক্ষকে দেখতে পাবে না, একই অসুবিধে লোকগুলোরও হবে। গাছের আবছা কাঠামো, পাহাড়ের শরীর ঠাওর করতে পারছে কোন রকমে, কিন্তু জানে আচমকা ডাবল-ও রাইডারদের মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে।

দাঁড়িয়ে কান সজাগ করল ও। বৃষ্টির লাগাতার শব্দ ছাড়া অন্য কিছু শোনা যাচ্ছে না। ক্রীকের কি অবস্থা হবে? বাঁধ তৈরি করে ক্রীকের গতিপথ আর বদলাতে হবে না, বৃষ্টিতে অন্তত এই একটা লাভ হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ হাসল শেভার্ন, বেগার খাটুনি বেঁচেছে ওর!

লোকগুলো আছে কোথায়? একটু আগেও স্প্রিংফিল্ডের ভারী আওয়াজ আর পরবর্তীতে পিস্তলের বিরামহীন শব্দ কানে এসেছে। বোধহয় ওর মতই বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় আছে প্রতিপক্ষ। কিছু যখন চোখে পড়ছে না, তখন কি করার আছে আর?

ঠাণ্ডা লাগছে, শীতে গা কাঁপছে ওর। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে শরীর।

আচমকা সামনে ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেল, অন্তত শেভার্নের কাছে তাই মনে হলো, দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষায় থাকল ও। দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষে বাতিল করে দিল সম্ভাবনাটা—স্রেফ মনের কল্পনা বোধহয়। মনে শঙ্কা জাগছে, ঠাণ্ডা পেয়ে বসলে বিপদ হবে, এমনিতেই ম্যালেরিয়ার জন্যে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে ওকে।

এক পা আগে বাড়ল ও, আশা করছে ধারে-কাছে একটা আশ্রয় খুঁজে পাবে। আচমকা শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে, দাঁড়িয়ে গেছে শরীরের সবক'টা রোম। বিপদ! খুব কাছেই আছে কেউ!

বিপদ কি ওর জন্যে নতুন কিছু? নিশ্চয়ই না।

শেষ মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে কাদার মধ্যে শুয়ে পড়ল শেভার্ন। তীব্র আলোর ঝলক আর বজ্রপাতের মত শব্দে কানে তালা লাগার জো হলো। মাথা নিচু করে ঠায় একই জায়গায় পড়ে থাকল ও, নিঃশ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে বিচিত্র শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে তপ্ত সীসা।

মিনিট খানেক পর গোলাগুলি থেমে গেল, সুনসান নীরবতা নেমে এল উপত্যকায়। কান খাড়া করে শব্দ শোনার প্রয়াস পেল শেভার্ন, কিন্তু নিজের নিঃশ্বাস আর বৃষ্টির শব্দই কেবল শুনতে পাচ্ছে। ভেজা মাটির সঙ্গে চিবুক ঠেকিয়ে সামনের দিক দেখার চেষ্টা করল ও, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ছে না। শরীর টানটান, হাতে জোড়া কোল্ট তৈরি, টার্গেট দেখতে পেলেই গুলি করবে। জানে যে কোন সময়ে বেরিয়ে আসবে লোকগুলো, ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে অন্তত একজন তো আসবেই।

বৃষ্টির ছাঁট যেন চড় মারছে নাকে-মুখে, শেভার্নের অন্তত তাই মনে হচ্ছে। শীতল বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে, কিন্তু এতটুকু নড়ার সাহস হচ্ছে না। তাহলেই মরতে হবে, প্রতিপক্ষ ওর অবস্থান তো জানবেই উপরন্তু ঝোলার বিড়াল বেরিয়ে যাবে। শত্রুরা যতক্ষণ ওকে মৃত বলে জানবে ততই সম্ভাবনা বাড়বে ওর। ঠিক ক'জনকে সামাল দিতে হবে জানা নেই, তবে শেভার্নের ধারণা অন্তত চারজন হবে। সবাইকে একসঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না, লোকগুলোকে চমকে দিতে পারলে হয়তো···

কাদায় পা পিছলে যাওয়ার শব্দ কানে এল ওর, কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। চোখ পিটপিট করে চোখের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি সরিয়ে দিল শেভার্ন, তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখার চেষ্টা করল। হ্যাটটা কোথায় পড়েছে কে জানে, ওটা থাকলে ভাল হত। তুমুল বৃষ্টি কুয়াশার মত গাঢ় পর্দা তৈরি করেছে, আচমকা দুলে উঠল পর্দাটা। ঝড়ো বাতাস, নাকি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ?

শীতল শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ডে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীরের সমস্ত পেশী। দম বন্ধ করে পড়ে থাকল ও, চোখে অপলক দৃষ্টি। সেকেন্ড খানেক পরই আবছা একটা কাঠামো ধরা পড়ল। ঠিকই দেখেছে, দশ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী এক লোক। নীল রঙের একটা শার্ট লোকটার পরনে, বৃষ্টিতে ভেজায় কালচে দেখাচ্ছে। সন্তর্পণে দু'পা আগে বাড়ল সে, চলার

ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে সতর্ক।

আরেক পা এগিয়ে আয়, বাপ! মনে মনে আওড়াল শেভার্ন। শরীর শিথিল হয়ে গেছে ওর, জানে ওকে দেখতে পাচ্ছে লোকটা। ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। ইচ্ছে করলে অনায়াসে লোকটাকে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু তাহলে সতর্ক হয়ে যাবে অন্যরা। চাইছে সবাই বেরিয়ে আসুক, একবারে কয়েকটা শিকার চাই ওর।

কাদায় বুটের শব্দ এবার স্পষ্ট শুনতে পেল শেভার্ন। বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে নীল শার্ট, বিপদের আশঙ্কা বোধহয় বাতিল করে দিয়েছে। পেছনে আরও দু'জনকে দেখা যাচ্ছে।

'খতম!' নিচু স্বরে বলল একটা কণ্ঠ।

'জেমস, দেখে এসো তো হারামজাদা সত্যিই মরেছে কি-না,' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল অন্য একজন। 'ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে মেসার ওপরে যাওয়া যাবে না। এ লোক জিম শেভার্ন না হয়ে অন্য কেউও হতে পারে।'

এবার, চাঁদ!

ঝটিতি উঠে বসল শেভার্ন, ওঠার মধ্যেই আগুন ওগরাল ডান হাতের কোল্ট। নীল শার্টের বুকে একটা ফুটো তৈরি হলো প্রথমে, বুলেটের ধাক্কায় থমকে দাঁড়াল সে, তারপর ধীর ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। কিন্তু তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত নেই শেভার্ন বা অন্য কারও।

মাত্র দশ হাত দূরের টার্গেট, মিস হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তারপরও হলো, ফস্কে গেল শেভার্নের পরের গুলি। অন্যদের মধ্যে সামনের লোকটাই বেশি চালু এবং সতর্কও বোধহয়, নীল শার্টের পতন দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতের পিস্তল তুলে গুলি করেছে। গুলি করার ফাঁকে সরে গেল এক কদম, শেভার্নের গুলিটা পেছনের লোকটার পেট ফুটো করল। কাটা কলা গাছের মত দড়াম করে থকথকে কাদায় আছড়ে পড়ল সে।

উঠতে যাচ্ছিল শেভার্ন, আচমকা পা হড়কে যেতে থমকে গেল। নিমেষে আড়ষ্ট হয়ে গেল উরুর পেশী, শ্লথ হয়ে গেল গতি; তবে সেটাই শাপেবর হলো। লোকটার পরের গুলি ওর চাঁদিতে আলতো স্পর্শ দিয়েই চলে গেল। মাথা ঘুরে উঠল ওর, চারপাশে হাজারটা রঙিন বাতি জ্বলে উঠল। জ্ঞান হারানোর আগে একটা জিনিসই দেখতে পেল: ওর তৃতীয় গুলি ত্রিনয়নের সৃষ্টি করেছে লোকটার কপালে।

মাথায় দপদপে ব্যথা আর বজ্রপাতের কড়াৎ শব্দে চেতনা ফিরে পেল শেভার্ন। আচ্ছন্নের মত লাগছে ওর, বজ্রপাতের তীব্র আলোর ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। নিজের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হতে টের পেল কাদার মধ্যে পড়ে আছে, ঢাল বেয়ে নেমে আসা পানির ছিটা লাগছে নাকে-মুখে।

মেসার ওপর মহিলাদের ফেলে এসেছি আমি!

স্থির হয়ে পড়ে থাকল ও, মুহূর্ত খানেক পেরিয়ে গেল। তাহলে এভাবেই বজ্রপাতে মারা যায় মানুষ—পুরোপুরি সচেতন কিন্তু নড়াচড়ারও সুযোগ থাকে না? একটা গর্তে ফেলে ওকে মাটি চাপা দেওয়ার সময়ও কি এমন সচেতন থাকবে?

মনে হয় না তেমন কিছু হবে। ইতোমধ্যে ব্যতিক্রম অনুভব করতে শুরু করেছে। নিঃশ্বাস নেওয়া দরকার। শরীর নাড়তে গিয়ে অনুভব করল পারছে না। বুক ফুলে উঠল, শ্বাস নিতে গিয়ে কাশি উঠল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাদা-মাখা পানি।

কাশির দমকে কাঁপছে সারা শরীর, গড়ান দিয়ে কিছুটা সরে গেল ও। অবস্থার উন্নতি হলো এবার, এখানে অন্তত ডুবে মরতে হবে না। ভাবছে সত্যিই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, নাকি শুনতেই পাচ্ছে না। আবারও কাশি আর বমি শুরু হলো, এবার পুরোপুরি সংজ্ঞা হারাল শেভার্ন।

ফের যখন সচেতন হলো, অনুভব করল নড়তে পারছে না। চারপাশে অন্ধকার কিন্তু পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা দেখতে পাচ্ছে। বাতাস বা বৃষ্টি কোনটাই নেই এখন। নড়তে গিয়ে ভুলটা বুঝতে পারল। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়নি, বরং হাত-পা বাঁধা ওর!

তবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে নিয়মিত। অনেকক্ষণ হবে বোধহয়, ধারণা করল শেভার্ন। মুখে এখনও বমির কটু স্বাদ অনুভব করতে পারছে। পাশেই আগুন জ্বালিয়েছে কেউ, আকারে বোঝা যাচ্ছে উত্তাপ নয় বরং স্রেফ আলোর জন্যে। দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে, তবে জীর্ণ এক জোড়া বুট চোখে পড়ছে। বুটগুলো ওর পরিচিত, এর মালিককে আজ সকালেই টেক্সাসের উদ্দেশে চলে যেতে প্ররোচিত করেছে।

'শোনা যাক হোটেলের সামনের লিঞ্চিং স্টেজে শেরিফের সাথে কি কথা বলেছ তুমি,' বিদ্রূপের স্বরে বলল ছেলেটা।

বজ্রপাতে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে কি-না, আনমনে ভাবল শেভার্ন। সহসা মনে পড়ল অদ্ভুত এক যুক্তি দিয়ে ভাঁওতা দিয়েছিল ছেলেটাকে। আইডিয়াটা কাজে লাগানোর সুযোগ এখনও আছে।

'এবার আমার ইচ্ছেমত খেল দেখাও তো, মিস্টার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ছেলেটা, তবে কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর স্পষ্ট। 'ওদের নামিয়ে আনো এখানে।'

'তুমি নিশ্চয়ই মিসেস ব্রুকসের কথা বলছ না…'

'কার কথা বলছি ভাল করেই জানো তুমি। ওই শয়তানের বাচ্চাটাকে আনার ব্যবস্থা করো!'

'বুঝতে পেরেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শেভার্ন। 'জুড কি ক্ষতি করেছে তোমার?'

'আমার ভাগের বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে!'

ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবী, অন্তত শেভার্নের তাই ধারণা। প্রায় একই বয়সের দু'জন—পুরো বেসিনে বোধহয় ওদের বয়সী আর কেউ নেই। অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং খেলার সঙ্গী হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

নিজের ওপর কিছুটা হলেও বিরক্তি বোধ করছে ও। ঘোড়া চুরির শাস্তি এ দেশে ফাঁসি, কিন্তু ছেলেটাকে মারেনি। এখন নিজেই বিপদে পড়েছে, ওকে খুন করতে যাচ্ছে জনি। সম্ভবত শিগগিরই কাজটা সারবে না। 'বুঝতে পারছি না কিভাবে মিসেস ব্রুকসের সঙ্গে যোগাযোগ করব,' বিড়বিড় করল ও।

'ওভাবে নয়। চিৎকার করে ডাকো।'

'মানে?'

'চিৎকার করে ওই শুয়োরের বাচ্চাকে নেমে আসতে বলো—একা!'

চোখ কুঁচকে দৃষ্টি পরিষ্কার করার প্রয়াস পেল শেভার্ন। বোঝা যাচ্ছে পেনি-ফার্দিংরা ধরতে পারেনি জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে। ওরা ভাবছে মেসার ওপরে মহিলাদের সঙ্গে আছে ছেলেটা। তাহলে কোথায় গেছে জুড?

ছোট্ট একটা বোল্ডারের ওপর এতক্ষণ বসে ছিল জনি, উঠে আগুনের চারপাশে চক্কর দিল। কাছে এসে লাথি হাঁকাল শেভার্নের উদরে। ছেলেটা জানল কিভাবে ওর কোন্ কোমরে ব্যথা, তিক্ত মনে ভাবল শেভার্ন। কোমর তো মাত্র দুটো, সুতরাং স্রেফ কাকতালীয় ভাবে দুর্ভোগ বেড়ে গেছে ওর।

'জলদি!' ফের লাথি হাঁকাল জনি।

প্রথমে স্টির‍্যাপ, তারপর ঘোড়ার আঘাত, এবং এখন ঘোড়া চোরের বুটের খোঁচা! আবার কখনও হাঁটতে পারবে কি-না কে জানে, আনমনে ভাবল শেভার্ন। 'আসলে কি করতে বলছ আমাকে?' বিষণ্ন স্বরে জানতে চাইল ও, বুঝতে পারছে মাথাটা পরিষ্কার করতে হবে শিগগিরই, যেভাবে হোক ঠকাতে হবে ছেলেটাকে।

'হারামীর বাচ্চাটাকে নেমে আসতে বলো!'

বাঁধন থাকার পরও শ্রাগ করল শেভার্ন, যতটা সম্ভব হলো। নড়াচড়ার ফলে ব্যথার একটা প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল হাতে-পায়ে। 'চেষ্টা করতে খারাপ লাগবে না আমার, কিন্তু অন্তত একটা কারণ দেখাতে পারবে যেজন্যে আমার কথা শুনবে ও?'

'কারণ নইলে তোমাকে খুন করব আমি!'

'কিন্তু তাতে জুডাস ম্যাকলেন্ডনের কি আসে-যায়?' লাথিটা মাঝপথে থেমে যেতে সন্তোষ বোধ করল শেভার্ন, স্মিত হেসে খেই ধরল: 'হতে পারে ম্যাকলেন্ডনদের পরোয়া করো না তুমি, কিন্তু জুডের বুটজোড়া পেলে ঠিকই পরবে!'

'ছ্যাঁচোড়দের বুট?' প্রবল বিদ্বেষের সঙ্গে তাচ্ছিল্য করল জনি।

অন্য কোন দিন হলে হয়তো হাসত শেভার্ন। 'সময় বদলে যায়,' ব্যাখ্যা করল, 'আগামী দশ বছরেও হাল ফ্যাশনের ওরকম একজোড়া বুট কেনার সামর্থ্য হবে না তোমার। এক হিসেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারো, কারণ ছ্যাঁচোড়দের বুট বদলে সাধারণ জুতোয় পরিণত করতে পারবে না তুমি, চামড়া বদলে ফেললেও ম্যাকলেন্ডনদের ছাপ তাতে থেকে যাবে, তাই না? যদি ততদিন বেঁচে থাকোও, দশ বছর পর দেখা যাবে তুমি বা তোমার বন্ধুরা শেষপর্যন্ত ছ্যাঁচোড়দের বুটই পরতে শুরু করেছ।'

লাথি চালানোর জন্যে জীর্ণ বুটটা মাটি থেকে ওপরে তুলল ছেলেটা।

'কিন্তু ব্যাপার কি জানো,' দ্রুত বলল ও। 'এখান থেকে যতই চিৎকার করি আমি, আসলে তাতে কোন কাজ হবে না। হয়তো ডাবল-ও থেকে গরুর দল ছুটে আসতে পারে, কিন্তু আমার কথায় নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে নিচে নামবে না জুডাস ম্যাকলেন্ডন। অনায়াসে এক ডজন লোককে ঠেকিয়ে দিতে পারবে ওরা।'

'তোমাকে খুন করলেও নয়?' লাথি না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনি, শেভার্নের একটা পিস্তল কক্ করল।

'খুন করা সহজ,' ব্লাফ দিল ও। 'আমি তোমার জীবন না বাঁচালে হয়তো আরও সহজ হত।'

'কিন্তু আমি তোমার জীবন বাঁচাতে যাচ্ছি না!'

'তেমন কোন কারণও দেখতে পাচ্ছি না। আগে-পরে, শেরিফ তোমাকে ধরতে পারলে ফাঁসি তোমার এমনিতেই হবে। ঘোড়া চোরদের ঝটপট ফাঁসি দেওয়া উচিত। লোকজন সাধারণত চাবুক চালিয়ে আসামীর দু'পায়ের ফাঁক থেকে ঘোড়াটাকে সরিয়ে দেয়, তাতেই ঘাড় ভেঙে যায় লোকটার।'

'বহু পুরানো গল্প।'

'তাছাড়া, খুনের কারণে বাড়তি একটা সুবিধা পাবে আইন–একটু ভিন্ন ভাবে ফাঁসির আয়োজন করবে ওরা। মাঝে মধ্যে এমনও হয়েছে, আসামীকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য করে, তারপর ল্যাসোর টানে মাটি থেকে ওপরে তুলতে শুরু করে। শুনেছি সোডা স্প্রিং-এ এক লোক আছে যে কাজটায় দারুণ হাত পাকিয়েছে–শেষবার, বেচারা খুনীকে পুরো দুই ঘণ্টা আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে।' থেমে ক্ষীণ হাসল শেভার্ন, তারপর খেই ধরল। 'মাঝে মধ্যে এরচেয়েও চমৎকার আয়োজন করে লোকজন। পুরো একটা দিন হয়তো ঝুলিয়ে রাখে, নামিয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্যে। প্রতিটা খুনের জন্যে দু'বার করে ফাঁসি দেয় ওরা।'

শেভার্নের কৌশলে খুব একটা কাজ হয়েছে বলে মনে হলো না, অন্তত জনির চেহারায় কোন শঙ্কা বা ভয় নেই; বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা বা প্রতিহিংসা–সবই জ্বলজ্বল করছে কালো চোখে। হয়তো হাতে অস্ত্র আছে বলেই আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি।

'ওকে নিচে আসতে বলো!' প্রায় খেপা সুরে নির্দেশ দিল ছেলেটা, বোঝা যাচ্ছে শেভার্নের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'নিশ্চয়ই! কিন্তু কি বলব? এখানে এসে নিজের প্রাণের বিনিময়ে বোনের স্বামীর হত্যাকারীর জীবন বাঁচাতে?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ছেলেটা। 'কাকে খুন করেছ তুমি?'

'আমার ধারণা লোকটার নাম ক্রুকস। মেসার ওপর থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে যেই মহিলা, ওর স্বামী বোধহয়।'

'বোকা বানানোর চেষ্টা করছ আমাকে!'

'কেন করব?'

নীরব থাকল জনি, আনমনে কোল্টটা নাড়াচাড়া করছে হাতের মুঠিতে।

'মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম এই পিস্তলের বুলেটগুলো একটু ভিন্ন রকমের? এক্সপ্লোসিভ বুলেট। খুব কাছ থেকে গুলি করার জন্যে উপযুক্ত নয় মোটেই। আমাকে মারতে গেলে নিজের চামড়ার ঝুঁকি নিতে হবে তোমার।'

'পিছিয়ে যেতে পারব আমি।'

'নিশ্চয়ই। তাহলে কেন তোমাকে সতর্ক করছি?'

'জানি না। কেন?'

'কারণ এখনও তোমার মহামূল্যবান জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমি!' প্রায় বিদ্রূপের সুরে বলল শেভার্ন।

'উঁহুঁ, মরতে যাচ্ছি না আমি। বরং তুমিই বিপদে আছ।'

'ঠিক আছে, তাহলে তাই করো।'

'উঠে দাঁড়াও!' হঠাৎ করেই নির্দেশ দিল ছেলেটা।

'আগে তাহলে অন্তত পায়ের বাঁধনটা খুলে দিতে হবে।'

হতাশা দেখা গেল ছেলেটার চোখে-মুখে, মুহূর্তের জন্যে শেভার্নের ভয় হলো হয়তো সত্যিই গুলি করবে জনি। নির্বিকার মুখে দেখল ও ছেলেটাকে, দ্বিধায় ভুগছে তরুণ, আনমনে পায়চারি করছে আগুনের ধারে। তারপর এগিয়ে এসে ছুরির এক পোঁচে ওর পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

গড়ান দিয়ে সরে এল শেভার্ন। অনেকক্ষণ রক্ত প্রবাহ বন্ধ ছিল, এবার চালু হওয়ায় শিরশিরে ব্যথা শুরু হলো। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল, শেষপর্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল—মাতাল মুষ্টিযোদ্ধার মত কাঁপছে শরীর, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। 'কোথায় যাব?'

'এই যে এখানে,' আঙুল তুলে কয়েক হাত দূরে খোলা একটা জায়গা নির্দেশ করল জনি। 'এমন জায়গায় দাঁড়াও যাতে ম্যাকলেন্ডন কুত্তীটা তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পায়!'

ছেলেটার পিস্তলের খোঁচায় পাহাড়ের গোড়ার দিকে কয়েক গজ সরে যেতে হলো ওকে।

'ঠিক আছে, দাঁড়াও এখানে!' খেঁকিয়ে উঠল সে। পিছিয়ে গিয়ে আগুনে আরও কয়েকটা শুকনো ডাল ফেলল। শেভার্ন যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে চালু ছেলে। আগুনের সামনে রেখেছে ওকে, কিন্তু নিজে রয়ে গেছে আড়ালে। 'মিজ ব্রুকস!' চিৎকার করল সে এবার। 'তোমার লোককে ধরেছি আমি। ওকে যদি সুস্থ পেতে চাও, ভাইকে নিয়ে নিচে নেমে এসো।'

'না!' চড়া, স্পষ্ট স্বরের জবাব এল মেসার ওপর থেকে।

জবাবটা মেসার ওপর থেকে এলেও পেছনে একটা নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল শেভার্ন। ঘুরে দাঁড়াল ও, উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কিন্তু দেখল ওর মতই বিস্মিত হয়েছে জনি। ঝটিতি দু'পা পিছিয়ে অন্ধকারে আড়াল করতে চাইল নিজেকে।

'কে ওখানে?' অধীর, সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল জনি। অন্ধকারের উদ্দেশে পিস্তল বাগিয়ে ধরল, কিন্তু ভঙ্গিটা অনিশ্চিত। কমলা রঙের ঝিলিক দেখা গেল জায়গাটায়, অস্ফুট শব্দ করে হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিল জনি, দু'হাতে পেট চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

এগারো

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সক্রিয় করল শেভার্ন, লাথি মেরে জনির নাগাল থেকে সরিয়ে দিল পিস্তলটা। ভাবছে কিভাবে সবার অজান্তে মেসা থেকে নেমে এসেছে মিসেস ব্রুকস। তারপর আচমকাই পুরো ব্যাপারটার তাৎপর্য ধরা পড়ল ওর মস্তিষ্কে–দল বেঁধে হামলা চালায়নি পেনি-ফার্দিংরা, স্রেফ তিন-চারজনের অতি উৎসাহী একটা দল মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের। জনি এই দলে না থাকলেও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় মোক্ষম সময়ে পৌঁছেছে, অসহায় অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিল ওকে।

সোডা স্প্রিং যাওয়ার পথে ট্রেইলের কোথাও সাহস ফিরে পেয়েছে ছেলেটা, শেভার্নের গাঁজাখুরি গল্পের অসারতা উপলব্ধি করে ছুটে এসেছে শোধ নিতে। কিন্তু এবারও, কেউ বোকা বানিয়েছে ওকে। এখনও সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গাটা দু'হাতে চেপে ধরে রেখেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, প্রতিটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফোঁপানোর চাপা শব্দ হচ্ছে।

'সত্যিই দুঃখিত, মিসেস ব্রুকস, শেষপর্যন্ত কোন মানুষকে গুলি করতে হলো তোমার,' স্মিত হেসে বলল শেভার্ন। 'অকৃতজ্ঞ কাউকে দয়া দেখানোর খেসারত দিতে হবে জানলে...' থেমে গেল ও, বুঝতে পারছে ভুল করছে। ভারী একটা রাইফেল দিয়ে মহিলার পক্ষে এত নিখুঁত ভাবে গুলি করা সম্ভব নয়।

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। ছোটখাট একটা কোল্ট শোভা পাচ্ছে হাতে। সেলুন পিস্তল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে এল, জনির সামনে গিয়ে দাঁড়াল এরপর। চোখ তুলে তাকাল জনি, পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছে সমবয়সী শত্রুকে।

'হ্যালো, জনি!' সরোষে বলল জুড। 'খুব লাগছে?'

নড করল ছেলেটা, কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না।

'ভাল, আশা করি অন্তত এক সপ্তাহ বেঁচে থাকবে তুমি,' বলে জনিকে ধাক্কা দিল জুড। ভেজা কর্দমাক্ত মাটিতে চিৎপটাং হলো তরুণ ঘোড়া চোর, পেটের ঠিক ওপরের দিকে একটা গর্ত। তাজা রক্তে শার্ট ভিজে গেছে, জনির দু'হাতেও রক্ত লেগে আছে।

পকেট হাতড়ে একটা ছুরি বের করে শেভার্নের হাতের বাঁধন কেটে দিল জুড। হাতে সাড়া ফিরে পেতে মিনিট কয়েক লাগল, কাঁপা হাতে কোল্ট জোড়া পুনরুদ্ধার করল শেভার্ন। তাজা বুলেট ভঁরে হোলস্টারে রাখল পিস্তল দুটো। কোমরে ব্যথা অনুভব করছে এখনও, হাড় আর মাংস যেন কুরে কুরে খাচ্ছে কেউ। বজ্রপাত আর পিস্তলের লাগাতার অগ্নি ঝলক কিছুটা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে ওকে, চোখে ঝাপসা দেখছে এখনও। বুঝতে পারছে না সত্যিই এসব ঘটছে কি-না।

'ঠিক আছ তো তুমি? হাঁটতে পারবে?' জানতে চাইল জুড।
নড করল শেভার্ন।
'অসহায় ভাবে মরার জন্যে আমাকে এখানে ফেলে যাবে তোমরা?' ম্লান, কিন্তু অধীর স্বরে জানতে চাইল জনি।
'মনে হচ্ছে তোমাকে গুলিই করা উচিত,' তিক্ত স্বরে বলল শেভার্ন।
'তোমার মত টিনহর্নের কাজ নয় এটা!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে জনি, সরোষে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল জুড। ধাক্কার চোটে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও কোন রকমে সামলে নিল তরুণ।
'আমার জন্যে কি পরিকল্পনা করেছিলে, জনি?'
'ওহ্, লাগছে খুব!'
নিখাদ আনন্দ নিয়ে শত্রুর দুর্ভোগ দেখছে জুড, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল চোখ দুটো, শেভার্নের ভয় হলো হয়তো খেপে গিয়ে এখনই ঝামেলা সেরে ফেলবে সে, কিন্তু এক পা এগিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল তরুণ ম্যাকলেন্ডন। ঘুরে আগুনের কুণ্ড থেকে একটা কাঠের চেলা তুলে নিল, শেভার্নের কাঁধ চেপে ধরে এগোল ঢালের দিকে। পেছনে পড়ে রইল জনি, প্রায় মরতে বসেছে। তবে মরার আগে হয়তো আরও কিছুক্ষণ ভুগতে হবে তাকে।
'গুলি কোরো না, জুলি,' চিৎকার করে নিজের অবস্থান জানান দিল জুড, গম্ভীর পুরুষালি কণ্ঠ। ক্ষণিকের জন্যে হলেও তারুণ্য বা চপলতা উধাও হয়ে গেছে আচরণে। 'আমি আর মি. শেভার্ন আসছি।'
শেভার্নের মনে হচ্ছে সত্যিই বোধহয় ঘটছে না এসব। বিদঘুটে দুঃস্বপ্ন, নিজেকে বলল ও–আরেকটা স্মৃতি। কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোনোর ফাঁকে সচেতনতা বোধ ফিরে এল, জানে রূঢ় বাস্তব প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে–পেছনে ধুঁকে ধুঁকে মরতে বসেছে তরুণ একটা ছেলে। তাজা প্রাণের অপচয়! 'আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে বলল ও, সত্যিই দায়িত্ব পালন করতে নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে; সামান্য একটা ছেলেকে জড় উপড়ে ফেলতে বাধ্য করেছে।
'কি জন্যে?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল জুড।
'সুযোগ পেয়েও ওকে খুন করিনি।'
'তাতে ক্ষতি হয়নি, এই দিনটার জন্যে বহু দিন অপেক্ষা করেছি আমি। আমার কুকুরটাকে খুন করেছিল জনি, সেই থেকে ভাবছিলাম কবে সুযোগ পাব।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিম শেভার্ন, জানে এভাবেই হয়তো নিষ্পত্তি হবে সবকিছুর–ঝামেলা উপড়ে ফেলার পদ্ধতি ওর পছন্দ হোক বা না হোক। কবেই বা খুব পছন্দ হয়েছে? পরিস্থিতির ফিকিরে পড়ে এ পর্যন্ত কতবার অস্ত্র দিয়ে অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে হয়েছে ওকে? একেকটা খুন মানেই বুকের গভীরে একেকটা ক্ষত তৈরি করা, একেকটা দুঃস্বপ্ন।
'তোমাদের সঙ্গে অন্য কেউ নেই তো?' মিসেস ব্রুকসের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল।
'না। শুধু আমরাই।'

'ইস্টান সলোস?' এবার স্প্যানিশে জানতে চাইল মহিলা।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা, ভাবল শেভার্ন। ওরা একা কি-না নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন আছে মহিলার। উপত্যকায় পড়ে থেকে কাতরাচ্ছে জনি, মাঝে-মধ্যেই ফোঁপাচ্ছে দুঃসহ অসহায়ত্বে; দ্বিধান্বিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। তবে প্রশ্নটার গভীর তাৎপর্য একটু পর উপলব্ধি করল ও, মিসেস ব্রুকস নিশ্চই নিশ্চিত জানে পেনি-ফার্দিং রাইডাররা স্প্যানিশে কথা বলে না।

কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে শেভার্ন, ম্যাকলেন্ডনরা মিথ্যে বলছে না। ওরাই প্রথম এসেছে এ এলাকায়, সময় আর শ্রম ব্যয় করে এখানকার নিয়ম-কানুন শিখেছে। ম্যাকলেন্ডনরা যদি গরুর বদলে ভেড়াও পালন করে, নিজের জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করার কি অধিকার আছে উড়ে আসা কিছু লোকের?

এবার স্প্যানিশে উত্তর দিল জুড, বোনকে নিশ্চিন্ত করল একাই আছে ওরা। মিনিট বিশেকের মধ্যে মেসার ওপর পৌছে গেল। চড়াই বেয়ে উঠতে হয়েছে, তাছাড়া শরীরে একটা ক্ষত, ক্লান্ত বোধ করছে শেভার্ন—এতটাই যে সরাসরি কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল।

আগুনের কাছে গিয়ে বসেছে জুড, মনোযোগের সঙ্গে পিস্তলের যত্ন নিচ্ছে। কোল্টের বাঁটে একটা আঁচড় পড়েছে, একেবারেই নতুন। সময় বা ধৈর্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বোধহয় ওটাকে ঝকঝকে করা সম্ভব নয়, ভাবল শেভার্ন। অস্ত্র পরিষ্কার করে তেল মেখে, মেকানিজম পরখ করল জুড। বোধহয় নিশ্চিন্ত হলো যে মরতে বসা বেয়াড়া জনি তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি কোল্টের।

'বজ্রপাতটা কি তোমার খুব কাছাকাছি পড়েছে?' জানতে চাইল জুড।

'একেবারে নাকের ডগায়!' বলল ও, হাত-পায়ে ঝিঁঝি অনুভূতিটা ভুলতে চাইছে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক। মেসার ওপর আঘাত না করে অনেক নিচুতে উপত্যকার একটা গাছের কাছাকাছি পড়ল কেন বাজটা? কিন্তু এরচেয়েও রহস্যময় অনেক ব্যাপার আছে এখানে। 'আজকের আগে নিচের লোকদের কাউকে গুলি করেছ কখনও?'

ভাই-বোনের নিখাদ বিস্ময় দেখে বোঝা গেল তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি কখনও। 'আমরা অসভ্য বা নিষ্ঠুর নই, মি. শেভার্ন,' কিছুটা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল মিসেস ব্রুকস।

'তেমন কিছু বোঝাতে চাইনি আমি, ম্যা'ম,' মহিলার উষ্মা গ্রাহ্য না করার চেষ্টা করছে শেভার্ন, কিন্তু জুলিয়া ব্রুকসের অসন্তোষ এতটাই স্পষ্ট যে অস্বস্তির আকারে উপত্যকার নীরব বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে যেন। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না সামান্য কয়েকটা গরু আর প্রচুর ঘাস থাকার পরও ভেড়ার ব্যাপারে কেন এত খেপে আছে ওরা।'

'তুমি নিজেই শুনেছ জনি কি বলে ডাকছিল আমাকে,' বলল জুড।

বোন-জামাই আর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে অদৃশ্য একটা অভিশাপ যেন তাড়া করছিল জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে, সারাক্ষণই মনমরা হয়ে থাকত। কিছুটা হলেও যেন সেটা কাটিয়ে উঠেছে এখন। ব্যাপারটা বিস্মিত করছে শেভার্নকে।

সোডা স্প্রিং-এ আসার পর থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে, দক্ষতা আর অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলোর মোকাবিলা করেছে জিম শেভার্ন; নিজের অজান্তে বেপরোয়া এবং লড়াকু লোক হিসেবে নাম কিনে ফেলেছে। বুড়ো ম্যাকলেন্ডন একাই নয়, জুডও প্রভাবিত হয়েছে ওর দৃঢ়তা দেখে। ওর ওপর ভরসা করেছে বুড়ো, আর জুড প্রায় নায়কের আসনে বসিয়েছে ওকে–উঠতি বয়সের যে কোন তরুণের জন্যে এটাই স্বাভাবিক, আদর্শ হিসেবে দেখেছে শেভার্নকে; সারাক্ষণ কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছে। সন্দেহ নেই শেরিফকে পাঠানো ওর লেখা নোটেরও কিছুটা ভূমিকা আছে এতে। শেভার্নকে এখন অন্য সবার মত মার খেতে বা পরাজিত হতে দেখে দূরত্বটা কমে এসেছে, ওর প্রতি আন্তরিক হয়ে উঠেছে জুড।

বৃষ্টিস্নাত উপত্যকার শীতল, নিরুপদ্রব পরিবেশে মেসার ওপর সত্যিই কি নিরাপদ ওরা, এমন ভাবে বসে আছে যেন নিচে জনির গালাগাল বা কাতরানি অন্য কেউ শুনতে পাবে না?

জনি মারা গেছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না, তবে চুপ হয়ে গেছে। কম বোরের একটা সেলুন পিস্তলের গুলিতে ধাক্কা কমই লাগার কথা, কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ছেলেটা। জুডের প্রত্যাশা অনুযায়ী, সপ্তাহ খানেক না হলেও অন্তত একটা দিন হয়তো বেঁচে থাকবে জনি।

'সি ফুয়েরা ক্যাবালো…' বিড়বিড় করে কি যেন বলল বয়স্কা মহিলা।

'কিন্তু ও তো ঘোড়া নয়,' প্রতিবাদ করল জুড। 'এবং কোন ঘোড়াই আজীবন কাজে আসে না।'

'কিন্তু তোমার মত সুবিধা ছিল না ওর,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জুলিয়া ব্রুকস। ঘুরে শেভার্নের দিকে তাকাল মহিলা, কিন্তু শরীরের ব্যথায় তখন কাতর শেভার্ন, বহু কষ্টে চিৎকার করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে নিজেকে। 'তোমার কি ধারণা, মি. শেভার্ন?'

'আমার দয়ার নমুনা আর ফল তো দেখেছ। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না যদি অনুসরণ করতাম, তাহলে এসবের কিছুই ঘটত না।'

'পা ভাঙা একটা ঘোড়ার মতই দয়া পাওয়া উচিত ওর, তাই না?'

'কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা ঝোলাবে কে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল মিসেস ব্রুকস। 'তোমাদের কেউ যদি একটা পিস্তল দাও আমাকে…'

'আমি যাচ্ছি,' ঘোষণা করল জুড।

'বিকৃত আনন্দ নিয়ে কাজটা করবে তুমি!' প্রতিবাদ করল লাল-চুলো।

সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে শেভার্ন, ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ভাই-বোনের মধ্যে কে কাজটা সারল তাতে ভ্রূক্ষেপ করতে ইচ্ছে করছে না। ওর নিজেরই করা উচিত ছিল কাজটা।

শ্রাগ করল জুড। 'কিন্তু তাতে পার্থক্য কি? বাবার বেলায় কি করেছিল ওরা, মনে আছে? তাছাড়া, জনি আমার জন্যে এরকম আনন্দের ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল।'

'আমাদের সবার জন্যেই,' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল শেভার্ন। 'আর আমি...বুঝতে পারিনি কোন্‌টা সাহস, বোকামি বা কাপুরুষত্ব—হয়তো এ কারণেই শক্ররা বেঁচে আছে এখনও।'

দীর্ঘ নীরবতা খোঁচাচ্ছে ওদের। সোডা স্প্রিং-কেই বলা যায় সবচেয়ে কাছের সভ্য বসতি, বহু দূরে আছে শহরটা এবং এটাই বাড়তি সুবিধা। ইচ্ছে করলেই সমস্যাটা চুকিয়ে ফেলতে পারে। নিচে অন্ধকার উপত্যকায় এখন মিনতি করছে জনি—যা সে করেনি কখনও—অসহায়, অধীর সুরে দয়া চাইছে ওদের।

ঝিমুনি চলে এল, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল শেভার্ন। একসময় চোখ খুলে দেখল আগের মতই বসে আছে অন্যরা। আচমকা নিচের উপত্যকায় কারও ক্ষীণ, সতর্ক পদশব্দ শোনা গেল। 'না! প্লীজ!' কাতর স্বরে অনুরোধ করল জনি, তারপরই নীরব হয়ে গেল। আর কোন অভিযোগ, অনুনয় বা কাতরানি শোনা গেল না। কাজটা সেরে ফেলেছে কেউ।

একটু পর মেসার মুখে রোজাওরাকে দেখতে পেল শেভার্ন। বিস্ময়ের ধাক্কাটা চড়ের মত আঘাত করল ওকে, ভাবতেই পারেনি এমন একটা কাজে যাবে মহিলা। মহিলাকে বেরোতে দেখেনি ও। অন্যদের বিস্ময় দেখে বুঝল জুড বা মিসেস ক্রুকসও রোজাওরার অনুপস্থিতি টের পায়নি। নির্বিকার মুখে হাতের ছুরির রক্ত পরিষ্কার করছে মহিলা, নীরব শূন্য দৃষ্টিতে তা দেখছে ভাই-বোন।

'উন ক্যাবরন মেনোস,' বলল রোজাওরা।

আসলেই ঝামেলা শেষ! সমস্যার একেবারে গভীরে প্রবেশ করেছে মহিলা। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে 'সামান্য ব্যভিচার' অসংখ্য সমস্যার বিপরীতে সামান্য উন্নতিই বলা যায়। নীরব অদ্ভুত সুন্দর এই উপত্যকায় আসার ক্ষণটি নিজেকে মনে করিয়ে দিল শেভার্ন, ট্রেইলে জ্বলন্ত একটা ক্যারাভানের পাশে পড়ে ছিল রোজাওরার স্বামীর মৃতদেহ। অন্তত একজন সমস্যাটা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছে...উঁহুঁ, দু'জন, জুডাস ম্যাকলেন্ডনের কথা মনে পড়তে সংশোধন করল ও।

'তুমি বোধহয় অসুস্থ বোধ করছ, মি. শেভার্ন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জুলিয়া ক্রুকস, এগিয়ে এসে শেভার্নের পাশে বসল। হাতের চেটো ওর কপালে রেখে তাপমাত্রা পরখ করল। 'ইশ্‌শ্‌! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!'

'অন্যের সমস্যা বুঝতে পারার স্কটদের চিরাচরিত মনটা পেয়েছ তুমি,' স্মিত হেসে বলল ও।

কোন মন্তব্য না করে গ্রীন রীভারের বোতলটা এগিয়ে দিল মহিলা। গামলায় পানি ভরে এক খণ্ড নরম কাপড় ভিজিয়ে শেভার্নের ঊর্ধ্বাঙ্গ মুছে দিল, জলপট্টি দিল কপালে। তারপর আরেকটা কম্বল গায়ে চাপিয়ে দিল।

কিছুটা আরাম বোধ হওয়ায় চোখ বুজল ও, পাশে জুলিয়া ক্রুকসের উপস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। ক্ষীণ কিন্তু সুবাসিত একটা ঘ্রাণ পাচ্ছে, পারফিউমের নয় নিশ্চিত শেভার্ন। হঠাৎ করেই ওর মনে পড়ল মহিলা নিজেই অসুস্থ, শরীরে একটা ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে। চোখ খুলতে সরাসরি মিসেস ক্রুকসের সবুজ উজ্জ্বল চোখজোড়া দেখতে পেল। স্মিত হেসে গ্লাস ভরা গ্রীন রীভারের পানীয় এগিয়ে

দিল লাল-চুলো।

আড়চোখে অন্যদের দিকে তাকাল শেভার্ন। জুডের হাতেও একটা গ্লাস দেখা যাচ্ছে, আর ডোনা রোজাওরা সাপারের আয়োজনে ব্যস্ত। 'আশা করি শিগ্গির সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি,' পানীয় গলায় ঢেলে দেওয়ার সময় টোস্ট করল ও।

'সন্দেহ নেই তোমার চেয়ে ভাল আছি,' সহাস্যে বলল জুলিয়া ক্রুকস।

সকাল হলো একসময়। ভাপসা বাতাস আর মাটিতে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ ছাড়া বোঝার উপায় নেই যে আগের দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে; ক্রীকের পানি ফুঁসে উঠেছিল, কিন্তু আজ আগের লেভেলে নেমে গেছে। গোলাগুলির আগে ঘোড়াগুলো যেখানে রেখেছিল শেভার্ন, সেখানেই রয়ে গেছে।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল ও। মুখ বিকৃত হয়ে গেল ব্যথায়, কিন্তু সামলে নিল কিছুক্ষণের মধ্যে, ব্যথাটা চলে গেল একসময়। ভাবছে গুরুতর কিছু হয়নি বোধহয়। নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনকে কখনও গুরুত্ব দেবে না আর, তিক্ত মনে স্মরণ করিয়ে দিল নিজেকে। কখনোই নয়, অন্তত যদ্দিন না জীবন নিরর্থক ভাবার মত বয়েস হয় ওর।

'ছেলেটাকে কবর দিতে হবে,' ম্লান স্বরে মনে করিয়ে দিল লাল-চুলো।

'জনি চাইত আমি যেন ওর মত একই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে না পারি,' সোজাসাপ্টা বলল জুড। 'আমি চাই না ম্যাকলেন্ডনদের মাটি কলুষিত হোক।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শেভার্নের দিকে তাকাল জুলিয়া ক্রুকস।

'মনে হয় না বন্ধু হলেও ওকে কবর দেয়ার মত অবস্থা আছে আমার,' ক্ষমা প্রার্থনা করল শেভার্ন।

নীরব হয়ে গেল ওরা, পার্থিব কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে অনিচ্ছুক। শকুন, কয়োট আর মাছির অত্যাচার শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে, আর আছে দূষিত পানি। বিস্ফোরক ভরা গর্তের কথা মনে পড়ল শেভার্নের, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না এখন।

'আমি ওকে নিয়ে যেতে পারব,' প্রস্তাব করল জুড।

'আর তোমাকে একা পেয়ে যাক ওরা?' দাবড়ানি দিল বোন। 'গতকাল কোথায় ছিলে তুমি?'

'ইউসেবিও আর অন্যদের দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তো?'

শ্রাগ করল তরুণ। 'ওরা ভালই আছে। ঝামেলা সব ঘটছে এখানে।'

মাথাগুলো ছেঁটে দাও, তাহলেই অন্যরা আপসে সরে পড়বে-ভাবল শেভার্ন, এই হচ্ছে পেনি-ফার্দিংদের পরিকল্পনা। তাছাড়া আক্রমণ করার জন্যে ম্যাকলেন্ডনদের এস্টেট বা ডেরাই মোক্ষম জায়গা, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হার্ডারদের হামলা করা সে-তুলনায় অনেক কঠিন।

'আর কোন উপায় আছে?' জানতে চাইল লাল-চুলো।

'লড়াই ছাড়া?'

নড করল মহিলা। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। ইন্ডিয়ানদের সাথে ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু তারপরও এখানে বসতি করতে বা থাকতে সমস্যা হয়নি

বাবার। আমার মনে হয় না ওঁকে দয়ালু ভাবত কেউ। আসলে যতটা দৃঢ়তা দরকার তাই ছিল ম্যাকলেন্ডনদের, বেশিও নয় কমও নয়। কারও শক্র হওয়ার চেষ্টা করিনি আমরা, সেধে কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াইনি।'

'কিন্তু তারপরও শক্র পেয়ে গেছ। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত একটা পক্ষ থাকবে এখানে–হয় তোমরা, নয়তো ওরা।'

'আর আমরা কি-না ভাবছি উনিশ শতকে বাস করছি!'

'প্রস্তর যুগে বাস করছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধরে দিল শেভার্ন। 'ভারী রীপিটিং রাইফেল, চৌকস হ্যান্ডগান, শ্রাপনেল, টর্পেডো আর ডিনামাইটের যুগে!'

'তোমার কি মনে হয়, ক'জন বাকি আছে ওরা?'

'পেনি-ফার্দিং?'

'যাই বলো ওদের।'

ভাবছে শেভার্ন। ডাবল-ও বাথানে যাওয়ার সকালটা মনে পড়ল, গুটি কয়েক শীর্ণকায় গরু দেখে বিস্মিত হয়েছিল ও। ছোট্ট বাঙ্ক হাউসে পাঞ্চাররা যদি না ডাবলিং করে থাকে…'ডজন খানেক হবে বোধহয়,' শেষে বলল ও। 'কয়েকজন মারা গেছে অবশ্য। তবুও, অন্তত আট-ন'জন তো হবেই।'

'আমাদের তিনজনের বিরুদ্ধে।'

'দু'জন। পুরো সুস্থ হতে আরও দু'দিন লাগবে আমার।'

'ঠিকই বলেছ,' অন্যমনস্ক সুরে বলল জুলিয়া ব্রুকস, দুশ্চিন্তায় একটা ভুরু কুঁচকে উঠেছে, দুই বাকবোর্ডের মাঝখানে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে পায়চারি শুরু করল। 'পানি ফুরিয়ে গেছে। রোজাওরা, জুডকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ক্রীক থেকে পানি নিয়ে এসো।'

'আমি একাই পারব,' একটা প্যাকহর্স বের করে বলল জুড।

'তোমরা দু'জনেই যাবে! কেউ হয়তো নজর রাখছে আমাদের ওপর। যাওয়ার পথে ওই ছেলেটার লাশের ওপর কিছু মাটি ঢেকে দিয়ো, নইলে মাছি বসতে শুরু করবে।'

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল জুড, তবে তর্ক করল না আর। রোজাওরার পাশাপাশি ঢাল বেয়ে নিচের ক্রীকের উদ্দেশে এগোল।

'যাক, আশপাশে কেউ নেই এখন,' মৃদু স্বরে বলল মিসেস ব্রুকস।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল শেভার্ন, ব্যথায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। ঢাল হয়ে নিচের দিকে তাকাল ও। 'তাই তো মনে হচ্ছে,' মহিলার দিকে তাকাতে এবার অস্বাভাবিক দৃষ্টিটা ধরা পড়ল চোখে, প্রসঙ্গটা বুঝতে পারল।

'সারা শরীরে ব্যথা হচ্ছে,' ব্যাখ্যা করল ও। 'কয়েক জায়গায় হয়তো পচনও শুরু হয়েছে। অন্তত কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে হবে, তবে গরম পানি দিয়ে কয়েকবার গোসল করতে পারলে হয়তো দ্রুত সেরে যাবে।'

চুলের মতই লালচে আভা ছড়াল মিসেস ব্রুকসের মুখে। 'আমার নিজের অবস্থাও সুবিধের নয়,' কিছুটা সামলে নিয়ে স্বীকার করল। 'ওদেরকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যাকৃগে, এরচেয়ে ভাল সময় বা জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি কি আমার ক্ষতটা দেখবে একবার?'

'আমি ডাক্তার নই।'

'আমিও নই, এবং পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেও তেমন কেউ নেই। রোজাওরাকে দেখাতে পারতাম, কিন্তু অদ্ভুত চিকিৎসা দিত ও—ভূত তাড়াতে ক্ষতে গোবর মেশাত। তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে সংক্রমণ চিকিৎসার ব্যাপারে জানো তুমি।

'ক্ষতটা চুলকাচ্ছে খুব। ওটা এমন জায়গায় আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো পচন ধরেছে, তেমন হলে মরা চামড়া চেঁছে তুলে ফেলতে হবে।'

নড করল শেভার্ন।

ঢালের উদ্দেশে চকিত দৃষ্টি হানল জুলিয়া ব্রুকস, তারপর ওর দিকে পেছন ফিরে বসল। ব্লাউজ আর পেটিকোট সরিয়ে ক্ষতটা উন্মুক্ত করল, আড়ষ্ট ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কাজটা সে করছে প্রয়োজনে আর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। তবে বাম বগলের কাছে শুধু ক্ষতটাই দেখতে পেল শেভার্ন। দগদগে ঘার-র মত খানিকটা লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

'স্পর্শ করে দেখব?' অনুমতি চাইল শেভার্ন।

নড করল মহিলা, মুখে কিছু বলল না। ঘাড়, এমনকি বগলের কাছেও ফর্সা ত্বক লালচে আভা পেয়েছে। হাত বাড়িয়ে ক্ষতটা পরখ করল শেভার্ন, তুলনা করার জন্যে অন্য দিকটাও স্পর্শ করল। তারপর বেডরোলে শরীর এলিয়ে দিল ও।

'কি দেখলে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জুলিয়া ব্রুকস।

'ভালই তো মনে হচ্ছে। একটা সপ্তাহ সময় দাও, সুস্থ হয়ে খুশি মনেই আরও ভাল মত পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যাব আমি।'

কথাটা না শোনার ভান করল মিসেস ব্রুকস। 'পচন ধরেনি?'

'না।'

সংক্ষিপ্ত সময়ে ব্লাউজ আর পেটিকোটের আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে ফেলল জুলিয়া ব্রুকস, তারপর সন্তর্পণে তাঁবুর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে সরে গেল, ওর দিকে ফিরে বসলেও সরাসরি তাকাল না। 'মি. শেভার্ন, এখন কি করব আমরা?' অনিশ্চয়তা আর দ্বিধা প্রকাশ পেল মহিলার কণ্ঠে।

সম্ভাব্য কয়েকটা উত্তর বিবেচনা করল ও, দ্বিধা করছে। 'এখন যা পরিস্থিতি, নিজেদের টিকিয়ে রাখাই হবে আমাদের আসল কাজ। শেরিফ যেহেতু আইন প্রয়োগ করতে পারছে না, কিংবা করতে অনিচ্ছুক, আপাতত নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'

'কিন্তু সেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ, তাই না? হয়তো সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে পারলেই ভাল হত।'

রোজাওরা আর জুড ফিরে এসেছে, ঢালের মুখে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে। প্যাকহর্সে পানির ক্যান্টিন আর ব্যাগের বোঝা। 'এবার নিশ্চয়ই স্বস্তি পেয়েছ?' তাচ্ছিল্যের সুরে বোনকে জিজ্ঞেস করল তরুণ।

চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল শেভার্ন, এদিকে রাগে ফেটে পড়া থেকে নিজেকে সামলে রেখেছে মিসেস ব্রুকস। সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করছে

শেভার্ন, আনমনে ভাবছে আদৌ কখনও ব্যথা থেকে মুক্তি পাবে কি-না। শুনতে পেল রোজাওরার ভূমিকা নিয়ে তর্ক শুরু করেছে ভাই-বোন, কিন্তু স্বয়ং রোজাওরাও ভ্রূক্ষেপ করছে না। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল শেভার্ন, ভাবছে নিকট ভবিষ্যতে আর কি করার আছে ওদের।

যতদূর বোঝা যাচ্ছে বিকল্প নেই কোন। মোটামুটি সুস্থ হলেই বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে, নিচের উপত্যকায় গিয়ে পেনি-ফার্দিং রাইডারদের যে ক'জনকে পারে মেরে ফেলতে হবে, তাহলে কিছুটা হলেও সম্ভাবনা থাকবে ম্যাকলেন্ডনদের।

আগের চেয়ে কিছুটা হলেও সুস্থ বোধ করছে ও এখন। রোজাওরার 'সামান্য ব্যভিচার'-এর শিকার হয়ে নিচের উপত্যকায় পড়ে আছে একজন। আরেকজন আছে এখানে। গতরাতের পর, নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে আনাড়ী কোন তরুণ বা বালক হিসেবে গণ্য করবে না কেউ। যথেষ্ট পরিণত হয়েছে সে, গৃহযুদ্ধের সময় এভাবেই বহু তরুণ বা বালক আচমকা যুবকে পরিণত হয়েছে, পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে। জিম শেভার্নের ধারণা ছিল অস্বাভাবিক এই পূর্ণতা শেষ হয়ে গিয়েছিল আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আসলে তা হয়নি, দেশটার আনাচে-কানাচে বহু জায়গায় নিরন্তর এমন হাসিখুশি তরুণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকাল ও। সকাল হয়েছে মাত্র, দীর্ঘ একটা দিন পড়ে আছে সামনে। চাঁদিতে বুলেটের ছোঁয়া আর উরুতে স্টিরাপের আঘাতের পর থেকে মনে হচ্ছে ব্যথাগুলো কেবল বাড়ছেই, প্রতিদিন কিছুটা হলেও হাঁটাহাঁটি না করলে বোধহয় সারবে না। পেনি-ফার্দিংরা যদি আবার হামলা করে, তাহলেই চুকে যাবে সব। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করল ও, প্রার্থনা করল রাইড করার সুস্থতা অর্জন করার আগে যেন ব্যাপারটা না ঘটে।

'ওহ্, খোদা!' অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল মিসেস ব্রুকস।

চমকে চোখ মেলল শেভার্ন। হাত বাড়িয়ে পকেট থেকে তাজা বুলেট বের করল, মহিলার কণ্ঠে বিপদ আঁচ করেছে। 'ক'জন?' কোল্টে বুলেট ঢোকানোর সময় নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল ও। 'কত দূরে আছে ওরা?' টের পেল নিতান্ত খামখেয়ালী ভাব প্রকাশ পেয়েছে কণ্ঠে, জানে সেজন্যে হয়তো প্রাণও দিতে হতে পারে ওকে। 'রাইফেল থেকে গুলি করলে ঠিক নিশানা বরাবর আঘাত করবে তো, নাকি কিছুটা নিচে সরে যাবে বুলেট?'

'বাতাস আর বুলেটের ওজন কিছুটা সমস্যা করবে,' উত্তরে বলল জুড। 'তবে টার্গেটের কিছুটা ওপরে নিশানা করাই ভাল। দু'একবার গুলি করলেই ব্যাপারটা আয়ত্তে চলে আসবে তোমার। স্প্রিংফিল্ডে তোমার হাত কেমন?'

মিসেস ব্রুকসের মন্তব্য মনে পড়ল ওর, মহিলা বলেছিল রাইফেলে জুডের নিশানা অসাধারণ।

'মনে হয় না ওটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে,' নিরুত্তাপ স্বরে জানাল জুলিয়া ব্রুকস, বাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, ঢালের নিচে আগুয়ান রাইডারদের দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। 'ডাবল-ও-র রাইডার নয় ওরা।'

এটাই তাহলে পেনি-ফার্দিংদের উপযুক্ত নাম!

'কারা?' জানতে চাইল তরুণ।
'শেরিফ। এবার কিন্তু একা আসেনি সে।'
'আমি দুঃখিত, মিসেস ক্রুকস,' বলল শেভার্ন।
'কেন?'
'যদি রাইড করতে পারতাম, নিচে গিয়ে পেনি-ফার্দিং রাইডারদের যে ক'জনকে পারি খুন করে আসতাম প্রথমে।'
'প্রথমে?'
'তারপর শেরিফ আর ওর অনুগত পাসিকে আমাকে ধরার সুযোগ দিতাম, দেখতাম আসলেই কি প্রমাণ হাজির করেছে সে এবার।'
'কি বলছ!'
'তোমরা বরং অপেক্ষা করো, ওদের সঙ্গে ঝামেলা না করাই ভাল হবে। শত্রু বাড়িয়ে লাভ নেই।'
'আপসে আমার সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে চলে যেতে দেব?' বিরক্তি প্রকাশ করল মিসেস ক্রুকস, ঘুরে বাকবোর্ডের আড়ালে চলে গেল। 'মনে হয় না পাসি ওটা, যদি হয়ও তাহলে বলতে হবে পাসিটা খুব ছোট।'
বাকবোর্ডের কিনারা ধরে উঠে বসল শেভার্ন, তারপর দাঁড়াতে সক্ষম হলো। চোখ কুঁচকে দূরের ট্রেইলের দিকে তাকাল। 'ব্যাংকার দু'জন আছে শেরিফের সঙ্গে, তোমাদের বাথান কিনতে এসেছিল যারা।'
ট্রেইল ধরে একসময় খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল শেরিফ আর ওর দুই সঙ্গী। এস্টেটের কাছে এসে বিস্মিত, বিহ্বল মনে হলো জেসন বেলহ্যামকে। কারণটা বোঝার চেষ্টা করল শেভার্ন, ধাঁধার মত লাগছে ওর কাছে। শেরিফ এর আগে না এলেও, অন্য দু'জন পোড়া এস্টেটটা দেখেছে সেদিন। ম্যাকলেন্ডন বাথানে আক্রমণের খবর নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে পেয়েছে ল-ম্যান। তারপরই অসঙ্গতিটা ধরা পড়ল ওর চোখে, জনির মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে ওরা।
বাকবোর্ডের কিনারার দিকে সরে এল ও, নড়াচড়া করায় ব্যথা শুরু হয়েছে। আরামদায়ক একটা অবস্থান পেতে চাইছে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে হপ্তাখানেকের আগে আরাম বা স্বস্তি জুটবে না কপালে।
'শেভার্ন?' চিৎকার করে ডাকল শেরিফ।
গোল্লায় যাক বেটা! নিজেই খুঁজে বের করুক ওকে।
'মিজ ক্রুকস, এখনও কি বিদ্রোহীটা আছে তোমার সঙ্গে?'
'তোমাকে দেখে সত্যিই খুশি হয়েছি, শেরিফ,' উত্তরে বলল মিসেস ক্রুকস, কিন্তু খুশির লেশমাত্র নেই কণ্ঠে। 'শেষপর্যন্ত বেসিনে আইন প্রতিষ্ঠা করছ তুমি?'
'সেটা নির্ভর করছে তুমি একজন ফেরারীকে আশ্রয় দিচ্ছ কি-না তার ওপর,' পাল্টা জবাবে জানাল শেরিফ। ঠিক পেছনে স্যাডলে স্থির হয়ে বসে আছে দুই ব্যাংকার। মেসার ওপর থেকে কেউ উত্তর দিল না দেখে যোগ করল শেরিফ, 'এবার কিন্তু তৃষ্ণার্ত কোন ফ্রেইটার নয়, স্বনামধন্য একজন ব্যাংকার নিশ্চয়ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট হবে, তাই না?'
নিজেদের অস্ত্র পজিশন মত নিয়ে এসেছে জুড আর মিসেস ক্রুকস।

শেভার্নের সাথে চোখাচোখি এড়িয়ে যাচ্ছে দু'জনেই। 'আমি অন্তত বিশ্বাস করি না!' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল তরুণ।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শেভার্নের দিকে তাকাল মিসেস ব্রুকস। 'খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে?' জানতে চাইল মহিলা, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে মনে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধতে থাকা প্রশ্নটা করতে পারছে না। 'তোমার জন্যে কিছু করতে পারি আমি?'

'কিছু কর্নপোন আর মিন্ট জুলেপ দিয়ে যাও আমাকে।'

বিহ্বল দেখাচ্ছে লাল-চুলোকে, বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সামলে নিল নিজেকে। সামান্য দ্বিধার পর ধন্যবাদ দিল ওকে।

'নিজেকে একজন ইংরেজ বলে দাবি করেছ তুমি,' অভিযোগ করল জুড।

'মনে পড়ছে না এরকম কিছু বলেছি।'

'অন্তত দশবার বলেছ কথাটা!'

'মনোযোগ দিয়ে শোনোনি বোধহয়, নইলে ধরতে পারতে পার্থক্যটা। ইংল্যান্ডের স্কুলে পড়াশোনা করেছি আমি। আরব, ইন্ডিয়ান বা হটেনটটদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু মিথ্যে বা মনগড়া কিছু বলিনি, কোন অত্যাচারীর পতাকার প্রতিও মিথ্যে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেইনি। আমি জিম শেভার্ন, যেমন ছিলাম তেমনই আছি, এবং তাই বলেছি তোমাদের।'

'কিন্তু সেটাই ভাবতে বাধ্য করেছ আমাদের,' সোজাসাপ্টা বলল মিসেস ব্রুকস, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে খানিকটা। 'এখন দেখছি বিবেকের দংশন নিয়ে চিন্তা করারও সময় নেই!'

'তোমার মনগড়া কল্পনাগুলোই দেখছি ধারণা হিসেবে রয়ে গেছে এখনও,' তিক্ত স্বরে বলল ও। 'বাকি যা থাকল, অমীমাংসিত ব্যাপারগুলো নিয়ে কি করব আমরা?'

'ওভাবে ভাবিনি আমি,' ক্ষীণ হেসে বলল লাল-চুলো, হতাশা চেপে রেখেছে। শরীর টানটান করে সামনের দিকটা দেখার চেষ্টা করল, তারপর চিৎকার করে ডাকল শেরিফকে। 'মি. জেসন! বেড়া ডিঙানোর দিন শেষ হয়ে গেছে তোমার। বেরিয়ে এসো!'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না এসবের, জুলিয়া। বিদ্রোহীটা তোমার সঙ্গে আছে?'

'বেসিনের লোকজনের প্রতি তোমার দায়িত্বের কথা বলছি, মি. জেসন। তুমি কি আমাদের পক্ষে, নাকি বিরুদ্ধে? তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকা শয়তানটা আমাদের শত্রু। শান্তিপ্রিয় লোকদের যদি মিথ্যে অজুহাতে এভাবে বিরক্ত করতে থাকো, ওকে গোর দিয়ে পারিশ্রমিক পেতে হবে তোমার।'

'ম্যাকলেন্ডনদের মাটিতে গোর দিয়ো না ওকে, আমি চাই না আমাদের জমি বিষাক্ত হোক!' সরোষে বলল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। 'নিচের উপত্যকায় নিয়ে যাও ওকে!'

'এভাবে নিজেদেরই ক্ষতি করছ তোমরা। ঝামেলা করা ছাড়া আমাকে ওপরে

উঠতে দেবে, নাকি চাও নিতান্ত বাধ্য হয়ে বেতন হালাল করি আমি?'

শেরিফের ভূমিকা বা মানসিকতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, নিশ্চিত ধরে নিয়েছে ম্যাকলেন্ডনরাই এ লড়াই শুরু করেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোল্টগুলো পরখ করল শেভার্ন, প্রতিটা নড়াচড়ার ফলে অনুভূত ব্যথা পরোয়া না করার চেষ্টা করছে। মাথা নিচু করে বাকবোর্ডের কিনারে সরে এল ও, দেখল পাহাড়ের কোলে জনির মৃতদেহের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ আর দুই ব্যাংকার। ইউনিয়নের হয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকের জন্যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, পরিকল্পনাটাও যুৎসই নয়। যথেষ্ট দূরে হলেও মেসার ওপর থেকে অনায়াসে তিনটা শটে তিনজনকেই খতম করে ফেলতে পারবে ও।

শেরিফও বোধহয় জানে সেটা, কিন্তু পরোয়া করছে না। 'তোমরা কি আপসে নিচে নেমে আসবে নাকি আমাকেই ওপরে আসতে হবে?'

'গুলি কোরো না ওকে, তাহলে এখানেই শেষ হয়ে যাবে তোমরা।'

'জানি আমি, মি. শেভার্ন,' বিরক্তির সাথে বলল জুলিয়া ক্রুকস। 'কিন্তু কি করতে বলো আমাকে?'

'ওপরে আসছি আমি, জুলিয়া,' নিচ থেকে চড়া কণ্ঠে জানাল ল-ম্যান। 'বেতাল কিছু করে বসো না আবার, তাহলে কিন্তু পস্তাবে শেষে! ওই নচ্ছার বিদ্রোহীটাকে আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তোমরা বরং মনস্থির করে নাও।'

'যুদ্ধটা দশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে, শেরিফ।'

'খুনীদের জন্যে যুদ্ধ কখনও শেষ হয় না, এমনকি ওদের পরনে ইউনিফর্ম না থাকলেও কিছু যায়-আসে না। ওপরে আসছি আমি।'

'নিচে প্রচুর জায়গা পড়ে আছে!' সরোষে বলল জুড।

'ওকে আসতে দাও,' নির্দেশ দিল শেভার্ন।

'গুলি কোরো না!' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল লাল-চুলো।

'ওরকম কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

মেসার কোণে বসে আছে রোজাওরা, সবই দেখছে, কিন্তু কিছু বলছে না।

বাকবোর্ডের কাঠামো ছাড়িয়ে শেভার্নের স্যাভিলানো দেখা যাচ্ছে, বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে ও। 'এসো, শেরিফ! সাথে তোমার বন্ধুদের নিয়ে এসো। তাড়াহুড়ো কোরো না। বলেছি তো গুলি করব না, জিম শেভার্নের প্রতিশ্রুতি পেয়েছ তুমি।'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল জুলিয়া ক্রুকস। 'ওহ্, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! ধরা দিতে চাইছ নাকি তুমি, মি. শেভার্ন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'মনে আছে কথাটা—তুমিই বলেছ—পুরো দেশটাই পক্ষ বেছে নিচ্ছে?' আঙুল তুলে নিচের উপত্যকা নির্দেশ করল শেভার্ন। 'ওদেরকেও একটা পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য করব আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ভাই-বোন।

'সময় নষ্ট করছ তোমরা, শেরিফ,' ল-ম্যানের উদ্দেশে চিৎকার করল শেভার্ন। 'চাইলে সঙ্গে অস্ত্র আনতে পারো, কিন্তু ইতস্তত কোরো না। আমার মত বদলানোর আগেই ওপরে উঠে এসো।'

ব্যাংকারদের দ্বিধা আর অস্বস্তি যেন ঘোড়াগুলোর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে, ছটফট করছে ওগুলো। পুরো মিনিট খানেক পর তিনজনের দলটা ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'পিস্তল তুলো না,' ভাই-বোনকে উসখুশ করতে দেখে বিড়বিড় করল শেভার্ন। 'ওদেরকে বিপক্ষে ভিড়ে যেতে বাধ্য করতে চাও নাকি?'

'কিন্তু ওদেরকে ওপরে আসতে দেওয়া কি ঠিক হবে?'

'তিনটা অস্ত্র আছে ওদের, এবং এখনও কোন পক্ষ বেছে নেয়নি। অন্তত আমাদের বিরুদ্ধে তো যায়নি। আমার ধারণা এখনও কিছুটা সম্ভাবনা আছে আমাদের, অন্তত শত্রুদের সঙ্গে এরা যোগ না দিলেই হলো।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল জুলিয়া ক্রুকস, আর নিজের অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে জুডাস ম্যাকলেন্ডন, মুখে কথা সরছে না। মেসার ওপরে থাকায় সামনের জমি আর নিচের উপত্যকার প্রায় পুরোটাই চোখে পড়ছে ওদের, যে সুবিধাটা শেরিফ পাচ্ছে না। তিনজনের দলটার ওপর চোখ রাখল শেভার্ন, ঘোড়া নিয়ে উঠে আসতে প্রয়াস লাগছে তাদের। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল অস্বস্তি তাড়া করছে তিনজনকেই, শেভার্নের জোড়া কোল্ট হোলস্টারে রাখা দেখে স্বস্তি ফুটল মুখে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এল তিনটে ঘোড়া। বাকবোর্ডের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল সবাই।

'না বেঁধে বরং ছেড়ে দাও ওদের,' পরামর্শ দিল শেভার্ন।

সরু হয়ে গেল শেরিফ বেলহ্যামের চোখ। 'এখানে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে নেই আমাদের!'

'হয়তো,' নির্বিকার মুখে বলল ও। 'কিন্তু গোলাগুলি শুরু হলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে মাসট্যাঙগুলো। তোমরা গুলি করো বা না-করো, ছোটাছুটি শুরু করবে ওগুলো, আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলে দেবে।'

'কিসের বিপদ?'

এবার স্মিত হাসি দেখা গেল শেভার্নের মুখে। 'বেসিনের লড়াইয়ে স্বাগতম। তোমার নিরপেক্ষতার দিন শেষ হয়ে গেছে, শেরিফ!'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ধরেই নিয়েছ তোমাকে গ্রেফতার করতে আসিনি আমি?' প্রায় কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল সে, হোলস্টার থেকে পীসমেকার বের করে নিশানা করল শেভার্নের বুক বরাবর।

'আমি নিশ্চিত ওটাই তোমার আসল উদ্দেশ্য,' বলল শেভার্ন, আড়চোখে দেখল নীরবে ওদের কথা শুনছে ভাই-বোন, দৃঢ় হাতে অস্ত্র ধরে রেখেছে যদিও কোনটাই কারও দিকে নিশানা করা নেই। 'আমার যেমন আসল উদ্দেশ্য ছিল কোন ঝামেলা ছাড়াই এ অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়া,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে খেই ধরল ও। 'কিন্তু আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তোমার ব্যর্থতা বা অনিচ্ছার কারণেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে পরিকল্পনাটা বদল করতে হয়েছে।'

'ওসব বদলে দিতে এখানে এসেছি আমি,' বলতে শুরু করল শেরিফ।

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল শেভার্ন, চেষ্টা করছে যাতে নিজের দুরবস্থা প্রকাশ না পায়। 'জীবন বড় অনিশ্চয়তার, মি. জেসন,' দার্শনিক সুরে বলল ও। 'মুরগীর

বাচ্চারা সন্ধের আগে ঘরে ফিরে কিভাবে, দেখেছ কখনও? সঠিক সময়ে কোন কাজ কি কখনও করতে পেরেছ তুমি? যদি করতে, তাহলে এসবের কিছুই ঘটত না।'

'সরাসরি কখনও কথা বলতে পারো না তুমি?'

'তোমার পছন্দের চেয়ে সরাসরিই বলেছি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল শেভার্ন। 'উপত্যকার দিকে তাকাও, দেখেছ? মুরগীর বাচ্চারা ছুটে আসছে এদিকে।' চোখের নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে, ভোজবাজির মত উঠে এল একটা কোল্ট। নিশানা ছাড়াই উপত্যকার রাইডারদের উদ্দেশে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল, তারপর যথাস্থানে ফেরত পাঠাল কোল্টটা। চিন্তা করারও সময় পায়নি শেরিফ, অনায়াসে তাকে গুলি করতে পারত শেভার্ন—শেরিফের এই উপলব্ধি হওয়ার আগেই পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত চলে গেছে। 'পছন্দমত সমাধান বের করার উপায় আর থাকল না তোমার। ইচ্ছে না থাকলেও এখন থেকে আমাদের মত ভাবতে বাধ্য হবে তুমি।'

উপত্যকার দিকে তাকাল শেরিফ। পেনি-ফার্দিংদের দলটা বিশাল, শেভার্নের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি লোক—বারোটা ঘোড়া, কিন্তু সওয়ারী এগারোজন। প্যাকহর্স হিসেবে ব্যবহার করছে একটা—পর্যাপ্ত সাপ্লাই নিয়ে এসেছে। বোঝা যাচ্ছে ওদেরকে অবরোধ করতে চাইছে, অন্তত পানির ঘাটতি হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখার চেষ্টা যে করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পাশ ফিরে পানির ক্যান্টিন আর পাত্রগুলো জরিপ করল শেভার্ন। চারজনের জন্যে যথেষ্ট, সপ্তাহ খানেক অনায়াসে চলে যাবে, যদি না শেরিফ আর দুই ব্যাংকারকে ভাগ দিতে হয়।

প্রতিপক্ষ কেবল সংখ্যায় বেশি নয়, প্রয়োজনীয় সাপ্লাই আর ক্রীকটাও রয়েছে ওদের হাতের নাগালে। স্যাডল ছেড়ে পজিশন নিচ্ছে ওরা। 'একটা রাইফেল,' বলে হাত বাড়াল শেভার্ন, কিন্তু প্রতিপক্ষের ওপর থেকে চোখ সরায়নি। জনির মৃতদেহ আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন, সময় নিয়ে এদের একজনকে টার্গেট করল ও। গম্ভীর শব্দে গর্জে উঠল স্প্রিংফিল্ড, ওটার তীব্র ধাক্কা নতুন করে সারা শরীরের ব্যথা মনে করিয়ে দিল শেভার্নকে।

টার্গেটের পাশে মাটিতে ধুলো উড়তে দেখল ও, ঢোক গিলে বিতৃষ্ণা হজম করার চেষ্টা করল। বোঝা যাচ্ছে পাহাড়ে শ্যুটিং করতে অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে, হিসেবটা ঠিক হয়নি। জুডাসকেই সুযোগ দেয়া উচিত।

নতুন শেল ঢুকিয়ে রিলোড করার ফাঁকে আড়ালে সরে গেল পেনি-ফার্দিং-এর দুই রাইডার, অন্যরা মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে। মেসার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

সূর্যের দিকে তাকাল শেভার্ন। 'মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' নিজের ধারণা প্রকাশ করল। 'দিনের আলোয় আক্রমণ করবে না ওরা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুডাস ম্যাকলেন্ডনের হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিল ও, তারপর শেরিফ আর দুই ব্যাংকারের দিকে ফিরল। 'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না আজ। কিছু ঘটলে জানিয়ো আমাকে।'

ঘোলা চোখের লোকটা--যার ধারণা জিম শেভার্ন আসলে জঘন্য এক বিদ্রোহী, কুখ্যাত কোয়ান্ট্রিলের সহচর--বিস্ফারিত হলো তার চোখ, কিন্তু কিছু বলল না। তারপরও ভরসা করতে পারছে না শেভার্ন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছে অন্যরা, তবে একটা কান খোলা রেখে ঠিকই ওর কথা শুনছে, হয়তো উচ্চারণ ভঙ্গি থেকে শেভার্নের সত্যিকার পরিচয় আঁচ করার চেষ্টা করছে।

'এই লোকই,' দৃঢ় স্বরে বলল নাম না-জানা ব্যাংকার। 'সেদিন ওকে দেখার পরপরই চেনা চেনা লাগছিল, খানিকটা দ্বিধা ছিল, কিন্তু এখন নিশ্চিত জানি।'

'ওদের সবার কাছেই রাইফেল আছে,' বিষণ্ন স্বরে বলল শেরিফ, মুখ দেখে বোঝা গেল না তরুণ ব্যাংকারের সাক্ষ্যে কতটা প্রভাবিত হয়েছে। আপাতত উপত্যকায় অবস্থান নেওয়া পেনি-ফার্দিং রাইডারদের দিকেই মনোযোগ বেশি।

'ছয় মাস আগে যদি বুক ফুলিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, তাহলে এখানে ফাঁদে পড়ে আমাদের সঙ্গে মরার ঝুঁকি নিতে হত না তোমাকে,' শেরিফের উদ্দেশে বলল মিসেস ব্রুকস।

'বুড়ো বুল ওস্টেনভেল্ট যদি মাথা তোলে, প্রথম সুযোগটা আমাকে দিয়ো, ব্যাটার মাথা ভর্তা করে দেব!' প্রায় নির্দেশের সুরে অন্যদের বলল জুড।

'সান লস মিসমস কুই নস কোয়েমারন লা ক্যাসা,' হঠাৎ নিচু স্বরে বলল রোজাওরা।

বয়স্ক ব্যাংকার, মাইকেল টেড্রো, বোধহয় কেবল সেই শুনছে। 'এরাই কি তোমাদের বাথান পুড়িয়ে দিয়েছিল?' প্রতিধ্বনি করল সে।

'ই ম্যাটারন আ মি ভেইজু,' জানাল মহিলা।

এক হাতে হ্যাটটা তুলে ধরল টেড্রো। 'ওরা তোমার স্বামীকে খুন করেছে জেনে খুবই দুঃখিত আমি, ম্যা'ম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে তারচেয়েও বেশি দুঃখ হচ্ছে নিজের জন্যে কারণ ওরা বোধহয় আমাকেও খুন করবে। কিভাবে যে এর মধ্যে চলে এলাম!' শেষের কথাগুলো প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল সে।

'এত লোভনীয় একটা অ...ার তুমি ছাড়ো কিভাবে!' হালকা সুরে মন্তব্য করল শেভার্ন।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল ব্যাংকার। 'তুমি কি সত্যিই...' শুরু করেও মাঝপথে থেমে গেল সে, বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো। 'শুনেছি কোয়ান্ট্রিল গেরিলাদের সাথে রাইড করেছ যুদ্ধের সময়, কথাটা কি সত্যি?'

আচমকা থমকে গেল সবাই, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে শেভার্নকে, এ মুহূর্তে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ও। 'জর্জিয়ায় শেরম্যানের সাথে ছিলে তুমি?' পাল্টা জানতে চাইল শেভার্ন। 'জেসি জেমসের ওয়ান্টেড পোস্টারের চেহারার সঙ্গে তোমার পার্টনারের দারুণ মিল আছে, খেয়াল করেছ কখনও, মি. টেড্রো? আমাদের সোডা স্প্রিং-এর শেরিফ জেসন বেলহ্যামকে দেখতে জেনারেল ওয়ার্জের মত লাগছে না, যার খ্যাতির চেয়ে কুখ্যাতিই বেশি? যাক্‌গে, ক্রীকের ধারে অবস্থান নেওয়া ওই লোকগুলো আমাদের খুন করার জন্যে মুখিয়ে আছে, আমরা কে কোন রাজা বা সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত তা নিয়ে কিন্তু বিন্দুমাত্র আপত্তি

করবে না।'

'তুমি?' জানতে চাইল জুলিয়া ব্রুকস।

'মহামান্য জারের সিক্রেট এজেন্ট আমি, সানফ্রান্সিসকো জয় করতে বেরিয়েছি!'

'কায়ো নস এসিস্টা!' ফের স্বগতোক্তি করল রোজাওরা।

'কে?' জানতে চাইল শেরিফ।

'অবশ্যই সানফ্রান্সিসকো। এবং প্রার্থনা করছি সেইন্ট ফ্রান্সিস যেন পানি আর গোলাবারুদের সাপ্লাই নিয়ে পৌঁছে যান সময়মত।'

বিতৃষ্ণায় বেঁকে গেল শেরিফের মুখ, শেভার্নের হেঁয়ালিতে বিরক্ত। দুটো বাকবোর্ড, শহর থেকে আনা ব্যারেল আর ক্রেট ফেলে রেখে নিরাপদ একটা আড়াল তৈরি করেছে ওরা। সেদিকেই এগোল জেসন বেলহ্যাম। নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে শেভার্নের মালপত্র থেকে গোল্ড প্যানটা তুলে নিল, তারপর ঘুরে ওর চোখে চোখ রাখল। 'বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি কোন মাইনার নও!'

গোল্ড প্যানের ব্যাপারে দুই ব্যাংকারকেই বেশী আগ্রহী মনে হচ্ছে। অন্যদের উদ্দেশে জিনিসটা তুলে ধরল শেরিফ। 'মরচে কোথায়?' জানতে চাইল সে, অন্য হাতের আঙুল দিয়ে গোল্ড প্যানের ভেতরের চকচকে পৃষ্ঠে হাত বুলাল। 'হয় এটাকে তৈরি করার সময় ঠিকমত পোড়ানো হয়নি, নয়তো স্রেফ অন্যদের ভাঁওতা দেয়ার জন্যে নিজের সঙ্গে এটা রাখে ও। এই প্যান দিয়ে সোনা বা আকরিক প্যান করেনি কেউ।'

'কেউ কি কখনও রিপোর্ট করেছে এই এলাকায় সোনা পাওয়া গেছে?' জানতে চাইল শেভার্ন।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল দুই ব্যাংকার, তারপর দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল। তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

'দামটা এইমাত্র ত্রিশ হাজারে উঠে গেল!' স্মিত হেসে ঘোষণা করল ও।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল নাম না-জানা ব্যাংকার।

'হয়তো,' স্মিত হেসে স্বীকার করল শেভার্ন। 'কিন্তু একইসঙ্গে ক্লান্তও হয়ে পড়েছি আমি—কিছুটা ব্যথায়, কিছুটা তোমাদের ভান করতে দেখে। যাক্গে, রাতটা নিশ্চয়ই দারুণ আগ্রহের ব্যাপার হবে। দয়া করে তোমাদের নোংরা দরকষাকষি একটু নিচু স্বরে কোরো।' নিজের মালপত্রের কাছে এসে গ্রীন রীভারের বোতলটা খুঁজে বের করল ও, বোতল উপুড় করে তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিল। আড়চোখে দেখল ফিসফিস করে দুই ব্যাংকারের সঙ্গে কি নিয়ে যেন পরামর্শ করছে শেরিফ। ভ্রূক্ষেপ করল না শেভার্ন, বেডরোলে শুয়ে চোখ বুজল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। নিচ থেকে মাঝে মধ্যে কোন টার্গেট ছাড়াই গুলি করছে পেনি-ফার্দিংরা, হয়তো নিজেদের অনড় অবস্থান জানান দিচ্ছে। সেগুলোর শব্দে হঠাৎ হঠাৎ ঘুম টুটে যাচ্ছে ওর।

বিকেলে যখন ঘুম ভাঙল ওর, মনে হলো নাকের সামনে কুচকাওয়াজ করছে একটা ক্যাভালরি। বিশ্রাম নিয়ে লাভ হয়নি তেমন, কোমরের ব্যথার পাশাপাশি

মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে এখন।

তাঁবুর ছায়ায় অবস্থান নিয়েছে অন্যরা, অনেকক্ষণ হলো নীরব হয়ে গেছে। ক্লান্তির ছাপ পড়েছে চোখে-মুখে, হাই তুলছে দুই ব্যাংকার। আগের মতই নির্বিকার দেখাচ্ছে শেরিফকে। এক কোণে শুকনো মরিচ গুঁড়ো করছে ডোনা রোজাওরা।

'পক্ষ বদল করার সুযোগ পাওনি এখনও?' প্রসন্ন স্বরে জানতে চাইল শেভার্ন। 'আমি আরও ভেবেছি এতক্ষণে নিচে নেমে গেছ, সমানে আমাদের উদ্দেশে বুলেট ছুঁড়ছ। যাক্গে, একটা প্রশ্ন করব, মি. জেসন? কিভাবে মি. ব্রুকসের সাথে পরিচয় হয়েছিল এদের, জানো তুমি? ভাবতেই অদ্ভুত লাগছে সামান্য একজন আগন্তুকের চিঠির সূত্র ধরে অযথা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে বেচারারা। নাকি ওদের পেশায় এ ধরনের ভূয়া প্রস্তাবের হিড়িক লেগেই থাকে?'

'মি. শেভার্ন, গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে কথা বলে মেজাজ খারাপ করার দরকারটা কি!' আপত্তি এল লাল-চুলোর কাছ থেকে। 'ওরা যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসেনি, তা নতুন করে বলে কি হবে!'

তোমার সঙ্গে একমত আমি, মিসেস ব্রুকস, কিন্তু আমরা গ্ল্যাডিয়েটররা সবসময়ই বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে সোচ্চার; যখন বুঝতে পারি এই শক্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, মুখ বুজে থাকা তখন সত্যিই কঠিন। মরিচুরি টে স্যালুটেমাস, শেরিফ!'

'আমরা সবাই জানি ইংরেজ নও তুমি,' ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করল শেরিফ। 'রুচি বদলের জন্যে হলেও আমেরিকানদের মত কথা বলছ না কেন?'

'উক্তিটা আসলে ল্যাটিন। আমরা যারা এখানে মরতে যাচ্ছি, অভিবাদন জানাচ্ছি তোমাকে, শেরিফ; সীজারের ভাড়াটে খুনীরা এভাবেই অভিবাদন জানাত তাঁকে!' থেমে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল শেভার্ন, ভাবছে আরেক বোতল গ্রীন রীভার পেলে ভাল হত। 'বলো তো, এখানে এমন কেউ আছে নিজের জীবনের বদলে অংশীদারিত্ব ত্যাগ করতে রাজি নয়?'

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল জুলিয়া ব্রুকস। 'তুমি কি সত্যিই ঠিক আছ, মি. শেভার্ন? কিসের অংশীদারিত্বের কথা বলছ?'

'তোমার স্বামী, মি. ব্রুকস যে সোনার খনি বিক্রি করতে চেয়েছিল, তার অংশীদারিত্ব,' হালকা সুরে বলল ও। 'সান্তা ফে-র মত কসমোপলিটন শহর থেকে ছুটে এসেছে ওরা, বৈরী ইন্ডিয়ান আর হিংসুটে সাদাদের ভয় এড়িয়ে শত মাইল পাড়ি দিয়েছে স্রেফ বিশৃঙ্খল একটা বাথানে টাকা খাটাতে?

'ত্রিশ হাজার বলেছি, না?' ঘুরে টেড্রো আর তার সঙ্গীর দিকে তাকাল ও। ধনী হয়ে মরার সুযোগ পাচ্ছ, বন্ধুরা। যতই ইতস্তত করবে, দাম কিন্তু তত বেড়ে যাবে। বত্রিশ হাজার পাঁচশো ডলার এখন!'

'ওকে বরং সূর্যের আলো থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর!' শুকনো কিন্তু বিদ্রূপের সুরে পরামর্শ দিল টেড্রো।

'পঁয়ত্রিশ হাজার, এবং দামটা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে,' চালিয়াতির সুরে বলল

শেভার্ন। 'মিষ্টি কথায় হয়তো মিসেস ব্রুকস বা জুডকে ভুলাতে পারবে তোমরা, কিন্তু আমার ভাগের এক-তৃতীয়াংশ পঁয়ত্রিশ হাজারে কিনতে হবে। দাম আরও বেড়ে যাচ্ছে!'

'তোমার ভাগ?'

'নিশ্চয়ই ভাবছ না এত টেস্ট হোল আর অ্যাসে ওঅর্কের পরও তুচ্ছ একটা বাথানে পড়ে থাকব আমি!'

'তাহলে এজন্যেই কবরে কোন লাশ ছিল না!' নিঃশ্বাস আটকে গেল জুডাস ম্যাকলেন্ডনের, বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ দুটো। 'আসলে গর্তটা ছিল টেস্ট হোল, সোনা আছে কি-না পরীক্ষা করেছে ওরা!'

'ঠিক। ভেড়ার বাথান বিক্রি করছিল না মি. ব্রুকস, বরং একটা সোনার খনি অফার করেছিল। খনিটার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ আছে কারও? পেনি-ফার্দিং বা ওস্টেনভেল্ড, যাই বলো না কেন—ওরা এতটাই আগ্রহী যে ঠিকমত নিজেদের গুটিকয়েক গরুর যত্নও নেয় না।'

ঘুরে জুড আর মিসেস ব্রুকসের দিকে ফিরল শেভার্ন। 'খনির সম্ভাবনা বা ঝুঁকি সম্পর্কে হয়তো সারা বিকেলই তোমাদের বলবে ওরা, এও বলবে সামান্য একটা খনির পেছনে নিজেদের সব টাকা ঢেলে বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে। কোন কাগজে স্বাক্ষর করার আগে মনে রেখো আমার অংশের দাম এইমাত্র সাইত্রিশ হাজার পাঁচশো-তে উঠে গেছে। এবার দয়া করে হৈচৈ আর ঝগড়া বন্ধ করো। ক্লান্তি লাগছে আমার, তারপরও মনে হচ্ছে সন্ধের পরপরই আমাকে দরকার হবে তোমাদের।' কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল ও, আনমনে ভাবছে ভীমরুলের চাকে খোঁচাটা ঠিকই দিয়ে ফেলেছে, অগ্রাহ্য করার জন্যে যথেষ্ট করেছে ইতোমধ্যে। বাড়তি কিছুই আর করার নেই, ছিলও না।

ঝগড়া, তর্ক সমানে চলতে থাকল। পরস্পরের ওপর প্রায়ই খেপে উঠছে দুই ব্যাংকার আর শেরিফ, চিৎকার করে দোষারোপ করছে অন্যকে।

কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে, একসময় রণে ভঙ্গ দিল ওরা। নীরব হয়ে গেছে মাইকেল টেড্রো। উপত্যকায় সোনার খনির অস্তিত্বের ব্যাপারে তাকে পূর্বাভাস দেয়নি কেউ, মিসেস ব্রুকসকে এই নিশ্চয়তা দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছে অন্য ব্যাংকার। মেসার এক কোণে পায়চারি করছে শেরিফ জেসন বেলহ্যাম, ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে দেখছে অন্যদের। মাঝে মধ্যে ঘুমন্ত জিম শেভার্নের দিকে চলে যাচ্ছে তার সতর্ক দৃষ্টি। শেভার্ন তখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, স্যাভিলানো দিয়ে মুখ ঢাকা।

উপত্যকায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে পেনি-ফার্দিং রাইডাররা। তাড়াহুড়ো করছে না ওরা। প্রতি দশ-পনেরো মিনিট পরপর মেসার দিকে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিচ্ছে। পানির একটা ক্যান্টিন ফুটো হয়ে যেতে খেপে গেল রোজাওরা, জুড সহ সমানে গুলি করতে শুরু করল। বেচাল দেখে আড়ালে চলে গেল ডাবল-ও রাইডাররা।

প্রতিপক্ষের বেশিরভাগ গুলিই মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন বোধ করছে শেভার্ন, মনে পড়ল পাহাড়ের ওপর থেকে নিচুতে কিংবা নিচ থেকে

পাহাড়ের ওপরে নিশানা করা কতটা কঠিন কাজ। নিচে ঢালের শুরুতে জায়গাটা ঘেরাও করে ফেলছে রাইডাররা, মাত্র একটা রাইফেলের অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে এখন। আচমকা লোকগুলোর উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারল ও। সরাসরি আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে ওরা, আশা করছে নিচে পড়ার সময় টার্গেটে গিয়ে লাগবে। 'সবাই হ্যাট চাপাও মাথায়,' পরামর্শ দিল শেভার্ন। 'পড়ন্ত বুলেট এসে লাগতে পারে মাথায়, বেশি কিছু না করলেও অন্তত মাথা ব্যথা যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আমিই বরং ওদের মাথা ব্যথার কারণ হতে যাচ্ছি,' বিড়বিড় করে বলল জুড। হাঁটু গেঁড়ে বসেছে সে, বাকবোর্ডের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে স্প্রিংফিল্ডের দীর্ঘ নল বের করে নিশানা করছে। অনেকক্ষণ পর শেষে ট্রিগার টেনে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নিচে একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল।

'মনে হচ্ছে জায়গামত লাগিয়েছ, বাছা,' সোৎসাহে বলল শেরিফ। 'অন্য দশজনকে যদি এরকম মাথা ব্যথা উপহার দিতে পারো, তাহলে নিশ্চিন্তে তোমার লাইম-জুস বন্ধুকে গ্রেফতার করে শহরে ফিরে যেতে পারি আমি!'

বারো

একটা পানির ব্যাগ খুঁজে পানি পান করল শেভার্ন। 'কঠিন সমস্যায় পড়েছ মনে হচ্ছে, শেরিফ? বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো, তাই না?'

'কিভাবে?'

'আমার পিস্তলের দক্ষতা দরকার তোমার। অথচ আমাকে বাধ্য করতে পারছ না, ব্যাংকার বন্ধুদের নিয়েও সুবিধে করতে পারছ না। আমাকে যদি খুন করো–এখান থেকে জীবিত বেরোতে পারলেও শহরে ফিরে গিয়ে আবিষ্কার করবে ভুল লোককে খুন করেছ। ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট যদি জানতে পারে ইউনিয়নের সাবেক সদস্য নিরপরাধ একজন ব্রিটিশ নাগরিককে খুন করেছ, নিস্তার থাকবে না তোমার।'

'তুমি তো লাইমি নও!'

'কিংবা তুমিও যথাযথ কর্তৃপক্ষ নও। তোমার ব্যাংকার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো কিভাবে মি. ব্রুকসের সাথে পরিচয় হয়েছে ওদের।'

'মনে হয় না তার দরকার আছে।'

'আমি তোমার জায়গায় থাকলে সমস্যার পুরোটা জানতে চাইতাম, অন্তত জুরিদের প্রভাবিত করার মত উপযুক্ত তথ্য জোগাড় করতাম যে স্রেফ সামান্য লাভের আশায় এত দূর ছুটে আসেনি ওরা। খবরটা প্রকাশ পেলে চারপাশ থেকে স্ট্যাম্পিড হওয়া গরুর মত ছুটে আসবে শকুনের দল।'

নিঃশ্বাস আটকে থাকল মিসেস ব্রুকস।

'হ্যাঁ,' খেই ধরল শেভার্ন। 'ভেবো না আদৌ এরকম কিছু ঘটবে না।

ভাবতেই অবাক লাগছে কিভাবে এত দিন ধৈর্য ধরে ছিল লোভী লোকগুলো।'

'কিন্তু আমার বাবা...'

'স্রেফ একজন সাদাসিধে বাথান মালিক ছিল। নিজের শান্তিপূর্ণ কিন্তু কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ জীবন নিয়েও সন্তুষ্ট ছিল। চায়নি সোনা-লোভী কিছু বেপরোয়া মানুষ এসে রক্তযুদ্ধ শুরু করে দিক ওর জমিতে। তাছাড়া নুয়েভা হেলভেসিয়ার মত দুর্ভাগা আবিষ্কর্তা হওয়ার ইচ্ছে ছিল না ওর। নিশ্চিত বলতে পারি অন্যের লোভের খেসারত দিতে গিয়ে নিজের এস্টেট বা বাথান ধ্বংস করতে চায়নি সে।'

'তাতে তোমার কি?' মুখিয়ে উঠল টেড্রোর সঙ্গী। 'কোয়ান্ট্রিলের সাথে রাইড করার জন্যে ফেরারী তুমি।'

'তোমার সাক্ষ্যে?'

আমার মত আরও অনেকেই সাক্ষ্য দেবে।'

'ওরাও কি তোমার মতই ভদ্র কাপড় পরা ভণ্ড? আমার তো ধারণা আমাদের গেঁয়ো শেরিফও জানে অভিযুক্ত কোন লোকের সাক্ষ্যের কতটা গুরুত্ব থাকে।'

প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গীর দিকে তাকাল টেড্রো।

'কোন একদিন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব আমি!' সরোষে প্রতিজ্ঞা করল সে। 'আর আমি ভণ্ড বা অভিযুক্তও নই।'

'এখনও হওনি, কিন্তু জালিয়াতির অভিযোগ যখন আনা হবে, তখন কি হবে তোমার অবস্থা?'

'কি ব্যাপারে তর্ক করছ তোমরা, মি. শেভার্ন?' মিসেস ব্রুকসের অধীর প্রশ্ন। তারপর আচমকা শেরিফের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'জেসন বেলহ্যাম, আসলে তুমি একটা অকম্মার ধাড়ি। আমার সাক্ষ্যেও কি সন্তুষ্ট হওনি? আর কি চাও তুমি? মি. শেভার্নের ব্যাপারে এক বিন্দুও মিথ্যে বলিনি আমি, শপথ করে বলতে পারব!'

পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেরিফ, চোখের গভীরে সন্দেহ নাকি অবিশ্বাস খেলা করছে বোঝা গেল না।

হতাশায় ঝুলে পড়ল জুলিয়া ব্রুকসের কাঁধ।

'অবিশ্বাসী মানুষকে বিশ্বাস করানো দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজের একটা,' স্মিত হেসে বলল শেভার্ন। 'ও বিশ্বাস করতে না চাইলে তুমি করাবে কিভাবে? যাক্‌গে, শোনো কি নিয়ে ব্যাংকার বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করছিলাম। টালবাহানা করে, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে তোমার জমি কিনতে চেয়েছিল ওরা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কিভাবে...শুধু তোমার খাতিরেই উপযুক্ত শব্দটা উচ্চারণ করছি না...সান্তা ফে এখান থেকে তিন দিনের পথ, তাই না? অন্তত পাঁচ দিন আগে রওনা না দিলে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারত না ওরা। অথচ তোমার বাবা মারা গেছে এই সেদিন! তার মানে তোমার বা ব্রুকসের হাতে বাথানের মালিকানা বর্তাবে, এটা আগে থেকেই জানা ছিল ওদের। সমস্যা হয়েছে শুধু এক জায়গায়—বাথানের মালিকানার ব্যাপারে ব্রুকস ওদের নিশ্চিত করলেও নিজে যে আচমকা মারা যাবে তা বলে দিতে পারেনি, নইলে হয়তো বিকল্প একটা ব্যবস্থাও করে যেত!'

'দয়া করে,' বাধা দিল টেড্রো, 'আমার অবস্থানটা ব্যাখ্যা করতে দাও। ব্যাংকের চাকুরি করি, স্বভাবতই মুনাফাদাতাদের স্বার্থ দেখতে হয় আমাকে। এখানে আসলে কি ঘটছে তা যদি জানতাম, আগেই ব্যাংক-কে এই চুক্তি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতাম।'

'তাহলে এখানে কি করছ তুমি?'

'নোংরা টাকার পেছনে সাদা টাকা ঢালছি, আমার ধারণা,' ঘুরে সঙ্গীর দিকে তাকাল মাইকেল টেড্রো। 'স্ট্যানলি, হয়তো তুমিই বলতে পারবে আসলে এখানে কি করছি আমি।'

'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ কেন?' সোজাসাপ্টা, নিস্পৃহ স্বরে বলল স্ট্যানলি। 'চুক্তি অনুমোদনের আগেই জানা সবকিছু বলেছি তোমাকে, তাই না?' ঘুরে শেভার্নের দিকে তাকাল সে, চোখ সরু হয়ে এসেছে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। 'তোমার কারণেই ফিরে এসেছি আমি।'

দাঁত বের করে হাসল শেভার্ন। 'নিরাপদ দূরত্বে থাকার মত বুদ্ধি যদি তোমার থাকতই, তাহলে আমাকে দরকার হত না তোমার।'

'নিকুচি করি তোমার পিস্তলের দক্ষতার!' কর্কশ স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল স্ট্যানলি, মিসেস ব্রুকসের দিকে ফিরতে লালচে হয়ে গেল মুখটা। 'দুঃখিত, ম্যা'ম। মি. ব্রুকসের কারণেই এত কিছু ঘটেছে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে ব্যাংকারকে দেখছে জুলিয়া ব্রুকস। 'ব্যাংকার হিসেবে নিশ্চয়ই প্রতিদিন আকর্ষণীয় সব প্রস্তাব পাও তুমি। কিন্তু মি. ব্রুকসের চিঠিতে এমন কি ছিল যে এত দূর ছুটে এসেছ?'

'ওকে বরং আমার বন্ধু বলতে পারো।'

'মানে?'

দু'হাত ছড়িয়ে অসহায় ভঙ্গি করল স্ট্যানলি। 'কিন্তু তাতে কি যায়-আসে এখন? শেষপর্যন্ত আমাদের সবাইকে খুন করতে যাচ্ছে ওরা।'

'পার্থক্যটা এখানেই যে আমি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছি নাকি তুমিই আমাকে ঝোলাবে,' বলল শেভার্ন। 'অবশ্য তার আগে শকুনের ওই দলটাকে খেদিয়ে দিতে হবে। এবার মি. ব্রুকস সম্পর্কে আমাদের বলো তো!'

'হ্যাঁ,' সাগ্রহে বলল টেড্রো। 'গল্পটা শুনতে আমারও ভাল লাগবে।'

মিসেস ব্রুকসের দিকে তাকিয়ে আছে স্ট্যানলি, একটা হাত তুলল সে।

'আমার স্বামী একজন ভণ্ড বা প্রতারক ছিল বলতে বোধহয় বাধছে তোমার?' জানতে চাইল লাল-চুলো। 'আমার তো ধারণা আমাদের দ্বিধান্বিত শেরিফও এ ব্যাপারে একমত হবে।'

শ্রাগ করে বাকবোর্ডের দেয়ালের সাথে হেলান দিল স্ট্যানলি। কোত্থেকে একটা বুলেট এসে বিঁধল কাঠে, আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার অবস্থা হলো তরুণ ব্যাংকারের। তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল সে, পারলে কেঁচোর মত কুঁকড়ে যায়। 'ব্রুকস আর আমি একসঙ্গে চাকুরি করতাম,' বলতে শুরু করল সে। 'বাষট্টি থেকে চৌষট্টির শেষদিকে আলাদা হয়ে যাই আমরা। চাকুরিতে একেবারেই নতুন ছিলাম আমি। স্বার্থের কারণে আমাকে ব্যবহার করত ও, কিন্তু সেটা যখন টের পেলাম

ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবং বন্ধুত্বটাও গভীর হয়ে গেছে, অন্তত আমার দিক থেকে।'

চাপা স্বরে হেসে উঠল জুলিয়া ব্রুকস।

'এরচেয়ে আকর্ষণীয় মানুষ আর দেখিনি, ওর সঙ্গ সত্যিই উপভোগ্য ছিল,' বলে চলেছে স্ট্যানলি। 'ছোটখাট অন্যায় কোন ব্যাপারই ছিল না ওর কাছে। পোকারে তো দারুণ চলত ওর হাত। তবে একটা বড়সড় দাঁও-এর অপেক্ষায় ছিলাম আমরা–এমন উপায় খুঁজছিলাম যাতে দু'জনেই ধনী হয়ে যাব। প্রয়োজনীয় মুনাফা নিয়ে আসার কথা ছিল আমার...'

'আমাদের সঙ্গে স্বাগতম!' বিদ্রূপ করল শেভার্ন।

'অন্যকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারত ও,' স্বীকার করল মিসেস ব্রুকস। 'নিজে কত টাকা খাটিয়েছ তুমি, মি. স্ট্যানলি?'

'পনেরোশো ডলার।'

শিস দিয়ে উঠল অন্যরা।

'অরিগনে একটা বাড়ি ছিল আমাদের, সেটা বেচে দিয়ে টাকা জোগাড় করেছি আমি।' ব্যাখ্যা করল ব্যাংকার। 'প্রায় সফল হতে যাচ্ছিলাম আমরা। আরও কিছু টাকা থাকলে অনায়াসে করা যেত কাজটা।'

'এত সহজে চিহ্ন মুছে দেওয়া যায় না,' বিড়বিড় করল শেভার্ন।

'কি বললে?'

'একজন শোষক,' ব্যাখ্যা করল শেভার্ন। 'ঘুণাক্ষরেও আশা করে না তারও পতন হতে পারে। আত্মবিশ্বাসী একজন প্রতারক এমন ভাবে ঘটনাটা ঘটায় যাতে স্রেফ দুর্ভাগ্য মনে হতে পারে, দুর্ভাগা লোকটির টাকা নিয়ে চলে যায় সে। কিন্তু একজন শোষক বিদায় জানায়, একবারও ভাবে না প্রতিশোধ নিতে পারে কেউ।

'তাহলে এত বছর পর তোমাকে দারুণ একটা প্রস্তাব দিয়েছে মি. ব্রুকস, অতীতের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে চেয়েছে। বিনিময়ে কিছু টাকা খাটাতে হত তোমাকে। যদি ভুল বলি, শুধরে দিয়ো আমাকে।'

'সফল হতে পারতাম আমরা,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল স্ট্যানলি, বিষ দৃষ্টিতে দেখছে শেভার্নকে। 'এখনও কাজ হতে পারে। এই জায়গার যথেষ্ট মূল্য আছে। আরেকটা যুদ্ধ চালানোর জন্যে যথেষ্ট সোনা আছে এখানে।'

'মনে হচ্ছে এরই মধ্যে একটা শুরু হয়ে গেছে,' নিচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল শেরিফ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীর দিকে তাকাল টেড্রো। 'কোন্ সাহসে ব্যাংক-কে ডোবাতে যাচ্ছ...'

'তোমাদের মধ্যে কেউ কি আসলেই মাটি খুঁড়ে সোনা বের করেছ কখনও?' জানতে চাইল শেরিফ।

বয়স্ক ল-ম্যানের দিকে তাকাল শেভার্ন, ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'আইডিয়াটা বাতলে দিয়েছ বলে এক পেনি পাওনা হয়েছে তোমার, উপায়টা বাতলে দিলে বেস মেটালের পুরো রেশনই পেয়ে যাবে।'

পলকের জন্যে শেভার্নের জোড়া কোল্টের ওপর ঘুরে গেল শেরিফের দৃষ্টি

কি বুঝল বা চিন্তা করল কেবল সেই জানে। একটা ভুরু খানিক তুলল সে। 'তোমার সাথে লেন-দেন চুকানোর জন্যে প্রচুর সময় পড়ে আছে!' শেষে সরোষে বলল।

'উদ্ভট প্রলাপ বকছ তোমরা!' বিরক্তি মিসেস ক্রুকসের স্বরে। 'মারা যাওয়ার আগে প্রায় কয়েক মাস বাথানে আসেনি আমার স্বামী, সুতরাং জমিতে খোঁড়াখুঁড়ি করার সুযোগ পায়নি সে।'

'করেনি সে,' ব্যাখ্যা করল শেভার্ন। 'কিন্তু তোমার বাবার কানে তথ্যটা ঠিকই পাচার করেছে কেউ। একটা গর্ত খুঁড়েছিল নীল ম্যাকলেন্ডন, তারপর সেটা ভরাটও করে ফেলে, যা জানার ছিল জেনে যায় সে–এও চায়নি অন্যরা জেনে যাক সত্যটা।'

'ওহ্ ডিয়ার!' নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষায় আছে মিসেস ক্রুকস।

'এটাই সত্যি!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে জুড। 'এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে টাকা দরকার ছিল ওর! আমাকে প্রায়ই বলত পুবের বড় কোন শহরে চলে যাবে। নতুন ভাবে শুরু করবে।'

'দুর্ভাগ্যক্রমে,' যোগ করল শেভার্ন। 'সোনা পাওয়ার খবরটা ঠিকই চলে যায় ওস্টেনভেল্টদের কানে; কিভাবে, শুধু খোদাই জানে। চারপাশে বহু টেস্ট হোল খুঁড়ল ওরা, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। কিছু গর্তে বারুদ আর গান-পাউডার রেখে ফাঁদ পাতল, নেহায়েত দুর্ভাগ্যবশত তারই একটার সলতেয় আগুন দিয়ে ফেললাম আমি–ব্যস, বুম!'

দু'হাত মাথার ওপর তুলে আস্ফালন করল টেড্রো, বিতৃষ্ণায় তিক্ত দেখাচ্ছে মুখটা। 'তাহলে সবাই জানে এমন একটা খবর গোপন আছে ভেবেই সান্তা ফে থেকে অযথা ছুটে এসেছি আমি? আসলেই কি সোনা আছে এখানে?'

শ্রাগ করল শেভার্ন। 'কেউই আসলে নিশ্চিত নয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে টেস্ট হোল খুঁড়েছে ওরা। কেউ কারও গর্ত পরখ করে দেখার সুযোগ পায়নি, অন্যরা দেখে ফেলার আগেই ভরাট করে ফেলেছে…'

মিসেস ক্রুকস আর জুডের দিকে ফিরল টেড্রো, রোজাওরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভাই-বোন। 'তোমাদের কেউ জানো?'

'কোয়েই ডাইস?' জানতে চাইল বয়স্কা মেক্সিকান।

'কায়ে সি স্যাবিয়ামোস কোয়ে হে অরো পর আকা।'

'লোকোস,' ঘুরে বাকবোর্ডের দিকে এগোনোর সময় বিড়বিড় করল রোজাওরা।

'সবাই বঞ্চিত হয়েছি আমরা, প্রতারণার শিকার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টেড্রো। 'যাই হোক, মিসেস ক্রুকস, আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই আমার ব্যাংকের। ধরে নিচ্ছি, আমাদের সবাই না হলেও অন্তত একজন বেঁচে থাকবে, ব্যাংকের পুরানো অফারটা তখনও বহাল থাকবে–বিশ হাজার ডলার। আমার ধারণা অন্য কারও কাছে এরচেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ দাম হাঁকাতে পারবে তুমি। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী আসল দামেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য আমি, এবং দাম বাড়ানোর কোন ইচ্ছেও নেই আমার।'

'কি অদ্ভুত!' বিড়বিড় করল শেভার্ন।
'কি বলছ?'
'একজন সৎ ব্যাংকার। এতটাই সৎ যে মক্কেলকে ঠকিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে দারুণ সিদ্ধহস্ত!
সদ্য তৈরি ইটের মত টকটকে লাল হয়ে গেল টেড্রোর মুখ। 'বিধবা বা এতিমদের না ঠকিয়েই দিব্যি চলে যাচ্ছে আমার,' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল সে। 'ব্যাংকের প্রস্তাবটা দিয়েছি আমি, তোমার পছন্দ হলে গ্রহণ করবে নয়তো করবে না। কাউকে তো জোর করছি না!'
'ষাট হাজার দেব!' আচমকা প্রস্তাব করল টেড্রোর পার্টনার।
'আমার আর জুডের শেয়ারের জন্যে?' জানতে চাইল লাল-চুলো। 'নাকি মি. শেভার্নকেও ধরেছ?'
'বাজেয়াপ্ত করে ওর সম্পত্তি পেয়ে যাব আমি,' নিশ্চিন্ত করল স্ট্যানলি।
'স্রেফ ধারণা করছ তুমি,' শীতল স্বরে বলল শেভার্ন। 'ভাবছ আমাকে খুন করে পার পেয়ে যাবে, আমার পরিবার বা স্বজনরা প্রতিশোধ নেবে না? ওরা যদি নিজের দায়িত্ব পালন করতে নাও পারে, আইন বাধা দেবে তোমাকে। কৃত অপরাধের ফলশ্রুতিতে একজন খুনী লাভবান হবে, এই নিয়ম পৃথিবীর কোন দেশের আইনেই নেই। তাছাড়া, মি. ম্যাকলেন্ডনের উইলটা যদি ঠিকমত পড়ে থাকি, আমার সম্মতি ছাড়া নিজের অংশ বিক্রি করতে পারবে না অন্য উত্তরাধিকাররা। তাহলে, মি. স্ট্যানলি, এবার বলো তো আমার কোন্ বুটটা আগে কামড়াবে?'
'তোমার মাথার জন্যে এক-হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে,' বিড়বিড় করল স্ট্যানলি।
'উভয় সঙ্কটে পড়ে গেছ, না? আমাকে ধরিয়ে দিয়ে এক হাজার ডলার কামাতে পারো, কিন্তু এরচেয়ে শতগুণ টাকা বানানোর সম্ভাবনা তাহলে বাদ দিতে হবে।' আচমকা ভিন্ন একটা ব্যাপার মনে পড়ল শেভার্নের। 'যাক্‌গে, শেরিফ, মনে আছে গত সপ্তাহে দু'জন লোককে নিয়ে এসেছিলাম আমি? ওদের নামে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে বোধহয়, তোমার কাছ থেকে অফিশিয়াল কোন মন্তব্য এখনও পাইনি।'
'তিক্ততার জন্যে একটা পিত্তথলী এমনিতেই পেয়ে গেছ তুমি!' সরোষে গর্জন করল শেরিফ।
'সঙ্গে দুটো কোল্ট পেয়েছি, আর নিজের গুরুত্বও জেনেছি। যতক্ষণ না কোন ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছি আমরা, বন্ধুদের নিয়ে বিপক্ষে যোগ দিতে পারো তুমি।' অন্যরা যাতে ওর উদ্দেশ্য আঁচ করতে না পারে, সেজন্যে নিচের উপত্যকার দিকে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল শেভার্ন।
'চাইলেও রফা করার উপায় নেই আমার,' ফের গর্জে উঠল শেরিফ।
'না,' আনমনা স্বরে বলল শেভার্ন। 'মনে হয় না তেমন কিছু পারবে। কিন্তু সুস্পষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ ছাড়া নিরপরাধ কোন লোকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেও সময় নষ্ট করতে পারো না তুমি।'

'মনে হয় করব,' স্বীকার করল শেরিফ।

'বহু দিন আগে দেখেছি লোকটাকে,' দ্বিধান্বিত স্বরে বলল স্ট্যানলি। 'এতদিন পর সত্যিই বলা কঠিন লোকটির চেহারা আসলে কেমন ছিল।'

স্মিত হাসল শেভার্ন। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তরুণ ব্যাংকারকে দেখছে শেরিফ আর ম্যাকলেন্ডনরা, নিন্দা ঝরে পড়ছে চাহনিতে। আর উইলিয়াম টেড্রো যেন পার্টনারের শরীরে গুটি বসন্তের লক্ষণগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাচ্ছে চাহনিতে।

'আরে, এত গুরুত্ব দিয়ে নিচ্ছ কেন ব্যাপারটাকে!' সান্ত্বনা দিল শেভার্ন।

'তোমরা নিশ্চয়ই পার্টনার হিসেবে নিচ্ছ না ওকে?' নিরাবেগ কণ্ঠে জানতে চাইল টেড্রো। 'যে ব্যাংকার মানুষের চরিত্র বিচার করতে পারে না, ব্যবসা করার কোন যোগ্যতা নেই তার!'

হতাশ ব্যাংকারের উদ্দেশে মৃদু হাসি উপহার দিল শেভার্ন। 'বরং আমি মনে করি ব্যবসার জন্যেই জন্ম হয়েছে তোমার। যদি পারো তো পরিত্যাগ করো শিয়ালটাকে, জুড আর মিসেস ব্রুকসকে ওদের অংশ তোমার হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দেব।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে কালকের দিনটাও বেঁচে থাকব আমরা!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল শেরিফের কণ্ঠে।

'শিয়ালটা' মোটেই ক্ষান্ত হয়নি। জুড আর জুলিয়া ব্রুকসের দিকে ফিরল সে। 'প্রত্যেকের জন্যে ত্রিশ হাজার ডলার,' চালিয়াতির স্বরে ঘোষণা করল স্ট্যানলি।

'এখনই দেবে টাকাটা, নগদ?' জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস। 'অত টাকা সঙ্গে আছে তোমার?'

'আছে, তবে একটু ভিন্ন উপায়ে দেনা শোধ করবে ও,' জানাল টেড্রো। 'ওর টাকার বেশির ভাগই ব্যাংকের শেয়ারের বিপরীতে খাটানো।'

'শুনতে অদ্ভুত লাগছে না?'

শ্রাগ করল বয়স্ক ব্যাংকার। 'নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে বিনিয়োগ করার মতই অনর্থক হয়রানি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা। আসলে ব্যাংকের অবস্থা কিন্তু ততটা খারাপ নয়। ওর মত সুবিধাবাদী লোক বেরিয়ে গেলে বরং খুশি হব আমি, বদলে যদি তোমাদের দু'জনকে পার্টনার হিসেবে পাই তাহলে কৃতার্থ হব,' ঘুরে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল সে। 'মি. শেভার্নও এলে খুশি হব।'

'আমার জন্যে মি. স্ট্যানলির ভিন্ন একটা প্রস্তাব আছে বোধহয়,' স্মিত হেসে বলল শেভার্ন।

'কি সেটা?'

'মি. স্ট্যানলি হয়তো ভাবছে শেরিফকে বলবে ভুল করেছে সে। এর আগে আমাকে দেখেনি ও, কিংবা আমার কথাও শোনেনি—বিনিময়ে নিশ্চয়ই আমার এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার চাইবে!'

স্ট্যানলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বোঝাই যাচ্ছে নেহায়েত বিদ্রূপের সুরে বললেও অজান্তে তাকে একটা উপায় বাতলে দিয়েছে শেভার্ন।

'এ তো স্রেফ জঘন্য ব্যবসা!' মুখিয়ে উঠল জুলিয়া ব্রুকস, ঘুরে শেরিফের

দিকে ফিরল। 'মি. শেভার্নের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছি আমি, অথচ ও আমার লোক এই উসিলায় সেটাকে গুরুত্ব দাওনি। কিন্তু ফিটফাট কাপড় পরা একজন প্রতারকের কথা ঠিকই বিশ্বাস করেছ! মি. স্ট্যানলির কথা যদি সত্যিও হয়, মি. শেভার্নকে কিনে নিচ্ছে সে–অর্থাৎ তোমার আইনকে কিনে নিচ্ছে, আর তুমি কি-না দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখছ!'

'আইনকে সবকিছুর উর্ধ্বে রাখার শপথ নিয়েছি আমি। শোনো, জুলিয়া, যদি কখনও দেখো আইনের বরখেলাপ হচ্ছে, জানিয়ো আমাকে। কিন্তু তুমি নিজেই যেহেতু জড়িত, হা-পিত্যেশ না করে বরং বলো কিভাবে নিচের লোকগুলোকে হটিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে যেতে পারব আমরা, কোর্ট হাউসে যেতে না পারলে বিচার হবে কি করে?'

'ভাবছি ওরা জানে কি-না এখানে ঠিক ক'জন আছি আমরা,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল শেভার্ন।

'কিন্তু এই লোকটা নিজেকেই মিথ্যেবাদী বলে প্রমাণ করছে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল মিসেস ব্রুকস, বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখছে স্ট্যানলিকে।

'তোমার পিস্তলেরো বন্ধুও তাই করছে,' শেরিফের কথা শেষ হওয়া মাত্র স্প্রিংফিল্ডের ভারী গর্জনে চমকে উঠল সবাই। ফলাফল জানার আশায় নীরবে অপেক্ষা করল ওরা। চটজলদি ৫০-ক্যালিবার রাইফেল রিলোড করল জুড। পাহাড়ের তলায় লোকজনের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে, কোন একটা ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

'চালিয়ে যাও, বাছা,' উৎসাহ দিল শেরিফ। 'হারামজাদারা তাহলে আড়াল ছেড়ে বেরোতে পারবে না!'

'আর ক'জন বাকি আছে ওদের?' জানতে চাইল টেড্রো।

'সন অকো,' বলল রোজাওরা।

'আমাদের পাঁচজনের বিরুদ্ধে আটজন,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল ব্যাংকার। 'চ্যান্সেলর্সভিলেও এরচেয়ে ভাল ছিলাম আমি!'

'ওহ্ গড! দেখো, আরও লোক আসছে ওদের!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠ জুড।

বাকবোর্ডের কাছাকাছি যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে জুডাস ম্যাকলেন্ডনের হতাশা সংক্রমিত হলো অন্যদের মধ্যে। পেনি-ফার্দিং বাথানের দিক থেকে আরেকটা দল আসছে। সশস্ত্র প্রত্যেকে। মিসেস ব্রুকসের তথ্যটা মনে পড়ল শেভার্নের, মহিলা বলেছিল পেনি-ফার্দিং ছাড়াও ছোট ছোট কয়েকটা বাথান আর হোমস্টেড আছে নিচের উপত্যকায়। সবাই একাট্টা হয়েছে এবার। অন্তত বিশজন হবে, ধারণা করল ও। স্যাডল হর্নে রাইফেল বা কোমরের হোলস্টারে অস্ত্র ছাড়াও বড়সড় স্যাডল ব্যাগের সাইজ দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রয়োজনে থাকার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে।

'মরার আর জায়গা পেলাম না, এমন জঘন্য সব লোকের সঙ্গে মরতে হচ্ছে!' বিতৃষ্ণা আর ক্ষোভের সঙ্গে গর্জে উঠল শেরিফ।

ল-ম্যানের দিকে ঘুরে তাকাল জুডাস ম্যাকলেন্ডন। 'একই অনুভূতি

আমাদেরও–আমার আর জুলিয়ার! অনেকক্ষণ তো বসে ছিলে, এবার কাজ দেখাও। নিজের পেট ছাড়িয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছ? তাহলে ওরা মেসার ওপর উঠে আসার আগেই দেখো কয়েকটাকে শুইয়ে দিতে পারো কি-না।'

হেসে উঠল শেভার্ন। 'দেখো, কোথায় মাটি খুঁড়ছে ওরা।'

'হারামজাদারা!' চিৎকার করে উঠল স্ট্যানলি, মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে তার। 'ওরা এটা করতে পারে না! এই খনি আমার!'

'তোমার জমি খুঁড়ছে না ওরা,' শুধরে দিল ও। 'ভুলে গেছ এটা এখনও ম্যাকলেন্ডনদের সম্পত্তি?'

'সহজ জিনিসটাও বুঝতে পারছ না?' বিরক্তির চেয়ে বিদ্বেষই ছাপিয়ে উঠল তরুণ ব্যাংকারের কণ্ঠে। 'একবার যদি প্যানিং শুরু করে, শেষে কি হবে আমার–আমাদের অবস্থা?'

'কেন, চুপচাপ বসে থাকব!' হেঁয়ালি ভরা কণ্ঠে জবার দিল শেভার্ন, ঘুরে শেরিফের দিকে ফিরল। 'মনে হয় না ম্যাকলেন্ডনদের জমি ছাড়া অন্য কোথাও খোঁড়াখুঁড়ি করেছে ওরা, কিছু দেখেছ বা শুনেছ তুমি?'

'গত বিশ বছরে এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি।'

'সবই ছেঁকে নিয়ে যাবে ওরা, আমাদের জন্যে কিচ্ছু রাখবে না!' বিড়বিড় করে হাহাকার করল স্ট্যানলি।

'কাজটা করতে সময় লাগবে। সোনার গুঁড়োতে থলে ভরে গেলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে ওরা, কিন্তু যাবে কিভাবে? খরচ করবে কোথায়? প্রথমে যাবে সোডা স্প্রিং-এ, কারণ সবচেয়ে কাছের এবং একমাত্র শহর ওটাই। সোনার গুঁড়ো দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনবে ওরা, এমন সোনা বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকবে শেরিফের। তাই না, মি. জেসন বেলহ্যাম?'

'মনে হয় পারব।'

'তাই করতে যাচ্ছ তুমি,' মুখিয়ে উঠল জুড়।

সোনা-জুরে আক্রান্ত স্ট্যানলির চোখে নতুন করে আশার সঞ্চার হলো। 'প্রত্যেককে ত্রিশ হাজার ডলার দেব,' প্রতিশ্রুতি দিল সে। জুড বা তার বোনকে উৎসাহ প্রকাশ করতে না দেখেও ক্ষান্ত হলো না, খেই ধরল প্রসন্ন স্বরে, 'নগদ এই আছে আমার। টেড্রোকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো। কিন্তু তারপরও দশ হাজার করে দেব তোমাদের, তবে নগদ দিতে পারব না। আজ থেকে এক বছরের মধ্যে ওই টাকা পরিশোধ করব, এমন অঙ্গীকার পত্র লিখে দেব।'

'পুরো বাথানের জন্যে?' জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস।

'শুধু খনির অধিকার দরকার ওর,' পরামর্শ দিল শেভার্ন। 'সোনার খোঁজে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হলে চলে যাবে উৎসাহী মাইনাররা, তুমিও নিশ্চিন্তে বাথানের কাজ করতে পারবে।'

'ইচ্ছে হলে অবশ্য পার্টনারশিপেও যেতে পারো,' বলল টেড্রো।

শেভার্নের দিকে তাকাল জুলিয়া ব্রুকস। 'আর তুমি?'

'আমার আবার কি!'

'আমরা যদি ওর সঙ্গে চুক্তিতে সই করি, তোমার কি হবে? তুমিও তো এক-

তৃতীয়াংশের মালিক, তাই না?'

নিচে এস্টেটের কাছে তর্ক করছে দুটো দল। ওদেরকে অবরোধ করে রাখা দলটা খোঁড়াখুঁড়ি করছে, লড়াইয়ের ব্যাপারে একেবারেই নিরুৎসাহী। কয়েকজন ইতোমধ্যে ছোট একটা স্লুইস বক্স সেট করে ফেলেছে। ক্রীকের পানিতে প্যানিং করছে অন্যরা।

'মাটি খুঁড়ছে ওরা, প্যানিংয়ের কারণে পানি ঘোলাটে হয়ে যাবে। নোংরা পানি দেখেই সন্দেহ হবে অন্যদের, বেসিনের সমস্ত লোক সোনার লোভে এখানে চলে এলে একটুও অবাক হব না।'

স্লুইস বক্সে ক্লান্তিহীন ভাবে পাথর আর মাটি ফেলছে এক লোক, তাকে নিশানা করল জুডাস ম্যাকলেন্ডন।

'উঁহুঁ, গুলি কোরো না,' পরামর্শ দিল শেভার্ন। 'অপেক্ষা করেই দেখো, ওরা নিজেরাই কামড়াকামড়ি শুরু করে দিতে পারে।'

'সত্যিই এমন কিছু হবে?'

'সকাল হওয়ার আগে আরও শ'খানেক লোক ভিড় করবে আশপাশে, ক্লেইম বা জায়গার দখল নিয়ে নিজেরাই লড়াই শুরু করে দিতে পারে।'

'সর্বোচ্চ ষাট হাজার দেওয়ার ক্ষমতাই আছে আমার,' পুনরাবৃত্তি করল স্ট্যানলি। 'মাথা পিছু নগদ ত্রিশ হাজার, আর দশ হাজার পরে শোধ করব এমন একটা নোট দেব প্রত্যেককে–ঠিক আছে, পনোরোই দেব!'

সীমাহীন বিতৃষ্ণা নিয়ে সঙ্গীকে দেখছে উইলিয়াম টেড্রো।

'আমাকে কি দেবে?' জানতে চাইল শেভার্ন। 'আমার স্বাক্ষর ছাড়া কিন্তু কাজ হবে না।'

নিচের উপত্যকায় গর্জে উঠল দুটো রাইফেল। শেভার্ন মনে করেছিল ওদের উদ্দেশে গুলি করেছে কেউ, কিন্তু দেখল হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে লোকগুলোর মধ্যে। দু'দিকে আলাদা হয়ে গেছে দুটো দল। কিন্তু ওর প্রত্যাশা অনুযায়ী কিছুই ঘটল না। দখলের লড়াই বাদ দিয়ে হঠাৎ ওদের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ল কয়েকজন, বাকিরা প্যানিং বন্ধ করে সরে গেল একপাশে। পেনি-ফার্দিং রাইডারদের সঙ্গে যোগ দিল কয়েকজন। মেসার দিকে গুলি করতে সুবিধে হবে এমন জায়গায় অবস্থান নিচ্ছে লোকগুলো। কিছু লোক রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্রীকের দিকে সরে গেল।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, অন্তত নরকে যাওয়ার জন্যে,' তাচ্ছিল্যের হাসি শেরিফের মুখে, ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেভার্নের দিকে। 'যেভাবেই হোক না কেন, হয় এখানেই তোমার মরণ নয়তো সোডা স্প্রিং-এ ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে যাচ্ছ।'

'তাই?' ঘুরে স্ট্যানলির দিকে ফিরল শেভার্ন। 'তোমার অফারটা কি, স্যার?'

'অসহ্য!' ঝামটে উঠল মিসেস ক্রুকস। 'মানুষের জীবনের কেনা-বেচাও দেখতে হচ্ছে আমাকে!'

'অন্যের জীবন নিয়ে কেনা-বেচা করছি না আমি, মিসেস ক্রুকস। কেবল নিজের জীবন নিয়ে রফা করছি। সন্ধি ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। দোষটা

তোমাদের নীরস শেরিফের, নিরেট সাক্ষ্য বা যুক্তি কোনটাই মনে ধরছে না ওর। এ অবস্থায় ওর একমাত্র সাক্ষীকে...'

'নিশ্চিত হতে পারছি না, আসলেই তোমার নাম শুনেছি কি-না,' বিরস মুখে বলল স্ট্যানলি।

'কি মনে হয়, যথেষ্ট স্মৃতি লোপ পেয়েছে ওর?'

'ঠিক আছে! কখনও তোমার নাম শুনিনি। কস্মিন্‌কালেও মিসৌরির ধারে-কাছে যাইনি আমি!'

'খেপে যাচ্ছ দেখছি! এবার বলো তো, এত যে অপমান সহ্য করতে হলো আমাকে, তার বিনিময়ে কি পাচ্ছি?'

গুলির তুবড়িতে কাঠ চেরাইয়ের শব্দে ভেঙে গেল সন্ধিটা। পরমুহূর্তে বাফেলো গানের কান ফাটানো তীক্ষ্ণ গর্জন শুনতে পেল শেভার্ন। 'আই!' অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল রোজাওরা, হাড় জিরজিরে বাহুতে একটা স্প্লিন্টার ঢুকে গেছে।

বাকবোর্ডের দেয়ালের ফুটো দিয়ে উপত্যকার দিকে তাকাল শেভার্ন। দেখা যাচ্ছে লোকটাকে, ওপাশের পাহাড়ের ওপর বসে আছে। বাফেলো গান তাক করছে ফের। কোল্টের রেঞ্জের বাইরে, অসহায়ত্ব নিয়ে দেখল শেভার্ন, বিষণ্ন মনে একপাশে সরে দাঁড়াল ও। পরমুহূর্তে গুলি করল জুড। অধীর অপেক্ষায় থাকল ওরা, কয়েক সেকেন্ড পর আবারও বাফেলো গানের কান ফাটানো গর্জন শুনতে পেয়ে বুঝল মিস্ করেছে জুড। বাকবোর্ডের চাকায় এসে লাগল বাফেলো গানের বুলেট, তেমন ক্ষতি না করলেও কেঁপে উঠল পুরো বাকবোর্ড।

'যদি জানতাম তোমরা যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে,' পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা শেরিফ আর ব্যাংকারদের উদ্দেশে বলল শেভার্ন। 'তাহলে আরও বড় একটা দুর্গ তৈরি করতাম।' নিষ্ঠুরের মত তিনটে শরীরের ওপর দিয়ে ক্রল করে রোজাওরা আর মিসেস ব্রুকসের দিকে এগোল ও, তিনজনের অস্ফুট কাতরানি বা বিরক্তি কোনটাই গ্রাহ্য করল না।

ব্যথায় কাতরাচ্ছে না রোজাওরা, বরং নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করছে। স্প্লিন্টারটা বের করছে মিসেস ব্রুকস, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করল মহিলা। স্প্লিন্টার বেরিয়ে আসতে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল। দ্রুত নিজের পেটিকোট খানিকটা তুলে ফেলল মিসেস ব্রুকস, ক্ষণিকের জন্যে আকর্ষণীয় গোড়ালি আর সুঠাম পা জোড়া উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। জিনিসটা নতুন, ছিঁড়ছে না। ছুরি বের করে একটা পরতা কেটে দিল শেভার্ন, তারপর রোজাওরার বাহুতে বেঁধে দিল শক্ত করে।

'ম্যাটালস,' পরামর্শ দিল মহিলা। 'পেরো ডেসপ্যাসিও।'

'উঁহুঁ, ধীরে কাজ সারতে পারব সেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না,' বলল শেভার্ন। 'কিন্তু ওদের কয়েকজনকে যে খুন করব তাতে কোন সন্দেহ নেই।' ঘুরে মিসেস ব্রুকসের দিকে ফিরল ও, পেটিকোটের একটা অংশ হারালেও সৌন্দর্য বা স্বতঃস্ফূর্ততা, কোনটাই হারায়নি লাল-চুলো। 'কেমন লাগছে আজ?' স্মিত হেসে জানতে চাইল ও। 'কিছুটা হলেও সতেজ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

শ্রাগ করল জুলিয়া ব্রুকস। বাকবোর্ডের কাঠে বিঁধল আরেকটা শট বুলেটের

তুবড়িতে খসে পড়ল পুরু কাঠ, তবে হতাহত হলো না কেউ।

'মেনে নাও,' বিড়বিড় করে বলল শেভার্ন। 'অযথাই তর্ক করছ!'

'কি বললে?'

চোখের ইশারায় মহিলাকে সতর্ক করল ও। টেড্রোর শরীরের নিচে চাপা পড়েছে স্ট্যানলি, ঘাস ফড়িংয়ের মত পিছলে বেরোনোর চেষ্টা করছে। 'শুধু খনির অধিকার ত্যাগ করতে হবে,' ফিসফিস করে বলল শেভার্ন। 'চুক্তি সই করার সময় টেড্রো, শেরিফ আর অন্যদের সাক্ষী হিসেবে রেখো।'

'কিসের চুক্তি?'

'যেটার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমি। ইচ্ছে হলে অনীহা প্রকাশ করতে পারো, কিন্তু স্বাক্ষর কোরো।'

'কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে...'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। শেষপর্যন্ত ঠিকই পিছলে বেরিয়ে যেতে পারব,' ফের মুখ খুলতে যাচ্ছিল মিসেস ব্রুকস, চোখের ইশারায় তাকে বাধা দিল শেভার্ন। 'মেক্সিকোয় আমাকে দেখেছে ও,' নিচু স্বরে যোগ করল। 'রেনারের খুন আর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আমার বিচারের সময় হুয়ারেজের অধীন কোর্টে ছিল স্ট্যানলি। হোক না প্রহসন মূলক বিচার, কিন্তু দেখেছে তো! আপাতত এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় দেখছি না, কারণ শেরিফও বিশ্বাস করছে ওকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বহু পুরানো একটা পোস্টার আছে আমার নামে। ওটা উপেক্ষা করা সত্যিই কঠিন।'

'কিন্তু এভাবে...' ঠোঁট কামড়ে ধরল লাল-চুলো, কথাটা শেষ করল না।

'কিছুটা ছাড় না দিলে স্ট্যানলিকে গাঁথা যাবে না। পরে ওকে, এমনকি শেরিফকেও সামাল দেয়া যাবে। আগে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। নিজেদের শক্তি না বাড়ালে ওস্টেনভেল্টদের সঙ্গে টিকতে পারব না আমরা।'

শ্রাগ করল জুলিয়া ব্রুকস, সংশয় ফুটে উঠেছে চাহনিতে।

'ওর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে কাজ হবে না, লাইমি, এখান থেকে বেরোতে হলে অন্য কিছু করতে হবে তোমার!' সতর্ক করল শেরিফ। 'তবে শেষপর্যন্ত দড়িতে ঠিকই ঝুলবে তুমি!'

'আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম তোমাকে, নাকি তোমার বন্ধুদের মধ্যে আগে কাকে নেকড়ের দলের মাঝখানে ছেড়ে দেব,' নিস্পৃহ স্বরে বলল শেভার্ন, কথাটার ফল দেখার অপেক্ষায় থাকল না। ক্রেট আর ব্যারেলের ফাঁক গলে তাঁবুর একেবারে কোণে এসে কাগজ-কালি-কলম খুঁজে ফিরে এল মিসেস ব্রুকসের কাছে।

'শেষ ইচ্ছে এবং স্বীকারোক্তি?' তামাশার সুরে উস্কানি দিল শেরিফ।

তাকে অগ্রাহ্য করল জিম শেভার্ন, দ্রুত কলম চালাচ্ছে। খনির অধিকার হস্তান্তর এবং মূল্য পরিশোধের শর্তগুলো যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় লিখল। শেষ করে কাগজটা লাল-চুলোর হাতে ধরিয়ে দিল।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জুড। 'স্ট্যানলি যদি খুন হয়ে যায়, কিংবা পরে যদি টাকা দিতে অস্বীকার করে?'

টেড্রোর দিকে ফিরল শেভার্ন। 'চুক্তিতে তোমারও সই দরকার হবে।'
'কেন?'
'কারণ একটা সই স্বাক্ষরকারীর চেয়ে শ্রেয়তর কিছু নয়। আমার সং হচ্ছে শেষপর্যন্ত হয়তো সততার জন্যে দুঃখ করবে তুমি।'
হাসল টেড্রো। 'ভাবছি ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি-না।'
'যদি বেঁচে থাকো, এবং মি. স্ট্যানলি যদি কখনও মত পাল্টে ফেলে, ব্যাংকে ওর শেয়ার থেকে ষাট হাজার ডলার কেটে রাখার ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে তোমাকে মি. টেড্রো। টাকাটা সমান ভাগ করে মিসেস জুলিয়া ব্রুকস আর জুডাস ম্যাকলেন্ডনকে দেবে। যদি বাড়তি ত্রিশ হাজার ডলার জোগাড় করার ক্ষীণ সম্ভাবনাও থাকে, চুক্তি অনুযায়ী মি. স্ট্যানলির কাছ থেকে বা ওর যে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকবে তোমার।'
'যত ইচ্ছে হাসতে থাকো,' আমুদে স্বরে বলল স্ট্যানলি। 'এবার সত্যিই ধনী হতে যাচ্ছি আমি!'
'তুমি কি নিশ্চিত?' শেভার্নের উদ্দেশে নিচু স্বরে জানতে চাইল লাল-চুলো। 'যতটুকু সোনাই উত্তোলিত হবে, হয়তো একটা অংশ দাবি করা উচিত আমাদের...'
'ফিরমালো!' আচমকা অধৈর্য স্বরে বলে উঠল ডোনা রোজাওরা।
মহিলা ওর মনের কথাটা বলে দেওয়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করল শেভার্ন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভাই-বোন। স্ট্যানলি স্বাক্ষর করার পর শেরিফ আর টেড্রোও সই করল তারপর পুরো এক ঘণ্টা ধরে চুক্তির আরও চারটে কপি তৈরি করল শেভার্ন, প্রতিটিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করল। জুড, জুলিয়া ব্রুকস, স্ট্যানলি প্রত্যেককে ... কপি দিয়ে নিজের কাছে দুই কপি রেখে দিল।
'মি. স্ট্যানলি,' বলল ও। 'বুঝতেই পারছ তুমি যদি মারা যাও, চুক্তির ... এতটুকু বদলাবে না। ষাট হাজার ডলার কার্যত এখন ম্যাকলেন্ডনদের সম্পত্তি।'
'এবং সমস্ত সোনা আমার একার সম্পত্তি!' নেকড়ের মত হাসল স্ট্যানলি।
'প্রতিটি আউন্স,' একমত হলো শেভার্ন। 'শেরিফ জেসন, মি. টেড্রো ... আমি সাক্ষী রইলাম, এবং সর্বোপরি স্বয়ং ঈশ্বর তো আছেনই!' বাফেলো গা... তীক্ষ্ণ শব্দে ঘোষণাটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। রোদের অত্যাচারে ফ্যাকাসে হয়ে যাও... বাকবোর্ডের কাঠ খসে পড়ল দেয়াল থেকে, ছুটে আসা স্প্লিন্টারের আঘাতে এ জায়গায় ফুটো হয়ে গেল তাঁবুর ক্যানভাস, তবে হতাহত হলো না কেউ।
'ম্যাটালোস,' পুনরাবৃত্তি করল রোজাওরা। 'নো ইমপোর্টা কোয়ে ডেসপ্যাসিও পেরো ম্যাটালোস।'
একমত হওয়ার ইচ্ছে শেভার্নের। দেরি হলো বা না-হলো তাতে কিছু যায় আসে না এখন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বুশহোয়্যাকারদের খতম করতে হবে।
নিচের উপত্যকায় উঠে দাঁড়িয়েছে একজন, দুর্গ হিসেবে কাজ দেওয়া বাকবোর্ডের কি ক্ষতি হলো দেখার ইচ্ছে ছিল বোধহয়। স্প্রিংফিল্ডের ভারী ক্যালিবারের গুলি লোকটার খায়েশ মিটিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ। গান পাউডারের ধোঁয়া

লিয়ে যাওয়ার আগেই রিলোড করল জুড। 'আন কার্বন মেনোস,' সবক'টা দাঁত করে রোজাওরার উদ্দেশে বলল ছেলেটা।

'জুড!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মিসেস ব্রুকস। 'এভাবে অভদ্রের মত কথা বলো

'খুনখারাবিতে ক্ষতি নেই, যত দোষ কেবল খিস্তি করলে!' অসন্তোষের সঙ্গে বিড়বিড় করল তরুণ ম্যাকলেন্ডন।

উত্তরটায় শুধু শেভার্নকেই সন্তুষ্ট মনে হলো। সূর্যের দিকে তাকাল ও। সন্ধের অনেক বাকি এখনও। সকালের মতই পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। তাঁবুর নিচে অলস ভাবে কাটিয়ে চলে গেছে একটা দিন, অস্থির মতির লোকগুলো ওর মেজাজ বদলে দিতে পারেনি এতটুকু। বাকবোর্ডের পাশে খোলা জায়গায় কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল শেভার্ন, সচেতন সরাসরি বাফেলো গানের একটা বুলেট বাকবোর্ডে বিদ্ধ হলে স্প্লিন্টার বা কাঠের ফালি এসে পড়বে গায়ে।

ওর ঘুমানোর প্রস্তুতি দেখে অভিযোগ নিয়ে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া ব্রুকস। কিন্তু নিজের ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত শেভার্ন, বিবেকের দংশনও অনুভব করছে না। বুড়ো নীল ম্যাকলেন্ডনের উইলের শর্ত অনুযায়ী সামর্থ্যের মধ্যে সবই করেছে, বাকিটা এবার ঈশ্বরের কৃপার ওপর নির্ভর করছে। মুখের ওপর স্যাভিলানো চাপিয়ে দিল ও, আনমনে নিজের বিবেককে সতর্ক করল যাতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়।

হয়তো সৎ নৈতিক চেতনার কারণেই, ঘুমটা নিরবিচ্ছিন্ন হলো ওর। জেগে দেখল ঘণ্টা খানেক পেরিয়ে গেছে, পশ্চিমাকাশে নেমে গেছে সূর্য। ছোট করে জ্বালা আগুনের কাছে রান্নার আয়োজন করছে মিসেস ব্রুকস, আগুনটা এমন জায়গায় যে দূর থেকে সহজে চোখে পড়বে না কারও, নিচের উপত্যকা থেকে তো নয়ই। থালা-বাসন পরিষ্কার করছে ডোনা রোজাওরা। এখনও মাঝে মধ্যে দু'একটা গুলি ছুটে আসছে উপত্যকা থেকে, গম্ভীর শব্দে বিঁধছে বাকবোর্ডের গায়ে, কিংবা শিস কেটে চলে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, কিন্তু কেউই ভ্রূক্ষেপ করছে না তেমন।

আপাতত নিশ্চিন্ত, কিন্তু অনিশ্চয়তায় ভরা সময়টা পড়ে আছে সামনে, জানে ওরা সবাই।

তেরো

একটা ঘোড়াও নেই কোথাও, ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে। পেনি-ফার্দিং রাইডাররা চুরি না করলেও পরে রাউন্ড আপ করতে হয়তো কয়েকটা দিন লেগে যাবে। রোজাওরার দিকে তাকাল শেভার্ন। তাঁবুর এককোণে বসে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করছে মহিলা, বাহুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, রক্তক্ষরণ অবশ্য হচ্ছে না এখন। উদাসীন মুখ, বৈরী পরিবেশে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে অন্তত এই জিনিসটা শিখেছে।

ইউসেবিওর কথা মনে পড়ল শেভার্নের, পাহাড়ের ওপরে আছে সে। সরে যাওয়ার সুযোগ নেই। ভেড়ার পাল ছেড়ে চলে যেতে চাইলেও পারবে না, নির্ঘাত নিচের উপত্যকার লোকগুলোর রোষের শিকার হবে।

শেরিফের দিকে ফিরল শেভার্ন। চুল আর গোঁফের মতই ধূসর হয়ে গেছে লম্যানের মুখ। 'কয়োটগুলো কি জানে এখানে আছ তুমি? সবকিছুর পরও তুমিই এখানকার শেরিফ, তাই না?'

শ্রাগ করল শেরিফ। 'চাইছ উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরকে নিজের উপস্থিতির কথা বলি, আর বুলেট দিয়ে আমার মাথাটা উড়িয়ে দিক?'

উপত্যকায় আগুন জ্বেলেছে লোকগুলো, বেশ বড়সড় করে। কয়েকটা পরিকল্পনা দোলা দিচ্ছে শেভার্নের মাথায়, কিন্তু কোনটাই নিশ্ছিদ্র নয়। ক্লান্ত লম্যানকে নিরীখ করল ও। 'তোমার প্রস্তাবের জন্যে এখনও অপেক্ষা করছি আমি।'

'এখানে একটা বুলেট, অথবা সোডা স্প্রিং-এ দড়ি—যা ইচ্ছে বেছে নাও!' বয়স কিংবা ক্লান্তির পরও অতি পরিচিত গোঁয়ার্তুমির চিহ্ন ফুটে উঠল শেরিফের মুখে। 'কেন তোমাকে কিছু অফার করব আমি?'

'কারণ, অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আমার সার্ভিস দরকার হবে তোমার। স্বচক্ষে দেখেছ কয়েকবার তোমার এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় চৌকস সার্ভিস দিয়েছি আমি। ম্যাকলেন্ডনরা ওদের সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অফার করেছে আমাকে, যার কারণে দারুণ একটা চুক্তির মাধ্যমে নগদ লাভ হয়েছে ওদের, আর আমি পেয়েছি দুর্বৃত্তের দুর্নাম।

'অস্পষ্ট একটা ঘটনা আর অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার অফার পেয়েছি আমি, কিন্তু সেটার ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। মি. টেড্রো ছিল বলেই রক্ষা, আমার সঙ্গে কোন চুক্তি হয়নি ওর। রোজাওরার সঙ্গেও আনুষ্ঠানিক কোন অঙ্গীকার হয়নি, কিন্তু আমাদের দু'জনেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন—নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য আছে আমাদের। শুধু তুমিই বাকি রইলে, তোমারও একটা অঙ্গীকারে আসা দরকার।'

'বুলেট অথবা দড়ি,' একগুঁয়ে স্বরে পুনরাবৃত্তি করল বয়স্ক লোকটি। 'টিনহর্নদের নিয়ে কোন কাজ নেই আমার। প্রথম দেখার সময়ই তোমাকে এ তল্লাট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'মি. শেভার্ন,' জানতে চাইল লাল-চুলো। 'আমরা সবাই তো একসঙ্গেই ছিলাম এখানে!'

'না, মিসেস ব্রুকস। সত্যি কথা বলতে কি, সারাদিন জুড়ই শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আমাদের পক্ষ নিয়ে একটা গুলিও কি করেছে অতিথিদের কেউ?' মহিলার মুখ দেখেই শেভার্ন বুঝল ঘুমানোর সময় কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হয়নি ও, প্রসন্ন স্বরে খেই ধরল: 'এখন বরং ভিন্ন ভাবে চিন্তা করছি আমি। তিনটে বন্দুক যাতে শত্রুপক্ষে যোগ না দেয় সেই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ওরা যদি আমাদের নিরাপত্তার মধ্যে থাকতে চায়, আমাদের খাবার বা পানির ভাগ চায়...'

'ওদেরকে তাড়িয়ে দেবে?'

'বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা ছাড়াই নিরস্ত্র অবস্থায় চলে যেতে বাধ্য করব। মি. টেড্রোর কথা অবশ্য আলাদা, মনে হচ্ছে আমার মতই অন্যের অপরাধের

ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে ওকে।' ঘুরে শেরিফের দিকে তাকাল শেভার্ন। 'আমার জীবনের বিনিময়ে কিছু ঘোষণা করোনি তুমি, কিন্তু তোমার জীবনের মূল্য কতটা?'

কষ্টকৃত হাসি দেখা গেল ল-ম্যানের মুখে। 'তোমার কি মনে হয়, কতটা তেজ এখনও বাকি রয়েছে আমার?'

এবার শেভার্নের হাসির পালা। 'অভিজ্ঞ নাবিকের মত, আমরা দু'জনেই জানি কেবল বোকা আর তরুণরাই অযথা সাহসী হওয়ার ভান করে। এতদিন যখন টিকে আছ তোমাকে চালু লোকই বলতে হবে, তবে সময়মত সাহস দেখাতে কিছুটা অনীহা আছে তোমার।'

'আসলে তুমি কি চাও?'

প্রশ্নটা ত্যক্ত করে তুলল শেভার্নকে। 'ঠিক নিশ্চিত নই আমি, তবে কেউ কিছু সাধছে, চিন্তাটাই ভাল লাগছে।'

'তোমার ধারণা আমাদের যে কারও চেয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তোমারই বেশি?'

'তোমার মতই, শেরিফ, বিপদ এড়িয়ে যাওয়ার সহজাত প্রবণতা তৈরি হয়েছে আমার মধ্যে। কোন কিছু করার আগে পরিণতিটা ভেবে দেখি, ঝুঁকি বিচার করি। অতি উৎসাহী জুডের মত চাঁদের আলোয় নিজের মাথা উন্মুক্ত করে রাখতে রাজি নই আমি।'

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল ছেলেটা, লাল হয়ে গেছে মুখ, এবং নায়কোচিত ভাবটাও উধাও হয়ে গেছে ভাবভঙ্গি থেকে।

'বুঝতে পারছি না আমার কাছ থেকে ঠিক কি চাও তুমি, যদি দেওয়ার ক্ষমতাও থাকত আমার। যাক্গে, সারা দিনে তোমাকে তো তেমন কিছুই করতে দেখলাম না।'

'খেয়াল করেছ বলে ধন্যবাদ। ফ্যাবিয়াস বলে ডেকো আমাকে।'

'আমি তো জানতাম তোমার নাম শেভার্ন।'

'ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমাস একজন রোমান,' ব্যাখ্যা করল টেড্রো। 'মোক্ষম সময়ের জন্যে অসীম ধৈর্য ধরত সে, আর এভাবেই অসংখ্য যুদ্ধে জিতেছে লোকটা।'

'মনে হচ্ছে এবার তোমার পালা এসে গেছে,' বলল জুড।

শেলের আঘাতে ফুটো হওয়া বাকবোর্ডের তলা দেখল শেভার্ন, সূর্যের দিকে তাকাল এরপর। 'এত তাড়াতাড়ি এমন কিছু ঘটবে আশা করিনি,' বিড়বিড় করল ও।

নিচে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পেনি-ফার্দিং রাইডাররা। সোডা স্প্রিং থেকে যে ফ্রেইট ওয়্যাগনটা চালিয়ে নিয়ে এসেছিল শেভার্ন, ওটার জোয়াল আর ঘানি খুলে ফেলেছে। কেবল পেছনের চাকা দুটো আছে। অদ্ভুত আকৃতির এই ওয়্যাগন ঠেলে ঢালের দিকে নিয়ে আসছে লোকগুলো।

অদ্ভুত হলেও কার্যকর, স্বীকার করতেই হচ্ছে পেনি-ফার্দিং রাইডাররা হাতের কাছে যা পেয়েছে সেটাই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে। ভারী ওয়্যাগনটা ধীরে ধীরে ঠেলে আনছে ওরা, তাড়া নেই। ওয়্যাগনের পাটাতনে অন্তত বিশজন লোক

অবস্থান নিতে পারবে। পুরোদস্তুর কামান ছাড়া কোন মার্কসম্যানের পক্ষেই এদেরকে থামানো সম্ভব নয়।

'টেস্টুডো!' বিড়বিড় করল টেড্রো।

'চাকার ব্যাপারটা বাদ দিলে,' একমত হলো শেভার্ন। 'যদিও সত্যিকার টেস্টুডোর মত ছাত নেই এটার।'

'কি নিয়ে কথা বলছ তোমরা?' বিরক্তি প্রকাশ করল শেরিফ।

'টেস্টুডো। সীজারদের আমলে খুব কার্যকরী যুদ্ধ-বাহন ছিল জিনিসটা। প্রাচীর বা দুর্গের দেয়াল ভাঙার জন্যে ব্যবহার করত রোমানরা, মিলিত ভাবে সবার জন্যে শিরস্ত্রাণের কাজ করত ওটা।'

শীতল হাসি দেখা গেল শেরিফের মুখে। 'এবার কি করবে, টিনহর্ন? কামান বা প্রয়োজনীয় গান পাউডারও নেই তোমার কাছে!'

'দেখা যাক কি করা যায়। বোঝাই যাচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ বা সাহায্য পাব না।' অদ্ভুত ফ্রেইট ওয়্যাগনটা দেখল ও, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে ওটা। যুক্তির খাতিরে বলা যায়, ঢালের নিচ থেকে কাভার দেবে অন্যরা। কিন্তু কেউই গুলি করছে না। ক্রীকের কাছে কয়েকজন একগুঁয়ে মাইনার প্যানিং আর স্লুইসিং নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে কি হচ্ছে সে-সম্পর্কে একেবারে উদাসীন।

'তোমাদের পাহাড়ী লোকদের নিকুচি করি!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিদ্বেষ প্রকাশ করল স্ট্যানলি, গুলি করল সে–এই প্রথম। কিন্তু ওয়্যাগনের দিকে নয়, বরং প্লেসার* মাইনাররা তার টার্গেট। বেলচা থামিয়ে মেসার দিকে তাকাল লোকগুলো, মুহূর্ত খানেক পরই ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার।

এস্টেটের কাছ থেকে ওয়্যাগনটাকে কাভার করছে না কেউ, ইচ্ছে করে গুলি করছে না? নাকি ওয়্যাগনের ভেতরে অবস্থান নিয়েছে সবাই? কোন রকমে ওয়্যাগনটা ধ্বংস করতে পারলে সমূলে বিনাশ হবে শত্রুপক্ষ। কিন্তু কিভাবে? চোখ কুঁচকে তাঁবু, বাকবোর্ড আর আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্রের দিকে তাকাল শেভার্ন। বাকবোর্ডটা ওয়্যাগনের চেয়ে বেশ মজবুত, ব্যারেল আর ক্রেটগুলোর জন্যে আরও ওজন বেড়েছে ওটার।

বিপক্ষ কাছে চলে এলে হয়তো কয়েকজনকে হতাহত করতে পারবে ও, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাকবোর্ড বা ওদের ক্যাম্পের নিশানাও রাখবে না প্রতিপক্ষ। পরিস্থিতিটা সত্যিই বিপজ্জনক।

গুলি করল জুড। ওয়্যাগনের গায়ে চল্টা ওঠাল গুলিটা, মজবুত কাঠের বুকে স্রেফ একটা ক্ষত তৈরি করল। আগের মতই ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ওটা।

'পুরোপুরি টেস্টুডো বলা যাবে না ওটাকে,' বিড়বিড় করল টেড্রো।

'বাড়তি গান পাউডার আছে আমাদের কাছে?' জানতে চাইল শেভার্ন।

---

* নদ্যাদিতে বালি, কাঁকর, নুড়ি প্রভৃতির অবক্ষেপ যা ছেঁকে সোনা বা অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়

'পোল্‌ভোরা?'

নড করল ও। বোঝাই যাচ্ছে স্থানীয় লোকজন এখনও মাজল-লোডিং অস্ত্র ব্যবহার করে, অন্তত শটগানের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। ম্যাকলেন্ডনদের স্টোরে জিনিসটা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার সম্ভাবনা কম, কারণ বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রয়োজন হয়তো এখানে পড়েইনি কখনও। তবে থাকলেই স্বস্তি বোধ করবে ও। ক্রীকের কাছে গর্তটার কথা মনে পড়ল ওর, আরেকটু হলে পৈত্রিক প্রাণটা হারিয়ে বসেছিল!

'টেঙা,' ভাল হাত দিয়ে টিনের একটা ক্যান ওর উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল ডোনা রোজাওরা।

চোখ কুঁচকে ক্যানের গায়ের লেখাগুলো পড়ল শেভার্ন: *'এক পাউন্ড ডুপন্ট ব্ল্যাক পাউডার। শীতল ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।'* ক্যান নেড়ে জানতে চাইল ও, 'এস টেডো?'

রোজাওরা ওকে নিশ্চিন্ত করল স্বামীর তাবৎ হান্টিং সাপ্লাইয়ের মধ্যে ক্যানের তলানির সামান্য এই মসলাই অবশিষ্ট ছিল। এস্টেট পুড়ে যাওয়ার পরও কিভাবে জিনিসটা অক্ষত রইল কে জানে; এরকম বিপজ্জনক জিনিস বাসস্থানের কাছাকাছি কেউই রাখে না। রোজাওরার স্বামীও রাখেনি নিশ্চয়ই।

চারপাশে তল্লাশ চালাল শেভার্ন, ব্যবহার করার মত কিছু যদি পেয়ে যায়। বিকেলে খাওয়া মাংসের স্টু জমাট বেঁধেছে একটা বাটিতে, পুরু চর্বির স্তর জমেছে ওপরের দিকে, তারই কিছুটা সংগ্রহ করল ও। সেলুন-পিস্তলের এক মুঠি কার্তুজ খুঁজে পেল, বাকবোর্ডের আসনের কুশন থেকে সংগ্রহ করল চামড়ার পাতলা ফালি। ব্ল্যাক পাউডারের সঙ্গে চর্বি আর কার্তুজ মিশিয়ে চামড়ার মোড়ক তৈরি করল এরপর, পুরোটাই ক্যানের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

'ইয়া এল চিলি?' দু'মুঠো লাল পাউডার সরবরাহ করল রোজাওরা।

জিনিসটা চিনতে পারল শেভার্ন, মরিচের গুঁড়ো। এস্টেটে আসার পর থেকে এই জিনিসটাই ওর হজম শক্তিকে একহাত দেখে নিচ্ছে। বিস্ফোরকের মিশ্রণের সঙ্গে মরিচের গুঁড়ো মেশাল ও এবার।

'দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাবে না তুমি,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল শেরিফ।

'এভাবে চিৎকার করে খবরটা যদি শত্রুপক্ষের কানে দিতে থাকো, আমি হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করব তোমাকে!'

'কোন ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' সাগ্রহে জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস।

'পাহাড় টলিয়ে দেয় এমন বিশ্বাস রাখো, যার জোরে হয়তো অদ্ভুত ওই ওয়্যাগনটাকে পাশের কাউন্টিতে সরিয়ে দিতে পারব।'

'আমার বিশ্বাস এবং আস্থা, দুটোই তোমার ওপর, মি. শেভার্ন। দয়া করে হতাশ কোরো না আমাকে।'

'কয়লার তেল থাকলে জিনিসটা সম্পূর্ণ হত,' ঢালের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বলল ও, ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওয়্যাগনটা। যে হারে এগোচ্ছে, সন্ধের আগেই মেসায় পৌঁছে যাবে। 'সবাই লোড করেছ তো, তৈরি? শেষ মুহূর্তে

হয়তো তোমাদের সাহায্য দরকার হবে। ওরা কেউ যেন ফিরে যেতে না পারে।'

'তোমার সঙ্গে আছি, আপাতত,' বিরস মুখে জানাল শেরিফ বেলহ্যাম। 'ঝামেলাটা শেষ হলেই তোমার ব্যাপারে মনোযোগ দেব।'

'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!' দার্শনিক স্বরে মন্তব্য করল শেভার্ন।

'আমার দিকে যখন বুলেট ছুটে আসে, দর্শন নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাই না,' বলল টেড্রো। 'এই অনর্থক হয়রানির জন্যে সান্তা ফে থেকে বেরিয়েছি ভাবতেই দুঃখ হচ্ছে!'

'আমার সোনা চুরি করছে ওরা!' হঠাৎ করেই খেপে উঠল স্ট্যানলি, প্রবল রোষের সঙ্গে স্লুইস বক্স নিয়ে কর্মরত মাইনারদের উদ্দেশে গুলি করতে শুরু করল, মুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি রেঞ্জের বাইরে আছে লোকগুলো। রাইফেলটাও অল্প বোরের রিপিটার, গৃহযুদ্ধের শুরুর দিকে প্রচলন শুরু হয় ওটার। কেবল তীক্ষ্ণ মনোযোগের সঙ্গে নিশানা করতে পারলেই এ ধরনের রাইফেল দিয়ে টার্গেট বিদ্ধ করা সম্ভব। পরপর কয়েকটা গুলি পাঠিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করল সে, যেন সত্যিই টার্গেটে লেগেছে গুলিগুলো।

উত্তরে কোন গুলি ছুটে এল না। ব্যাপারটা অশুভ মনে হলো শেভার্নের কাছে। সত্যিকার বিপদ এলে সাহায্যের চেয়ে বরং ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে স্ট্যানলি, একরকম নিশ্চিত ও। ঢালের দিকে তাকিয়ে দেখল ইতোমধ্যে আরও শ'খানেক গজ উঠে এসেছে ওয়্যাগনটা।

'মি. শেভার্ন, ভবিষ্যতে কিংবা আগামীকাল কি হতে পারে, ভেবেছ কখনও?'

'প্রচুর, মিসেস ব্রুকস। কিন্তু আমার ধারণা অযথাই এ বিষয়ে আলাপ করছি আমরা।'

'তাই?'

'সৃষ্টিকর্তার জন্যে কিছু প্রশ্ন জমে আছে আমার মাথায়। সর্ব শক্তিমানের তৈরি এত অসঙ্গতি চোখে পড়েছে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয়তো বেগ পেতে হবে তাঁর।'

'নাস্তিক বলতে পারছি না তোমাকে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাসটা কি খুব দৃঢ় তোমার? আমার তো ধারণা মানুষই নিজের পথে নিজেকে চালিত করে, কর্মফলেই মানুষের নিয়তি।'

'হতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। মানুষ হচ্ছে একেকটা পুতুল, যে পরিবেশে যাকে রেখেছেন তিনি সেখানেই থাকতে হয় তাকে।'

'ঈশ্বর সবাইকে সাহায্য করুন!' বিড়বিড় করল মাইকেল টেড্রো।

গর্জে উঠল জুডের স্প্রিংফিল্ড, ফ্রেইট ওয়্যাগনের ভেতরে কাতরে উঠল এক লোক।

'ওটরো ক্যাবরন মেনোস!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল রোজাওরা।

'গুলি না করলেই ভাল হত,' বলল শেভার্ন।

'কেন?' জানতে চাইল বিস্মিত জুডাস ম্যাকলেন্ডন।

'কারণ ওয়্যাগনের শরীরে যত ফুটো তৈরি হবে, ভরাট করার চেষ্টা করবে

ওরা। এখানে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। ততক্ষণে আঁধার নেমে গেলে সত্যিই বিপদ হবে।'

লূপহোল থেকে কিছুটা পাশে সরে গেল জুড, রাইফেলটা পরিষ্কার করছে দক্ষ হাতে। শেভার্নের ধারণা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হলো। অদ্ভুত টেস্টুডোর লোকগুলো হতাশ বা হতোদ্যম হয়ে পড়েনি, বরং জুডের গুলি যেন সচেতন করে তুলেছে তাদের–সন্ধের আগেই গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। বিশ জন লোক যতটা জোরে সম্ভব ঠেলে নিয়ে আসছে ওয়্যাগনটাকে।

'কপালে যাই থাকুক, নিয়তি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় দেখছি না!' বিড়বিড় করল শেভার্ন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিসেস ক্রুকস। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি সত্যিই খারাপ মানুষ, অন্তত কয়েকবার তো এই ধারণা জন্মেছে। বিপদ দেখেও কিভাবে এত নিস্পৃহ থাকতে পারো?'

আনমনে হাসল শেভার্ন, জুলিয়া ক্রুকস কি জানে নিজে কতটা নিস্পৃহ থাকতে পারে সে?

দ্রুত রাইফেল রিলোড করে ফেলল জুড।

'এই মুহূর্তে নিচের বেপরোয়া ওই লোকগুলোকে প্রভাবিত করার চিন্তায় আছি আমি,' গর্জে উঠল শেভার্ন, চারপাশে আরেকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল, বোঝার চেষ্টা করছে মুখোমুখি লড়াইয়ে ঠিক কতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারবে ওরা, কিংবা প্রয়োজনীয় আড়াল বা কাভার কোথায় পাওয়া যাবে। 'ভাবছি জুডের মত আধ-ডজন বেপরোয়া তরুণের বদলে তোমার ভাগ্য বিক্রি করা যায় কি-না,' অসন্তোষের সঙ্গে বলল ও।

'তুমি কি সত্যিই সরাসরি, আমেরিকানদের মত কথা বলতে পারো না?' বিরক্তি প্রকাশ করল শেরিফ।

'পারি, শুধু আমেরিকানই নয়, বিশুদ্ধ স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ বা উর্দুও বলতে পারি। এই জঘন্য পাহাড়ী এলাকায় একটা বছর থাকতে দাও আমাকে, তাহলে নির্জলা ইন্ডিয়ানও বলতে পারব।'

'আমি প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম তুমি সত্যিই লাইম-জুসার।'

'অউসি মোই,' আচমকা বলে উঠল মিসেস ক্রুকস।

মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল শেভার্ন। অনর্গল স্প্যানিশ বা ইংরেজি বলতে পারে লাল-চুলো, কিন্তু ফ্রেঞ্চ? সম্ভব, পুবের স্কুলে পড়াশোনা করেছে, ফ্রেঞ্চও বলতে পারবে এটাই স্বাভাবিক।

'ঠকলাম না জিতলাম এখনও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না,' একই ভাষায় খেই ধরল জুলিয়া ক্রুকস। 'কিন্তু তুমি যে নিজেকে ঠকিয়েছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঝামেলা শেষ হলে হয়তো তোমাকে গ্রেফতার করবে শেরিফ, কারণ স্ট্যানলির সঙ্গে রফা করে পরোক্ষ ভাবে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করেছ। কোন ভাবে কি প্রমাণ করার উপায় নেই আসলে উইল রেনারকে খুন করোনি তুমি কিংবা কোয়ান্ট্রিল বাহিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল না তোমার?'

'হয়তো, যদি তোমার কথা বিশ্বাস করে শেরিফ। কিন্তু মনে হয় না এ মুহূর্তে

কোন কিছু বিশ্বাস করার মূডে আছে সে।'

'এই ঝামেলা শেষ হলেই ক্যান্সাসে যোগাযোগ করব আমি,' নিচু, দৃঢ় স্বরে বলল জুলিয়া ব্রুকস। 'অনেকেরই হয়তো মনে আছে তোমাকে, অন্তত কয়েকটা পরিবারকে তো সাহায্য করেছ তুমি। এদের সাক্ষ্যে হয়তো সত্য বেরিয়ে আসবে।'

'রেনারের খুনের ব্যাপারে কিছু করার নেই…সন্দেহটা সবসময়ই থেকে যাবে।'

স্পষ্ট হতাশা প্রকাশ পেল মিসেস ব্রুকসের কণ্ঠে, কারণ এবার ইংরেজিতে খেই ধরল লাল-চুলো। 'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মহিলা। 'সন্দেহটা সবসময়ই থেকে যাবে।'

'হ্যামলেটের বাবার কানের বিষের মত, তাই না? সবকিছু ধীরে ধীরে বিষিয়ে তুলছে, নতুন ট্র্যাজেডির বীজ বপন করছে!'

'কথায় তোমার সঙ্গে পারা কঠিন,' তিক্ত স্বরে বলল ম্যাকলেন্ডন-কন্যা।

'খাসা বলেছ! অদ্ভুত হলেও সত্যি যে ওই সোনালোভী লোকগুলোকে ইচ্ছে করলে থামিয়ে দিতে পারি আমি, সামান্য একটা কথায় ওদের সব উৎসাহ ফুরিয়ে যাবে। এই অশান্তির শেষ হবে, পেনি-ফার্দিংরা ওদের নোংরা গর্তে গিয়ে মুখ লুকাবে।'

'চাপা মারছ?' বিদ্রূপ করল শেরিফ। 'নইলে কিসের জন্যে অপেক্ষা করছ? ওদেরকে চলে যেতে বলো, তাহলেই শান্তিতে ফিরে যেতে পারি আমরা।'

'শেষে ঘাড় ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত যাতে আমাকে ঝুলিয়ে দিতে পারো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোডা স্প্রিং-এর ল-ম্যান। 'মনে হয় না ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারবে তুমি। যাক্‌গে, স্ট্যানলির হয়েছে কি? ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সূর্যের আলোয় বেশিক্ষণ থাকার ফলে মাথা বিগড়ে গেছে?'

'খানিকটা সমস্যা আছে,' জানাল শেভার্ন।

'খোদার দোহাই, মি. শেভার্ন, রক্তপাত ছাড়া এই যুদ্ধের শেষ হওয়ার সম্ভাবনা যদি সত্যিই থাকে,' প্রথমবারের মত আবেগ প্রকাশ করল মাইকেল টেড্রো। 'দয়া করে…'

'সত্যের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি জানো, মি. টেড্রো? কেউই সেটা বিশ্বাস করতে চায় না।'

'আমাদের বলে দেখতে পারো,' সুবোধ বালকের মত আব্দার জুড়ল শেরিফ।

'আমার ধারণা তোমরা এরইমধ্যে জেনে গেছ। তোমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে অবশ্য কিছু যায়-আসে না। বরং আগে ওই লোকগুলোকে বিশ্বাস করানো দরকার।'

'বলে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!' আহ্বান করল জুড।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেভার্ন। উঠে দাঁড়ানোর সময় বুক ভরে বাতাস টেনে নিল, সতর্ক যাতে কাভারটা নষ্ট না হয়। 'বাড়ি ফিরে যাও, বোকার হদ্দরা!' চিৎকার করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল ও। 'এখানে কোন সোনা নেই, কখনও ছিলও না! মিথ্যে বলে তোমাদের ঠকিয়েছে ব্রুকস। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

তাহলে বলো, এতক্ষণ তো প্যানিং করেছ, কেউ কি এক চিমটে সোনাও তুলতে পেরেছ? এবার বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেদের পাপের স্বর্গে ডুব দাও। একটু পরই বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুনীদের সন্ধান করবে শেরিফ, অভিযুক্ত লোকদের গ্রেফতার করবে।'

মুহূর্তের জন্যে রুদ্ধশ্বাস নীরবতা নেমে এল, তারপর উচ্চকণ্ঠের হাসি শোনা গেল। শেভার্নের কথা বিশ্বাস করেনি কেউ। তীক্ষ্ণ শব্দে বাকবোর্ডে আঘাত হানল বাফেলো গানের একটা গুলি, তারপর তুমুল গুলি বৃষ্টি শুরু হলো, সমানে আন্দাজের ওপর গুলি করছে লোকগুলো।

'হয়তো সত্য জানতে পারলেই মুক্তি মিলবে তোমাদের!' শয়তানি হাসি হেসে বলল শেভার্ন, মাথা নিচু করে ফেলেছে।

কিন্তু চরম সত্যটি ওদের অন্তত একজনের জন্যে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। 'মিথ্যে বলছ তুমি! হতেই পারে না!' চিৎকার করে উঠল স্ট্যানলি, খেপে বোম হয়ে গেছে। 'এই খনি আমার। তোমরা কেউ আমার সোনা ছুঁতে পারবে না!' অন্য কেউ বাধা দেওয়ার আগেই বাকবোর্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেল সে। ঢালের উদ্দেশে ছুটছে, হাতের রিপিটার থেকে সমানে গুলি করছে। দেখতে দেখতেই অদ্ভুত টেস্টুডোর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল, কিন্তু ততক্ষণে অন্তত বিশটা গুলি বিঁধেছে হতভাগ্য ব্যাংকারের দেহে।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল ক্যাম্পে।

'আর কেউ সত্যটা পরখ করে দেখতে চাও?' শেষে জানতে চাইল শেভার্ন।

উত্তর দিল না কেউ।

'দশ মিনিট সময় পাবে তোমরা।'

'ওরা আক্রমণ করার আগে?'

'নিকুচি করি আক্রমণের! দশ মিনিটের মধ্যে তোমরা সিদ্ধান্ত নেবে ওই মাথামোটা ব্যাংকারকে আত্মহত্যা করতে আমি ফুসলেছি কি-না, নয়তো পরে শেরিফের মত তোমরাও বলবে এসবের জন্যে জিম শেভার্নই দায়ী।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, মি. শেভার্ন।'

'নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু তুমিই তো বলেছ, সন্দেহটা সবসময়ই থেকে যাবে।'

অদ্ভুত ওয়্যাগনটা তখন ঢালের দুই-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। বাকবোর্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শেভার্ন, সময়ের আগেই পাল্টা আক্রমণ করার ইচ্ছেটাকে বহু কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে সময় নিয়ে ধরাল ও, নিষ্পলক দৃষ্টিতে শম্বুক গতিতে আগুয়ান ওয়্যাগনটা দেখছে। বেশ মজবুত জিনিসটা, কিনারে বাড়তি কাঠের ফাঁকে মাঝে মধ্যে সবুট কিছু পা চোখে পড়ছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে না এলে একেবারেই নিরাপদ পেনি-ফার্দিং রাইডাররা। বুক ভরে লম্বা শ্বাস নিল ও, সারা শরীরের ব্যথা ভুলতে চেয়েও পারছে না। বাড়তি বুলেটের কারণে ভারী হয়ে আছে ওর পকেট, জোড়া কোল্ট তুলে আনার অপেক্ষায় শিথিল হাত জোড়া ঝুলছে দেহের পাশে। ওপাশে পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে সূর্যের অর্ধেকটা, হালকা বাতাস বয়ে গেল

জায়গাটায়। উপত্যকায় মৃত্যুর ছায়া পড়েছে যেন, আচমকা নীরব হয়ে গেছে সবাই।

'এতটা বেপরোয়া বা নিষ্ঠুর না হলেও চলত তোমার,' বলে উঠল ওর বিবেক।

'তাহলে কিভাবে কাজটা সারতে তুমি?'

কোন উত্তর এল না।

ফের চুরুটে টান দিল শেভার্ন। ঢালের মুখে ওয়্যাগনটাকে দেখা যাচ্ছে এখন, খুব বেশি হলে একশো গজ দূরে। যে কোন মুহূর্তে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বেপরোয়া মানুষগুলো। অধীর আগ্রহ নিয়ে পাশে বসে থাকা রোজাওরার উদ্দেশে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও।

'অ্যাকুই এস্টা,' বলল রোজাওরা, ক্যানটা ধরিয়ে দিল শেভার্নের হাতে।

চুরুটে টান দিল ও, তারপর হাতে তৈরি ফিউজের আগায় ছোঁয়াল চুরুটের আগুন। কর্ডের তৈরি ফিউজে আগুন ধরে গেল, মুহূর্তের জন্যে মিইয়ে গেল, তারপর দ্রুত পুড়ে গেল কয়েক ইঞ্চি।

'ছুঁড়ে দাও!' নিখাদ ভয় আর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল অন্যরা। কিন্তু গ্রাহ্য করল না শেভার্ন, অদ্ভুত বোমাটা ধরে রেখেছে এখনও, অপেক্ষা করছে ফিউজ পুরোপুরি পুড়ে যাওয়ার আগে টেস্টুডো থেকে লোকগুলো বেরিয়ে আসে কি-না। রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, অপেক্ষার মুহূর্তগুলো বড় দীর্ঘ মনে হলো ওদের। একসময় আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করল না শেভার্ন, গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল ক্যানটা।

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো হিসাবে ভুল করেছে, হয়তো মাঝপথেই ফেটে যাবে বোমাটা। সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়ায় টান পড়েছে হাতের পেশীতে, প্রায় অবশ লাগছে হাতটা। খেপা পশুর মত চাপা হিসহিস শব্দে টেস্টুডোর ভেতরে গিয়ে পড়ল ক্যানটা। শব্দটা বেড়ে গেল আচমকা, ঘন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেই সঙ্গে; নিউ মেক্সিকোর মরিচের ঝাঁঝ ছড়িয়ে দিচ্ছে। চাপা শব্দে একের পর এক ফাটতে শুরু করল সেলুন পিস্তলের কার্তুজ, চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র বেগে।

আচমকা ওয়্যাগনটা যেন ফুটন্ত একটা পাত্র হয়ে উঠেছে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছে লোকগুলো। চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, মরিচের ঝাঁঝে গলা জ্বলছে; ছুটন্ত দু'একটা বুলেটও বিঁধেছে কারও কারও গায়ে।

বাস্তবে ফিরে এল জিম শেভার্ন, জোড়া কোল্ট শোভা পাচ্ছে ওর হাতে। ইতোমধ্যে একজনকে ফেলে দিয়েছে জুড। এবার স্রেফ শ্যূটিং প্র্যাকটিস করল ওরা, শেরিফ বা টেড্রোও বসে নেই–ছুটন্ত টার্গেট পেলেই গুলি করছে। পাল্টা গুলি করছে লোকগুলো; কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। ব্যাপারটা সত্যিই বেদনার, কিন্তু একই সুযোগ প্রতিপক্ষ পেলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না, জানে শেভার্ন। বিবেকের দংশনকে অগ্রাহ্য করে টেস্টুডোর দিকে মনোযোগ দিল ও।

ক্রল করে ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকজন কিন্তু জুড বা শেরিফের রাইফেলের তোপের মুখে টিকতে পারছে না। নিশ্চিত হতে চাইছে আর

কোন পেনি-ফার্দিং রাইডার পরে ফিরে এসে বিরক্ত করবে না। অতি উৎসাহী হয়ে বাকবোর্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেছে জুড।

'ফিরে এসো, বোকার হদ্দ!' চিৎকার করল শেভার্ন। কিন্তু থামানোর উপায় নেই জুডকে। বাধ্য হয়ে অনুসরণ করল ও, হাতে জোড়া কোল্ট। চোখ জুডকে ছাড়িয়ে গেছে, দেখল শোয়া অবস্থা থেকে নিশানা করছে এক পেনি-ফার্দিং রাইডার। ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়াল জুড, সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

ছুটন্ত অবস্থায় গুলি করল শেভার্ন। লোকটার কাঁধে গিয়ে বিঁধল গুলিটা, নিশানা টলে গেল তার। মুহূর্তের ব্যবধানে দ্বিতীয় বুলেট পাঠিয়ে দিল শেভার্ন। এবার জায়গামত, একেবারে কপালে গিয়ে বিঁধল। পেনি-ফার্দিং রাইডারের বিদ্বেষের সমাপ্তি হলো সেখানেই।

নিঃশ্বাস আটকে আসছে, টের পেল শেভার্ন, মরিচের ঝাঁঝে চোখ আর গলা জ্বলছে। মেক্সিকোয় সম্রাটের বাহিনীতে থাকার সময়ও এতটা কার্যকরী বোমার প্রভাব প্রত্যক্ষ করেনি ও। থমকে দাঁড়িয়ে চোখ [illegible] চারপাশ দেখার চেষ্টা করল, নিঃশ্বাস আটকে রেখেও লাভ হচ্ছে না। ঘুরে ক্যাম্পের দিকে তাকাতে চমকে উঠল, বাকবোর্ডের ঠিক পেছনেই ক্রল করে এগোচ্ছে এক লোক। লোকটার হাতে রাইফেল। কিভাবে ওখানে চলে গেছে খোদা মালুম; শেরিফ, টেড্রো বা কেউই লোকটার উপস্থিতি টের পায়নি।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল শেভার্ন। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল, ঝাপসা ভাবে দেখতে পেল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, নিশানা করছে। মুহূর্তে গর্জে উঠবে রাইফেল।

অপেক্ষা বা নিশানা করার সময় নেই। পিস্তল থেকে তপ্ত সীসা পাঠিয়ে দিল ও, পরপর দুটো। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল লোকটা, বুক আর পেটে বিঁধেছে গুলি। পিছু পিছু ঢাল বেয়ে উঠে আসছিল আরও দু'জন, কিন্তু ততক্ষণে সতর্ক হয়ে গেছে অন্যরা। তিনজনের গুলির তুবড়িতে নিমেষেই পটল তুলল লোক দুটো।

পিস্তলে নতুন বুলেট ভরে এগোল শেভার্ন। পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে সূর্য, আঁধার ঘনিয়ে এসেছে উপত্যকায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করল ও, ভাবছে আর কোন পেনি-ফার্দিং রাইডারের মুখোমুখি হতে হবে না বোধহয়। স্রেফ একতরফা লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে লোকগুলো, কেউ কেউ হয়তো ক্রল করে নিচে নেমে গেছে। তবে আবারও হামলা করার সাহস এদের হবে না, উচিত শিক্ষা পেয়ে গেছে।

আচমকা ক্রীকের ধারে চিৎকার শুনতে পেল ও। উল্লাস প্রকাশ করছে প্লেসার মাইনাররা। কারণটা বোঝার চেষ্টা করল শেভার্ন, বিভ্রান্ত বোধ করল মুহূর্তের জন্যে–সোনা পেয়েছে নাকি? অসম্ভব! যে জিনিস আদৌ নেই তা পায় কি করে? সহসাই পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। আবছা আলোয় নিচ থেকে স্পষ্ট দেখা সম্ভব নয়, লড়াইয়ের ফলাফল ধারণা করে নিয়েছে লোকগুলো। ভেবেছে শত্রুদের বিনাশ করেছে পেনি-ফার্দিং। সেটাই স্বাভাবিক ছিল, ম্যাকলেন্ডনদের তিন-চারজনের বিরুদ্ধে অন্তত বিশজনের একটা দল, কে ভাববে শেষপর্যন্ত

এদেরই ভরাডুবি হয়েছে?

বাকবোর্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টেড্রো আর শেরিফ, উৎফুল্ল দেখাচ্ছে দু'জনকেই। পেছন থেকে শেভার্নকে ডাকল জুলিয়া ক্রুকস, কিন্তু ঢাল বেয়ে তখন নামতে শুরু করেছে ও, পিছু নিয়েছে অন্য দু'জন। আর সবার আগে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে জুডাস ম্যাকলেন্ডনের ক্ষীণ অবয়ব।

এখনও উল্লাস প্রকাশ করছে মাইনাররা, মাথার ওপর হ্যাট তুলে নাড়ছে। শেরিফ সহ ওদেরকে নামতে দেখে এবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকগুলোর মধ্যে, কে কার আগে পালাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। গুলি করে দু'জনকে ফেলে দিল জুড।

ক্ষুব্ধ মনে হলো টেড্রো আর শেরিফকে। 'আমি...ভেবেছি আগে সতর্ক করে দেবে ওদের, হয়তো চলেও যেতে দেবে,' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ব্যাংকার।

জোড়া কোল্ট চলে এসেছে শেভার্নের হাতে। 'একবার সেই চেষ্টা করেছি,' তিক্ত স্বরে বলল ও। 'হয়তো খেয়াল করেছ একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাঁটতে পারছি না আমি। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝেছ?' ঘুরে শেরিফের দিকে ফিরল ও। 'পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, শেরিফ। আগে তোমার কাজ সেরে ফেলো। এটা তোমারই এলাকা। সময়মত দায়িত্ব সেরে ফেললে এখানেই সমস্ত ঝামেলার শেষ হবে।'

'জানি আমি,' বিরস মুখে বলল ল-ম্যান।

'আরও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে তোমার।'

শূন্য দৃষ্টিতে থমকে দাঁড়ানো মাইনারদের দেখছে জেসন বেলহ্যাম, অতি পরিচিত উদ্ধত ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। 'শোনো, তোমরা। আসলেই এখানে কোন সোনা নেই। এবার বাড়ি ফিরে যাও সবাই। ম্যাকলেন্ডনরা এই জমির মালিক, সুতরাং তোমাদের কোন অধিকার খাটবে না এখানে। সত্যি কথা বলতে কি, যেখানে বসতি করেছ তোমরা, নিচের ওই জমির মালিকও ওরাই। কিন্তু এ নিয়ে কখনও আপত্তি করেনি নীল ম্যাকলেন্ডন। সেজন্যে ওর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞই থাকা উচিত।'

'কিন্তু, শেরিফ, ভেড়ার বাথান করছে ওরা...' বলতে চাইল একজন।

'আগে এখানে কে এসেছে, ওরা নাকি তোমরা? এতদিন কেন আপত্তি করোনি? ওদের ভেড়া তোমাদের কি ক্ষতি করছে? বরং তোমরাই ওদের জমি, ক্রীকের পানি ব্যবহার করছ!

'বোল-চাল বাদ দাও! তোমাদের মরিয়া হয়ে ওঠার আসল কারণ তো জানি এখন—সোনার লোভে ছুটে এসেছ সবাই। বোকার হদ্দরা, এখানে কোন সোনা নেই!' থেমে বিহ্বল মুখগুলো দেখল শেরিফ, তারপর কিছুটা কোমল স্বরে খেই ধরল: 'দেখেছ তো, তোমাদের অতি উৎসাহী সঙ্গীদের কি পরিণতি হয়েছে? ম্যাকলেন্ডনদের সাথে ফের লাগতে যেয়ো না। এবার কিন্তু আইন পিছু নেবে তোমাদের। যে-ই ঝামেলা করবে তাকে দেশছাড়া করব আমি। বুল ওস্টেনভেল্ট কোথায়?'

'ওয়্যাগনে ছিল।'

'তার মানে···খতম! ওর দুই ছেলে?'

'বাপের সঙ্গেই ছিল।'

আনমনে মাথা নাড়ল শেরিফ, কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। 'পালের গোদাটা না থাকায় ভালই হয়েছে। বাড়ি ফিরে যাও এবার। যাক্‌গে, সবাই মিলে আবার ডাবল-ও-র জমির দখল নিয়ে লড়াই শুরু কোরো না।'

ধীরে ধীরে স্যাডলে চড়ল লোকগুলো, তারপর ক্রীকের পাড় ধরে আঁধারে মিলিয়ে গেল। শূন্য হয়ে গেল জায়গাটা; স্লুইস বক্স, গোল্ড প্যান, কোদাল সবই পড়ে থাকল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

'নিচের উপত্যকায় যাচ্ছি আমরা, শেরিফ, মনে করিয়ে দিল শেভার্ন। 'প্রতিটা বসতিতে যাব। নিজের চরকায় তেল দিচ্ছে এমন কারও ব্যাপারে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু অন্যরা, যারা ম্যাকলেন্ডনদের শেষ দেখতে চেয়েছে এতদিন, স্পষ্ট বলে দেব দুটো পছন্দ তাদের–হয় বেসিন ছাড়ো, নইলে ঝামেলা না করে আজীবন থাকো।'

'এটা করতে পারো না তুমি!' প্রতিবাদ করল শেরিফ।

'কিন্তু তুমি পারবে,' স্মিত হেসে বলল ও। 'আমার হয়ে তুমিই করবে কাজটা। আজ রাতে তুমিই সামনে থাকছ, লীড দেবে।'

মেসার ক্যাম্পে যখন ফিরে এল ওরা, ততক্ষণে ভোর হচ্ছে। পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে, ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস বইছে উপত্যকায়। ক্লান্ত বিপর্যস্ত বোধ করছে ওরা। যতটা কঠিন হবে ভেবেছিল, তারচেয়ে সহজে সারা গেছে কাজটা। নিচের উপত্যকার বেশিরভাগ পরিবারই ওদেরকে দেখে স্বস্তি বোধ করেছে, জেনে খুশি হয়েছে কাউকে আর বেপরোয়া পেনি-ফার্দিং রাইডারদের জবরদস্তির শিকার হতে হবে না।

বিশ মাইল দূরের নিঃসঙ্গ একটা কেবিনে দুই বাচ্চা নিয়ে থাকত এক মহিলা, এমন একটা খবরই প্রত্যাশা করছিল সে। কয়েকদিনের উদ্বেগের কারণেই হয়তো কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল মহিলাকে, শেভার্নের দেয়া গোল্ডেন ঈগলটা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নিল, কৃতজ্ঞতার কোন নমুনা প্রদর্শন করল না। ফিরে আসার পথে পেনি-ফার্দিংদের দালানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা, ঘোড়া আর গরুগুলোকে করাল থেকে বের করে ছেড়ে দিয়েছে।

চমকপ্রদ ব্যাপার আরও একটা আছে, হঠাৎ করেই শেভার্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠেছে শেরিফ জেসন বেলহ্যাম। বিদ্বেষী মনোভাব উবে গেছে–হয়তো ক'দিনের উদ্বেগ আর ক্লান্তির কারণে, কিংবা নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে–প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জুলিয়া ব্রুকসের সাক্ষ্য নেবে, যোগাযোগ করবে ক্যান্সাসের কয়েকটা পরিবারের সঙ্গে; জিম শেভার্ন সত্যিই দোষী কি-না যাচাই করে দেখবে। কারণটা বোধহয় লাল-চুলো, আনমনে ভাবল শেভার্ন, কোন এক ফাঁকে শেরিফের সঙ্গে কথা বলেছে এ নিয়ে, নিশ্চয়ই ও ক্যাম্প ছেড়ে আসার পর কিংবা টেস্টুডো নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়!

সাত বছরের ফেরারী জীবনে অনীহা আর ছোটাছুটির কারণে ও নিজে যা করতে পারেনি, নিজের সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে ওকে দোষ-মুক্ত করার চেষ্টা করেছে জুলিয়া ব্রুকস। সন্দেহ নেই আবারও ম্যাকলেন্ডনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে বেসিনে; এবং তা আগের চেয়েও দৃঢ় হবে, কারণ নীল ম্যাকলেন্ডনের যা ছিল না তাই আছে তার বনেদী মেয়ের–প্রয়োজনে কঠিন হওয়ার দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস বা সৎ সাহস, কোনটারই কমতি নেই।

ক্যাম্পের জিনিসপত্র গোছাতে সাত-সকালেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জুলিয়া ব্রুকস আর ডোনা রোজাওরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাইডারদের শরীরে মাছির অত্যাচার শুরু হয়েছে। স্যাডল ছেড়ে ক্লান্ত দেহে তাঁবুর দিকে এগোল শেভার্ন, মাঝপথে ওর হাতে ধূমায়িত কফির মগ তুলে দিল রোজাওরা। বিড়বিড় করে মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। আয়েশ করে বসল বেডরোলে। তেরপলের ফাঁক দিয়ে দেখল গরম কফি পান করে চাঙা হওয়ার পরোয়া করেনি অন্যরা, খোলা জায়গায় বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে।

টেড্রো বা জুড ওর মতই ক্লান্ত। কিন্তু করুণ দশা হয়েছে শেরিফ জেসন বেলহ্যামের, বেচারাকে একেবারেই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। আগামী কয়েকদিন হয়তো বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দেবে সে, তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সোডা স্প্রিং-এ ফিরে যাওয়ার চিন্তা করবে।

'নিচে গিয়ে মেরামতের কাজ শুরু করা উচিত, কি মনে হয় তোমার?' জানতে চাইল মিসেস ব্রুকস। সবকিছুর পরও সতেজ, কমনীয় লাগছে ওকে; লাল চুলের প্রতিটিই পরিপাটি। নিঃসন্দেহে জুলিয়া ব্রুকস আকর্ষণীয় নারী।

প্রশ্নটা নিজের মনে নেড়ে-চেড়ে দেখল শেভার্ন। 'জীবনে কোন কিছুই নিশ্চিত নয়, ম্যা'ম। আবারও যে এখানে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে না তা কে বলতে পারে! তবে আপাতত শান্তির সময়। তোমরা ভাই-বোন যে কোন সময়ের চেয়েও ধনী এখন। হয়তো সব তিক্ততা ভুলে অন্য কোথাও নতুন ভাবে শুরু করা উচিত।'

আড়চোখে রোজাওরার দিকে তাকাল মিসেস ব্রুকস।

'বুঝতে পেরেছি। ওরা তোমার লোক, তুমি না থাকলে...'

'অথচ আমাদের অপরাধের কারণে এদেরকেই ভুগতে হয়।'

'অপরাধ?'

'হ্যাঁ, মি. শেভার্ন। লরেন্স বা ক্যান্সাসই শেষ নয়। আমরা সবাই সমান দোষী এখন। গণহত্যাই তো বলা উচিত এটাকে, যেভাবে খুন হলো নিচের লোকগুলো? হয়তো বিকল্প কোন উপায় ছিল, কিন্তু খুঁজে পাইনি আমরা। পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে আমাদের।'

'স্যানস অম্বার দ্য দ্যুতে?' ফ্রেঞ্চে জানতে চাইল শেভার্ন।

'বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই,' প্রতিধ্বনি করল মহিলা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটা বিবেচনা করছে। অনেক কাজ পড়ে আছে–কবর খুঁড়তে হবে, অস্থায়ী ভাবে থাকার জন্যে কেবিন তৈরি করতে হবে, ভেড়ার পাল আর হার্ডারদের খুঁজে বের করতে হবে।

'পুরোপুরি নিশ্চিত তুমি?'

'একসময় সবাইকেই থামতে হয়, মি. শেভার্ন।'

লোভনীয় প্রস্তাব। দুরুদুরু করছে ওর বুক। জীবনে এরচেয়ে বেশি ক্লান্ত বোধ করেছে কি-না, কিংবা কখনও এরকম নীরব শান্তিপূর্ণ একটা জায়গারও প্রয়োজন বোধ করেছে, মনে করতে ব্যর্থ হলো শেভার্ন। 'ঠিক আছে, সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া পর্যন্ত থাকব আমি, তারপর না হয় ভেবে দেখা যাবে।'

চাপা, রহস্যময় হাসি দেখা গেল মিসেস ব্রুকসের ঠোঁটের কোণে। সরে এসে শেভার্নের পাশে বসল, চোখে চোখ রাখল। 'সঙ্গী হিসেবে আমি কি একেবারেই নীরস?'

ক্ষীণ হাসল শেভার্ন। স্কট মেয়েরা বরাবরই চাপা, কিন্তু এদের চরিত্রের বিশেষত্ব–যা দেবে উজাড় করে দেবে, যদি ভালবাসে তো সেটা হবে গভীর ভালবাসা, অথচ মুখে হয়তো কখনোই স্বীকার করবে না।

হাত বাড়িয়ে জুলিয়া ব্রুকসের কোমর চেপে ধরল ও, ভাবছে হয়তো ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দেবে লাল-চুলো, বলবে এতক্ষণ স্রেফ তামাশা করছিল ওর সঙ্গে। 'আমি খুব খারাপ মানুষ!'

'আমিও খারাপ। তোমাকে থাকতে বাধ্য করেছি, মিথ্যে বলেছি।'

'কারণ আমাকে দরকার ছিল তোমার–লড়াই করার জন্যে?'

'শুরুতে প্রয়োজনটা তাই ছিল। কিন্তু এখন...'

'এখন?'

'আমাদের অভিভাবক হবে তুমি, সবকিছু দেখাশোনা করবে, আর...' চুলের মত লাল হয়ে গেল ফর্সা অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা, দু'হাত তুলে শেভার্নের গলা জড়িয়ে ধরল জুলিয়া ব্রুকস, ফিসফিস করে শেষ করল কথাটা: 'আমাকে ভালবাসবে!'

'এটা কি অনুরোধ, না নির্দেশ?' কৌতুক শেভার্নের স্বরে।

'হুকুম!'

'যো হুকুম, ম্যা'ম!' জুলিয়া ব্রুকসের ঠোঁটে আলতো স্পর্শ বুলিয়ে দিল শেভার্ন, তারপর লাল-চুলোকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।' আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ও, গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা। 'শেরিফের কথাটা মনে আছে, জুলিয়া, সামান্য একজন টিনহর্নের পক্ষ নিয়েছিলে তুমি? আবারও হয়তো একই ভুল করতে যাচ্ছ...হয়তো দেখা যাবে এবারও ভুল লোককে বেছে নিয়েছ!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া ব্রুকস, এগিয়ে এল। মুখটা হাস্যোজ্জ্বল, সবুজ চোখে অনিশ্চয়তা নেই কোন। 'হতে পারে,' নিচু, স্পষ্ট স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। ভুল লোককে যে বেছে নিইনি সেটা গত কয়েকদিনেই বোঝা গেছে। এও জানি, আমি ঠকব না।'

তিক্ত হাসল শেভার্ন। লাল-চুলোর বিশ্বাস কি মাত্রাতিরিক্ত নয়? 'কিন্তু...'

'কিন্তু কি?' ওর চোখে চোখ রাখল যুবতী।

'নাহ্, থাক!'

স্মিত হাসল জুলিয়া, সামনে এসে শেভার্নের একটা বাহু চেপে ধরল। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ঢালের কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা, খেয়াল করল না কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদের দেখছে জড আর বোজাওরা।

শেভার্নের গা ঘেঁষে দাঁড়াল জুলিয়া, এক হাতে ওর বাহু জড়িয়ে ধরে রেখেছে। 'বাবা মারা যাওয়ার পর সত্যিই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম আমি, কারণ শেরিফ, প্রতিবেশী, আমার অভিজ্ঞতা···সবকিছুই ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। আবার কখনও ম্যাকলেন্ডনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এখানে, ভাবতেই অসম্ভব মনে হত। তুমিই আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছ, জিম, একাই সামাল দিয়েছ সবকিছু। উপায়টা হয়তো পুরোপুরি সৎ ছিল না, কিন্তু সাফল্যটাই আসল। ভুলগুলো শুধরে নেব আমরা, নতুন করে শুরু করব আবার। আমার এই সুসময়ে সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষীকে ছাড়ি কিভাবে, যার জন্যে এতকিছু সম্ভব হয়েছে? অনেক ছুটাছুটি করেছ, জিম, থামো এবার,' সরে এসে শেভার্নের বুকে মাথা ঠেকাল মহিলা, তারপর রুদ্ধ স্বরে শেষ করল কথাগুলো: 'আমার জন্যে! আমার পাশে থাকো!'

দূরে পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় জমে থাকা শুভ্র বরফের চাঙড়, সবুজ পাহাড় আর নয়ন জুড়ানো উপত্যকায় চোখ বুলাল শেভার্ন, বুক ভরে টেনে নিল পাইনের মিষ্টি গন্ধ মাখা সুবাসিত বাতাস। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর, এবং এ মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসী এই নারীটির নিবিড় উপস্থিতি উপভোগ্য মনে হচ্ছে। একেবারে ওর মনের কথাটা বলেছে ম্যাকলেন্ডন-কন্যা, *একসময় সবাইকেই থামতে হয়।* থিতু হওয়ার জন্যে এরচেয়ে সুন্দর জায়গা সারা পৃথিবীতে আছে নাকি? কিংবা জুলিয়ার মত কাঙ্ক্ষিত নারী? *মনে হয় না,* আনমনে ভাবল জিম শেভার্ন, অন্তত *আমার জন্যে নেই কেউ।*

***